খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য সাধনা

(পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক,
আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

402479

গবেষক,
মোঃ কামরুল হাসান
পি-এইচ. ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
402479

জুমাদাল-উলা, ১৪২৬ হিজরী।
আষাঢ়, ১৪১২ বাংলা।
জুন, ২০০৫ খৃষ্টাব্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

402479

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Phone : Off. 4290
Res.

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

No.............................

Dated, the 27-06-1995

I have pleasure in testifying the research ability and cretical acumen of Mr. Md. Kamrul Hasan, Ph-D. Research student in the Department of Arabic, University of Dhaka. He completed his Thesis in Bangali under my direct supervision. The title of his Thesis is, " মুনাফা মানিদুন (রা) -এর সাহিত্য সাধনা " - While writting the thesis, he worked hard and collected materials from the original Arabic sources and utilized a good number of hitherto untapped data. This thesis has brought to light some new facts. His dissertation is quite rich in original thoughts and novel ideas.

I certify that the thesis is fit for submission for the degree of Ph.D. In the Department of Arabic, University of Dhaka. I wish him success.

402479

Muslehuddin
27-6-95

A.T.M. Muslehuddin.
Associate Professor (Retired)
Department of Arabic,
University of Dhaka.
Bangladesh.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পি-এইচ. ডি. গবেষক জনাব মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত " খুলাফা রাশিদুন (রা) -এর সাহিত্য সাধনা " শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

402479

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

29-06-06

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, খুলাফা রাশিদূন (রা)- এর সাহিত্য সাধনা - শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

মো: কামরুল হাসান
মোঃ কামরুল হাসান ২৭.০৬.০৫ ইং
পি-এইচ. ডি. গবেষক
রেজি ঃ নং - ৬৪/ ২০০১-০২ ইং
যোগদান ঃ- ০৯ - ০৪- ২০০২ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله على نعمه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله و أصحابه و أحبائه ، وبعد

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র বাণী,

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ

"যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।" [১]

হাদীস শরীফটির মর্ম আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ করুণায়, দয়ায় এবং তাঁরই ইচ্ছায় "খুলাফা রাশিদূন (রা)-এর সাহিত্য সাধনা" অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। আল-হামদু লিল্লাহ! প্রিয়নবী (সা)-এর খলীফাগণ (রা)-এর সাহিত্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে বিশাল সাগরে কিঞ্চিত অবস্থানের বর্ণনা এ অভিসন্দর্ভ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট গবেষণার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের থেকে আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করায় আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জ্ঞান সাধক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক জনাব অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন এ কাজটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যেভাবে হাতে-কলমে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, ভুলসমূহ সস্নেহে শোধরিয়ে দিয়েছেন, সেগুলো এ কাজে আমার পাথেয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ জাযা প্রদান করুন, এ প্রার্থনা করি।

আব্বা আলহাজ্জ আবদুল বারী মাষ্টার ও আম্মা মুহতারামা আয়েশা বেগম -এর দু'আ ও অশেষ অবদান আমি সশ্রদ্ধ স্মরণ করছি এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ ত্যাগের জন্য, তাঁদের প্রতি আল্লাহর অবারিত রহমত সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকুক, প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী নানাভাবে এ কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তন্মধ্যে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুন, এ দু'আ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ নূরুল হক ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলীর নিকট

---

১. তিরমিযী, আস-সুনান, বাবুল-বিররি ওয়াস-সিলাঃ / ১৮৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রয়োজনীয় তথ্য ও পুস্তকাদির মাধ্যমে, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে, সেমিনারে উপস্থিত থেকে এবং বিভিন্নভাবে তাঁরা এ কাজের পরিপূর্ণতায় অংশগ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ডঃ সাহেরা খাতুন, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ডঃ আ. স. ম. আবদুল্লাহ, এ. টি. এম. ফাখরুদ্দীন, সতীর্থ ডঃ মোঃ ইউসুফ, মোঃ আবদুল কাদের, এহসান যুবায়ের, মোঃ শহিদুল ইসলাম প্রমুখের সাহায্য-সহায়তাকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অধ্যাপক ডঃ এ. বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাঁকেও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এ ছাড়া সেমিনারে উপস্থিত হয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ইমাম মাওলানা আবুল ফাতাহ ভূঁইয়া ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকীর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

সরকারী আলিয়া মাদরাসা, ঢাকার গ্রন্থাগার ও শ্রদ্ধেয় উস্তাদগণের থেকেও নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরী থেকে পুস্তকাদি লাভের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা অভিসন্দর্ভকে কেন্দ্র করে কম্পিউটার জগতে আমাকে কিঞ্চিত বিচরণ করতে হয়েছে। হার্ডওয়ার কোর্সের সাথে সম্পর্কিত যাঁরা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আত্মীয়-স্বজনের অবদান অনস্বীকার্য। আমার অনুজ প্রভাষক মোঃ সোহরাব হোসেন এবং মাওলানা আবু হানিফা মোঃ নোমানও আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছে এবং সহধর্মিনী মাওলানা মোসাম্মাত রাবিয়া সাঈদা নানা কাজ গুছিয়ে এ অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া দেশে-বিদেশে অবস্থানরত আমার প্রিয় সহপাঠী, বন্ধুবর্গ ও ছাত্রদের নিকটও আমি ঋণী।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তা'আলা আমার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন।

নিবেদক, মোঃ কামরুল হাসান।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেতসূচী

(সা)	ঃ	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।
(রা)	ঃ	রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু /'আনহা / 'আনহুম।
(র)	ঃ	রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি / 'আলায়হিম।
সূরার নাম ঃ সংখ্যা	ঃ	সূরার নাম ঃ আয়াত নম্বর।
হাদীসের পরিচ্ছেদ/সংখ্যা	ঃ	হাদীসের পরিচ্ছেদ/হাদীস নম্বর।
হি.	ঃ	হিজরী।
খৃ.	ঃ	খৃষ্টাব্দ।
জ.	ঃ	জন্ম।
মৃ.	ঃ	মৃত্যু।
সং.	ঃ	সংস্করণ।
তা. বি.	ঃ	তারিখ বিহীন।
খ.	ঃ	খন্ড।
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আ / া	-	ا	ত	-	ط
ই / ি	-	ا	য / জ	-	ظ
উ / ু	-	ا	‘	-	ع
ব	-	ب	গ	-	غ
ত	-	ت	ফ	-	ف
স	-	ث	ক	-	ق
জ	-	ج	ক	-	ك
হ	-	ح	ল	-	ل
খ	-	خ	ম	-	م
দ	-	د	ন	-	ن
য	-	ذ	ও / ভ	-	و
র	-	ر	হ	-	ه
য	-	ز	হ্ / ঃ	-	ة
স	-	س	’	-	ء
শ	-	ش	য়	-	ي
স	-	ص	া	-	أ
য/দ	-	ض	ঈ / ী	-	ـِيْ
			ঊ / ূ	-	ـُوْ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়সূচী *পৃষ্ঠা*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার .... ক - খ

সংকেতসূচী .... গ

প্রতিবর্ণায়ন .... ঘ

ভূমিকা .... ১ - ৫

প্রথম অধ্যায়

খুলাফা রাশিদূন (রা) ও সাহিত্য

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর পরিচিতি ৬

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য ১৫

আরবী সাহিত্য ও খুলাফা রাশিদূন (রা) ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলীফা আবূ বকর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

খলীফা আবূ বকর (রা) - এর পরিচয় ৩৮

খলীফা আবূ বকর (রা) - এর সাহিত্য চর্চা ও উদাহরণ............ ৫৪ - ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সূচী *পৃষ্ঠা*

তৃতীয় অধ্যায়

খলীফা 'উমর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

খলীফা 'উমর (রা) - এর পরিচয় ৯৬

খলীফা 'উমর (রা) - এর সাহিত্য চর্চা ও উদাহরণ............ ১১০ - ১৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

খলীফা 'উসমান (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

খলীফা 'উসমান (রা) - এর পরিচয় ১৫৮

খলীফা 'উসমান (রা) - এর সাহিত্য চর্চা ও উদাহরণ............১৭৪ - ২১৭

পঞ্চম অধ্যায়

খলীফা 'আলী (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

খলীফা 'আলী (রা) - এর পরিচয় ২১৮

খলীফা 'আলী (রা) - এর সাহিত্য সাধনা ২৩৮

খলীফা 'আলী (রা) - এর সাহিত্যের উদাহরণ....................২৫০ - ৩১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের প্রভাব........ ৩১৮

উপসংহার ৩৪০

গ্রন্থপঞ্জী .... ৩৪৬ - ৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
و الصلوة و السلام على سيدنا محمد النبي الأمي أفضل الأنبياء المرسلين
و على آله الطيبين و أصحابه الطاهرين و من اتبع هداه إلى يوم الدين. و بعد،

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। শুধুমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনাতেই তাঁদের প্রতিভা সীমিত ছিল না। বরং তাঁদের মধ্যে বহুগুণের সমাহার ছিল। অন্যান্য গুণের পাশাপাশি তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন উঁচুমানের সাহিত্যিক। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং ইসলামী নীতিকে ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের পথে তাঁরা নিজেরা পরিচালিত হয়েছেন এবং এ পথকে আঁকড়ে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু আল-কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এবং আল-হাদীস আল-কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা। তাই এ দু'টির নীতি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে খুলাফা' রাশিদূন (রা) স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সার্বিক কার্যকলাপ ছিল ইসলামের জন্য নিবেদিত। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আদর্শকে তাঁরা পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুপথের উপর দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত। তাঁরা যে নীতি বা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। তাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. [১]

" আমার সুন্নাত এবং খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সুন্নাত তোমরা যা পাও, তা আঁকড়ে

---

১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল-ইল্‌ম / ২৬০০।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন সেগুলোও সাহিত্যের সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাঁদের ভাষা ছিল সহজবোধ্য। ভাব ছিল মানবীয় তথা মানুষের মঙ্গলের কথাবার্তা সমৃদ্ধ। সে কারণেই সাহিত্যাঙ্গণে তাঁদের অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের ভাষা মাধুর্য, রচনাশৈলী, সুন্দরতর উপস্থাপন প্রক্রিয়া ইত্যাদি উন্নত সাহিত্যের পরিচয় বহন করে। ফলে আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য নিদর্শন ব্যাপক। বিভিন্ন যুগের অসংখ্য কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কোন অংশে কম নয়। বরং, বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকের উর্ধ্বে। কেননা, তাঁদের রচনায় তাঁরা শুধু জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়েই আলোচনা করেছেন। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথকেই তাঁরা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেছেন। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কোনকিছু তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) জাহিলী যুগেও উত্তম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সে সময়কার সুসাহিত্যিকও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা আরো উন্নত মানবে পরিণত হন। তাঁরা আল-কুরআনের তাফসীর করেছিলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) - এর হাদীস নিজেরা বর্ণনা করেছেন, আবার অন্যান্য সাহাবীদের (রা) কাছ থেকেও হাদীস শুনেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রতিভা ও মেধা ছিল অসাধারণ। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও নানাধরণের সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি করেছেন। আবার শাসন কার্যের প্রয়োজনে বহু চিঠি লিপিবদ্ধ করেন। এগুলোও সাহিত্যের মূল্যবান অংশ হিসেবে পরিগণিত। তাঁদের প্রত্যেকেই কবিও ছিলেন। নানা প্রয়োজনে তাঁরা কবিতা রচনা করতেন। আবার সহজে কোন বিষয়কে বুঝানোর জন্যও কবিতা উচ্চারণ করতেন। বাগ্মীতায় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পারদর্শী। তাঁদের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট এবং ভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক অথচ ভাষা ছিল শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্র পরিচালনার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে তাঁরা বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁদের বক্তব্যগুলো উঁচুমানের অলংকারিক সমৃদ্ধ। তা তাঁদের ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক। ইসলামী নীতিকে তাঁরা তাঁদের কর্মকান্ড, বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের থেকে সাবলীল অথচ অলংকার মন্ডিত ভাষা পাওয়া যায়। সেসবের মধ্যে তাঁদের ব্যাপক জ্ঞান ও পান্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। তাঁদের সাহিত্যই তাঁদের গভীর জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরবী সাহিত্যে তাঁরা ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাঁদের এসব মূল্যবান সাহিত্যকর্ম শুধুমাত্র আরবী সাহিত্যের নয়, বরং বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। তাঁদের এসব কর্মকান্ড সংরক্ষিত হয়েছে, এগুলো প্রতিনিয়ত সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে।

তাঁদের সাহিত্য চর্চার পরিধি ছিল ব্যাপক। তাঁরা এমনভাবে সাহিত্য চর্চা করেছেন, যা সাধনার পর্যায়ে পৌছেছে। তাঁদের মূল্যবান ও বিস্তৃত সাহিত্য সম্ভার নির্ভরযোগ্য সূত্রে, বিশুদ্ধ পন্থায় নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলো হতে এখানে কিয়দাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। সবকিছু উপস্থাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও, পরবর্তী গবেষকদের জন্য আমরা একটি দিকনির্দেশনা রেখে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের কল্যাণময়ী বাণীগুলো হেদায়েতের পথে আসতে সাহায্য করবে, এ কথা ভেবেও আমরা একাজটি সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেছি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁরই দয়া ও সন্তুষ্টি এবং প্রদত্ত সাহায্য ও শক্তি এ কাজকে ফলপ্রসু করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

খুলাফা' রাশিদূন (রা) ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর পরিচিতি

খুলাফা' (خلفاء) শব্দটি খালীফাঃ (خليفة) - এর বহুবচন। খালফুন (خلف) মূলশব্দ হতে তা উদ্গত। خليف হচ্ছে صفة مشبهة বা সদৃশপূর্ণ গুণবাচক শব্দ। মুবালাগাহ বা চূড়ান্ত অর্থ বুঝানোর জন্য خليف এর পর ' ة ' (গোল তা) বর্ণ যোগ করা হয়েছে।[১] খালীফা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধি, অন্যের স্থলাভিষিক্ত, অন্য কারো স্থলে উপবেশন ইত্যাদি।[২] এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যিনি কারো পক্ষ হতে কর্ম সম্পাদন করেন।[৩] চাই তার অবর্তমানে হোক অথবা, প্রতিনিধির দায়িত্ব প্রদান করে তাকে মর্যাদান্বিত করার জন্য হোক। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সম্মানিত করে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।[৪] যেমন, আল-কুরআনের ভাষায়,

وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة [৫]

"স্মরণ করুন, (হে মুহাম্মাদ সা), যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"

---

১. আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, তাখরীজুদ দালালাতিস-সাম'ইয়্যাহ, ১ ম খ., পৃ. ৪৮।

২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মানযূর, লিসানুল-'আরব, ৯ম খ, পৃ. ৮২।

৩. রাগিব আল-ইসফাহানী, মুফরাদাতু আলফাযিল-কুরআন, خ বর্ণ।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

এর দ্বারা বুঝা যায়, যমীনে আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষকে খলীফা হিসেবে প্রেরণের ব্যাপারটি প্রকাশ্যভাবে জানিয়েছিলেন।[১] 'খলীফা' উপাধি দ্বারা মানব জাতিকে বিশেষ সম্মানেও ভূষিত করা হয়েছে।[২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين

الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - [৩]

" ওহে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।" আল্লাহর পক্ষ হতে দাউদ (আ) কে খলীফা মনোনীত করে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে এখানে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিচারাচারের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবেন। তাঁকে এ দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।[৪] আল-কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح [৫]

তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে নূহ এর সম্প্রদায়ের পর প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। অর্থাৎ, নূহ (আ) এর উম্মতের পর দায়িত্ব পালনের জন্য পরবর্তী মু'মিনদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।[৬]

---

১. ইব্‌ন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খ. প, ১৯৯।

২. ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী,জামি'উল বায়ান 'আন তা'ভীলিআয়িল কুরআন, ১ম খ.পৃ.২০৫।

৩. সূরা সাদ ঃ ২৬।

৪. ইব্‌ন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৪র্থ খ. পৃ. ৪৪।

৫. সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৯।

৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল কাদির আর-রাযী, মুখতারুস-সিহাহ, ১ম খ, ৭৮ পৃ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী পরিভাষায়, খলীফা এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি মূলত, কারো পক্ষ হয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। যাঁরা এ দায়িত্বের অধিকারী তাঁদেরকে খুলাফা' বলা হয়। [১] অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির পক্ষ হয়ে যিনি কাজ সম্পন্ন করেন, তিনি খলীফা। মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নামই খিলাফত।

এছাড়া অন্য কারো নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসম্পাদনকারীকে খলীফা বলে। [২] বিশেষত, Ruler of the Muslim community অর্থাৎ, মুসলিম সমাজের শাসককে খলীফা বলা হয়। যেমন, আবূ বকর (রা) ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের উত্তম প্রতিনিধি। [৩]

খুলাফা' দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) - এরপর তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রকে তাঁকে পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালনা করেছিলেন এবং সর্বোতভাবে সফলকাম হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) এর আদর্শকে তাঁরা আঁকড়ে ছিলেন এবং এরই আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুপথের উপর দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত। অমঙ্গলজনক কোন কাজ তাঁরা করেননি। কেননা, তাঁরা ছিলেন, "রাশিদূন"।

রাশিদূন শব্দের নানা অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, এর সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল ঃ-

راشـــدون শব্দটি راشد এর বহুবচন। রুশ্‌দুন মূলশব্দ হতে তা উদ্গত। এর অর্থ ভাল পথ অবলম্বনকারী, হিদায়াত বা সুপথ প্রদর্শনকারী। [৪]

---

১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল কাদির আর-রাযী, মুখতারুস-সিহাহ, ১ম খ, ৭৮ পৃ।

২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাররাম ইব্‌ন মানযূর, লিসানুল-'আরব, ৯ম খ. পৃ. ৮৪।

৩. Editors, Encyclopedia Britanica, Khalifah শিরোনাম, England, 2004.

৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাররাম ইব্‌ন মানযূর, লিসানুল-'আরব, ৩য় খ. পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া দৃঢ়তা অবলম্বন কারী, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কারী, [১] সুপথ নির্বাচন কারী[২] ইত্যাদি অর্থেও রাশিদুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। খুলাফা' রাশিদূন বলতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ প্রতিনিধিগণকে বুঝানো হয়, যাঁরা ছিলেন সুপথের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

"খুলাফা' রাশিদূন" শব্দটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)- নিজেই স্বীয় পবিত্র ভাষায় উচ্চারণ করে তাঁদেরকে এ মর্যাদান্বিত উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করার জন্য তাঁর উম্মতদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, হাদীসের ভাষায়,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ [৩]

বিশিষ্ট সাহাবী 'ইরবাদ ইব্ন সারিয়াঃ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমাদের উদ্দেশ্যে ফজরের সালাতের পর অলংকারপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করলেন। এ

---

১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আর-রাযী, মুখতারুস- সিহাহ, ১ম খ. পৃ. ১০৩।

২. জামালুদ্দীন ইব্ন হিশাম, মুগনিল-লাবীব 'আন কুতুবিল আ'আরিব, ১ম খ. পৃ. ৭৯৭।

৩. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ, জামি' তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম/ ২৬০০। এছাড়াও হাদীসটি ইব্ন মাজাহ, আস-সুনান, মুকাদ্দিমাঃ / ৪২, ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদুশ-শামিলীন/ ১৬৫১৯, আদ-দারিমী, আস-সুনান, মুকাদ্দিমাঃ / ৯৫-এ বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণ শোনার পর উপস্থিত শ্রোতাদের চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং অন্তর গুলো বিগলিত হচ্ছিল। তখন এক সাহাবী বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! এটাতো বিদায় নেয়ার আগের কোন চূড়ান্ত বক্তব্যের মত, তখনকার কঠিন বিপদকালে আমাদের কিভাবে চলতে হবে, সে সম্পর্কে অনুগ্রহ পূর্বক কিছু বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় রাখার তথা তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং নিগ্রো হাবসী ক্রীতদাসও শাসক হলে তার আনুগত্য করার এবং উপদেশ শোনার নির্দেশ দিচ্ছি। আমার পর যে বেঁচে থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে, আর নানারকম নতুন মতের অনুসারী হওয়া থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখ, কেননা, অবশ্যই এগুলো ভ্রান্ত মত। তোমাদের (মু'মিনদের) মধ্যে যে ঐ সময় প্রাপ্ত হবে, তার অবশ্যই পালনীয় হল আমার সুন্নাত এবং খুলাফা' রাশিদূন - এর সুন্নাত ।[১] তোমরা সে পথকে মাড়ির শক্ত দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। অর্থাৎ, তোমরা সে পথকে সমস্ত শক্তি দিয়ে অনুসরণ করো।" খুলাফা' রাশিদূন (রা) - এর সুপথের উপর দৃঢ় অবস্থান এবং তাঁদেরকে অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান।

এরূপ আরো তথ্য হাদীস শরীফে রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র বাণী, [২] عليكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

---

১. সুন্নাত (سنة) এর আভিধানিক অর্থ, রীতি, পদ্ধতি, পন্থা ইত্যাদি। পারিভাষিক ভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসৃত নীতিকে সুন্নাত বলে। তিনি তাঁর পবিত্র বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে তা সুস্পষ্টভাবে উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপক অর্থে সাহাবী গণের অনুসৃত পন্থাকে ও সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাত দ্বারা ব্যাপকভাবে জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রের কর্মপ্রণালী বুঝানো হয়। (মুহাম্মাদ আস-সান'আনী, তাওদীহুল আফকার, ১ম খ. পৃ. ২৫৪-২৫৫, মদীনা মুনাওওয়ারা, ১১৮২ হি.)

২. মুহাম্মাদ ইবন মাজাঃ , আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাঃ / ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ , আমার সুন্নাত এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত খুলাফা' রাশিদূনের সুন্নাত হতে তোমরা যা পাও, তা আঁকড়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। এখানে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সুন্নাত অনুসরণের পাশাপাশি খুলাফা' রাশিদূন (রা) এর অনুসৃত পন্থাকে গ্রহণ করার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

এছাড়া হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ [১]

"বনী ইসরাঈলদের নিকট লাগাতার নবীগণ (আ) আগমন করতেন, যখনই তাদের কোন নবী (আ) নিহত হতেন, তখনই তাদের নিকট আরেক নবী (আ) আগমন করতেন। আমার পরে নিশ্চয়ই আর কোন নবী নাই। অচিরেই খলীফাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, আপনি আমাদের পালনীয় হিসেবে সে সময়ের জন্য কি উপদেশ দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক জনের বায়'আত মান্য করবে, তাদের প্রাপ্য অধিকার পরিশোধ করবে, কেননা, তাদের ব্যাপারে কি কর্তব্য পালন করা হয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন।" এখানেও খুলাফা' রাশিদূন (রা) কে অনুসরণ করার এবং তাঁদের মান্য করার নির্দেশিকা রয়েছে।

---

১. আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-বুখারী, আল-জামি', কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া /৩১৯৬ , মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ, আস-স'হী'হ, কিতাবুল ইমারাহ/৩৪২৯ , মুহাম্মাদ ইব্ন মাজাঃ , আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ/২৮৬২, আহমাদ, মুসনাদু আহমাদ, বাকী মুসনাদিল মুকাসসিরীন /৭৬১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণ 'খলীফা' শব্দকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করতেন। জনকল্যাণমূলক ভাবে রাষ্ট্রের শাসনকারীকে খলীফা নামে তাঁরা অভিহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবী সালমান আল-ফারসী (রা) বলেছেন,

إن الخليفة هو الذى يقضى بكتاب الله وليشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله[১]

খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রের রষ্ট্রনায়ক। যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং জনগণের প্রতি পিতার ন্যায় দরদ সহকারে স্নেহ ও দরদ প্রদর্শন করেন। সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলতঃ জনগণের সেই কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামের দিক দিয়ে রষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্র নায়ক এই দায়িত্ব পালন করবে না, তার পরিণাম হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক।

খলীফার দায়িত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সা) গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। যে গুলো খুলাফা' রাশিদূন সুচারুরূপে পালন করেছেন। যেমন, নবী করীম (সা) শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها

بنصيحة لم يجد رائحة الجنة ـ[২]

"যে লোককে আল্লাহ তা'আলা জনগণের শাসক-পরিচালক বানিয়ে দিবেন, সে যদি তাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের গন্ধও লাভ

১. আবূ 'উবায়দ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৬।

২. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুল আহকাম/ ৬৬১৭, মুসলিম , আস-স'হী'হ, কিতাবুল ঈমান/২০৩ , কিতাবুল ইমারাহ / ৩৪০৯, আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল-বাসরিয়্যীন/১৯৪০৬, দারিমী, আস-সুনান, কিতাবুর রিকাক/২৬৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবে না।" এখানে শাসনকার্যের ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণে সার্বিক ভাবে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ বিদ্যমান। খুলাফা' রাশিদূন (রা) এ নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁদের থেকে এর বিপরীত কোন কার্যপলাপ কখনই সংঘটিত হয়নি।

খলীফা সাধারণ বাদশাহ নন। বরং তিনি সর্বোতভাবে দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। কখনই নিজের উদ্দেশ্যে বা অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার অপচয় করেন না। একবার দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা) বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারসী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি বাদশা, না খলীফা? উত্তরে সালমান (রা) বলেছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে একটি মুদ্রা বা তদাপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থ যদি আপনি অপব্যয় বা অপচয় করেন, তাহলে আপনি বাদশাহ, অন্যথায় আপনি খলীফা।[১]

তাই খলীফাগণ ছিলেন সদাসতর্ক এবং নবী করীম (সা) এর প্রদর্শিত নীতির উপর অটল। এজন্য তাঁদেরকে রাশিদূন বা Rightly Guided or Perfect অর্থাৎ সঠিক পথে পরিচালিত বা যথাযথ কাজ সম্পন্নকারী বলা হয়।[২] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর খুলাফা' রাশিদূন (রা) গোটা উম্মতের নেতৃত্ব দানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁদের কার্যকলাপে খিলাফত ও ইমামত দু'টি দিকই সমুজ্জ্বল। ইসলামে নুবুওয়্যাতের পর এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাঁরা শুধুমাত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহকে মূল ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মানব সমস্যার সমাধানে এতদুভয়ের মাধ্যমে সঠিক বিষয় উপস্থাপন করতেন। তাঁদের কর্মপ্রণালীতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)

---

১. আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৮।

২. Editors, Encyclopedia Britanica, RASHIDUN শিরোনাম, England, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

এর অনুসরণই ছিল মুখ্য ও একমাত্র লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সংস্পর্শে এসে কল্যাণকামী কর্মতৎপরতা পরিচালনা করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁরা ছিলেন "খুলাফা' রাশিদূন (রা) "।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) ইসলামী জ্ঞানভান্ডারের বিশাল স্তম্ভরূপে পরিগণিত। এর মূল কারণ হল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য আল-কুরআনুল-কারীমকে তাঁরা ভালভাবে অধ্যায়ন করেছেন, একে ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং এর প্রতিটি অংশের তাফসীর সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন পূর্ণরূপে অবহিত। কেননা, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) - এর সংস্পর্শে এসে, প্রত্যেকেই তাঁর প্রিয়তম শিষ্য হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং খুলাফা' রাশিদূন (রা) - এর বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি উল্লেখ করেছেন,

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ

وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [১]

" আমার উম্মাতের সাথে অত্যধিক দয়দ্রচিত্ত আবূ বকর। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে অত্যধিক কঠোর, উমর। তাদের মাঝে অত্যধিক লাজুক প্রকৃতির, উসমান। আর তাদের মাঝে অত্যধিক ন্যায়বিচারকারী , আলী (রা)।"

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পর একান্তভাবে তাঁরই নীতিতে যে চারজন খলীফা ধারাবাহিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদেরকে খুলাফা' রাশিদূন নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের খিলাফতের সময়সীমা ছিল ত্রিশ বৎসর। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) পূর্বে জানিয়েছিলেন,

---

১. ইবন মাজাঃ , আল-মুকাদ্দিমাঃ/ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ [১]

"আমার উম্মতের মাঝে খিলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বৎসর। তারপর রাজত্বের আবির্ভাব হবে।" - এ পবিত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় সাফীনাঃ [২] (রা) বলেন, আমরা খিলাফতকালকে গণনা করে দেখলাম, তার মেয়াদ ত্রিশ বৎসর ছিল । [৩] তন্মধ্যে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) ৬৩২ - ৬৩৪ খৃ. (২ বৎসর ৩ মাস ১৯ দিন), দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা) ৬৩৪ - ৬৪৪ খৃ. (১০ বৎসর ৮ মাস ৫ দিন), তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা) ৬৪৪ - ৬৫৬ খৃ. (১১ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন) এবং চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা) ৬৫৬ - ৬৬১ খৃ. (৪ বৎসর ৯ মাস) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) - এর থেকে খুলাফা' রাশিদূন (রা) আল-কুরআনের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশকেও শিখে নিতেন। আল-কুরআনের অনুধাবনে এবং ইসলামের আলোকে তাঁদের প্রতিভা ছিল জ্যোতির্ময় এবং পূর্ণরূপে বিকশিত । তাঁদের বাণী, নীতিবাক্য , প্রবাদ, উপদেশ, চিঠিপত্র, কবিতা, ইত্যাদি যথেষ্ট মূল্যবান। এগুলোর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকে ছিলেন বিজ্ঞ, দূরদর্শী, সত্যভাষী ও সুবিবেচক। তাঁদের ভাষা ছিল সাবলীল, প্রাঞ্জল ও অলংকারপূর্ণ। কল্পনাপ্রসূত সাহিত্য রচনা নয়, বরং বাস্তব ও হিতকর বিষয়াদি সমৃদ্ধ সাহিত্য দ্বারাই তাঁদের রচনা ভরপুর। তাই, তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার বিবরণে 'সাহিত্য চর্চা' না বলে 'সাহিত্য সাধনা' উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. আহমাদ, আল- মুসনাদ / ২০৯১৮ ।

২. তাঁর প্রকৃত নাম মিহরান, তাঁর উপনাম আবূ 'আবদির রাহমান। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আযাদকৃত দাস এবং খাদিম ছিলেন। তিনি বহু বোঝা একসাথে বহন করতে পারতেন, অাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে "সাফীনাঃ" উপাধি প্রদান করেন। খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর যুগের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। আহমাদ, সাফওয়াতুস-সাফাওয়াঃ ১ম খ. পৃ. ৬৭১।

২. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা' রাশিদূন (রা) - এর সাহিত্য

ইসলামী যুগে আরবী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। আল-কুরআনুল-কারীমই ইসলামের মূল উৎস ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এটিই ছিল আরবী ভাষার পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। আরবদেশে তখন বড় বড় বহু সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক ছিল। তারা সকলেই আল-কুরআনের ভাষা ও বর্ণনারীতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবেও এর সামান্য অংশের অনুরূপ কিছু রচনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আল-হাদীস তথা তাঁর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে। আর এতদুভয়ের আলোকে খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছিল। তাঁরা আল-কুরআনের তাফসীর করেছিলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) - এর হাদীছ নিজেরা বর্ণনা করেছেন, আবার অন্যান্য সাহাবীদের (রা) কাছ থেকেও হাদীস শুনেছেন ও সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের প্রতিভা ও মেধা ছিল অসাধারণ। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদি প্রদান করেছেন। যেগুলো আরবী সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের থেকে সাবলীল অথচ অলংকার মন্ডিত ভাষা পাওয়া যায়। এছাড়াও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাপক জ্ঞান ও পান্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান। চিঠিপত্র ও নানাধরণের সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি তাঁরা সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং তাঁদের বিশেষ প্রচেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরবী সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের এসব কর্মকান্ড সংরক্ষিত হয়েছে, এগুলো প্রতিনিয়ত সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করে।

খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর সাহিত্য নিদর্শন বিশাল ভান্ডারের ন্যায়। সমসাময়িক যুগের কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অধিক প্রণিধান যোগ্য। বরং বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকের উর্ধ্বে। তা হল, তাঁদের রচনায় তাঁরা শুধু জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়েই আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কিছু তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। গদ্যের সাথে সাথে পদ্যেও তাঁদের বিশেষ পারদর্শিতার প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁদের পদ্যে সুবিন্যস্ত মাত্রা পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া সহজেই এগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাঁদের এসব কর্মকান্ডের মূলে ইসলামের কোন না কোন শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সকল বিবেচনায়, তাঁদের সাহিত্য সাধনা দ্বারা আরবী সাহিত্যে তাঁদের গভীর পান্ডিত্যের ছাপই লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে তাঁদের সাহিত্য সাধনা আরবী সাহিত্যেরই মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন সাহিত্য বিশারদগণও। আবার এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নানা বিবরণও পাওয়া যায়। যেগুলোর মাধ্যমে সহজেই অবহিত হওয়া যায় যে, অন্যান্য গুণের পাশাপাশি খুলাফা' রাশিদূন (রা) ছিলেন উঁচুমানের সাহিত্যিক। যেহেতু এ গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় খুলাফা' রাশিদূন (রা) - এর সাহিত্য সাধনা, তাই সাহিত্যের পরিচিতিমূলক কিছু আলোচনা করা হল ঃ-

সাহিত্য মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডেরই সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। এর দ্বারা পূর্বের ও পরের কর্মকান্ডের বহু তথ্য সহজে লাভ করা যায়। এর মধ্যে উপকারী ও কল্যাণকর অংশ বিদ্যমান। মানুষ তার অজান্তেই এর প্রতি ধাবিত হয়ে যায়। এর পরিচয় সম্পর্কে নানা উক্তি পাওয়া যায়। যেমন ঃ-

ক. সাহিত্য হল সকল প্রকার ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা যায় এমন বিশেষ জ্ঞান, যা ভাষায় প্রকাশিত হয়। [১]

খ. কোন বস্তুকে ব্যাপক আকারে প্রকাশ করাকে সাহিত্য বলে, যেমন, সাগর বলতে বিস্তৃত পানির আধার, পাহাড় বলতে বিরাটকায় স্তুপ বুঝানো হয়,

---

১. আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, ১ম খ. পৃ. ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি সাহিত্য দ্বারাও ভাল বিষয়াদির ভান্ডারকে বুঝানো হয়।[১]

গ. সাহিত্য বলতে উত্তম কোন কিছু সৃজন করাকে বুঝানো হয়। একে أدب এজন্য বলা হয়, যেহেতু এর দ্বারা মানুষ প্রশংসামূলক অবস্থানে ধাবিত হয় এবং ক্ষতিকর বস্তুকে নিরূপণ করে, তা হতে মুক্ত থাকে।সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হল,মানুষকে ভাল দিকে আহ্বান করা,আর মন্দ দিক থেকে বিরত রাখা ।[২]

ঘ. সাহিত্য হল সূক্ষ্ম অর্থবোধক শব্দমালার প্রতিকৃতি, যা দ্বারা অন্তর উৎফুল্ল হয়, অনুভূতিতে আলোড়ন অনুভূত হয় এবং উক্তিতে পান্ডিত্যের সৃষ্টি হয়। যা প্রত্যেক ভাষায় জ্ঞানসমৃদ্ধ গবেষণা ভিত্তিক রচনা।[৩]

ঙ. যা দ্বারা মানুষ বিশেষভাবে মর্যাদাবান হয়, এমন প্রত্যেক প্রশংসনীয় চর্চাকে সাহিত্য বলে ।[৪]

চ. প্রশংসনীয় উদ্যোগের দিকে যা মানুষকে ধাবিত করে এবং নিন্দনীয় কার্যাদি হতে যা মানুষকে বিরত রাখে তাই সাহিত্য, আর সাহিত্যের মূলনীতি হল ভালদিকে আহ্বান করা।[৫]

ছ. সাহিত্য হল, গদ্য বা পদ্যের আঙ্গিকে কোন কিছু লিপিকাকারে উপস্থাপন করা, যাতে জীবনের উপকারী বিষয়াদি ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকে।[৬]

---

১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর আর-রাযী, মুখতারুস- সিহাহ, ১ম খ. পৃ. ৪।

২. ইব্‌নুল মানযূর, লিসানুল 'আরব, ১ম খ , পৃ. ২৩।

৩. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ৩ ।

৪. আস-সায়্যিদ 'আমীমুল ইহসান, কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ১৬৬।

৫. ডঃ আবদুল হালিম আন-নাজ্জার, মুকাদ্দিমাতু তারীখিল আদাবিল আরাবী, ১ম খ. পৃ. ৩ ।

৬ . Editors, Encyclopedia Britanica, literature শিরোনাম, England, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

জ. সাহিত্য একপ্রকার শিল্প। বিশ্বের পরিদৃশ্যমান জগতের কথাকে যদি সুষম শিল্পসঙ্গত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তাকে সাহিত্য বলে।[১]

ঝ. ইসলামে সাহিত্যের পরিচিতি হল, ইসলামের নানা তথ্য সম্বলিত উপস্থাপনা, যাতে বিশেষত, হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর পবিত্র নীতিকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যামূলক নানা বাণী, বক্তব্য, লিপিকা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এতে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে কাব্যগাথা ও বক্তৃতার উপস্থিতিই বেশী হয়ে থাকে।[২]

এসব পরিচয়ের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, সাহিত্য মানুষকে সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। তা এমন একটি প্রশংসনীয় চর্চা, যা মানুষকে মর্যাদা দান করে। সাহিত্য হল সব ভাষার জ্ঞানসমৃদ্ধ ধারণা ও তৎসম্পর্কিত গবেষণা ভিত্তিক রচনা। সাহিত্য মানুষকে প্রশংসনীয় উদ্যোগের দিকে ধাবিত করে এবং নিন্দনীয় কার্যাদি থেকে বিরত রাখে। ঐকান্তিক অগ্রণী ভূমিকার মাধ্যমে মানুষ নানা অসাধ্যকে সাধন করে এবং যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হিসেবে বিবেচিত হন। তেমনি কাজেরই স্বাক্ষর রেখেছিলেন, খুলাফা' রাশিদূন (রা)। তাঁদের সব কাজই ইসলাম কেন্দ্রিক। তদ্রূপ তাঁদের সাহিত্য সাধনায় ইসলামের কল্যাণের বিষয় নিহিত। তাঁদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারের সৃষ্টি হয়েছে। তাই খুলাফা' রাশিদূনের (রা) অন্যান্য সফল ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্য সাধনার ইতিহাসকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাঁদের এ ধরনের কীর্তি শিক্ষনীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হিসেবে মুসলিম বিশ্বের আনাচে - কানাচে ছড়িয়ে আছে। তাঁদের থেকে প্রাপ্ত সাহিত্য ভান্ডারই প্রমাণ করে, তাঁরা শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চাই করেননি বরং মানুষের কল্যাণের জন্য

---

১. ডঃ কাজী দীন মুহাম্মাদ, সাহিত্য শিল্প, পৃ. ১৭।

২. Editors, Encyclopedia Britanica,Islāmic literatures, Nature and scope শিরোনাম, England, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন এবং ব্যাপক সাধনার মাধ্যমে তার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সময়ে ইসলাম যখন আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর সাথে সাথে আরবী ভাষারও ব্যপ্তি ঘটে। আরবী ভাষার বিশেষত, কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের উক্তি ও বক্তব্য ইত্যাদি আরবের বাইরে নানা শহরে ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে। এমনকি নানা গোত্র আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দ্রুত প্রভাবান্বিত হল। এই অগ্রযাত্রা প্রধানত, সিরিয়া, মিসর, ইরাক উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদি স্থানে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। [১]

বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানা সময়ে ভাষণ প্রদান করা হত। যেমন, জুম'আ, ঈদ, হাজ্জ, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনার মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করা হত, কুরআন মাজীদের থেকে বক্তব্যের অনুকূলে আয়াতাংশ এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফ হতেও কিয়দাংশ উল্লেখ করা হত। [২]

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি যখন বিস্তৃত হল, তখন আরব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নানা বিষয়ের জ্ঞানও সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিজিত অঞ্চলে আরবী চর্চার হিড়িক পড়ে। নানা ভাষাভাষী লোক আরবীকে জানার জন্য ব্যাকুল হয় এবং আরবী পুস্তকাদি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। তখন লিপিকার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করা হত। সংক্ষিপ্তাকারে এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হত। কোনরূপ বাতুলতা ছাড়াই আসল বক্তব্য উল্লেখ করা হত। তবে ভাষার সৌন্দর্যতা ও সুগঠিত শব্দবিন্যাস ছিল লক্ষ্যনীয়। [৩]

---

১. ডঃ তাহা হুসায়ন, মিন হাদীসিস-সি'রি ওয়ান-নাস্‌রি, ১ম খ. পৃ. ১১।

২. বাকির হুজ্জাতি, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ১০৭-১০৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮, ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর আমলে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হত। এ যুগেও কবিতা চর্চায় তেমন কোন ভাটা পড়েনি। খুলাফা' রাশিদূন (রা) কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাহাবীগণ অনেক সময় মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর জমাতেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও কবিতা শুনতে ভালবাসতেন। সুন্দর বক্তব্য শুনে তিনি (সা) বলেছেন, إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

কোন কোন বাগ্মীতায় যাদু রয়েছে।[২]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সুন্দর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً

" আর কোন কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিকমাতের কথা। "[৩]

আবূ বকর (রা) নিজেও একজন কাব্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে তাঁকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন এবং বলতেন, তার কবিতা শিল্পকুশলতাও ছন্দমাধূর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশী সাবলীল।[৪]

---

১. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, ২য় খ. পৃ. ৪৫।

২. বুখারী কিতাবুন নিকাহ/ ৪৭৪৯, তিরমিযী, আল-বিরর ওয়াস সিলাঃ /১৯৫১, আবূ দাউদ, আল-আদাব/৪৩৫৪।

৩. ইবন মাজাঃ , আল-আদাব/৩৭৪৫।

৪. ড. 'আবদুল মুন'ইম খাফাজী, নাকদুশ্শির , মুকাদ্দিমাঃ, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা) সম্পর্কে কবিতাপ্রীতির প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। কোন প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আগমন করলে, তিনি তাদের কাছে তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত এবং নিজেও কোন কোন সময় সে সব কবিতার কিছু কিছু আবৃত্তি করতেন।[১]

কবিতার গুরুত্ব বর্ণনায় 'উমর (রা) বলেছেন,

الشعر جزل من كلام العرب يسكن به الغلظ وتطفأ به الثائرة ويتبلغ به القوم فـــى ناديهم ويعطى به السائل ـ[২]

" কবিতা আরবদের সবচেয়ে ভাল ও বিশুদ্ধ কথা। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, উত্তেজনা দমিত হয়, কোন সম্প্রদায় তাদের মজলিস-মাহফিলে যথাযথ আসন করে নিতে পারে এবং কোন প্রার্থী কিছু পেতে পারে। "

তিনি আরো বলতেন, الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه ـ[৩]

"কবিতা হল কোন জাতির এমনই এক জ্ঞান ভান্ডার, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই। "

কবিতার প্রশংসায় 'উমর (রা) আরো বলেছেন,

أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر، يقدمها فى حاجاته ، يستعطف به قلب الكريم، ويستميل بها قلب اللئيم ـ[৪]

---

১. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, ২য় খ. পৃ. ৪৫।

২. ইব্ন আব্দি রাব্বিহী, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ম খ. পৃ.২৮১।

৩. ইব্ন রাশিক, আল-'উমদাহ, ১ম খ. পৃ. ৯।

৪. ইব্ন আব্দি রাব্বিহী, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ম খ. পৃ.২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের উত্তম শিল্প হল, কবিতা। সে তার প্রয়োজনে তা উপস্থাপন করতে পারে, তার দ্বারা সে মহানুভব ব্যক্তির অন্তর বিগলিত করতে পারে এবং ইতর প্রকৃতির মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করতে পারে।"

'উমর (রা)যে কোন বিশেষ ঘটনার সম্মুখীন হলে, সে সম্পর্কে কবিতার দু' একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।[১]

আরবী সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে হযরত 'উমর (রা) কে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি শুধু রুচির ভিত্তিতে কারো সমালোচনা না করে, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। কবি যুহায়রকে তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কারণ হিসেবে যা নির্ণয় করেন, তা হল,

كان لا يعاظل ، وكان يتجنب و حشى الكلام ، و لم يمدح أحدا إلا بما فيه .[২]

"তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলী ও অশোভন কথাও তিনি এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। কোন রকম অতিরঞ্জিত করেন নি।"

বিখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলেছেন,

كان أبو بكر شاعرا ، و عمر شاعرا ، وعلى أشعر الثلاثة .[৩]

"আবূ বকর (রা) কবি ছিলেন, 'উমর (রা) কবি ছিলেন, আর 'আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।"

---

১. আল-জাহিয, আল-বয়ান ওয়াত-তাবয়ীন, ১ম খ. পৃ. ২৪১।

২. আল-বাকিল্লানী, ই'জাযুল-কুরআন, পৃ. ১৩৪।

৩. ইব্ন আব্দি রাব্বিহী, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ম খ. পৃ.২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা 'উসমান (রা) ও কবিতা রচনা করেছেন এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা) ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। " দিওয়ানে 'আলী " নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থটি তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের মূল সূত্র উদ্ভাবন করেন এবং আরবী শব্দরাজিকে ইসম (বিশেষ্য), ফে'ল (ক্রিয়া) এবং হারফ (অব্যয়)- এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। 'আলী (রা) ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক।[১]

খুলাফা রাশিদূন (রা) থেকে গদ্য ও পদ্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে সফলতা ও বিশেষ প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা সত্যিকারভাবেই সফল ছিলেন। কল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন আগোয়ান ও সফলকাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)- এর প্রদর্শিত পথে খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সফল বিচরণ অব্যাহত ছিল। তাঁদের ভাষণেও এ বিষয়টি সস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁদের ভাষণের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের মূল্যবান উপাত্ত পুঞ্জীভূত ও সংযোজিত হয়।[২] তাঁদের ভাষণে প্রধানত, ঈমানের প্রতি আহ্বান, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর পথে শাহাদাতের সুফল, ইসলামের কোন কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও আড়ম্বরে মত্ত না হওয়ার উপদেশ এবং পরকালের অনন্ত সুখের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণী পাওয়া যায়।

---

১. ড. মুহাম্মাদ শাতির, আল-মু'জায ফী নাশআতিল-নাহবি, পৃ. ১৪।

২. কুদামাঃ ইবন জা'ফর, নাকদুশ শি'র, আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ২৩;
আস-হায়াতুল আদাবিয়্যাতু ফী আসরি সাদরিল ইসলাম, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্য ও খুলাফা' রাশিদূন (রা)

খুলাফা' রাশিদূন (রা) ছিলেন আরবী ভাষাভাষী। আরবী ভাষায় তাঁরা ছিলেন দক্ষ। আরবী সাহিত্য অতি প্রাচীন। খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যও সেই প্রাচীন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই প্রাচীন আরবী সাহিত্য সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা সঙ্গত হবে।

আরবী সাহিত্যের যুগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী থেকেই এ সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা নানা ফলকে পাওয়া যায়।[১] খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী থেকে আরবী সাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তখন গদ্য ও পদ্য দু'ধরণের সাহিত্য রচনা করা হত। জাহিলী যুগেও আরবী সাহিত্য ছিল এবং আরবী সাহিত্যের চর্চাও হয়েছে। তখন গদ্য ও পদ্য দু'ধরনের সাহিত্যই চর্চা করা হত। গদ্যের ক্ষেত্রে বক্তৃতা, প্রবাদ বাক্য, অন্তিম উপদেশ, রিওওয়ায়াত বা স্বল্পকথার গল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবং পদ্যের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কবিতা পাওয়া যায়। কবিতায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যক্রমই স্থান পেয়েছে তাই কবিতা আরবদের জীবনালেখ্য।[২] প্রাচীন আরবের সাহিত্য মানে কবিতা।

---

১. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল-'আরবিয়্যাহ, ১ম খ. পৃ. ৩৩।

২. এ প্রসঙ্গে ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, "الشعر ديوان العرب" জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান, ১ম খ. পৃ. ১২১।

* Poetry is public register of the Arabs- Nicholson, A literary History of the Arabs, P. 31.

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাতে তাদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। কবিতায় বিশেষত, গোত্রীয় প্রশংসা, বীরত্ব গাথা, শত্রুপক্ষের নিন্দা, আপনজনের বিরহ বেদনার বহিঃপ্রকাশ ও শোকগাথা উল্লেখযোগ্য। তখনকার প্রসিদ্ধ কবিতা হল, আস-সাব'উল মু'আল্লাকাত [১] বা সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকাব্য। [২] সেগুলো আজো বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) আল-কুরআনের বিধানকে বাস্তবায়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র কর্ম, বাণী ও অনুমোদন আল-কুরআনেরই জীবন্ত রূপ ও ব্যাখ্যা স্বরূপ। তাঁর (সা) নিকট ওহী আসত। তিনি এর অনুসরণে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করতেন। তাঁর প্রদর্শিত ইসলামী নিয়ম অনুসরণের কারণে আরবী সাহিত্যে পরিবর্তন আসে। আরবদের প্রাচীন যুগের সাহিত্যে অশ্লীলতার ও পরনিন্দার ব্যবহার ছিল। ইসলামের প্রকাশের ফলে আরবী সাহিত্য সুন্দর, সুষ্ঠু ও শালীন আকার ধারন করে। এর প্রধান কারণ হল, আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সর্বাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার এবং মুসলিম সমাজের পালনীয় বিধানকে রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাও আল-

---

১. জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুঘাঃ আল-আরাবিয়্যা, পৃ. ১০৫।

২. জাহিলী যুগে কা'বা শরীফের দেয়ালে সাতজন প্রসিদ্ধ কবির কবিতাগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বলে সেগুলোকে মু'আল্লাকাঃ বা ঝুলন্ত নামে অভিহিত। সেই সাতজন কবি হলেন, ইমরু'উল কায়স, আবুল হারিস হুন্দুজ ইবন হুজর (৪৯৭-৫৪০খৃ.) তারফাঃ ইবনুল-'আবদ আল-বাকরী (৫৩৮-৫৬৪খৃ.) যুহায়র ইবন আবী সুলমা (৫০১-৬০৯খৃ.) লাবীদ ইবন রাবী'আঃ, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। (রা. ৫১৫- ৬৬১ খৃ.) 'আমর ইবন কুলসূম (মৃ.৫৮৪ খৃ.) 'আনতারাঃ ইবন সাদ্দাদ (মৃ.৬১৫ খৃ.) হারিস ইবন হিল্লিযাঃ (৫৭০ খৃ.) আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব সম্পাদনা লাজিবল, আল-মাউসূ'আতুস-সি'রিয়্যাঃ, মা'লূমাতুন 'আনি-ত'আরা' অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনেরই মত চিরন্তন ও অনুসৃতব্য। খুলাফা' রাশিদূন (রা) সর্বাবস্থায় তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর ওফাতের পর উম্মাতকে নবী করীম (সা) এর প্রদর্শিত পথে পরিচালনা করা ছিল খলীফাগণের অন্যতম দায়িত্ব। খুলাফা' রাশিদূন (রা) এর প্রত্যেকে এ দয়িত্বটিও যথাযথভাবে পালন করেছেন।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর কথা কাজ ও অনুমোদনও হাদীসরূপে পরিগণিত। কাজেই তাঁদের অনুসরণের জন্য তাঁদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের বক্তৃতা, উপদেশবাণী, নীতিবাক্য, চিঠিপত্র ও কবিতা, তাঁদের কথার পর্যায়েই পড়ে। তাঁদের সকল কর্মকান্ডই ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। এজন্যই এগুলো জানা আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন। তাঁরা নিজেরা তাঁদেরকে কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। কিন্তু তাঁদের সকল বাণী, যা তাঁরা আরবী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা সাহিত্য হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কারণ, এগুলোতে সাহিত্যের সব নিদর্শনই বিদ্যমান। সুন্দর ভাষা, উন্নত রচনাশৈলী, অলংকারপূর্ণ বিন্যাস, উপমা ইত্যাদি সাহিত্যের নিদর্শন। এগুলো তাঁদের রচনায় স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। তাঁরা যে বিশুদ্ধভাষী ছিলেন, এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁরা কুরায়শ গোত্রের সদস্য। যাঁদের ভাষা ছিল অত্যন্ত উন্নত ও বিশুদ্ধ। ভাষাবিদগণ কুরায়শদেরকে ।أفصح العرب। বা আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষীরূপে আখ্যায়িত করেছেন ।[১] খুলাফা'' রাশিদূন (রা) ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। কাজেই তাঁদের ভাষাও ছিল অতি উন্নত। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল নির্মল আদর্শের প্রতিচ্ছবি। কাজেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, খুলাফা' রাশিদূন (রা) হতে আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যায়। তাঁদের সাহিত্যই তাঁদের গভীর জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। তাঁদের মূল্যবান রচনার মাধ্যমে

---

১. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির, ১ম খ. পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁদের এসব কাজকে বিভিন্ন যুগের বিদ্বানগণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউবা লেখনীর মাধ্যমে তাঁদের সোনালী যুগের স্মরণীয় নানা ঘটনা উল্লেখ করেছেন, কেউবা তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন, কেউবা তাঁদের অভিযান সম্পর্কিত আলোচনায় পুস্তক রচনা করেছেন, আবার কেউবা তাঁদের রাষ্ট্রনীতির সফলতার আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক প্রাচীন ও আধুনিক নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিচিতিমূলক ও সফলতাজ্ঞাপক তাঁদের যত কর্মকান্ড রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হল তাঁদের সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম। তাঁদের সাহিত্যভান্ডার ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। খলীফা হিসেবে তাঁরা যে সফলতা ও সুনাম লাভ করেছিলেন, সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের সফলতা মূলতঃ তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যদিও তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বপালন করেছিলেন, তবুও তাঁদের উন্নত প্রতিভা ও পরিপক্ক অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের সাহিত্যে।

জাহিলী যুগেও তাঁরা আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সে সময়কার সুসাহিত্যিকও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা আরো উন্নত মানবে পরিণত হন। তাঁরা সাহিত্যিক হওয়ার আগ্রহে নয়, বরং মানুষের উপকারের জন্য যে সবকথা বলেছেন এবং লিখেছেন, তা সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলো নিশ্চিতভাবে আরবী সাহিত্যের বিরাট সম্পদ। খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর যুগে আল-কুরআনুল-কারীম সংকলিত হয়। এ মহানগ্রন্থ ক্লাসিক্যাল আরবীর প্রথম লিখিত গ্রন্থ। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে লিখিত দলীল-পত্র, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও চিঠিপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। খলীফা 'উমর (রা) রাষ্ট্রীয় আয় মুসলিমগণের মাঝে বণ্টনের নিমিত্ত 'দীওয়ান' লেখার প্রচলন করেন।[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) কবিতা রচনা করেছেন এবং তাঁরা কবিতার সমঝদারও

---

১. P. K. Hitti, Histry of the Arabs, P. 172.

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন।[১] চেষ্টা করে তাঁরা কবিতা রচনা করেননি, দৈনন্দিন কাজে স্বাভাবিক ভাবেই অতি সহজ ভাষায় কাব্যাকারে তাঁরা নিজেদের মনের কথা ফুটিয়ে তুলতেন। কেননা, তাঁরা স্বভাবগতভাবেই কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। বাগ্মিতায় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পারদর্শী। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে তাঁরা বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁদের বক্তব্যগুলো উঁচুমানের সাহিত্যের নিদর্শন। কেননা, তাঁরা ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। তাঁদের উন্নত সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। তাঁদের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট এবং ভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, তদুপরি ভাষা ছিল শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত। তা তাঁদের ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক। ইসলামী নীতিকে তাঁরা তাঁদের কর্মকান্ড, বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। এগুলোতে মানুষের কল্যাণে যা প্রয়োজন, তা জোরালো ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে খলীফাগণ যে চিঠি লিখতেন, তার ভাষাও হত খুবই সুন্দর, সহজ ও সংক্ষিপ্ত।[২] তাঁদের থেকে স্বাভাবিক কথাবার্তাও যা পাওয়া যেত, তাতেও ছিল সুমধুর ভাষা ব্যঞ্জনা, সাবলীল উপস্থাপনা এবং অনুপম বর্ণনাবিন্যাস। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান এতই উন্নত ছিল যে, খলীফা হিসেবে পরিচিতি ছাড়াও তাঁদেরকে অতি উন্নত সাহিত্যিক হিসেবে গণ্য করা স্বাভাবিক ব্যাপার।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) এর সাহিত্য ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কারণ হল, তাঁরা নিজেদেরকে ইসলামের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের সকল কর্মকান্ড ইসলামের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছিল। ইসলামের সুউচ্চ প্রভা সারা বিশ্ব আলোময় করে দিয়েছিল। তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা এবং কল্যাণমুখী পদক্ষেপ ছিল, যে কোন যুগের অনেক শাসকের সফলতার উর্ধ্বে। এর মূল কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শকে তাঁরা একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই

---

১. সৈয়দ আমীর আলী, আরব জাতির ইতিহাস, অনু. ড. মফীজুল্লাহ, পৃ. ২০।

২. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

দিকনির্দেশনার বাস্তবায়নই ছিল, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁকেই তাঁরা সার্বিক কাজে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলতেন। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) - এর একান্ত আপন, পরীক্ষিত সহচর এবং প্রামাণ্য অনুসারী। [১] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রতিনিধিত্বকে তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

খুলাফা' রাশিদূন (রা)- ছিলেন ইসলামেরই ধারক ও বাহক। তাঁদের উদার নীতি ও সহজ-সরল আচরণ সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁদের এই নীতির প্রভাবও ছিল তাঁদের সাহিত্য কর্মে সমুজ্জ্বল। তাঁদের প্রজ্ঞা প্রসূত সাহিত্যাঙ্গণ ছিল ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। তাঁদের প্রত্যেকের সাহিত্য- পারদর্শিতা পরবর্তীকালের সকল সাহিত্যিককেই মুগ্ধ করে এবং কার্যকর ক্ষেত্রে উন্নত প্রতিভামুখর উপকারী সাহিত্য প্রণয়নে উৎসাহিত করে। তাঁরা ছিলেন সত্যের পতাকাবাহী সত্যান্বেষী সাধক। স্বাভবিকভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার কোন অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। তথাপিও তাঁদের উন্নত প্রতিভা এবং সফল কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁরা মানুষের কল্যাণে নানা স্থানে বক্তব্য প্রদান করেছেন, প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণকে চিঠিপত্র ও নির্দেশিকা দিয়েছেন, প্রয়োজনে কিছু নীতিবাক্য, শ্লোক, কবিতা ইত্যাদি দ্বারাও কথাকে সহজ করে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের এসব কর্মকান্ড সাহিত্যিক মানদন্ডে উন্নত সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত ও সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়েছে। যা থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ উপকৃত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন কারণে তাঁদের সকল সাহিত্য কর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবুও সামগ্রিক ভাবে তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, আসমাউর রিজাল গ্রন্থে তাঁদের সাহিত্যের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়।

---

১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল-ইল্‌ম / ২৬০০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সংস্পর্শে তাঁরা এ পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর পবিত্র হাদীস তখন ছিল মানুষের স্মৃতিপটে অথবা কিছু আগ্রহী সাহাবীর (রা) প্রচেষ্টায় লিখনীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত। বিচারকগণ বিচার কার্যের প্রয়োজনে অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস জেনে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। তাই, তাঁরা যে সব সমস্যার সমাধানে হাদীস পেতেন, তার আলোকে ফয়সালা করতেন, আর যেসব কাজের অনুকূলে কোন হাদীস পেতেন না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা ইসলামী বিধানকে সামনে রেখে, তার আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে সদৃশপূর্ণ নীতিতে ফয়সালা দিতেন। এভাবে তাঁদের রায় এবং মতামতও সাহিত্য স্বরূপ সংগৃহীত হতে থাকে।[১]

খুলাফা' রাশিদূনের (রা) সাহিত্যের মাধ্যমে, আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, তাঁরা ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তথা ইসলামের আলো দিক-বিদিকে স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করেছেন এবং সার্বিক ভাবে সফল হয়েছেন।

খুলাফা' রাশিদূনের (রা) প্রথম যুগে নানা স্থানে আল-কুরআনের তিলাওয়াত ও তাফসীরের পাঠশালা গড়ে উঠে। কুরআনকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।[২] তারপর মাঝামাঝি সময়ে হাদীস শরীফ সংগৃহীত হতে থাকে। তাছাড়া খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো পত্রের মাধ্যমে শাসকগণের নিকট বিভিন্নস্থানে প্রেরিত হয়। এছাড়া এ সময়েই আরবী ভাষার প্রথম ব্যাকরণ নীতির মৌলিক বিষয়গুলো প্রণীত হয়। এ ব্যাপারে খলীফাগণ (রা)

---

১. আবুল-মা'আলী আব্দুল মালিক, আল-বুরহান ফী উসূলিল-ফিক্হ, ১ম খ. পৃ. ৪৪২।

২. মুহাম্মদ হুসায়ন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাস্সিরূন, ১ম খ. পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে খলীফা 'উমর ও 'আলী (রা) -এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বেশী।[১] এভাবে জ্ঞান চর্চার দ্বারকে ব্যাপকভাবে তখন উন্মোচন করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের সাহিত্য নিদর্শন আরবী ভাষার মূল্যবান সম্পদ, যে গুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মানুষের মাঝে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থান হতে এ জ্ঞানের আলো প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আগ্রহীরা সাহাবীগণ (রা)-এর কাছে জড়ো হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) খুলাফা' রাশিদূনের (রা) যুগে জ্ঞানচর্চার অবারিত ধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আগেই প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَحَيُّوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ[২]

সাহাবী আবূ হুরায়রা[৩] (রা.) বলেছেন, একদা আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন কি আমাদের দ্বারা তাঁর ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি তাঁর দু পা মুবারক গুটিয়ে বসলেন এবং বললেন, " আমার পর শীঘ্র তোমাদের নিকট বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্যা অন্বেষণ করতে আসবে। তাদেরকে মারহাবা (স্বাগতম) বলো, সাদরে আহ্বান করো এবং তাদেরকে শিক্ষা দান করো। " হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) - এর

---

১. জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুঘাঃ আল-আরাবিয়্যা, পৃ, ২৪১।

২. ইব্‌ন মাজাহ, আস-সুনান, মুকাদ্দিমাহ/ ২৪৩ ও ২৪৪।

৩. প্রকৃত নাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন সাখর।আবূ হুরায়রাঃ অর্থ বিড়াল ছানার পিতা, এটি তাঁর উপনাম। রাসূলুল্লাহ (স) একদা তাঁর পোষ্য বিড়াল ছানা দেখে তাঁকে এ উপনামে ডাকেন। পরবর্তীকালে এ উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁর থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৫৮ হি. সনে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবাঃ ৪র্থ খ. পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই বাণীও সত্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ওফাতের পর মুসলিমগণ অতি দ্রুত জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে দলে দলে বিভিন্ন দেশ হতে নানা শিক্ষানুরাগী তাদের কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিমগণ সাদরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শিক্ষাদান করেছেন নানা প্রাদেশিক কেন্দ্র ছিল শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র। সেখানে জ্ঞানচর্চার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সাহাবীগণের কেউ কেউ সে সকল স্থানে বসবাস শুরু করেন এবং নিয়মিত জ্ঞান শিক্ষা দান করতেন। যেমন, মক্কা শরীফে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা. ইন্তেকাল ৬৮ হি.), মদীনা শরীফে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা. ইন্তেকাল ২০ হি.) কূফায় 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা. ইন্তেকাল ৩২ হি.), তাফসীরের শিক্ষা প্রদান করতেন।[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর যুগের প্রাথমিক সময়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করার এমন বিশেষ কোন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কেননা, তাঁরা ছিলেন নবী করীম (সা) এর প্রত্যক্ষ ছাত্র। অন্যের থেকে আর বিশেষ কোন কিছু শিখার তেমন প্রয়োজন হয়নি। তবে নতুন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে আবূ বকর(রা) ও উমর (রা) এর সময়ে সাহাবীগণের সমাবেশ ঘটিয়ে ঐ বিষয়ে নবী করীম (সা) এর কোন নির্দেশ আছে কি না তাঁরা তা জেনে নিতেন।[২] ১৭ হিজরী সনে খলীফা 'উমর (রা) দেশের সকল এলাকায় শিক্ষক পাঠিয়েছিলেন এবং লোকদেরকে জুম'আর দিন তাদের কাছ থেকে আল-কুরআন শিক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে, সাধারণ লোকদের মাঝে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।[৩] হযরত 'উসমান ও 'আলী (রা) এর শাসনামলে হাদীসের বহুল প্রচার হয়। এতদুদ্দেশ্যে

---

১. মুহাম্মদ হুসায়ন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন, ১ম খ. পৃ. ১০০।

২. মালিক, মুওয়াত্ত্বা, কিতাবুন-নিদা' লিস-সালাত/২৩১।

৩. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

বহু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শিক্ষাও সাধারণত, মৌখিকভাবে দেয়া হত। ক্রমে সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে চলে যান। নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সাথে তাঁদের লেন-দেন হয়। ফলে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং নানা সমস্যারও উদ্ভব ঘটে। এই সব বিষয়ে মীমাংসার জন্য হাদীসের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও বিজিত দেশে শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণও কোন জটিল অবস্থার বা প্রশ্নের বা সমস্যার মুখোমুখি হলে, তা লিখে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দিতেন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে হাদীসের আলোকে তার সমাধান জানিয়ে দেওয়া হত। এ ভাবে হাদীসের বহুল প্রচার অব্যাহত থাকে। খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর আমলেই মুসলিম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। হজ্জ ও বাণিজ্য উপলক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রায় প্রতিদিনই তখন দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডাক প্রেরণ করা হত।[১]

বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রকে তাঁরা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁরই প্রতিনিধিত্বকে আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। আর এরই আনুসঙ্গিক কাজে গড়ে উঠেছে তাঁদের সাহিত্য ভান্ডার এবং প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সাহিত্য সাধনা। আর এর সুফল পৃথিবীর নানা প্রান্তে সহসাই ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে জ্ঞান আহরণের এক নতুন স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

The rule of the Rashidun was Islâm's first experience without the leadership of the Prophet Muhammad. His example, however, in both private and public life, came to be regarded as

---

১. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

the norm (sunnah) for his successors, and a large and influential body of ânsâr (companions of the Prophet) kept close watch on the caliphs to insure their strict adherence to divine revelation (the Qurân) and the sunnah. The Rashidun thus assumed all of Muhammad's duties except the prophetic: as imams, they led the congregation in prayer at the mosque; as khatîbs, they delivered the Friday sermons;and as amîrâ al-muminîn ("commanders ofthe faithful"), they commanded the army.

The caliphate of the Rashidun, in which virtually all actions had religious import.[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর কাজের পরিধি ক্রমে বাড়তে থাকে এবং নানাক্ষেত্রে সাহিত্যের নিদর্শন সঞ্চিত হতে থাকে। খিলাফতে রাশিদা বাস্তবতঃ তাই, যা আদর্শগত ভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিধৃত। রাসূলে কারীম (সা) নিজে তাঁর তেইশ বছরের নুবুয়্যাতী জীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করে গেছেন, খিলাফতে রাশিদা এরই জের – এরই দ্বিতীয় অধ্যায়। কুরআন ও সুন্নাহকে যদি বীজ ধরা হয়, তাহলে খিলাফতে রাশিদা এর শাখা প্রশাখা, পত্রপল্লব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ। আর রাসূলে করীম (সা) এর আমল হল এ বৃক্ষের কান্ড বিশেষ।[২]

কল্যাণমুখী নানা পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেন। যার প্রভাবে সাহিত্যেরও বহু দিক উন্মোচিত হয়। এমনকি সরকারী ডাকের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকরা তাদের

১. Editors, Encyclopedia Britanica, RASHIDUN শিরোনাম, England, 2004 .

২. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশিদা, শুরু কথা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র প্রেরণ করতে পারত। খলীফা 'উমর (রা) এর নির্দেশে তখন থেকেই এ নিয়মটি প্রবর্তন করা হয়। ডাক বিভাগের কর্মকর্তাগণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গাইড বা পথ-নির্দেশিকা তৈরী করতেন। এ সময় পুস্তিকায় যাত্রাপথের প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ থাকত। এগুলো বিন্যস্ত করা হত বর্ণমালাঅনুসারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিবরণ থাকত বিস্তারিত, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সংক্ষিপ্ত। এভাবেই রচিত হয় ভূগোল বিষয়ে নানা গ্রন্থ। পরবর্তীতে এগুলোই মুসলমানদেরকে অন্যান্য বিষয়ে গভীর ও বৈজ্ঞানিক চর্চায় অনুপ্রাণিত করে । এ সময়ে মুসলমানগণ সমুদ্রযাত্রা এবং তৎসম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। সফরনামা ও সমুদ্রযাত্রার কাহিনী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে সব কিছুই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখার মতো একটি মানসিকতা সৃষ্টি হয়। [১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) ছিলেন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত, পূণ্যের পথের একনিষ্ঠ ধারক, বাহক এবং ইসলামের সার্বিক সেবক। তাঁদের সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র ছিল ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপক ভূখন্ডে সম্প্রসারণমান। কেননা, কুরআনুল কারীমের ভাষা আরবী। ইতিপূর্বে আরবী ভাষায় প্রণিধানযোগ্য পুস্তক ছিল না। পরবর্তীতে এ ভাষাই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। প্রথম যুগের মুসলিমগণের বেশীর ভাগই ছিলেন আরবীয়। [২] অথচ ইসলামের প্রভাবে তাঁরা তাঁদের জাতীয় স্বাতন্ত্রের কথা ভুলে যান। অন্য ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের মুসলিমদেরকে পূর্ণ সমতায় গ্রহণ করার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভাষার কথা। আরবী ভাষা গুরুত্বের সাথে জানতে হয়। আর এর মূল কারণ হল আল-কুরআন ও আল-হাদীস চর্চা। তাই এ ভাষা সুসংরক্ষিত

---

১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, পৃ. ২২০।

২. জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুঘাঃ আল-আরাবিয়্যা, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে তার কলেবরকে আরো বিস্তৃত করতে থাকে। মুসলিমগণের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল লক্ষ্য করার মত। খুলাফা রাশিদূন (রা) সুচারুরূপে এসব পরিচালনা করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা খুবই নির্ভুল, নিখুঁত ও উৎকৃষ্টমানের। ফলে খৃষ্টান, য়াহুদী, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য জাতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।[১]

মুসলিমগণের বিজ্ঞানচর্চা এভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়। ভিনদেশীয় লোকদের সহযোগিতায় মুসলিমগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছু শাখায় সম্প্রসারিত হয়। আরবী ছিল মুসলিমগণের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। আর এ সময় মুসলিমগণের ব্যাপ্তি ছিল স্পেন থেকে সুদূর চীন ও ভারত পর্যন্ত তথা তিনটি মহাদেশ, আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে। ফলে এসময়ে অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে আরবী ভাষার প্রসার ঘটে অনেক বেশী।[২]

তাছাড়া, আরবের বাইরের সাথে যোগাযোগের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে নানা সমস্যা-সংকট তাঁদের মুকাবিলা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তার উদ্ভাবক ছিলেন খুলাফা' রাশিদূন (রা)। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা কাজ কর্মে তাঁরা আরবীর মাধ্যমে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেগুলো হয়েছে প্রশাসনিক কর্মে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পেরিত ফরমান, চিঠিপত্র, অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, জটিল অনেক সমস্যায় কুরআনও হাদীস মোতাবেক সমাধান। এভাবে স্বাভাবিক কাজের মাঝেও খুলাফা' রাশিদূন (রা) এর সাহিত্যের ধারা ছিল চলমান এবং পরিস্ফুটিত।

---

১. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, পৃ. ২২০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা' রাশিদূন (রা) বহুবিধ কার্যের মূলেও রয়েছে কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব। তা হল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে ইসলামী সমাজ। মদীনা শরীফকে রাজধানী করে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী রাষ্ট্র। মদীনা শরীফ তখন ছিল একটি নতুন শহর। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপ, ইরাক ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল এ রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। দীনের বিধি - নিষেধ ও আচার অনুষ্ঠান সমূহ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাঁর অন্তর্ধানের পর ইসলামের শত্রুরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। খুলাফা' রাশিদূন (রা) তাদেরকে দিয়েছিলেন সমুচিত জবাব। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী বিধানও প্রচার করেছেন। এ প্রচারের ক্ষেত্রে খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার নানাভাবে তাঁদের লিখনীর পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সঞ্চিত হতে থাকে আরব সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এ ভাবে খুলাফা' রাশিদূন দ্বারা সুন্দর ও সমৃদ্ধ আরবী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে এবং দীর্ঘদিন যাবত এ শিক্ষা সমুজ্জ্বল থাকে। হযরত আবূ বকর (রা) -এর মাধ্যমে এর সূচনা ঘটে এবং হযরত 'আলী (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর প্রদর্শিত সাহিত্যধারা উমায়্যা ও 'আব্বাসী যুগে বিদ্যমান ছিল। তাঁদের বক্তব্য. চিঠি, উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গণ খুবই প্রভাবান্বিত হয়। তাঁদের কবিতার অনুকরণে কবিতা রচিত হয় এবং শুধুমাত্র ইসলামকে কেন্দ্র করে সাহিত্য চর্চার প্রতি কবি-সাহিত্যিকগণ অনুপ্রাণিত হন। ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং ইসলামের পথে আত্মত্যাগ করার শিক্ষা কবিতায় প্রাধান্য পায়। এভাবে খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য প্রভাবিত হয়।

---

১. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলীফা আবূ বকর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলীফা আবূ বকর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

ইসলামের প্রথম খলীফার নাম, 'আবদুল্লাহ, উপনাম আবূ বকর (রা), শেষোক্ত পরিচিতিতেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশসূত্র , 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন মুর্‌রাঃ ইব্‌ন কা'ব ইবন লুওয়ায়ই [১] ইবন গালিব ইবন ফিহ্‌র ইবন মালিক ইবনিন-নাদর ইবন কিনানাহ। তাঁর পিতার নাম 'উছমান, আবূ কুহাফাঃ উপনামে তিনি প্রসিদ্ধ। [২] তাঁর মাতা সালমা বিনতু সাখার , তিনি উম্মুল খায়র উপনামে পরিচিত। তিনি ছিলেন স্বামী আবূ কুহাফাঃ -এর চাচাতো বোন। আবূ বকর (রা) -এর পিতামাতা উভয়েই ছিলেন কুরায়শ গোত্রের শাখা গোত্র তায়ম ইবন মুররাঃ পরিবারের লোক। মুররাঃ ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ষষ্ঠতম পূর্বপুরুষ। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের প্রথম অবস্থায় তাঁর মাতা এবং মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর পিতা প্রায় ১০০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। [৩] তাঁর পিতা তাঁর খিলাফত কালে জীবিত ছিলেন এবং 'উমর (রা) এর খিলাফত কালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরিবার ছিল আরবে প্রসিদ্ধ। মক্কায় বসবাস কারী গোত্রদের জন্য প্রয়োজনে রক্তপণ নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল এই পরিবারের। [৪]

১.আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানবাল, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ,১ম খ. পৃ. ৭৪।

২. য়াহয়া ইব্‌ন আব্দিল ওয়াহ্‌হাব, মা'রিফাতু আছামিয়্যি আরদাফিন্নাবিয়্যি , ১ম খ. পৃ. ১৩।

৩. আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-খাতীব, ১ম খ. ৭২ পৃ.।

৪. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাহ ফী মানাকিবিল-'আশারাঃ, ১ম খ, পৃ. ৩৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণের আগে আবূ বকর (রা) এর নাম ছিল 'আবদুল কা'বা বা কা'বার দাস। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ।[১] তাঁর উপাধি ছিল 'আতীক বা মুক্ত। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

أَنْتَ عَتِيقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ [২]

"আবূ বকর, তুমি আল্লাহর পক্ষ হতে জাহান্নাম থেকে মুক্ত।"

এছাড়াও 'আতীক' উপাধি লাভের কারণ সম্পর্কে বলা হয়,

১. উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত কাউকে দেখতে চায়, সে আবূ বকর (রা) কে দেখুক।

২. তাঁর মা তাঁকে শিশুকালে ' আতীক ' নামে ডাকতেন। তাঁর মায়ের কোন ছেলে সন্তান জীবিত থাকত না। তারপর যখন আবূ বকর (রা) -এর জন্ম হল, তখন তাঁকে নিয়ে কা'বা ঘরের কাছে গিয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ আমি তাকে তোমার জন্য মৃত্যু হতে ' আতীক ' (মুক্ত) ঘোষণা করলাম, তাই তাকে তুমি হায়াত দান কর। তারপর তিনি বেঁচে থাকলেন এবং তাঁর এক নাম হল 'আতীক।[৩]

৩. তাঁর উজ্জ্বল মুখাবয়বের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে 'আতীক' বা উজ্জ্বল মুখমন্ডল বিশিষ্ট হিসেবে একদা ডাকেন, তাই তাঁকে 'আতীক' বলা হয়।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আরেকটি উপনাম প্রদান করেন, তা হল 'সিদ্দীক' বা অত্যধিক সত্যবাদী। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) কসম করে বলতেন, "আকাশ থেকে আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রা) এর নাম 'সিদ্দীক' হিসেবে নির্ধারণ

---

১. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৭৪।

২. তিরমিযী, আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব / ৩৬১২।

৩. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাঃ ফী মানাকিবিল-'আশারাঃ, ১ম খ, পৃ. ৪০২।

৪. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।" তিনি – মি'রাজের ঘটনা শুনেই বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নেন, অপর দিকে কাফিররা এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে প্রচার করেছিল। আবূ বকর (রা) ঘটনাটি শুনেই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক এর সত্যতা প্রতিপন্ন করায় 'সিদ্দীক' উপাধি প্রাপ্ত হন। [১]

আবূ বকর (রা) ৫৭২ খৃষ্টাব্দে রমযান মাসে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মের প্রায় আড়াই বছর পরে এবং হিজরাতের ৫০ বছর ৬ মাস পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। [২]

আবূ বকর (রা) শৈশব ও বাল্যকাল পিতামাতার সংশ্রবে অতিবাহিত করেন। তিনি ছোটকাল থেকেই অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ঠ প্রকৃতির ছিলেন। কোনরূপ মন্দ কাজকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি লেখাপড়া শিখেন ও পরবর্তীকালে তৎকালীন আরবের প্রচলিত জ্ঞানার্জনের সুযোগও গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ কবিতাগুলো মুখস্ত করেন, ভাষাগত পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং বিশেষত, বংশ পরিক্রমা সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হন এবং তাঁকে একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেন। কৈশোর ও যৌবন কালে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সহ নানা স্থানে গমন করেন। সমসাময়িক যুগের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও অন্যতম ধনী হিসেবে জাহিলী যুগেও তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেন। তিনি অত্যন্ত সততার সাথে ব্যবসা করতেন। জীবনের কোন কালেই আবূ বকর (রা) মদ পান করেননি। মক্কাবাসী সকলেই তাঁকে সম্মান করত। [৩]

---

১. ইবন আবদিল বার, আদদুরারু ফী ইখতিসারি মাগাযিয়ি ওয়াস-সিয়ার, ১ম খ. পৃ. ৬৭।

২. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাঃ ফী মানাকিবিল 'আশারাঃ, ১ম খ, পৃ. ৩৯৯।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা' , ৩য় খ. পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে আবূ বকর (রা) সাথে সাথে সে ডাকে সাড়া দেন। বয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। [১]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবূ বকর (রা) প্রসিদ্ধ ধনী, সুশিক্ষিত ও সর্বজন গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের স্বার্থে জান-মাল সর্বস্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করেন। 'আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, আবূ বকর (রা) - এর পিতা-মাতা উভয়েই মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, আর কোন মুহাজির সাহাবী (রা) এরূপ ভাগ্যবান ছিলেন না। [২]

ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর বন্ধুবর্গ চরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং কাফিরদের নানাপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়। এক পর্যায়ে অতিষ্ট হয়ে তিনি মক্কা হতে অন্যত্র চলে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। তাঁর উপর ব্যাপক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হতে আবূ বকর (রা) -এর মায়ের ইসলাম গহণের ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, [৩] একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে (রা) নিয়ে একত্রিত হলেন। তখন তাঁরা ছিলেন ৩৯ জন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটে আবূ বকর (রা) অবস্থান করছিলেন আর সাহাবীগণ বায়তুল্লাহ শরীফের প্রান্তে ছাড়িয়ে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বসা অবস্থায় ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) লোকজনের উদ্দেশ্যে নবীজীর পক্ষ হতে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি এ বৈঠকেই প্রকাশ্যভাবে প্রথম লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তখন মুশরিকরা হঠাৎ আবূ বকর (রা) ও মুসলিম গণের (রা)

---

১. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাঃ ফী মানাকিবিল-'আশারাঃ, ১ম খ, পৃ. ৪০১।

২. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

৩. প্রাগুক্ত।

উপর চড়াও হল এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করল। তারা তাঁদেরকে প্রহার করতে আরম্ভ করল। আবূ বকর (রা) কে পাপিষ্ঠ 'উতবাহ ইবন রাবী'আহ জুতা দিয়ে মারতে লাগল ও শত্রুরা তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করল এবং তাঁর মুখমন্ডলকে রক্তাক্ত করে দিল, এমনকি তাঁর নাকে এমন আঘাত করল যে, তাতে স্থায়ী দাগ পড়ে গেল। এ সংবাদ শুনে, আবূ বকর (রা) এর গোত্র বনী তায়মের লোকজন আসতে লাগলেন। তখন তড়িঘড়ি করে মুশরিকরা আবূ বকর (রা) কে রেখে চলে গেল। গোত্রীয় লোকজন আবূ বকর (রা) কে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং তাঁকে বহন করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারা ভেবেছিল, তাঁর মৃত্যু হবে। তারপর তারা বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে এসে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! যদি আবূ বকর (রা) মারা যায়, তাহলে আমরা 'উতবাহ কে অবশ্যই হত্যা করব। এরপর তারা আবূ বকর (রা) এর কাছে এসে তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলেন। একসময় আবূ বকর (রা) মৃদুভাবে তাদের সাথে কথা বললেন। দিনের শেষভাগে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কি অবস্থা? তাদের নিকট এর উত্তর শুনতে চাইলে তারা সদুত্তর না দিয়ে চলে যেতে লাগল। আর তাঁর মাতা উম্মুল খায়র (রা) কে বলল, দেখুন তো তাঁকে কিছু খাওয়ানো বা কিছু পান করানো যায় কিনা? যখন মায়ের কাছে তিনি একাকী হলেন, তখন শুধু বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এখন কি করছেন? মা উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো তোমার সাথীর ব্যাপারে কিছুই জানি না। আবূ বকর (রা) বললেন, মা! একটু তুমি উম্মু জামীল বিনতু খাত্তাব এর কাছে গিয়ে তাঁর বিষয়টি জেনে এসো। তাঁর কাছে এসে সংবাদ জানতে চাইলে, তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর (রা) কারুর খবর রাখি না। তবে আপনি চাইলে আপনার ঘরে গিয়ে আমি আবূ বকর (রা) কে দেখে আসতে পারি। তারপর তাঁর মাতা আগ্রহ প্রকাশ করলে, উভয়ে ঘরে আসলেন। উম্মু জামীল আবূ বকর (রা) এর মারাত্মক অবস্থা দর্শনে উঁচু স্বরে কাঁদতে

Dhaka University Institutional Repository

লাগলেন এবং বললেন, আপনার সাথে পাপিষ্ঠরা এরূপ আচরণ করল? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আপনার পক্ষে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কি অবস্থা?

তিনি কাছে যেয়ে বললেন, এ তো আপনার মাতা! তাঁকে শুনিয়ে কি বলব?

আবূ বকর (রা) বললেন, আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

তখন উম্মু জামীল (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় রয়েছেন। তারপর আবূ বকর (রা) বললেন, এখন রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় আছেন? তিনি বললেন, দারুল আরকামে আছেন।

আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর নামে আমি শপথ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করব না।

আমরা তারপর তাঁকে নিয়ে কিছু অপেক্ষা করলাম। লোকজনের আনাগোনা কমলে সন্তর্পণে তাঁকে নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখে জড়িয়ে ধরালেন এবং চুম্বন করলেন। অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) ও তাঁকে ধরলেন এবং চুম্বন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক। আমার তেমন কিছু হয়নি শুধু পাপিষ্ঠটি আমার মুখমন্ডলকে রক্তাক্ত করেছে। আমার আম্মা ইসলামের ব্যাপারে নমনীয়। তাঁর ব্যাপারে মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট একটু দু'আ করুন। হয়ত আপনার দু'আয় আল্লাহ তাঁকে মুক্তির পথে আনবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দু'আ করলেন, ফলে তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন।[১]

তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আসমা বিনতু আবী বকর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে, আবূ কুহাফা

---

১. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাহ, ১ম খ, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কার আবূ কুবায়স পাহাড়ের চূড়া হতে আগত মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পাশের লোকদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ? তারা জানাল, জমাট কালো রং দেখতে পাচ্ছি । তিনি বললেন, এ কালো বর্ণ হল সৈন্যদের উপস্থিতি। তারপর জানানো হল, এক ব্যক্তি ঐ কালো বর্ণের আগে আগে দৌড়ে চলছেন, সামনে ও পিছনে হাঁটছেন। আবূ কুহাফা বললেন, ঐ ব্যক্তি হলেন, পথ প্রদর্শক । তারপর জানানো হল, এ কালো বর্ণ গুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এ ঘোড়াগুলো আক্রমনের জন্য এগিয়ে আসছে। আমাকে শীঘ্রই বাড়ীতে নিয়ে চল। তিনি বাড়ীতে পৌছার আগে আগেই ঘোড় সওয়ারীরা পৌছে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মাসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর পিতাকে নিয়ে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাঁকে কেন কষ্ট দিলেন, বাড়ীতেই রাখতেন, আমি গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম। আবূ বকর (রা) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি তাঁর কাছে যাওয়ার থেকে তিনিই আপনার কাছে আসা অধিক সংগত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সামনে বসালেন তারপর তার বক্ষে হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তৎক্ষণাত আবূ কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করলেন। আবূ বকর (রা) তারপর বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন। আমি চেয়েছিলাম, আল্লাহ তা'আলা যাতে আমার পিতাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করেন। আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমি আপনার মুবারক চোখের প্রশান্তি অন্বেষণ করব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি সত্যই বলেছ, হে আবূ বকর। [১]

---

১. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাঃ, ১ম খ, পৃ. ৩৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবনে আবূ বকর (রা) এর কয়েকজন সন্তান ছিলেন। যাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তানগণের ও তাঁদের মাতার নাম হল, 'আবদুল্লাহ ও যাতুন-নিতাকায়ন আসমা' (রা) , তাঁদের মায়ের নাম ফাতিলাঃ। 'আবদুর রহমান ও 'আইশাঃ (রা), তাঁদের মায়ের নাম উম্মু রুমান। 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর স্ত্রী, উম্মুল মু'মিনীন, প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। মুহাম্মাদ , তাঁর মায়ের নাম আসমা' বিনতু 'উমায়স। উম্মু কুলসূম, তাঁর মায়ের নাম হাবীবাঃ বিনতু খারিজাঃ (রা)। [১]

আবূ বকর (রা) -এর পরিবারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ধারাবাহিক চার স্তরের বংশ পরিক্রমা সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা। তাঁরা হলেন, পিতা আবূ কুহাফাহ, আবূ বকর (রা) নিজে, তাঁর মেয়ে আসমা (রা) এবং তাঁর নাতি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)। যা অন্য কোন সাহাবীর জীবনে ঘটেছে বলে জানা যায় না। [২]

আবূ বকর (রা) এর মাঝে বহু গুণের সমাহার ছিল। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হিজরত কালে সাওর গুহায় অবস্থান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ثاني اثنين إذ هما في الغار. [৩]

" দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়তম, যখন উভয়ে গুহায় (অবস্থানরত) ছিলেন।"

এ পবিত্র বাণীতে দু'জনের 'দ্বিতীয়' হিসেবে আবূ বকর (রা) কে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বন্ধুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

---

১. আবুল ফারাজ, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ২৩৮।

২. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, মুকাদ্দিমাহ/ ৯০।

৩. সূরা আত-তাওবা ঃ ৪০।

৪. আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাহ, ২য় খ, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ [১]

" যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আবূ বকর কে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম ।"

আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা) -এর সকল উম্মতের মধ্যে অত্যধিক ফযীলতের অধিকারী ছিলেন ।[২] রাসূলুল্লাহ (সা) কে আবূ বকর (রা) নিজের প্রাণের চাইতেও বহুগুণ বেশী ভালবাসতেন। [৩] রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আবূ বকর (রা) ছায়ার মত থাকতেন এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

"আমাকে আবূ বকরের সম্পদ যত উপকৃত করেছে, আর কারো সম্পদ দ্বারা আমি এমন উপকৃত হইনি।" তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,

هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . [৪]

"হে রাসূলুল্লাহ (সা) ! আমি নিজে এবং আমার সম্পদ সবকিছু কি আপনারই জন্য নিবেদিত নয়? " —এতে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সকল কাজের একমাত্র আদর্শ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ।

---

১. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব/ ৩৬১৫ ও মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবাহ/ ৪৩৯১ ।

২. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব/ ৩৩৮২, ৩৩৮৫, ৩৩৮৯, ৩৩৯৫, ৩৪২১, ৩৪২১, ,৩৪৭১, কিতাবুল মাগাযী/ ৪০১০। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিইস সালাত/ ৮২৭, ফাদাইলুস সাহাবাহ / ৪৩৯০,৪৩৯১। তিরমিযী, আল-জামি' ,আবওয়াবুর-রু'য়া/২২১১, ২৯৬৫, ৩৫৮৮,৩৫৮৯।

৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদু'আশারাতিল মুবাশ্‌শারীনা বিল-জান্নাহ/৪৪, ৬১, ৬২।

৪. প্রাগুক্ত, বাবু বাকীল মুসনাদিল মুকাচ্ছিরীন/ ৭১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) -এর কাজে কর্মে নবী করীম (সা) অত্যন্ত খুশী ছিলেন এবং তিনি (সা) তাঁকে বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন।[১]

আবূ বকর (রা) এর প্রসিদ্ধ অনেক গুণাবলী ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি হল, হিজরতের পর মদীনা শরীফে নির্মিত মসজিদে নববীর ভূমির মূল্য প্রথমত তিনিই পরিশোধ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) কে পেরেশান দেখে তিনি সর্বোতভাবে সান্তনা দেন। তাঁর ছেলেকে তখন ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দেখে তিনি তখনই তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ধৈর্য্যধারণ করতে বলেন এবং জানান, আবূ বকর! তোমার বিরহে আমাদেরকে কাঁদিয়ো না। উহুদের যুদ্ধেও তিনি সার্বক্ষণিকভাবে নবী করীম (সা)-এর পাশে থাকেন। খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি তাঁর গৃহের সর্বস্ব দান করে দেন এবং মাটি খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা) ই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'উমর (রা) সহ অন্যান্যদেরকে তিনি এ ব্যাপারে সংযত করার চেষ্টা করেন। ৮ম হিজরী সনে মক্কা শরীফ বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিছনে কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় উভয়ে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা) কে ৯ম হিজরী সনে হাজ্জ পরিচালনার ইমাম করে মক্কা শরীফ প্রেরণ করেন।[২] রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থতার সময়ে তাঁকে ইমামতি করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং

---

১. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব/ ৩৩৯৮, ৩৪১৭, ৫৭৪৮, ৬৫৬৮, তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, আল-জামি'/ ৩৬২৭, ৩৬১২, মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহ/ ৪৪১৭, আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদু মাক্কিয়্যীন, / – ১৪৮৩১, ১৪৮৩২।

২. ইব্‌ন আবদিল বার, আদুররারু ফী ইখতিসারিল- মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, ১ম খ. পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি (সা) নিজেও সালাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সর্বোপরি, কিয়ামতের দিন ব্যাপক সম্মানিত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ জান্নাতের সকল দ্বার আবূ বকর (রা) কে প্রবেশের জন্য ডাকতে থাকবে। বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী (রা) -এর মধ্যে আবূ বকর (রা) এর নাম প্রথমে বলা হয়। [১]

১১ তম হিজরী সনের ১২ ই রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (সা) এঁর ওফাতের পর সকল সাহাবীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে আবূ বকর (রা) মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। [২]

খলীফা হওয়ার পর তিনি 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সা)' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খলীফা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি নিজেকে এ পরিচয় প্রদান করতে ভালবাসতেন। ইবন আবূ মুলায়কা (রা) নামক সাহাবী একদা খলীফা আবূ বকর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আল্লাহর খলীফা! আবূ বকর (রা) সাথে সাথে বললেন,

أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأنا راض به وأنا راض به وأنا راض به [৩]

" আমিতো রাসূলুল্লাহ (সা) -এর খলীফা। আমি এতে সন্তুষ্ট, আমি এতে সন্তুষ্ট, আমি এতে সন্তুষ্ট। "

---

১. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুস সাওম/ ১৭৬৪, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ারি, ২৬২৯, কিতাবু বাদইল খালকি/ ২৯৭৭। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুয-যাকাত / ১৭০৫,১৭০৬,। তিরমিযী, আল-জামি'. , কিতাবুল মানাকিব/ ৩৬০৭। নাসাঈ, আস-সুনান , কিতাবুস-সিয়াম / ২২০৬, কিতাবুয-যাকাত/ ২৩৯৬, কিতাবুল জিহাদ/ ৩০৮৪, ৩১৩২, ৩১৩৩। আহমাদ, আল-মুসনাদ/ ৭৩১৩, ৯৪২৪। মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল জিহাদ / ৮৯২।

২. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ, পৃ. ৬০।

৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাতুল মুবাসসারাতু বিল জান্নাতি, ৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কর্ম সম্পাদন করেন। যেগুলোতে তাঁর ব্যাপক সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও ইসলামের স্বার্থে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার নিদর্শন বিদ্যমান। তন্মধ্যে কয়েকটি হল ঃ-

ক. আল-কুরআনুল-কারীমকে একস্থানে সংগ্রহ ও সংকলন ।

খ. বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করে ইসলামের জ্যোতিকে দীপ্তমান করা।

গ. রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্দেশিত প্রত্যেকটি নীতিকে পালন।

ঘ.রিদ্দার যুদ্ধে,[১] যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এবং ইসলাম পরিত্যাগকারীদের পরাজিত করে, তাদের দাবীকে সমূলে উৎপাটন ।

ঙ. সংকটকালেও অভিযান প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদেরকে কঠোর হস্তে দমন এবং ইসলামের প্রসারে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ।

আবূ বকর (রা) নেতৃত্ব , কর্তৃত্ব, সম্মান লাভের প্রতি কখনই লালায়িত ছিলেন না। এমনকি খলীফা হতেও তাঁর অনীহা ছিল। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ অকাতরে ও উদার চিত্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। এমনকি খলীফা থাকাকালেও তিনি ছয় হাজার দিরহাম ঋণী হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও তিনি জনগণের একটি সামান্য

---

১. রিদ্দাঃ (ردة) অর্থ ফিরে যাওয়া, আরবের কিছু লোক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফুরীতে ফিরে গিয়েছিল, তাই তাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ কে রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়। তাদের মধ্যে ভন্ডনবীর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং বানূ সালীম, বানূ আসাদ এবং গাতফান গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সিনান আদ-দামারী (রা) কে মদীনা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে প্রথমে আবূ বকর (রা) সক্ষম যোদ্ধাগণ (রা) কে নিয়ে ১১ তম হিজরী সনের জুমাদাল-উলা মাসের ১০ তারিখে অবাধ্যদের শায়েস্তা করতে রওয়ানা হন। তারপর তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পূর্ণ বিজয় লাভ করে। এছাড়া ভন্ড নবীদেরকে হত্যা করা হয় , যাকাত প্রদানে অস্বীকার কারীরা তাওবাঃ করে এবং যাকাত আদায়ের প্রতিশ্রুতি দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা নিজের জন্য ব্যয় করতেন না। তাই ইন্তিকালের আগে নিজের বাগান বিক্রয় করে, বায়তুলমালের ঋণ পরিশোধ করার অসীয়্যাত করে, উদ্বৃত্ত অর্থ পরবর্তী খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।[১]

আবূ বকর (রা) এর খিলাফত কাল ছিল খুলাফা রাশিদূন (রা) এর মধ্যে স্বল্পতম মেয়াদের। ১৩ হিজরী সনের ৭ই জুমাদাল-উলা আবূ বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। একদিকে রোম-পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল, অন্যদিকে তাঁর এরূপ অসুখ, তাই তিনি পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে পরামর্শ করতে চাইলেন এবং তাঁর পর 'উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত করার জন্য তিনি লোকজনের মতামত জানতে চাইলেন। এতে প্রায় সকলে 'উমর (রা) এর ব্যাপারে অভিমত প্রদান করেন। তবে কেউ কেউ কিছুটা অসুবিধার কথা বললেন, যেমন, আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) বললেন, " 'উমর তো ভাল, তবে তাঁর প্রকৃতি খুব কঠোর। " এর উত্তরে আবূ বকর (রা) বললেন, খিলাফতের দায়িত্ব আসলে কঠোরতা এমনিতেই চলে যাবে। এরপর 'উসমান (রা) কে ডেকে খিলাফতের পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে একটি ঘোষণা লিখিয়ে রাখলেন। জনসাধারণকে ঘোষণাটি শুনানো হল। সকলে একবাক্যে তা মেনে নিলেন। মৃত্যুর পূর্বে একাধারে ১৫ দিন তিনি জ্বরে ভুগেন। অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। ১৩ তম হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসের ২২ তারিখ সোমবার সন্ধ্যায় আবূ বকর (রা) ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর এবং খিলাফতের মেয়াদ হয়েছিল ২ বছর ৩ মাস ১৯ দিন।[২]

আবূ বকর (রা) কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়। তন্মধ্যে ২টি ছিল সাদা

---

১. আবূ 'আমর খালীফাঃ ইবন খায়্যাত, তারীখু খালীফাঃ. ১ম খ. পৃ. ১০১-১০২।

২. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

একদা আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে কয়টি কাপড়ে কাফন দিয়েছিলে? তিনি উত্তরে বললেন, তিনটি। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমার (পরিধানের) এ কাপড়টি ধুয়ে এর সাথে আরো দু'টি কাপড়ে আমার কাফন দিও। [১] ইন্তেকালের পর তাঁর ওসীয়্যাত অনুযায়ী এরূপ সহজভাবে তাঁকে কাফন পরানো হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর রওযা মুবারকে, তাঁরই পাশে আবূ বকর (রা) কে সমাহিত করা হয়।

আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর গোটা মুসলিম দুনিয়ার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠপুরুষ। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাতেরই তিনি পূর্ণ অনুসারী এবং ধারক ও বাহক ছিলেন। 'আলী (রা) আবূ বকর ও 'উমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন,

قبض اللهُ نبيَّهُ صلّى اللّهم عليْهِ وسلّمَ على خيْرِ ما قُبِضَ عليْهِ نبيٌّ من الْأنْبياءِ عليْهِمُ السّلام ثمّ استُخْلِفَ أبو بكرٍ رضي اللّهم عنْهم فعمِلَ بعمَلِ رسُولِ اللّهِ صلّى اللّهم عليْهِ وسلّم وسُنّةِ نبيِّهِ وعُمرُ رضي اللّهم عنْهم كذلك ـ [২]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয় রাসূল (সা) কে নিজ সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন, নবীগণকে যেভাবে উঠানো হয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম অবস্থায়ই তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে. তারপর আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাত অনুয়ারীই তিনি কাজ সম্পন্ন করেন। তারপর 'উমর (রা) ও ঐভাবেই কাজই সম্পন্ন করেন।

তিনি কুরায়শদের অভিজাত ও সমধিক মর্যাদা সম্পন্ন 'তাইম' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগেও তিনি সুবিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

---

১. আহমাদ ইব্ন 'উমর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী, ১ম খ. পৃ. ৬৮।

২. আহমাদ, মুসনাদ / ১০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ইসলাম পূর্ব যুগে বাগ্মিতা, কবিত্ব, নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি প্রভৃতি দিক দিয়ে তিনি বিশেষ অগ্রসর ছিলেন না। তাই তদানীন্তন সমাজের অন্যান্য লোকের মত পরিচিত ছিলেন না। তবে ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নানা গুণাবলী ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সরল- উদার, পরোপকারী মনোভাব বিকশিত হতে থাকে। তাঁর হৃদয়ের পবিত্রতা, মনের পরিশুদ্ধতা ও নির্মলতা তাঁকে সহজেই নবী করীম (সা) কে প্রকৃতভাবে চিনে নেওয়ার অনুকূলে কাজ করে। তিনি ইসলামের দাওয়াত লাভের পর পরই সানন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আজীবন ইসলামের স্বার্থে কাজ করেন। কোনরূপ সংশয়, দ্বিধা কিংবা আত্মঅহমিকা তাঁকে সত্য গ্রহণে সামান্যরূপেও অন্যমনস্ক করতে পারেনি। স্বভাবগত ভাবেই তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচকের দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জাহিলী যুগের তাঁর কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে, সমালোচনার মাধ্যমে মনের কষ্টি পাথরে কোন কিছুকে উত্তমরূপে পরখ না করে তিনি কখনো কোন বিষয়কে গ্রহণ করতেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁর দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করার একমাত্র কারণ রূপে বিবেচিত হয়, তাঁর অসাধারণ মানসিক পবিত্রতা ও প্রকৃতির স্বচ্ছতা। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও সার্বিক পবিত্রতাকে তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, যা তৎকালীন যুগে আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায় না। তিনি ছিলেন কোমলতর হৃদয়ের অধিকারী, তবে ইসলামের ব্যাপারে যেখানে প্রয়োজন হত, সেখানে ইস্পাতসম কঠিন হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।[১]

আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিচার কার্য পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী পারদর্শী চিন্তাবিদগণ এর সদস্য ছিলেন। জনগণের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্পর্কে ফতোয়া দান করাও তাঁদের কাজ ছিল।[২]

---

১. আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশিদা, পৃ. ৮৬।

২. ইবন সা'দ আত-তাবাকাতুল কুবরা', ৪র্থ খ. পৃ.৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সা) -এর কৃত ওয়াদা মাফিক বিভিন্ন স্থানে লোক প্রেরণ, ঋণ পরিশোধ, সেনা প্রেরণ ইত্যাদি কাজকেও তিনি (রা) দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেন। হৃদ্যতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি নবী করীম (সা) এর আত্মীয়গণের হক প্রদান করেন এবং তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করেন।

আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের সফলতা সম্পর্কে অমুসলিমদের থেকেও কিছু অভিমত পাওয়া যায়। যেমন, আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি হল,

Most of Abu Bakr's short reign was spent putting down a series of local rebellions against Islamic rule, known as the Wars of Apostasy, or the Riddah wars. Shortly after the news of Muhammad's death reached them, many Arab tribes renounced their allegiance to Islam in favor of new, local prophets. This was less a religious choice than a political and economic one, since the tribes used this as an excuse to govern themselves and stop paying the zakat, or alms tax. Abu Bakr took part in some of the fighting, but the main military leadership was provided by Khalid ibn al-Walid. The Riddah wars established Medina's authority over all of Arabia and the inclusion of all of Arabia in the ummah, or community of Islam. [১]

---

১. Editors, Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004. © — THE ERA OF THE RIGHTLY GUIDED CALIPHS. (শিরোনাম) , dynamic timeline Arabs Capture Egypt অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) -এর সাহিত্য চর্চা

আবূ বকর (রা) ছিলেন, আরবের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও সত্যান্বেষী সাধক। বাল্যকাল থেকেই তিনি নিয়মিত জ্ঞানচর্চা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংস্পর্শে এবং ইসলামের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। ইসলামের নানা বিধান পালনে, তথা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যধারা উজ্জ্বল হয়। কেননা, আল-কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। আল-হাদীস আল-কুরআনেরই ব্যাখ্যা। নবী করীম (সা) বাস্তব ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা দিয়েছেন। সকল সাহাবীর মধ্যে আবূ বকর (রা) সর্বাধিক সময় নবী করীম (সা) -এর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। সুখে- দুঃখে ছায়ার মত রাসূলুল্লাহ (সা) কে তিনি অনুসরণ করেছিলেন। যার ফলে, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে তিনি ইসলামকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করেছিলেন ও সর্বোতভাবে সে অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছিলেন।

খলীফা হওয়ার পরও নানা কাজে তাঁর সুন্দর ভাষা, সাবলীল বর্ণনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন কার্যাদিতেও সাহিত্যের ছাপ পরিলক্ষিত হত। ক্রমে আরবী সাহিত্যে ও ইসলামের ইতিহাসে তাঁর এসব মূল্যবান সাহিত্য-নিদর্শন সঞ্চিত হয়। সেগুলোর অবস্থান ও মূল্যায়ন ছিল অন্য সাহিত্যকর্মের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন, ক্রমে তাঁর প্রজ্ঞা ও পারদর্শিতায় সে স্বাভাবিক বক্তব্য, চিঠিপত্র, উপদেশ, প্রবাদ, শ্লোক ইত্যাদি আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। কেননা, সেগুলোর প্রত্যেকটি ছিল আল-কুরআনের ও আল-হাদীসের কোন না কোন অংশের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। এরূপ মূল্যবান সাহিত্যকর্ম আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে আরো সুন্দর করেছে এবং মানুষকে এর প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বর্ণনার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আবূ বকর (রা) এর অবদান রয়েছে। গদ্যে-পদ্যে দু'টোতেই তাঁর বিশেষ পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গদ্যে সাধারণত তাঁর খুতবাঃ, চিঠিপত্র, উপদেশ নীতিবাক্য, সন্ধিচুক্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার . কবিতাও তিনি নানা প্রয়োজনে করেছেন। তাঁর ব্যাপক সাহিত্য ভান্ডার হতে এখানে কিছু উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত হল ঃ-

আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম যে খুতবাহ প্রদান করেন, তা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এতে তিনি উল্লেখ করেন,

(حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد) أيها الناس قد وليت أمركم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن وسن النبي السنن فعلمنا فعلمنا اعلموا أن أكيس الكيس التقوى وأن أحمق الحمق الفجور وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني .[১]

(প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। তারপর বলেন,) ওহে লোকসকল! তোমরা আমাকে খলীফার দায়িত্ব অর্পণ করেছ, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নই। আল-কুরআন অবতারিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) (এর ব্যাখ্যায়) সুন্দরতম পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন, আমরা সেগুলো জেনেছি এবং অন্যদেরকে জানিয়েছি। তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয়ই

১. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খ, পৃ. ১৮২-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমত্তা হল, তাকওয়া লাভ করা। আর বোকামীর চূড়ান্ত পর্যায় হল, পাপাচারিতা। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে আমি প্রাপ্য বুঝে নেব। আবার তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম লোকও আমার কাছে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। ওহে লোকসকল, আমি নিশ্চয়ই (রাসূলুল্লাহ (সা) এর) অনুসরণকারী, আমি কোন কিছু নতুনভাবে সংযোজনকারী নই। যদি আমি কার্যকলাপ ভাল করি, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো, আর আমি যদি বক্রতা অবলম্বন করি, তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দিও অর্থাৎ, আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিও। যাতে আমি সঠিক ভাবে কার্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

অপর বর্ণনামতে, এরপর তিনি আরো উল্লেখ করেছেন,

لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم البلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

যে সম্প্রদায় আল্লাহর পথের জিহাদকে ছেড়ে দেয় , আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অপমান-লাঞ্ছনা আপতিত করে দেন। আর যে সম্প্রদায়ের মাঝে কখনও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে , আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে বিপদাপদ ছড়িয়ে দেন। আমাকে তোমরা সে সময় পর্যন্ত অনুসরণ করো, যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কে আমি অনুসরণ করে চলি। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর অবাধ্যাচরণ করি, তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য হবে না। তোমরা তোমাদের সালাতে দন্ডায়মান হও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দয়া করুন। [১]

---

১. মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খ, পৃ. ১৮২-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাষণে আমরা অনুসরণীয় কয়েকটি দিক উল্লেখ করতে পারি। যেমন, ভাষণ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম (সা) এর উপর সালাত প্রেরণের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। এটি ইসলামী বক্তব্যেরই রীতি অনুযায়ী, নবী করীম (সা) এর সুন্নাত মাফিক হয়েছে। তারপর স্বল্প কথায়, সুন্দর ভাষাব্যঞ্জনায় আবূ বকর (রা) সহজে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কিত তথ্য জানিয়েছেন। এখানে ভাষাগত কারুকার্য ও সুন্দর অলংকারিক শব্দসমৃদ্ধ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, وأن أقواكم عندي الضعيف এবং وأن أضعفكم عندي القوي বাক্যাংশে أقواكم এর বিপরীত أضعفكم আবার القوي এর বিপরীতে الضعيف ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শাব্দিকভাবে কাছাকাছি অথচ বিপরীত অর্থবোধক (আত-তিবাক) অলংকার পাওয়া যায়। এমনিভাবে, أنا متبع ولست بمبتدع বাক্যাংশে متبع এবং مبتدع শাব্দিকভাবে একইরূপ, অথচ অর্থগত ভাবে পৃথক (আল-জিনাস) অলংকার রয়েছে। এগুলো আবূ বকর (রা) -এর পান্ডিত্যের পরিচায়ক। কয়েকটি মাত্র বাক্যে তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কার্যপ্রণালী, নীতি, ভবিষ্যত কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয় এখানে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) সেনাপতি হিসেবে রিদ্দার যুদ্ধে প্রেরণের প্রাক্কালে আবূ বকর (রা) নির্দেশনা মূলক কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন,

رحم الله امرأ أعانَ أخاه بنفسه يا هادىَ الطريق جُرْتَ فالفجْر أو البَجْر أطوَعُ الناس لله أشدُّهم بُغضا لمعصيته إن الله يَرَى من باطنك ما يَرَى مـن ظـاهرك إن أولـى النـاس بالله أشدُّهم توليا له إياك و غيبةَ الجاهلية. فإن الله أبْغَضَهَا وأبغض أهلها. كثـيرُ القـول يُنسِي بعضُه بعضا، وإنما لك ما وُعِىَ عنـك. لاتكتم المستشـار خيرا فتُؤتَ من قبل

Dhaka University Institutional Repository

نفسك أصلِحْ نفسكَ يَصلُحْ لكَ الناس. لاتجعل سرَّكَ مع عَلانِيَتِكَ فيمرح أمرُكَ خيرُ الخَصلَتَين لك أبغَضُهما إليك. [১]

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাকে দয়া করুন, যে তার ভাইকে নিজে অনুগ্রহ করেছে। হে পথের প্রদর্শক, তুমি চলার কাছে এসেছ। চাই প্রত্যুষে চল অথবা আঁধারে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক অনুগত, যে আল্লাহর নাফরমানি থেকে সকলের চেয়ে কঠোরভাবে বিরত থাকতে পেরেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রকাশ্য অবস্থা যেমনিভাবে দেখেন, তেমনিভাবে তোমার গোপনীয় অবস্থাও দেখেন। মানুষের মাঝে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক অগ্রগণ্য তিনিই, যিনি আল্লাহর উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করেন। তুমি নিজেকে জাহিলী যুগের পরনিন্দা থেকে মুক্ত রাখ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এতে খুবই রাগান্বিত হন এবং পরনিন্দাকারীর উপর রুষ্ট হন। বেশী কথার একাংশ অপর অংশকে ভুলিয়ে দেয়। তোমার জন্য তাই পালনীয় যা তোমার মনে আছে। যার কাছে পরামর্শ চেয়েছ, তার নিকট কোন কিছু গোপন করো না। তাহলে, পরিণামের জন্য তুমি নিজেই দায়ী হবে। তোমার নিজেকে তুমি সংশোধন করে নাও, তাহলে লোকজনও তোমার জন্য উত্তম হয়ে যাবে। তোমার গোপনীয়তাকে তোমার প্রকাশ্য কর্মকান্ডের সাথে একাকার করে ফেল না, তাহলে তোমার কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তোমার দু'টি ভাল স্বভাবের একটি তোমার কাছে অত্যধিক উত্তম।"

খলীফা আবূ বকর (রা) উত্তম ও সহজবোধ্য বাক্য গুলোর মাধ্যমে সুন্দরভাবে স্বল্প কথায় সেনাপতি খালিদ (রা) কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্‌রিন অাস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

এ বক্তব্যে অলংকারিত্বের নানা ব্যঞ্জনা লক্ষ্যনীয়। এখানে কয়েকটি শব্দের পারস্পরিক মিল পরিলক্ষিত হয়। যা জিনাস হিসেবে পরিচিত। যেমন, جُرْتَ فَالفجْرُ أو البَجْرُ বাক্যাংশে الفجْر এবং البَجْرُ শব্দদ্বয়। আবার বিপরীতার্থক শব্দদ্বয়ের একই বাক্যে ব্যবহার তথা তিবাক -এর রীতিও সুন্দরভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। যেমন, إن الله يَرَى من باطنك ما يَرَى من ظاهرك বাক্যাংশে باطن এবং ظاهر শব্দদ্বয়। ভাষাগত কারুকার্য বক্তব্যটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করেছে। আরবী সাহিত্যে বিশেষ পান্ডিত্য ছাড়া এরূপ উত্তম ভাষার ব্যবহার অসম্ভব। আবার ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের দ্যুতিও এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপে আল্লাহর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের প্রমাণও এতে রয়েছে।

আবুল-ফাদ্‌ল আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-মায়দানী, আন-নীশাপূরী (র. মৃ. ৫১৮ হি.) স্বীয় "মাজমা'উল-আমসাল " নামক প্রসিদ্ধ 'আরবী প্রবাদ সংকলন গ্রন্থে এ ভাষণটি উল্লেখ করেছেন। এ জন্য যে, তাঁর মতে এ ভাষণের প্রতিটি বাক্যই প্রবাদ বাক্য হিসেবে প্রচলিত ও গৃহীত হয়েছে। আবূ বকর (রা) -এর সাহিত্যে দক্ষতা সম্পর্কে এটি একটি বড় প্রমাণ।

তাঁর থেকে এরূপ বহু বক্তব্য পাওয়া যায়। যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর অভিপ্রায় কে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন । আবার অলংকারিক ব্যঞ্জনার বিবেচনায় এগুলো তাঁর উত্তম সাহিত্যিক নিদর্শন।

খিলাফতের দায়িত্বকে আবূ বকর (রা) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেন। তিনি এব্যাপারে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। জনসাধারণের কাছে তাঁর সার্বিক অবস্থানকে তিনি স্বাচ্ছন্দে উপস্থাপন করতেন। যেমন, একদা সালাতের উদ্দেশ্যে লোকজনকে ডেকে বলেন, إنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

"নিশ্চয়ই সালাতের জন্য একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।" তাঁর ডাকে লোকজন জড়ো হলেন। তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনা করলেন। তারপর বললেন,

Dhaka University Institutional Repository

يا أيها النّاسُ ولَوددْتُ أنّ هذا كفانيهِ غيْري ولئِنْ أخذتُمُوني بسُنّةِ نبيّكُمْ صلّى الله عليْهِ وسلّمَ ما أطيقُها إنْ كانَ لمَعْصُومًا من الشّيْطان وإنْ كانَ لينزلُ عليْهِ الوَحْيُ مِنَ السّماءِ [১]

" ওহে লোকসকল, আমি অবশ্যই এ কামনা করি যে, তোমরা খিলাফতের এ দায়িত্ব আমাকে ছাড়া অপর কারো কাছে হস্তান্তর করো। এতেই আমি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতাম। আর যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাতের বিচারে আমাকে পাকড়াও কর, তাহলে আমি তো এতে পর্যাপ্ত সামর্থ রাখি না। তিনি তো শয়তানের কোনরূপ ধোকা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, মা'সূম ছিলেন। তাঁর উপর আকাশ হতে ওহী নাযিল হতো। "

এখানে সামান্য কয়েকটি বাক্যে তিনি তাঁর পুরো মনোভাব ও কর্মপ্রণালী জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সমকক্ষ নন, তাই পুরাপুরি তাঁর মত কাজ করা অসম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। আবূ বকর (রা) এতগুলো গুণের অধিকারী হয়েও নিজেকে ছোট ও ক্ষুদ্র মনে করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নন বলে প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত করেছেন। এটা তাঁর সরলতা। অথচ স্বল্প ব্যবহৃত বাক্যে বিষয়টিকে কত সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন! একেই বলা যায়, উত্তম বর্ণনা ও নিখুঁত সাহিত্য।

শাসন কার্যের প্রয়োজনে তিনি বহু চিঠি প্রেরণ করেন। এগুলোও সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। তন্মধ্যে সিরিয়াভিমুখে অভিযানের সেনাপতি আবূ 'উবায়দা (রা) এর প্রতি আবূ বকর (রা) সংক্ষিপ্তাকারে একটি চিঠি লিখেন, তা হল,

بسم الله الرحمن الرحيم. من أبى بكر الصديق إلى أبى عبيدة بن الجراح، سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أمابعد، فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد في قري الداريين، وإن كان أهلها قد

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাতুল মুবাসসারাতু বিল জান্নাতি/ ৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

جلوا عنـها، وأراد الداريـون أن يزرعوهـا، فليزرعوهـا بـلا خـراج، فـإذا رجـع أهلها إليها فهي لهم، وأحق بهم، والسلام عليك.[১]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর পক্ষ থেকে আবূ 'উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা) - এর প্রতি, আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। অতঃপর কথা হল, আল্লাহর উপর এবং শেষদিনের উপর যে ঈমান রাখে, এমন ব্যক্তিকে সেখানকার গ্রামবাসীদের সাথে ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে নিবৃত্ত করুন। যদিও সেখানকার গ্রামবাসীদেরকে বিতাড়িত করা হয়, অথচ তারা সেখানে কৃষিকাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এমতাবস্থায় তাদেরকে খারাজ (কর) ছাড়াই যেন কৃষিকাজ করার সুযোগ প্রদান করা হয়। অধিবাসীরা সেখানে এসে পৌঁছলে, তাদেরই কৃষিপণ্যের মালিকানা থাকবে, তারা এগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবে। আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক।"

এ চিঠিটিও আবূ বকর (রা) এর সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। নবী করীম (সা) -এর চিঠির মতই তিনি বিসমিল্লাহ বলে চিঠির সূচনা করেছেন। তারপর প্রেরক ও প্রাপকের উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনা করেছেন। আল্লাহর স্মরণকে প্রাধ্যান্য দিয়েছেন। তারপর সংক্ষিপ্তাকারে স্বীয় নির্দেশিকার উল্লেখ করেছেন। সবশেষে সালাম পেশ করেছেন। চিঠিটি ইসলামী রীতিতে সৌন্দর্য মন্ডিত এবং অলংকারিক বিন্যাসে সুগঠিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও উপযোগী সিদ্ধান্তকে স্পষ্টভাবে সহজবোধ্য করে তিনি উল্লেখ করেছেন। এর ভাষাও শ্রুতিমধূর এবং ভাব ব্যঞ্জনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। এখানে ঈষাজ এর কিসার বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয় এবং আল-মুসাওয়াত (শাব্দিক সমতা) এর অলংকারিক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, أن يزرعوها فليزرعوها বাক্যাংশ।

---

১. আহমাদ যাকী সাফাওওয়াত, জামহারাতু রাসাইলিল 'আরব, ১ম খ, পৃ.৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে খলীফা আবূ বকর (রা) সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) এর প্রতি চিঠি প্রেরণ করেন। তাতেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন, তিনি উল্লেখ করেছেন,

ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا، واتق الله فى أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جد فى أمر الله، ولا تنين، ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته، ونكلت به غيره، ومن أصبت ممن حاد الله أو ضاده ، ممن ترى أن في ذلك صلاحا فاقتله [১].

আল্লাহ তোমার উপর কল্যাণকর যত নি'আমত প্রদান করেছেন, সেগুলো আরো বাড়িয়ে দিন। তোমার বিষয়াদিতে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চল। কেননা, (আল্লাহ তা'আলার বাণী) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون [২] "আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাদের সাথেই রয়েছেন, যারা তাকওয়া লাভ করেছে এবং যারা সৎকর্মসম্পাদনকারী।" আল্লাহর নির্দেশ পালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। এতে তুমি অলসতা করো না। যে লোক কোন মুসলিমকে হত্যা করে, এমন কাউকে তুমি হত্যা না করে ছেড়ে দিও না। তার শাস্তি দ্বারা তুমি অন্য (পাপচারী) কেও ভীত করে দেবে। যাকে তুমি আল্লাহর (নির্দেশের) বিরোধিতায় পাবে, অথবা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে এমন কাজে পাবে, এক্ষেত্রে তুমি সমীচিন মনে করলে, তাকে হত্যা করে ফেলবে।

এ চিঠিটিতে আবূ বকর (রা) সংক্ষেপে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সহজে সেনাপতির কর্মনীতিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার আল-কুরআনুল-কারীম হতে বক্তব্যের অনুকূলে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ বক্তব্যটি

---

১. আহমাদ যাকী , জামহারাতু রাসাইলিল 'আরব, ১ম খ. পৃ.১১৩।

২. সূরা আন-নাহল ঃ ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকারিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়েছে। এখানে 'আল-ইকতিবাস' বা আল-কুরআনের উদ্ধৃতি রয়েছে। এছাড়া حـــا د এবং ضا د শব্দদ্বয়ে 'তিবাক' বা বিপরীতার্থক অলংকার পরিলক্ষিত হয়েছে। ভাষাগত বিন্যাস ও অলংকারিক সৌন্দর্যে চিঠিটি সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে।

এমনিভাবে খলীফা আবূ বকর (রা) কিছু সন্ধি চুক্তিও সম্পন্ন করেছিলেন। যেমন, খলীফা হওয়ার কিছু দিন পর নাজরানবাসী খৃষ্টানদের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করেন। তা হল ঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران. أجارهم بجوار الله وذمة محمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأرضيهم، وملتهم و أموالهم، وحاشيتهم وعبادتهم، وغائبهم وشاهدهم، وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم، وكل ما تحت لأيديهم من قليل أو كثير، لا يحشرون، ولا يعشرون، ولا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فى هذه الصحيفة جواز الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق. [১]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি। এ চুক্তিটি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর খলীফা 'আবদুল্লাহ আবূ বকর এবং নাজরান

---

১. আহমাদ যাকী , জামহারাতু রাসাইলিল 'আরব, ১ম খ. পৃ.৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাসীদের মাঝে সম্পন্ন হচ্ছে। আমি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ও মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের জীবন, জীবন যাপন প্রণালী, সম্পদসমূহ, সীমান্ত এলাকা, উপাসনা কার্যক্রম, অনুপস্থিত ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, ধর্মযাজকবৃন্দ, সংসার ত্যাগী তাপসগণ ও তাদের গীর্জাসমূহের নিরাপত্তা ঘোষণা করছি। নবী মুহাম্মাদ (সা) যেভাবে তাদের প্রতি চুক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার প্রতিটি অংশের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এ চুক্তিতে যে শর্তগুলো রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহর বিধান এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বদা পালনীয়। আর তাদের উপর যে দায়িত্বগুলো রয়েছে, সে গুলোও যথাযথ ও উত্তমরূপে তারা পালন করবে।"

এ চুক্তিতে তিনি ইসলামী রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং সহজে সুন্দর ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। তারপর চুক্তির আওতাভুক্ত উভয় পক্ষের উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর খলীফা হিসেবে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভাষাগত ক্ষেত্রে 'জিনাস' বা শব্দগতভাবে পারস্পরিক মিল অথচ অর্থগতভাবে প্রভেদপূর্ণ অলংকার পাওয়া যায়। যেমন, لا يحشرون ও ولا يعشرون শব্দদ্বয়। তাছাড়া, 'মুসাওয়াত' বা সমতামূলক শব্দসমূহের ব্যবহার এখানে পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ সুন্দরতম শব্দবিন্যাস বাক্যগুলোকে উন্নত সাহিত্যে পরিণত করেছে। যা আবূ বকর (রা) এর সাহিত্য প্রতিভার ব্যাপক প্রমাণ বহন করে।

আবূ বকর (রা) এর খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে কিছু সন্ধিচুক্তিও সম্পন্ন করেছিলেন। যেমন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এর মাধ্যমে 'হীরা' বাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করেন, তাতে খলীফা আবূ বকর (রা) উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته افة من الأفات او كان غنيا فافتقر وسار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما اقام بدار الهجرة دار الاسلام. ১

" আমি তাদেরকে এই অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে, অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এমন দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন তার উপর ধার্য জিয়য়া প্রত্যাহার করা হবে। সেই সঙ্গে তার এবং তার সন্তানদের ভরন-পোষণের ব্যয় ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে নির্বাহ করা হবে। এ সুবিধা সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকবে, ততদিনই ভোগ করতে পারবে। "

এখানে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহার কিরূপ হবে, সে সম্পর্কে আবূ বকর (রা) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। জিয়য়ার বর্ণনায় ভাষাগত অলংকার 'আল-আতনাব' বা নির্দিষ্ট বিষয়ের পর ব্যাপক বিষয়ের উল্লেখ - এর ব্যবহার এবং শেষাংশে 'তাওরিয়া' বা নিকটবর্তী অর্থে হিজরাত ও ইসলাম কে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হিজরত ও ইসলামের মাঝে খুবই নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সহজ ও সাধারণ বক্তব্যেও এমন অলংকারিক প্রকাশ আবূ বকর (রা) -এর পান্ডিত্য ও সাহিত্য দক্ষতারই নিদর্শন।

---

১. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য ক্ষেত্রেও আবূ বকর (রা) -এর খুবই দক্ষতা ছিল। সহজে কোন বিষয়কে বুঝানোর জন্যও তিনি কবিতা উচ্চারণ করতেন। তাঁর বহু কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হিজরাতের ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে তিনি বলেছেন,

قال النبي لم أجزع يوقرني

ونحن في سدف من ظلمة الغار.

لا تخشى شيئا فإن الله ثالثنا

وقد توكل لي منه بإظهار. ১

"আমাকে উদ্বেগমুক্ত করতে নবী (সা) বলেছেন, আমি যাতে ভীত না হই,
অথচ আমরা উভয়ে তখন (সাওর পাহাড়ের) গর্তের গহীন আঁধারে রই।
আল্লাহই হলেন আমাদের দু' জনের তৃতীয়, ভয় পেও না কোন কিছুকেই,
তিনি আমার পক্ষ হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন প্রকাশ্যভাবেই।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, আবূ বকর (রা) খুব সুন্দরভাবে সহজেই কবিতা রচনা করতেন। এগুলো আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। যেগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর পান্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

আবূ বকর (র) কোন কোন সময় কবিতা দ্বারা ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতেন এবং তাদের মাঝে ইসলামের মর্মবাণী প্রকাশ করে দিতেন। যেমন, একদা মৃত্যুর স্মরণে এবং পূর্ববর্তী লোকজনের সম্পর্কে বলেছেন,

في الذاهبين الأولين   من القرون لنا بصائر

لما رأيت مواردا   للموت ليس لها مصادر

---

১. ফরীদউদ্দীন, রাওয়াই'উ মিন আশ'আরিস-সাহাবাঃ , পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

و رأيت قومي نحوها   يمضى الأصاغرُ و الأكابر

لا يرجعُ الماضي إليَّ   و لا من الباقين غابرُ

أيقنت أني لا محـــالة   حيث صار القوم صائر [১]

(পৃথিবী হতে) যুগ যুগ ধরে প্রথমে যারা করেছেন গমন,
তাদের মাঝে মোদের রয়েছে শিক্ষনীয় নিদর্শন।
তুমি মৃত্যুর নানা ঘাট প্রত্যক্ষ করবে যখন,
বাঁচার আর কোন রাস্তাই তুমি পাবে না তখন ।
এরূপেই আমার সম্প্রদায়কে করেছি অবলোকন,
ছোট এবং বড়রা মৃত্যুর প্রতি করছে দ্রুত গমন।
অতীত আমার কাছে ফিরে আসবে না কখন,
মৃত্যু মুক্তরা করতে পারে না পশ্চাৎ ধাবন।
তাহলে আমি কি দৃঢ় বিশ্বাস করব তেমন?
সম্প্রদায়ের লোকেরা করেছে গমন যেমন।

অর্থাৎ, আমি সম্প্রদায়ের লোকদের মত মৃত্যু বিমুখ হব না। বরং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেব। জীবন ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুই গন্তব্যস্থল, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে এ শ্লোকগুলো হতে অবহিত হওয়া যায়। এখানে أيقنت প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা হাঁ বাচক অর্থ বুঝানো হয়েছে, যা ' ইস্তেফহাম' অলংকার নামে পরিচিত। অত্যন্ত সুন্দর ছন্দে আবূ বকর (রা) এ খন্ড কবিতাটি রচনা করেন। যা তাঁর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

---

১. আবুল-ফদ্বল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্রিন আস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ । প্রবাদ নং - ৫৬৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) কে উদ্দেশ্য করে একদা আবূ বকর (রা) বলেন,

فقدنا الوحى إذ وليت عنا   وودعنا من الله الكلام

سوى ما قد تركت لنا رهينا   توارثه القراطيس الكرام

فقد أورثتنا ميراث صدق   عليك به التحية والسلام [১]

" হে রাসূলুল্লাহ (সা)!

আপনি আমাদের থেকে চলে গেলে আমরা ওহী বঞ্চিত হই,

আপনার প্রস্থানে আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী পাই না কেউই।

সেগুলো ছাড়া, গচ্ছিত যেগুলো মোদের করেছেন অর্পণ,

সে পবিত্র বাণী সম্মানিত কাগজগুলো করে আছে ধারণ ,

আমাদের কাছে আপনি সত্যের ধনভান্ডার করেছেন সমর্পণ,

এ কারণে আপনার প্রতি অভিবাদন ও সালাম অহরহ হোক বর্ষণ।"

সহজ ও সুন্দর ভাষায় আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা) এর প্রশংসায় এ শ্লোকগুলো রচনা করেছেন। এগুলোও তাঁর উন্নত সাহিত্যের পরিচায়ক।

মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং পরকালীন ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়ার শিক্ষা এ কবিতায় বিদ্যমান। তিনি একদা মৃত্যুর স্মরণে বলেন,

كل امرئ مصبح في أهله   الموت أدنى من شراك نعله .

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পরিজনের নিকট (নতুন) প্রভাত করছে,

অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা থেকেও তার নিকটে রয়েছে। [২]

এমনিভাবে তাঁর থেকে উপদেশমূলক সহজবোধ্য সুন্দর কবিতা পাওয়া যায়।

---

১. আল-কুরতবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, আশ-শু'আরা', আয়াত নং- ২২৪-এর তাফসীর ।

২. ফরীদউদ্দীন, রাওয়াইউ মিন আশ'আরিস-সাহাবাঃ , ঢাকা, ১৪১৯ হি. পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) হতে দৃঢ় মনোভাব এবং সুন্দর উপদেশমূলক বাণী পাওয়া যায়। সহজে সুন্দর ভাষায়, স্বল্প কথায় তিনি ইসলামের নীতি জানিয়ে দিয়েছেন। বিপদাপদে তিনি ছিলেন দৃঢ় পাহাড়ের মত অটল। রাসূলুল্লাহ (সা) কে ছায়ার মত তিনি অনুসরণ করতেন। সর্বস্ব নবী করীম (সা) কে উৎসর্গ করতে পারলে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন। যে কোন পরিস্থিতিতে এ অবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে নবী করীম (সা) তৎকালীন মক্কাবাসী কাফিরদের সাথে কিছু চুক্তি সম্পন্ন করেন। তা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। এর আরোপিত শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে ছিল কাফিরদের অনকূলে। 'উমর (রা) যখন এ সন্ধিতে আরোপিত শর্ত মানতে পারছিলেন না, তখন আবূ বকর (রা) সহজে তাঁকে শান্ত করতে যে বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন, তা হল,

استمسك بغرزه فإنه على الحق ১

" রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ কে তুমি আঁকড়ে থাক, কেননা, তিনি অবশ্যই সত্যের উপর আছেন।" – এই একটি বাক্যের মর্ম ছিল অনেক ব্যাপক। যার ব্যাপক দিকগুলো 'উমর (রা) সহজে বুঝতে পেরেছিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত সর্বপ্রকার নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

দৈনন্দিন কাজে-কর্মে এবং আচার-আচরণেও তাঁর ভাষা ছিল এমনই অলংকারমন্ডিত এবং সহজবোধ্য। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পান্ডিত্যের ও দুরদর্শীতার প্রমাণ মেলে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আবূ বকর (রা) সহজে মূল ভাব বুঝিয়ে দিতে পারতেন। এতে তাঁর কথার পরিধি যেমনিভাবে ছোট হত, তেমনিভাবে তা বুঝে নেওয়া এবং মনে রেখে বাস্তবে আমল করাও ছিল সহজ। যেমন,

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্রিন ত স-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ ।

Dhaka University Institutional Repository

একদা তাঁর ছেলে 'আবদুর রহমানের পাশ দিয়ে তিনি গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তার প্রতিবেশীর সাথে পরস্পর কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করছিলেন তখন আবূ বকর (রা) ছেলেকে নসীহাত করলেন এবং বললেন,

لا تُماظّ جارَك، فإن العُرْفَ يبقى ويذهب الناس [১]

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি এরূপ কর্কশ আচরণ করো না। কেননা, (কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট) পরিচিতিই বাকী থাকবে, আর লোকজন (একসময় দুনিয়া ছেড়ে) চলেই যাবে।

আবূ বারযাহ (রা) সাহাবী হতে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) খলীফা থাকাকালে একদিন তিনি একটি লোকের উপর বিরূপ হলেন। তার উপর তিনি রাগান্বিত হলেন। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর খলীফা! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, এ লোকের গর্দানে আমি আঘাত করব। —— আমার এ কথায় তাঁর রাগ প্রশমিত হল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ডেকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর বললেন, আচ্ছা তুমি তখন কি বলতেছিলে? আমি বললাম, আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছিলাম, এ লোকটির গর্দানে আঘাত করার জন্য। তিনি (রা) বললেন,

أكُنتَ فاعِلًا لوْ أمرْتُكَ

আমি যদি তোমাকে নির্দেশ দিতাম তাহলে তুমি কি ঐরূপ আঘাত করতে? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন,

لَا وَاللهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّـهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, ফী নাবযিম-মিন কালামিন-নাবিয়্যী (সা) ওয়া খুলাফাইহির-রাশিদীন, প্রকাশনা, ১০৭, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَ [১]

"আল্লাহর শপথ ! কখনও এমনটি করা ঠিক হবে না। মুহাম্মাদ (সা) - এর পর আর কারো জন্য এরূপ করা ঠিক হবে না। অন্যায়ভাবে কোন লোককে হত্যা করার অধিকার আবূ বকর (রা) -এর নাই । রাসূলুল্লাহ (সা) এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া কাউকেই হত্যা করা যায় না। যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফুরী করে, কিংবা বিবাহিত হয়েও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অথবা যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এগুলোর কোন একটি কারণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) কোন বিচারে মুমিনকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেন নি। "

এ বাক্যগুলোও আবূ বকর (রা) -এর বিচক্ষণতা, ভাষাগত দক্ষতা এবং উন্নত সাহিত্য জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বক্তব্যের মাঝে আল-হাদীস হতে উদ্ধৃতির মাধ্যমে অলংকার শাস্ত্রের 'আল-ইকতিবাস' -এর নীতি এখানে লক্ষণীয়।

আবূ বকর (রা) সর্বদাই উত্তম ভাষা ব্যবহার করতেন। এমনকি কঠিন অসুখের সময়ও তাঁর কথা ছিল খুবই সহজবোধ্য, সাবলীল ও উপদেশমূলক। এ প্রসঙ্গে সাহাবী আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে দেখার জন্য তাঁর ঘরে গেলাম ও বললাম, রাসূলূল্লাহ (সা)- এর খলীফার কিভাবে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হচ্ছে। তখন আবূ বকর (রা) কে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হল। তিনি বললেন, ألستم ترضون بما أصنع

" আমি যা করেছি এতে তোমরা কি আমার উপর খুশী হতে পেরেছ? "

আমরা বললাম , অবশ্যই আমরা আপনার উপর খুশী হয়েছি।

---

১. নাসাঈ, আস- সুনান, তাহরীমুদ দামি / ৪০০৩। আবূ দাউদ, আস- সুনান, কিতাবুল হুদূদ/ ৩৭৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

আইশা[১] (রা) তখন তাঁকে শুশ্রূষা করছিলেন। আবূ বকর (রা) তখন বললেন,

أما إني قد كنت حريصا على أن أوفر للمسلمين فيئهم مع أني قد أصبت من اللحم واللبن فانظروا إذا رجعتم مني فانظروا ما كان عندنا [২]

"আমি তো চেয়েছিলাম মুসলিমগণকে ফাই (গণীমতের উদ্বৃতাংশ) - এ পূর্ণ ভাগ দিয়ে শেষ করতে। সহসা কিছু মাংস ও দুধ আমি পেয়েছি। আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার আগেই একটু লক্ষ্য করে তোমরা দেখ তো, আমাদের কাছে আর কি সরঞ্জাম অবশিষ্ঠ রয়েছে।" অর্থাৎ, তাঁর ঘরে হাদিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত সামান্য দুধ ও মাংসে ছাড়া আর কিছুই তকন ছিল না। সে কথাটি ইঙ্গিতে বললেও তার সুদূর প্রসারী প্রভাব শ্রোতাদের মনে বিরাজ করে।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আবূ বকর (রা) -এর রুগ্ন ও মুমূর্ষ লগ্নেও অলংকারিক ভাষা ব্যবহারের এবং তাঁর দায়িত্ব সচেতনতার প্রমাণ মেলে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্য কটিতে 'আল-আতনাব' ও 'আল-মুসাওয়াত' এর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আবূ বকর (রা) মৃত্যুর পূর্বে যখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি তখন স্বীয় কিঞ্চিত সম্পদের ব্যাপারেও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তার যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য উদ্বিগ্ন হন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي

---

১. রসূলুল্লাহ (স) -এর অন্যতম স্ত্রী 'আইশা (রা) অত্যন্ত জ্ঞানী ও মেধাবী ছিলেন। তিনি আবূ বকর (রা) -এর দ্বিতীয় কন্যা। তাঁর উপনাম উম্মু 'আবদিল্লাহ, তিনি হিজরতের ৬ বছর পূর্বে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিয়ে করেন। ৯ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ (স) -এর গৃহে গমন করেন। তাঁর ১৮ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ (স) -এর ওফাত হয়। তাঁর থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৫৭ হিজরী সনে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল-বকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। ইবন আব্দিল বার, আল-ইসতি'আব, ৪র্থ খ. পৃ. ১৮৮৩। ইবন সা'দ, আত-তাবকাতুল-কুবরা, ৪ খ, পৃ. ৬৭।

২. প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৮২-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

فإني قد كنت أستحله [১]

তোমরা লক্ষ্য করো, আমার সম্পদে কোন বস্তু অতিরিক্ত আছে কিনা? খলীফা হওয়ার পর থেকে সম্পদের হিসাব করো। তারপর আমার পরের খলীফার নিকট তা হস্তান্তর করো। কেননা, আমি এটাকে ন্যায়-নীতি মনে করতে পারি।

এ ভাবে দৃঢ়তার সাথে, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করতেন।

আবূ বকর (রা) তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে মূল্যবান বহু ওসীয়্যাত বাণী প্রদান করেন। সেগুলোতে তাঁর উন্নত সাহিত্যের নিদর্শন বিদ্যমান। যেমন, তিনি অন্তিম শয়নে 'উমর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

والله ما نمتُ فحلمت، وما شبعت فتوهمت، وإني لعلى السبيل ما زغتُ ولم آلُ جهدا، وإني أوصيك بتقوى الله، وأحذّرك يا عمر نفسك، فإن لكل نفس شهوة إذا أعطيتها تمادت فيها، ورغبت فيها [১]

"আল্লাহর শপথ আমি যতই ঘুমিয়েছি ততই স্বপ্ন দেখেছি। আর যতই পরিতৃপ্ত হয়েছি, ততই ধারণার বশবর্তী হয়েছি। আর আমি নিশ্চয়ই পথের প্রান্তে রয়েছি, যেখানে আমি বক্রতা অবলম্বন করিনি আর কোন প্রচেষ্টার দিকে আমি ঝুঁকেও পড়িনি। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আল্লাহর ভয় রাখার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। আর হে 'উমর (রা), আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি তোমার প্রবৃত্তির। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির কামনা - বাসনা রয়েছে। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হলে, সে তার (লোভের) মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। আর তুমিও তার আকাঙ্খী হয়ে যাবে।" -তখন 'উমর (রা) তাঁকে বলেছিলেন, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। আবূ বকর (রা) তখন উত্তর দিয়েছিলেন, ما حبوناك بها، إنما حبوناها بك [২]

" আমরা একাজে তোমাকে পছন্দ করিনি, খিলাফতই তোমাকে পছন্দ করেছে।"

---

১. আবুল-ফদ্বল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমছাল, মিন কালামি আবী বাক্‌রিন আস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ ।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে আবূ বকর (রা) এর স্বাভাবিক কথাতেও সুন্দর ভাষার মাধুর্যতা বিদ্যমান। তাঁর বক্তব্যে 'সাজা' ' (ছন্দমিল) ও এখানে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর এ ধরনের স্বাভাবিক কথায়ও তাঁর প্রতিভা ও প্রজ্ঞার ছাপ সুস্পষ্ট।

আবূ বকর (রা) 'উমর (রা) কে খিলাফত পরিচালনার কিছু নীতিও জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন, তিনি 'উমর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اذا أنامت فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب اهل العراق مع المثنى و اذا فتح الله على امرائنا بالشام فاردد اصحاب خالد الى العراق فانهم اعلم بحربه [১]

"আমি যদি মারা যাই, একটি সন্ধ্যাও তুমি অপেক্ষা করো না। তুমি ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসান্না (রা) কে যুদ্ধে গমনের জন্য উৎসাহিত করো। তারপর আল্লাহ যদি আমাদের সেনাপতিদেরকে সিরিয়াবাসী দের উপরও বিজয়ী করেন, তাহলে খালিদ (রা) -এর সাথীদেরকে ইরাকে পাঠিয়ে দিও। কেননা, এখানের যুদ্ধের ব্যাপারে তারা অধিক অবহিত।"

এ অংশটুকু প্রমাণ করে যে, আবূ বকর (রা) তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী লগ্নে সহজ নীতিটি কি হতে পারে সে সম্পর্কেও আগাম নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বল্প ভাষাব্যঞ্জনায় অলংকারিক দ্যোতনায় তিনি তাঁর ওসীয়্যাত উপস্থাপন করেছেন। এখানে আরবী ব্যাকরণের শর্ত ও জাওয়াবু শর্ত -এর বিষয়টি সহজে পরিদৃষ্ট হয়।

---

১. ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ১৮।

২. মুসান্না ইব্‌ন হারিসাঃ (রা), বিশিষ্ট যোদ্ধা সাহাবী ছিলেন। তিনি 'উমর (রা) -এর সময়ে, আল-জাসূর বা সেতুর যুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং আহত হয়ে শাহাদাত লাভ করেন। তাবারী, তারীখ, ২য় খ. পৃ. ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রয়োজনে আবূ বকর (রা) স্বল্পকথার বহু বাক্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো প্রবাদ ও নীতি বাক্য হিসেবে পরবর্তীকালে সাদরে গৃহীত হয়। মানুষের উপকারার্থে সহজ ও সুন্দর ভাষায় তিনি এসব মূল্যবান কথা বলেছেন। এগুলোতেও তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের গভীর ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এখানে তাঁর কয়েকটি নীতিবাক্য উল্লেখ করা হল ঃ-

ক. আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আবূ বকর (রা) বলেছেন,

إن الله قرَنَ وَعْدَه بوعيده ليكون العبدراغبا راهبا.

আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাঁর (পুরস্কার প্রদানের) অঙ্গীকারের সাথে (পাপের শাস্তির) ভীতির সংবাদও দিয়েছেন, যাতে বান্দা তাঁর ব্যাপারে উৎসাহী হয় এবং গুনাহ্- এর ব্যাপারে ভীত থাকে।

খ. জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের উপকারিতা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন,

ليستْ مع العزاء مُصيبة

ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে বিপদ কাবু করতে পারে না। অর্থাৎ ধৈর্যশীলগণ বিপদ উপলব্ধি করেন না। তাদের নিকট বিপদের চেয়ে ধৈর্যই প্রাধান্য লাভ করে।

গ. মৃত্যুর যাতনা ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আবূ বকর (রা) বলেছেন,

الموت أهون مما بعده، وأشد مما قبله [১]

মৃত্যু তার পরে আখিরাতের বিপদাপদের তুলনায় সর্বাধিক সহজ, আর তার পূর্বে দুনিয়ার বিপদাপদের তুলনায় সর্বাধিক কঠিন।

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্‌রিন আস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. তিনি কয়েকটি বস্তুকে উন্নতির অন্তরায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যেমন, তাঁর ভাষায়,

ثلاثة من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: البغى، والنكث، والمكر

যার মধ্যে তিনটি দোষ থাকে, এগুলো তার নিজেরই প্রতিকূলে হয়। অবাধ্যতা, হিংসা ও প্রতারণা। অর্থাৎ, এ সব দোষে দোষী ব্যক্তি নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে, আর অবনতির পথ উন্মুক্ত করে।

ঙ. নারীকে পুরুষ থেকে অধিক কর্তৃত্ব প্রদানের কুফল সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন, ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة

সে জাতি অপমানিত হয়েছে, যারা তাদের নেতৃত্ব মহিলার হাতে ন্যস্ত করেছে।

চ. কথাবার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

إنَّ البَلاَءَ مُوَكَّلٌ بالمَنْطق [১]

নিশ্চয়ই বিপদ কথার আড়ালে অবস্থান করে। অর্থাৎ কথা বার্তার অসতর্কতার কারণে নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

ছ. আবূ বকর (রা) কয়েকটি কাজে বিশেষভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন এবং অহেতুক অঙ্গীকার পরিহার করা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন,

لا يكونَنَّ قولُكَ لَغْواً في عفو ولا عقوبة

ولا تجعل وعدك ضجاجاً في كل شيء [১]

তোমার কথা যেন ক্ষমায় এবং শাস্তির ক্ষেত্রে অনর্থক না হয়,

আর যে কোন বিষয়ে সহজভাবে তোমার অঙ্গীকার আবদ্ধ করো না।

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্‌রিন আস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

জ. জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় নীতিও তিনি সহজে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাঁর ভাষায়,

إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك شر فاسبقه

কল্যাণকর কিছু তোমার থেকে দূরীভূত হলে, তাকে ধরতে চেষ্টা কর,
আর কোন অমঙ্গল তোমাকে পেয়ে বসলে, তুমি তাকে অতিক্রম কর।

ঞ. স্বীয় কার্যকলাপ সর্বদা সংরক্ষিত হচ্ছে, তাই কর্মকান্ডের ব্যাপারে সাবধান থাকা প্রসঙ্গে আবূ বকর (রা) বলেছেন,

إن عليك من الله عيونا تراك

নিশ্চয়ই তোমার কাছে আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত গোয়েন্দা (পর্যবেক্ষণকারী, আমলনামা লিখক ফেরেশতা) গণ রয়েছেন, তাঁরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

ট. মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি দার্শনিক তত্ত্ব উল্লেখ করেন। মৃত্যু পরবর্তী কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে তিনি বলেছেন,

احرص على الموت توهب لك الحياة.[১]

মৃত্যুর প্রতি আকাঙ্খী থাক, তাহলে তোমাকে হায়াত প্রদান করা হবে।

এমনিভাবে আবূ বকর (রা) -এর বাণী নীতিবাক্য হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে। সুন্দর ও সহজভাবে তিনি এসবের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করেছেন এবং কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি আবী বাক্‌রিন আস-সিদ্দীক, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনুল-কারীমের তাফসীর প্রাঞ্জল ভাষায় আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেছেন। পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআনকে তিনি নবী করীম (সা) -এর কাছে শিখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন সময়ে, নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল-কুরআনের তাফসীর উল্লেখ করেছেন এবং নবী করীম (সা) -এর থেকে তাফসীর শিখেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। তাফসীর শাস্ত্রে এভাবে তাঁর ব্যাপক দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আবূ বকর (রা) -এর তাফসীরের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল ঃ-

একদা ভাষণ প্রদানকালে আবূ বকর (রা) বলেন, তোমরা এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত কর,

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم[১]

"ওহে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" - অথচ এর মর্ম তোমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারছ না। নবী করীম (সা) কে আমি বলতে শুনেছি,

"إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"

"মানুষেরা যালিমকে দেখেও যদি তাকে যুল্ম থেকে বাধা না দেয়, তাহলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবেন।" অন্যকে অন্যায় থেকে বাধা প্রদান করাও নিজেকে রক্ষা করার আওতায় পড়ে। ফলে, শুধু নিজেকে অন্যায় মুক্ত রাখলে মুক্তি পাওয়া যায়, এ কথা এ আয়াতের মর্ম নয়। বরং অন্যায় কারীকে প্রতিহত করার শিক্ষাও এ আয়াতে প্রতিফলিত হয়। তাই অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য।

---

১. সূরা আল-মাইদাঃ ঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আবূ বকর (রা) আরও উল্লেখ করেন,

يا أيها الناس اياكم و الكذب فان الكذب مجانب للإيمان. [১]

ওহে লোক সকল, তোমরা নিজেদেরকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত রাখ। কেননা, মিথ্যা কথা ঈমানের পথ থেকে বিপথগামী করে। - উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে আল-কুরআনুল-কারীম সম্পর্কে আবূ বকর (রা)- এর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাফসীরের প্রতি তাঁর আগ্রহ সম্পর্কে নানা বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আবূ বকর (রা) বললেন, [২] من يعمل سوءا يجز به "কেউ মন্দ কাজ করলে, তার প্রতিফল সে পাবে।" –এ আয়াতে কারীমার বিষয়টি কতই না কঠিন মনে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

يا أبا بكر المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء

ওহে আবূ বকর ! দুনিয়ার নানা বিপদ, রোগ-ব্যধি, হয়রানি এসব তার পাপের বিনিময় স্বরূপ হয়। [৩] - এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূ বকর (রা) আর-কুরআনকে বুঝার জন্য বহু প্রচেষ্টা করেছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

আল-কুরআনের কোন অংশের মূল উদ্দেশ্যই ছিলেন, আবূ বকর (রা) নিজে। আবার তিনি ঐ অংশেরও পূর্ণ তাফসীর করেছেন। যেমন, হিজরত কালে আবূ বকর (রা) সাওর গুহায় নবী করীম (সা) এর সাথে অবস্থানকালে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠলেন, يا رسول الله لو أن أحد المشركين رفع رأسه لأبصرنا : হে রাসূলুল্লাহ (সা)! মুশরিক দের কেউ — তার মাথা উঁচিয়ে তাকালে আমাদেরকে দেখে ফেলবে! নবী করীম (সা) তখন শান্তভাবে জানালেন, আবূ বকর!

---

১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, বাবুল আমরি ওয়ান নাহয়ি/ ৪৩৩৮। এবং ইবন কাসীর, আত-তাফসীর, ২য় খ. ১১০পৃ.।

২. সূরা নিসা ঃ ১২৩।

৩. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, তাফসীর, সূরা নিসা' / ৪৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

لا تحزن إن الله معنا [১]

"তুমি চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন।" আল-কুরআনের এ অংশটি বিবৃত হয়েছে। [২] এ বর্ণনা দ্বারাও আবূ বকর (রা) -এর আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে গভীর সম্পর্কের প্রমাণ লাভ করা যায়।

তাফসীর করার ব্যাপারে আবূ বকর (রা) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মনগড়া কোন কথা দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর উপস্থাপন করতেন না। যেমন, আল্লাহর পবিত্র বাণী, وفاكهة وأبا – [৩]

– এর তাফসীর সম্পর্কে আবূ বকর (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন,

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم [৪]

কোন আকাশ আমাকে ছায়া দেবে, আর কোন ভুমি আমাকে পৃষ্ঠে রাখবে, যদি আমি আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে এমন কথা বলি, যা আমি জানি না।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূ বকর (রা) আল-কুরআনের ব্যাপারে কখনই কোন প্রকার মনগড়া অভিমত পোষণ করতেন না। বরং, সুনিশ্চিত হয়েই কথা বলতেন।

খলীফা আবূ বকর (রা) সাহাবীগণের কাছে কখনও আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যেমন, একদা তিনি বলেন এ দু'টি আয়াতে কারীমা,

والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [৬] ও إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا [৫]

---

১. সূরা আত-তাওবাঃ ঃ ৪০।

২. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হিজরাতায়ন/ ৪৬২৮৫।

৩. সূরা 'আবাসা ঃ ৩১।

৪. ইবন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ১ম খ. ৬ পৃ.।

৫. সূরা আল-ফুস্সিলাত ঃ ৩০।

৬. সূরা আল-আন'আম ঃ ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে তোমাদের কি অভিমত? উপস্থিত লোকগণ বললেন, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাতে তারা আত্মনিয়োগ করে, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হয়, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে, কোন পাপ পংকিলতায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে না, যুলুম বা কো্ন ত্রুটিও তারা করে না, এ উত্তর শুনে তিনি বললেন, তোমরা তো এ আয়াতে কারীমার যথাযথ তাফসীর করলে না। বরং এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর ইবাদাতেই আত্মনিয়োগ করে, তাঁকে ছাড়া আর কারো কাছে কোন কিছু কামনা করে না। আবার তারা কোনভাবেই শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না এবং মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হয় না। তাদের ঈমানকে তারা শিরকের সাথে মিশায় না।[১]

এখানেও আবূ বকর (রা) -এর প্রজ্ঞার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে।

আল-কুরআনের নির্দেশিকা অনুধাবনের মাধ্যমে আবূ বকর (রা) ভবিষ্যত অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব জানতে পারতেন। এরূপ একটি উদাহরণ হল, নবী করীম (সা) কে ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে যখন কাফিররা বের করে দিল, আবূ বকর (রা) তখন বলতে লাগলেন, أخرجوا نبيهم ليهلكن

তারা তো নবী করীম (সা) কে বের করে দিয়েছে। তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-হাজ্জের এ আয়াতে কারীমা নাযিল করালেন।[২] أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।

আবূ বকর (রা) তখন বললেন, لقد علمت أنه سيكون قتال

আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, অচিরেই জিহাদের নির্দেশ আসবে।[৩]

---

১. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, তাফসীর, সূরা আল-আনআম / ৪৩৬৪।

২. সূরা আল-হাজ্জ : ৩৯।

৩. তিরমিযী, আল-জামি' , আত-তাফসীর, সূরা আল-হাজ্জ/ ৩২২১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বাণী নাযিলের সাথে সাথে সাহাবীগণ বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং তখন থেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে তা মেনে চলতে সচেষ্ট হতেন। যখন আল্লাহ তা'লার পবিত্র বাণী, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي [১]

নাযিল হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে আবূ বকর (রা) বলতে লাগলেন,

لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله

আল্লাহর সাথে আমি সাক্ষাত করা পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু অবধি আপনার সাথে মৃদুস্বরে কথা বলব। [২] বাস্তব ক্ষেত্রে আবূ বকর (রা) এরপর আর কখনো উঁচুস্বরে কথাবার্তা বলতেন না।

আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আবূ বকর (রা) জীবন গড়েছেন। যেমন, নবী করীম (সা) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে তিলাওয়াত করলেন,

يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. [৩]

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে) আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ما أحسن هذا يا رسول الله

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! এ কথা কতই না সুন্দর!

নবী করীম (সা) তখন বললেন, إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر

"হে আবূ বকর! নিশ্চয়ই ফেরেশতা তোমাকে উদ্দেশ্য করে অচিরেইএ আয়াত পড়বে।" [৪] এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে

---

১. সূরা আল-হুজুরাত ঃ ২।

২. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, তাফসীর, সূরা আল-ফাজর / ৪৬১১।

৩. সূরা আল-ফাজর ঃ ২৭-৩০।

৪. আল-কুরতবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ২০ তম খ. পৃ. ৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) -এর উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে এখান থেকে ধারণা নেওয়া যায়। এমনিভাবে আল-কুরআন ও এর তাফসীরে আবূ বকর (রা) -এর বিশেষ অবস্থান সম্পর্কে আরো বহু তথ্য বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাহচর্য আবূ বকর (রা) সর্বাধিক লাভ করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কথা কর্ম ও অনুমোদন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হয়েছেন। হাদীস শরীফ জেনে, সে অনুযায়ী নিজে পরিচালিত হয়েছেন এবং অন্যান্য লোকদেরকেও হাদীস শরীফ মোতাবেক উত্তম ভাবে শিক্ষা প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিছু হাদীস শরীফ আবূ বকর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দানকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

من أنفق زوجا من ماله في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا خير هلم إليه

যে ব্যক্তি এক জোড়া সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাকে উদ্দেশ্য করে জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতা ডেকে বলবেন, ওহে মুসলিম এতো বড়ই মঙ্গলময়, এর দিকে এসো। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, هَذَا رَجُلٌ لَا تُوَدى عَلَيْهِ

এরূপ ব্যক্তি তো সত্যিকার উত্তম মানুষ। তার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِي بَكْرٍ

আবূ বকর (রা) -এর সম্পদ আমাকে যত উপকৃত করেছে, অন্য কোন সম্পদ আমার এত উপকার করেনি। তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,

وَهَلْ نَفَعَنِي اللَّهُ إِلَّا بِكَ وَهَلْ نَفَعَنِي اللَّهُ إِلَّا بِكَ وَهَلْ نَفَعَنِي اللَّهُ إِلَّا بِكَ

আপনাকে ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে কি আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন? আপনাকে ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে কি আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন? আপনাকে ছাড়া অন্য

Dhaka University Institutional Repository

জিনিস দিয়ে কি আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন ? [১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আবূ বকর (রা) ছিলেন সর্বদা নিবেদিত প্রাণ। প্রতি কাজে-কর্মে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্মরণ করতেন। যেমন, একদা আবূ বকর (রা) মিম্বরে আরোহন পূর্বক কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, নবী করীম (সা) প্রথম বছর মিম্বরে আরোহন করে কেঁদেছিলেন। তারপর বলেছিলেন,

اسألوا الله العفو و لعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية

তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, ঈমান আনার পর কাউকে অনুগ্রহের চেয়ে উত্তম কোন মঙ্গল দান করা হয় না। [২]

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর হাদীসের মর্ম আবূ বকর (রা) দ্রুত অনুধাবন করতে পারতেন। যেমন, একদা নবী করীম (সা) ভাষণ প্রদান করলেন। তিনি বললেন,

إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله .

আল্লাহ নিশ্চয়ই এক বান্দাকে পছন্দ করার সুযোগ দিয়েছেন, দুনিয়ার অথবা, তাঁর কাছে যা আছে, তা গ্রহণ করার। তারপর বান্দা তাঁর কাছে যা আছে তা গ্রহণ

---

১. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুস-সাওম/ ১৭৬৪, কিতাবুল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, ২৬২৯, মানাকিব, ৩৩৯৩। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুয-যাকাত/১৭০৫, ১৭০৬। তিরমিযী, আল-জামি' , আবওয়াবুল-মানাকিব/৩৫৯৪, ৩৬০৭, নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুস-সিয়াম/ ২২০৬, কিতাবুয-যাকাত, ২৩৯৬, কিতাবুল-জিহাদ/৩০৮৪, ৩১৩২। ইবন মাজাহ, আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাহ/৯১। ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, কিতাবুল-জিহাদ/ ৮৯২।

২, তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত/ ৩৪৮১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। বর্ণনা কারী সাহাবী [১] (রা) বলেন,

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا

প্রকৃত অর্থে বান্দা হলেন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং। আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতে থাকার অথবা তাঁর কাছে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে অত্যধিক জ্ঞানী।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر [২]

ওহে আবূ বকর! কেঁদো না। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে যে লোকের সাহচর্য ও সম্পদ দ্বারা আমি বেশী উপকৃত হয়েছি, তিনি হলেন আবূ বকর। আমার উম্মতের কাউকে যদি আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবূ বকর কেই গ্রহণ করতাম। বরং তুমি ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন ও আমার ভালবাসা প্রাপ্ত। মসজিদ (নববী)-এর সাথে যে সব বাড়ীর দরজা সংযুক্ত আছে, সবগুলো বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র আবূ বকর (রা) এর দরজা ছাড়া।

আবূ বকর (রা) আল-কুরআনের সাথে খুব বেশী সম্পর্ক রাখতেন। আল-কুরআন তিলাওয়াত করে তিনি সম্মোহিত হতেন ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এ প্রসঙ্গে 'আইশাঃ সিদ্দীকাঃ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে,

ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون داره فكان يصلي فيه

---

১. তিনি হলেন হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)।

২. বুখারী, আস-জামি', সালাত/ ৪৪৬, মানাকিব/৩৩৮১, মুসলিম, আস-সহীহ, ফাদাইলুস-সাহাবাঃ/৪৩৯০, তিরমিযী, আস-সুনান, আল-মানাকিব/৩৫৯৩, আহমাদ, মুসনাদ, বাকী মুসনাদিল মুকসির-সিরীন/১০৭১০।

Dhaka University Institutional Repository

مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ

ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

ইসলামের প্রথম অবস্থায় আবূ বকর (রা) কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হতেন। তখন তা শুনতে মুশরিক মহিলা ও শিশুরা জড়ো হত। তারা তা শুনে আশ্চর্য হত। তারা অবাক হয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করত। আবূ বকর (রা) কখনও কখনও সেখানে সালাত আদায় করতেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক কান্নাকাটিকারী। কুরআন তিলাওয়াতকালে তিনি নিজকে স্থির রাখতে পারতেন না। খুবই কাঁদতেন। ঐ কান্না কুরায়শ বংশের মুশরিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা) কে সব ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'আইশা সিদ্দীকাঃ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম (অসুস্থাবস্থায়) ইরশাদ করেছেন, مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّـــاسِ " তোমরা আবূ বকর কে বল, তিনি যেন লোকদের সালাতে ইমামতী করেন।" তখন 'আইশা (রা) বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ فِي مَقَامِكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ

فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ .

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! নিশ্চয়ই আবূ বকর (আমার পিতা) আপনার স্থানে (ইমামতিতে)

---

১. বুখারী, আল-জামি' , কিতুবুস-সালাত/ ৪৫৬, আবূ দাউদ, আস-সুনান, আল লিবাস/ ৩৫৬১, আহমাদ, মুসনাদুস সামিলীনা/ ১৬৯৩০, বাকী মুসনাদিল আনসার/ ২৪৪৪৫, ২৪৫৯২২।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়ালে (তিলাওয়াতের আওয়াজ) লোকেরা শুনতে পাবেন না। তাই আপনি বরং 'উমর (রা) কে যদি নির্দেশ দিতেন, তিনি লোকজন নিয়ে (ইমামতি করে) সালাত আদায় করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবার বললেন,

مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"আবূ বকর কে বল, তিনি যেন সালাতে লোকদের ইমামতী করেন।"

'আইশা (রা) বলেন, তারপর আমি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা [১](রা) কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একটু বলুন তো, আবূ বকর আপনার স্থানে দাঁড়ালে লোকজন কান্নার আওয়ায ছাড়া কিছুই শুনবেন না। বরং সালাতের ইমামতী করতে 'উমর (রা) কে যাতে নির্দেশ দেন। হাফসা (রা) তখন ঐ কথা জানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

إنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ [২]

তোমরা স্ত্রীরা কি ইউসূফ (আ) এর সাথীগণের মত হয়ে গেলে? তোমরা আবূ বকরকেই বলে দাও, তিনি যেন সালাতে লোকজনের ইমামতী করেন। এরপর আবূ

১. তিনি 'উমর (রা)-এর কন্যা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে 'উমর (রা) -এর প্রস্তাবে বিয়ে করেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হি. সনে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুল ইমারাতি/ ৮২৪, বুখারী, আল-জামি' , কিতাবুল -ওদূ'/১৯১, কিতাবুল- আযান/ ৬২৪, ৬২৫, কিতাবুআল-ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি/৬৭৫৯। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুস-সালাত/৬২৯, ৬৩২। তিরমিযী, আল-জামি', আবওয়াবুল-মানাকিব/৩৬০৫, ইবন মাজাহ, আস-সুনান, ইকামাতুস সালাতি ওয়াস সুন্নাতু ফীহা/ ১২২২, ১২২৩, মা জাআ ফিল জানাইযি/ ১৭০৬। আহমাদ, বাকীল মুসনাদিল আনসারি/২৪১৪২, মালিক, মুওয়াত্তা, আন নিদা' ফিস সালাতি/৩৭৪, দারিমী, আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাহ/৮২।

Dhaka University Institutional Repository

বকর (রা) সালাতে ইমামতী করেন। তিনি সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'জন লোকের উপর ভর করে মসজিদে গমন করেন, তখন (অসুস্থতার কারণে) তাঁর দু'পা মুবারক মাটিতে লেগে যাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনে হটে আসছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইঙ্গিত দিলেন, তিনি যাতে যথাস্থানে থাকেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা) -এর বাম পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় সালাতে অংশগ্রহণ করেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে অনুসরণ করেন এবং অন্যান্যগণ আবূ বকর (রা) কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করলেন।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের (রা) উদ্দেশ্যে বললেন, من أصبح منكم اليوم صائما

"তোমাদের মধ্যে কে রোযাদার অবস্থায় আজকে প্রভাত করেছে?" আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি (সা) আবার বললেন,

فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا

"তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশ নিয়েছে?" আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। এরপর তিনি (সা) বললেন, فمن أطعم منكم اليوم مسكينا

"তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে খাদ্য ভক্ষণ করিয়েছে?" আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি (সা) আবার বললেন, فمن عاد منكم اليوم مريضا

"তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়েছে?" আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। এবারে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة [১]

"জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন লোক ব্যতীত আর কারো মাঝে এতগুলো গুণ একত্রিত হয় না।"

---

১. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত /১৭০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) -এর বিশেষ বিশেষ গুণ এবং এর নিশ্চিত সুফল সম্পর্কে এ হাদীস দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আবার সংক্ষিপ্ত ও সহজ উত্তরের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র বাণীকে মূল্যায়নের বিষয়টিও এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে।

আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফতকালে বিশেষভাবে ইসলামের শত্রুদেরকে দমন করেছিলেন। তাঁর মত উদারচিত্তের লোকের মাঝে এরূপ দৃঢ় ও কঠোর পদক্ষেপ দেখে সাহাবীগণ (রা) বিস্মিত হয়েছিলেন। সহজ ও যথযথভাবে যখন আবূ বকর (রা) বুঝিয়ে দিলেন, তখন তাঁর পদক্ষেপের যথার্থতা সকলে বুঝতে পেরেছিলেন।

আবূ বকর (রা) -এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর যাকাত অস্বীকার কারীরা সম্মিলিতভাবে যাকাত না দেওয়ার জন্য নানা ফন্দি আঁটল। তারা কিছু ভ্রান্ত যুক্তি দেখাল এবং কিছু কবিতা বলতে শুরু করল। যেমন, তারা বলল,

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فواعجبا ما بال ملك أبي بكر

আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের সাথে থাকাকালে, আমরা তাঁর অনুসরন করেছি। এরপর এখন কতই আশ্চর্য ব্যাপার, আবূ বকরের রাজত্ব এসেছে, আমরা এর কোন পরোয়া করি না।

আবূ বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন। সাহাবীগণের অনেকে তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তারা যেহেতু ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই তাদের ব্যাপারে কঠোরতা না করা সমীচীন হবে। তাদেরকে সাবধান করলে, ঈমানের কারণে তারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে এবং আবারও যাকাত আদায় করবে। কিন্তু আবূ বকর (রা) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। উমর (রা) আবূ বকর (রা) কে পরামর্শ প্রদান কালে বললেন, আপনি কিভাবে এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, যারা ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করছে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

এক আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। তারা যখন এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, শুধুমাত্র ইসলামের পাওনা আদায় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদকে তারা আমার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে নিবে।

তখন আবূ বকর (রা) বললেন,

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم على منعها إن الزكاة حق المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

আল্লাহর শপথ। রাসূলূল্লাহ (সা) এর কাছে তারা আদায় করত এমন একটি রশিও দিতে যদি তারা এখন দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। এ নিষেধ যাকাতের নিষেধ। অথচ যাকাত হল সম্পদ থেকে গৃহীত নির্ধারিত হক। তিনি আরো বললেন , আল্লাহর শপথ ! যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

এরপর 'উমর (রা) বলেন, এর দ্বারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকর (রা) এর অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমি এটাও বুঝতে পারলাম যে, আবূ বকর (রা) অবশ্যই সত্যের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক। [১] আবূ বকর (রা) -এর দৃঢ় মনোভাব এবং সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে এখানে প্রতিভাত হয় যে, তিনি শুধুমাত্র যথাযথ পদক্ষেপই গ্রহন করেননি। সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টির সূক্ষ্ম দিকটি অন্যান্যদের বুঝিয়েছিলেন, যা ছিল সময়ের দাবী ও অত্যন্ত পয়োজনীয়। তিনিই সেই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তর্কে অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর কাছে হার মেনেছিলেন এতেই তাঁর কথার যৌক্তিকতা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়। এগুলো সুসাহিত্যিকের নিদর্শন।

---

১. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) কঠিন পরিস্থিতিকে সহজে শান্ত করতে পারতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যথাযথ এবং সময়োচিত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট আগমন করলেন। তখন তিনি (সা) ছিলেন, কাপড়াবৃত। তিনি তাঁর চেহারা মুবারক উন্মোচন করলেন, তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকলেন তারপর তাঁকে চুম্বন করলেন ও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,

بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها

"আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, হে রাসূল (সা)। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনার জন্য একবার যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন যা লেখা ছিল, তা ছাড়া দ্বিতীয়বার আর আপনি মারা যাবেন না।"

এদিকে 'উমর (রা) লোকদের সাথে উত্তপ্ত বাক্য ব্যয় করছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, اجْلِسْ يَا عُمَرُ 'উমর, আমার কাছে বস। 'উমর (রা) ডাকে সাড়া দিলেন না। তখন আবূ বকর (রা) লোকজনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ :

আল্লাহর গুণ ও প্রশংসা বর্ণনার পর কথা হল, তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদ (সা) -এর ইবাদাত করেছে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহর ইবাদাত করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين[১]

১. সূরা আ'ল ইমরান ঃ ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

" মুহাম্মাদ একজন রাসূল, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং, যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। "

এতটুকু শুনে লোকজন সচেতন হলেন, তাঁরা যেন এ আয়াতে কারীমা তখনই নতুনভাবে শুনলেন। যতজনই আবূ বকর (রা) -এর এ ভাষণ শুনলেন, তাঁরা সকলেই এ আয়াতে কারীমা তখন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তখন 'উমর (রা) বললেন,

والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قد مات .

"আল্লাহর শপথ ! আমি এ আয়াতে কারীমা যখন আবূ বকর (রা) - তিলাওয়াত করলেন, তখন আমার মনে হল, আমি এ আয়াত আর শুনিনি। সেসময় আমাকে যেন আমার দু'পা বহন করতে পারছিল না। আমি যেন ভূমিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চয়ই মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করেছেন। "[১]

অল্প কয়েকটি বাক্যে ও একটি আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করে, অত্যন্ত হৃদয়বিদারক মুহূর্তে তিনি সকলকে শান্ত ও সচেতন করলেন। এভাবে আবূ বকর (রা) উপস্থিত ক্ষেত্রে বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে সহজে বুঝাতে পারতেন। তাঁর সুন্দর সাবলীল বক্তব্য সকলকে মোহিত করত। এ হাদীসে আল-কুরআন হতে উদ্ধৃতি দেওয়ায়, অলংকার শাস্ত্রের 'আল-ইকতিবাস' এবং বর্ণনাক্ষেত্রে 'আল-আতনাব' এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

---

১. মুসলিম, আস-সাহীহ, আবওয়াবুস-সালাম, / ৪১০১, নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুল-জানাইয/ ১৮১৭, ইবন মাজাহ, আস-সুনান, বাবু মা জাআ ফিল জানাইযি/ ১৬১৬, আহমাদ, আল-মুসনাদু, বাকীল মুসনাদিল মুকাস সিরীন/ ২৩৭১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) -এর মাধ্যমে পরবর্তীগণ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য লাভ করেছেন। যেমন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন) -এর ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন,

هو أخفى فيكم من دبيب النمل

"শিরক তোমাদের মাঝে পিপীলিকার চলাচল থেকেও গোপন হয়ে থাকে।"

তখন আবূ বকর (রা) বললেন,

يا رسول الله هل الشرك إلا أن يجعل مع الله إلها آخر :

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য স্থির করাটাই কি শিরক?

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 402479

ثكلتك أمك يا أبا بكر، الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، وسأدلك

"ওহে আবূ বকর! তোমার মা তোমার বিরহ লাভ করুন। (এটি একটি বাগধারা, যা দ্বারা সতর্ক করা হয়) শিরক তোমাদের জন্য পিপীলিকার চলাচল থেকেও গোপন। আমি তোমাকে এমন কিছু জিনিস শিখিয়ে দেব, তুমি এর মাধ্যমে ছোট বড় শিরক থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। তুমি আল্লাহর কাছে এ দু'আ করবে,

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم- [১]

"হে আল্লাহ! আমি জেনেশুনে আপনার সাথে শিরক করা থেকে, আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আমার না জানা অবস্থায় শিরক করা থেকে আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আবূ বকর (রা) -এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে এ ধরনের সুন্দর শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়েছে ও হাদীসের প্রসার ঘটেছে।

---

১. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, বাবুস সিদ্দীক, /৮৮৪৭।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) অহংকার থেকে সর্বোতভাবে মুক্ত থাকতে সদা সতর্ক ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেছিলেন,

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

" যে ব্যক্তি তার পরিধেয় কাপড়কে অহংকার বশত (পায়ের গোড়ালির হাড়ের নিচে) ঝুলিয়ে রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি করবেন না। " তখন আবূ বকর (রা) বললেন,

يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟

হে রাসূলুল্লাহ (সা): আমার কাপড়ও তো কখনও ঝুলে থাকে, তাহলে আমার কি উপায় হবে? আমিও তো এ ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছি।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জানালেন,

لست ممن يصنعه خيلاء

"তুমি তাদের মত নও, যারা অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে। "[১]

এত গুণাবলীর অধিকারী হয়েও নিজেকে পাপ হতে মুক্ত রাখতে আবূ বকর (রা) কত অধিক সচেতন থাকতেন, এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যা অন্যান্যদের জন্য একান্ত শিক্ষণীয়।

আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করাকে আবূ বকর (রা) পছন্দ করতেন। নিজের পাপের স্বীকৃতিতে রোদন করার ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন,

من استطاع أن يبكي فليبك، ومن لم يستطع فليتباك، يعني التضرع.[২]

যে লোক কাঁদতে সক্ষম, সে যেন কাঁদে আর যার কাঁদা আসে না, সে যেন কাঁদার ভান করে। অর্থাৎ বিনীত অবস্থানে নিজের অপরাধের ব্যাপারে শংকিত হয়।

১. বুখারী, আস-স'হীহ, বাবু মান জাররা ইযারাহু মিন গায়রি খুয়ালাই/ ৫৪৪৭।

২. মুত্তকী, কানযুল 'উম্মাল, বাবুস সিদ্দীক/ ৮৫২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর (রা) অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কথা মনে হলে খুবই প্রভাবিত হতেন। যেমন, খলীফা আবূ বকর (রা) -এর নিকট একদিন 'উমর (রা) এসে বললেন, আসুন, আমরা উম্মু আয়মান (রা) কে দেখতে যাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তো তাকে দেখতে যেতেন। এরপর তাঁরা উভয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁরা আসার পর এ মহিলা কান্না শুরু করলেন। তাঁরা বললেন, আপনি কেন কাঁদছেন ? তিনি বললেন, আপনারা কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ (সা) তো আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেছেন, এতো উত্তম। এজন্য আমি কাঁদছি না, কাঁদছি ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। আর তো আকাশ থেকে ওহী আসবে না। এবলে তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। এর ফলে খলীফা আবূ বকর ও 'উমর (রা) ও অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।[১]

আবূ বকর (রা) সুন্দর ভাষায় উত্তম ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। যেমন, তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন,

رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي

"আমি স্বপ্নে তিনটি চাঁদ দেখলাম। সেগুলো আমার ঘরে খসে পড়েছে।" আমি এ স্বপ্ন পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে জানালাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাত হল এবং তাঁকে আমার ঘরে দাফন করা হল, আবূ বকর (রা) তখন তাঁকে বললেন, هذا أحد أقمارك وهو خيرها .

"তোমার স্বপ্নের চাঁদগুলোর মধ্যে এ তো একটি, এ চাঁদ সর্বোত্তম।"[২] (রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে আবূ বকর (রা) ও 'উমর (রা) কেও সেখানে দাফন করা হয়েছিল)

আবূ বকর (রা) এর কথায় আরবী সাহিত্যের সৌন্দর্যের এবং তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়ও মেলে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সহজবোধ্য করে তুলতে ভাষাব্যঞ্জনায় কারুকার্যতা গড়তেন।তাঁর বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সাধক।

---

১. নবভী, রিয়াদুস সালিহীন, বাবু যিয়ারাতি আহলিল খায়রি / ৪৫, মুসলিম, আস-সহীহ/ ৩৬০।
২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, আল-জানাইয/ ৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

তৃতীয় অধ্যায়

খলীফা 'উমর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

খলীফা 'উমর (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফার নাম 'উমর, উপনাম আবূ হাফস, উপাধি আল-ফারুক বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী। তাঁর বংশসূত্র হল, 'উমার ইবনুল-খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল ইব্ন 'আবদিল 'উয্যা ইব্ন রিবাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়ায়াই।[১] তাঁর মাতা, হানতামা বিনত হাশিম ইবনুল মুগীরা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন মাখযূম। তিনি ছিলেন মাখযূম বংশীয়।[২]

'উমর (রা) ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কুরায়শ বংশের শাখা গোত্র বানূ 'আদীতে তাঁর জন্ম হয়, তাই তাঁকে বংশীয়ভাবে আদাবী বলা হয়।[৩] পিতামাতার সান্নিধ্যে তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত করেন এবং ক্রমান্বয়ে তৎকালীন আরবে প্রচলিত জ্ঞানার্জন করেন। লিখতে শিখেন, প্রাচীন কবিতা মুখস্ত করেন এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ব করেন। আরবী ভাষাকে لغة الضاد বা ضاد বর্ণের ভাষা বলা হয়। এ বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'উমর (রা) অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।[৪]

তাঁর দৈহিক গঠন ছিল দীর্ঘাকৃতির, উজ্জ্বল সাদা ও লালিমা মিশ্রিত চোখ সমৃদ্ধ, ঘন দাঁড়ি বিশিষ্ট, বৃদ্ধবয়সে মেহেদী রাঙানো দাঁড়িযুক্ত। শারীরিকভাবে তিনি খুব বলিষ্ঠ ও আরবের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ছিলেন। তৎকালীন আরবের যুদ্ধ বিগ্রহে

---

১. য়ুসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইবনিল বার, আল-ইসতী'আব, ২য় খ, পৃ. ৪৫৮।

২. আবুল-ফারাজ আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াহ, ১ম খ. পৃ. ২৬৮।

৩. য়ুসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আল-ইসতী'আব, ২য় খ, পৃ. ৪৫৮।

৪. আল-জাহিয, কিতাবুল বয়ান ওয়াত-তবয়ীন, ১ম খ. পৃ.২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কুরায়শ বংশীয় যোদ্ধা হিসেবে 'উমর (রা) কে প্রথমেই ডাকা হত ।[১]

প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি ইসলামের শত্রুরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করত। নুবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর যুলহাজ্জ মাসে অর্থাৎ হিজরতের ৭ বছর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-কুরআনের ভাষা ও তিলাওয়াত শুনে তিনি অভিভূত হন এবং মক্কাবাসীকে হতবাক করে ইসলাম কবুল করেন।[২] 'উমর (রা) -এর পূর্বে ৪৫ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বহুভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) একদা দু'আ করেছিলেন, "হে আল্লাহ দু' ব্যক্তি – 'উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আবূ জাহল ইবনু হিশাম–এর মধ্যে আপনার কাছে যে বেশী পছন্দনীয়, তাকে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামকে সম্মানিত করুন।"[৪] এরপর তাদের মধ্যে 'উমর (রা) ই আল্লাহর পছন্দনীয় হিসেবে প্রমাণিত হন।[৫]

'উমর (রা) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের বর্ণনায় নিজেই যে ঘটনা উল্লেখ করেন, তা হল,

أتعرّضْ رسُولَ للهِ صلّى اللّهم عليهِ وسلّمَ قبلَ أن أسلِمَ فوجدتّهُ قدْ سبقَنِي

إلى لمسْجِدِ فقمْتُ خلقهُ فاستفتحَ سُورَةَ لحاقةِ فجعلتُ أعجبُ مِنْ تأليفِ لقرآن.

আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করি। রাসূলুল্লাহ (সা)-মসজিদুল-হারামে আমার আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি তাঁর পিছনে

---

১. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ৯৮।

২. আহমাদ ইবন হানবাল, ফাদাইলুস-সাহাবাঃ, ১ম খ, পৃ. ২৭৭।

৩. আত-তবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূকি, ২য় খ. পৃ. ৫৬৫।

৪. আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব/ ৩৭৬৪।

৫ . আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি সূরা আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করছিলেন। আমি আল-কুরআনের রচনাশৈলীর প্রভাবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, هذا و الله شاعر كما قالت قريش আল্লাহর শপথ! কুরায়শরা যেমন বলে থাকে, তিনি তেমনি এক কবি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তিলাওয়াত করলেন,

إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. [১]

" নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বহনকৃত বার্তা। এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। " তখন আমি বললাম, كاهن তিনি হয়ত গণক। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তিলাওয়াত করলেন,

ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين .فما منكم من أحد عنه حاجزين. [২]

" এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। তিনি (রাসূল সা) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই তাঁর দক্ষিণ হাত ধরে ফেলতাম। তারপর কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নাই, যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে। "

এরপর 'উমর (রা) বললেন, فوقع الإسلام في قلبي كل موقع [৩]

এরপর আমার অন্তরে পূর্ণভাবে ইসলাম স্থান করে নিল। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট 'উমর (রা) তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ কালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বক্ষে তিনবার হাত মুবারক রেখে দু'আ করেছিলেন,

اللهم أخرج ما فى صدره من غل و أبدله إيمانا

---

১. সূরা আল-হাক্কাঃ ঃ ৪০ ও ৪১।

১. সূরা আল-হাক্কাঃ ঃ ৪২ – ৪৭।

৩. আহমাদ, মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশশারাতি-বিল-জান্নাতি/১০২।

Dhaka University Institutional Repository

হে আল্লাহ! তার অন্তর হতে বিদ্বেষ বের করুন এবং তা ঈমানে রূপান্তর করুন।[১]

'উমর (রা) -এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন 'উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন জিবরাইল (আ) উপস্থিত হন এবং বলেন,

يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر

হে মুহাম্মাদ (সা)! আকাশের অধিবাসীগণ 'উমরের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হয়েছেন।[২] ইসলাম গ্রহণের পর 'উমর (রা) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালান।[৩] তিনি ইসলামের শত্রুদের মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করতেন। তাঁর মাধ্যমে ইসলামে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত, 'উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম সম্মানিত হয়েছে, তাঁর হিজরত ছিল বিজয় ও আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শনস্বরূপ এবং তাঁর খিলাফত কাল ছিল আল্লাহর রহমতে পূর্ণ। আল্লাহর কসম! 'উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণের আগে কা'বা শরীফের সামনে আমরা প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায়ে সক্ষম ছিলাম না।[৪]

---

১. য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইবনিল বার, আল-ইসতী'আব, ২য় খ, পৃ. ৪৫৯।

২. আহমাদ, মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশশারাঃ, আল -মুকাদ্দিমাঃ/ ১০০।

৩. তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের শত্রুতায় একদা 'উমর (রা) নাঙ্গা তলোয়ার হাতে বের হলেন। তখন যাহ্‌রাঃ গোত্রের একলোক থেকে তিনি তাঁর বোন ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন। অই আগে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা তখন সূরা অহা তিলাওয়াত করছিলেন। 'উমর (রা) -এর আগমনের কারণে আয়াতগুলো লুকিয়ে ফেললেন। 'উমর (রা) রেগে উভয়কে প্রহার করে রক্তাক্ত করলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁদের কাছে সংরক্ষিত আল-কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে চাইলেন। অতঃপর তাঁদের কথামত পবিত্র হয়ে সামান্য কিছু পড়েই তিনি অভিভূত হলেন এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুয়ূতী, আস-বাসাইসুল-কুবরা', ১ম খ, পৃ. ২১৯।

৪. আহমাদ, ফদাইলুস-সাহাবাঃ, ১ম খ, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারীবাঃ বিনতু আবী উমায়্যা ও মালিকা বিনতু জারওয়াল নামক স্ত্রীদ্বয়কে ইসলাম গ্রহণ না করায় 'উমর (রা) পরিত্যাগ করেন। মালিকার গর্ভে এক ছেলে জন্মলাভ করেন। তাঁর নাম রাখেন, 'উবায়দুল্লাহ। এছাড়া তাঁর অন্যতমা স্ত্রী যায়নাব বিনতু মায'উন (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা, আবদুর রহমান আল-আকবার (রা) -এর মাতা। তিনি মুসলিম অবস্থায় মক্কায় ইন্তেকাল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু হাকীম বিনতু হারিসকে বিয়ে করেন। তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। তার নাম রাখেন, ফাতিমাঃ। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নাতনী তথা 'আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) -এর কন্যা উম্মু কুলসূম (রা) কে তিনি বিয়ে করলে যায়দ ও রুকায়্যা নাম্নী দু'সন্তানের জন্ম হয়। 'আতিকাঃ নাম্নীয় মহিলাকেও তিনি বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে আবদুর রহমান আল-আওসাতের জন্ম হয়। য়ামানের লুহায়্যাঃ নামের এক মহিলাকে তিনি বিয়ে করলে, আবদুর রহমান আল-আসগারের জন্ম হয়। এসব স্ত্রীকে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিয়ে করেন এবং একসাথে চারজনের অতিরিক্ত স্ত্রী তাঁর ছিল না।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুমতি ক্রমে 'উমর (রা) মদীনা শরীফ অভিমুখে হিজরত করেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামের প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর জন্য 'উমর (রা) একান্তভাবে নিবেদিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর অসুবিধায় তিনি খুবই ব্যথিত হতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, একদিন 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে এসে দেখলেন, তিনি এমন শক্ত বিছানায় শুয়েছেন যে,

---

১. আত-তবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূকি ২য় খ. পৃ. ৫৬৪।

২. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মুবারক পিঠে দাগ পড়ে আছে। তখন 'উমর (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ما يبكيك يا عمر কোন কারণে তুমি কাঁদছ হে 'উমর? 'উমর (রা) উত্তর দিলেন,

أبكي أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج وقيصر في مثل ذلك وأنت تجيب الله وخيرته كما أرى

আমি এজন্য কাঁদছি যে, পারস্য সম্রাট 'কিসরা ' নরম গালিচা তুলতুলে, মোটা রেশমী বিছানায় শয়ন করে, রোম সম্রাট 'কায়সার'ও ঐ রকম আরামে থাকে। অথচ আপনি আল্লাহতে সাড়া দিয়েছেন এবং একান্তভাবে তাঁকেই গ্রহণ করেছেন। তবুও এমন অবস্থায় আপনাকে কষ্টে দেখে আমার কান্না আসছে।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

لا تبك يا عمر فلو أشاء أن تسير الجبال ذهبا لسارت

ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرا منها شيئا

"ওহে 'উমর! তুমি কেঁদো না। আমি যদি ইচ্ছা করি, স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে চলমান থাকবে। নিশ্চয়ই দুনিয়াটি আল্লাহর কাছে যদি একটি মাছির পাখার সমান মূল্যবান বলেও ধরা হত, তাহলে এখানে কাফিরদেরকে কিছুই দেওয়া হত না।" [১]

রাসূলুল্লাহ (সা) 'উমর (রা)-এর সম্পর্কে প্রশংসাব্যঞ্জক বহু বাণী প্রদান করেছেন। যেমন, আবূ যার গিফারী [২] (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলতে শুনেছি, إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ [৩]

নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্যকে 'উমরের যবানে স্থাপন করেছেন, তিনি তদনুযায়ী উক্তি করেন। অর্থাৎ সাহাবী 'উমর (রা) -এর যবানে সত্যই সর্বদা উচ্চারিত হয়।

---

১. ইব্‌ন সা'দ, আত-তবাকাত, ১ম খ. পৃ. ৪৬৬।

২. তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। পার্থিব প্রয়োজনে সঞ্চয় করাকে তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। 'উসমান (রা) এর খিলাফত কালে 'রাবাদাঃ নামক মরুপ্রান্তরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. আবূ দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাতি ওয়াল-ফাই/ ২৫৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) -এর ব্যবহৃত ভাষায় হুবহু আল-কুরআনের আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেছেন,

ونزل القرآن بموافقته فى أسرى بدر وفى الحجاب وفى تحريم الخمر وفى مقام إبراهيم [১]

চারস্থানে তথা, বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে করণীয়, পর্দা প্রসঙ্গে, মদ নিষিদ্ধ হওয়া এবং মাকামু ইবরাহীমে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল-কুরআনের বিধান এবং 'উমর (রা) -এর উক্তি ছিল একই রকম।

'উমর (রা) কে শয়তান ভয় করত। এ প্রসঙ্গে সাহাবী সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে কুরায়শী কয়েকজন মহিলা ছিলেন, তাঁরা কথাবার্তা বলছিলেন এবং বারংবার উঁচু স্বরে কথা বলছিলেন। 'উমর (রা) এর গলার আওয়াজ শুনে তাঁরা দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'উমর (রা) কে আসতে অনুমতি দিয়ে হাসতেছিলেন। 'উমর (রা) বললেন, أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনার মুবারক দাঁতকে আল্লাহ হাসাতে থাকুন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ

আমি ঐ মহিলাদের ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করছি, তারা আমার কাছে ছিল, তোমার গলার স্বর শুনে দ্রুত তারা পর্দার অন্তরালে চলে গেল।

'উমর (রা) বললেন, فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ

আপনি হে রাসূলুল্লাহ (সা)। আপনাকে তাদের অধিক ভয় পাওয়া উচিত। তারপর মহিলাদের উদ্দেশ্যে 'উমর (রা) বললেন,

---

১. য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইবনিল বার, আল-ইসতী'আব, ২য় খ, পৃ. ৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

أيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهِبْنَنِي وَلَا تَهِبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ওহে নিজেদের শত্রু মহিলারা, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে ভয় না পেয়ে আমাকে ভয় করছ? মহিলাগণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর চেয়ে আপনি অধিক রাগী ও কঠোর প্রকৃতির। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ [১]

সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, শয়তান তোমার সাক্ষাত পেলে, যে পথ দিয়ে তুমি চল, সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।

এভাবে বহু হাদীসের মাধ্যমে 'উমর (রা) -এর বিশেষ মর্যাদা ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত। তাঁর হাতের আংটিতে যে নকশা ছিল, তা হল,

كفى بالموت واعظا يا عمر

উপদেশ প্রদানকারী হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট, ওহে 'উমর! ।[২]

আবূ বকর (রা) 'উমর (রা) কে খিলাফতের মনোনয়ন দেবার ব্যবস্থা করেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে একমত হন। তাঁর ইন্তেকালের পর ১৩ তম হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসের ২২ তারিখে 'উমর (রা) ইসলামের ২য় খলীফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৩]

খলীফা হয়েও বহুবিধ কল্যাণের অগ্রদূত ছিলেন খলীফা 'উমর (রা)। তথাপিও তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে পার্থিব মোহ বিমুখ। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতু 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, একদা পিতা খলীফা 'উমর (রা) কে উদ্দেশ্য

---

১. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহ/ ৪৪১০।

২. য়ুসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনিল বার, আল-ইসতী'আব, ৩য় খ, পৃ. ১১৪৬।

৩. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

করে তিনি বলেন,

يا أمير المؤمنين اكتسيت ثوبا هو ألين من ثوبك و أكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله من الرزق و أكثر من الخير .

হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার চেয়ে কোমল কাপড় পরিধান করি, আপনার চেয়ে উত্তম আহার্য ভক্ষণ করি। আল্লাহ তা'আলা রিয্ক প্রসারিত করে দিয়েছেন, এবং মঙ্গল বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'উমর (রা) বললেন,

إني سأخاصمك إلى نفسك أما تذكرين ما كان رسول الله يلقى من شدة العيش وكذلك أبو بكر فما زال يذكرها حتى أبكاها فقال لها

আমি তোমার এই উক্তির জন্য তোমার সাথে ঝগড়া করব। তোমার কি মনে নেই, রাসূলুল্লাহ (সা) কত কঠিন জীবন যাপনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমনি অবস্থায় ছিলেন আবূ বকর (রা) ও। তিনি এ কথা বারংবার উচ্চারণ করতে থাকেন। এমনকি হাফসা (রা) কে কাঁদিয়ে ফেলেন। এরপর তিনি আরো বলেন,

أما و الله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرخي [১]

আল্লাহর শপথ! আমার তো তাঁদের উভয়ের মত কঠিন জীবন-যাপন করাই কর্তব্য, যাতে আমি তাঁদের মত সহজ আখিরাতের জীবন লাভ করতে পারি।

খলীফা 'উমর (রা) খুব কান্নাকাটি করতেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতেন। একবার খলীফা 'উমর কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন,

لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر [২]

ফোরাত তীরে একটি ছাগল ছানাও যদি না খেয়ে মারা যায়, নিশ্চয়ই আমি ভয় করি, আল্লাহ এ ব্যাপারেও 'উমরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

আখিরাতের ভয়ে 'উমর (রা) অত্যন্ত ভীত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (রা) হতে বর্ণিত, আমি একদা খলীফা উমর (রা) কে

---

১. আকুল- যমরাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৮৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

দেখলাম, ভূমি হতে এক টুকরা মাটি হাতে নিয়ে বলছেন,

ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أكن شيئا ليتني كنت نسيا منسيا [১]

হায়! আমি যদি এই মাটি হতাম, আফসোস! আমি যদি সৃষ্টি না হতাম, আমার মাতা যদি আমাকে জন্ম না দিত, আমি যদি কিছুই না হতাম, হায়! আমি যদি একেবারে অস্তিত্বহীন থাকতাম!

তাঁর দু'চোখের পার্শ্বে অশ্রু প্রবাহের কারণে কাল রেখা পরিদৃষ্ট হত। গভীর রাতে আল্লাহর 'ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। [২]

'উমর (রা) স্বীয় খিলাফত কালে বড় বড় অনেক অভিযান প্রেরণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনকার্যে তিনি ব্যাপক সংস্কার করেন। পুলিশ বাহিনী সহ সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থা ও তিনি প্রচলন করেন। [৩] তাঁর সময়ে দিন ও তারিখ গণনার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। তখন একদল লোক পারসিকদের মত রাজ পরিবারকেন্দ্রিক বর্ষগণনা করার এবং অন্য দল রোমানদের মত বর্ষ গণনা করার প্রস্তাব দিল। রাসূলল্লাহ (সা) এর নুবুওয়াতকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনার জন্যও অনেকে প্রস্তাব দিলেন। 'আলী (রা) পরামর্শ দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মদীনা শরীফে হিজরতকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনা করা হোক। হযরত 'উমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) এ অভিমতটিকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। হিজরী ১৬ তম বছর আরবী সাল গণনার ব্যবস্থা করেন এবং হিজরতের সময়কে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যায়ন করেন। [৪] সার্বিকভাবে 'উমর (রা) ইসলামের কল্যাণে কাজ করেছিলেন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল, ১০ বছর সাত মাস চার দিন। [৫]

---

১. আবুল- ফয়াজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াহ, ১ম খ, পৃ. ২৮৫।
২. প্রাগুক্ত।
৩. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬০।
৪. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ৭ম খ. পৃ. ৭৪।
৫.আবু বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হওয়ার পর বায়তুল মাল হতে কিছু গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। যেমন, তাঁর ভাষায়,

إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف [১]

"আমি আল্লাহর সম্পদের ব্যাপারে নিজেকে য়াতীমের সম্পদের মত অবস্থানে মনে করি। আমি যদি এ সম্পদ না নিয়ে সারতে পারি, তাহলে তা হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি আমি দারিদ্র অনুভব করি, তাহলে যথাযথ ভাবে বিবেচনায় প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করব।"

বাহ্যিক চাকচিক্যকে খলীফা 'উমর (রা) মোটেও পছন্দ করতেন না। বরং তিনি এ ব্যাপারে ত্বড়িৎ পদক্ষেপ নিতেন। যেমন, আল-বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় সফর কালে তথায় অবস্থান কারী সাহাবী গণের গায়ে রেশমী পোশাক দেখে তিনি তাঁদের প্রতি পাথর ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছিলেন। আর তারা এই বলে কৈফিয়ত পেশ করলেন যে, অস্ত্র বাহন ও রণাঙ্গনে বিচরণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। তারপর তিনি শান্ত হয়েছিলেন। [২]

'উমর (রা) সিরিয়া সফরকালে অগভীর খাল পার হলেন মোজা খুলে উটসহ পানিতে নেমে। এতে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) অনুযোগের সুরে বললেন, স্থানীয় লোকদের সামনে আপনি আজ অবাক কান্ড করেছেন। উমর (রা) বুক চাপড়ে বললেন, হায়! আবূ উবায়দা, অন্য কেউ যদি বলতো, তাহলে সান্তনা খুঁজে পেতাম। তোমরা না ছিলে হীন, তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রতম জাতি। এরপর আল-কুরআনের মর্যাদায় আল্লাহ তোমাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং, তোমরা যতই অন্য মর্যাদার প্রত্যাশী হবে, ততই তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় অপদস্থ হবে। [৩]

---

১. ইব্ন সা'দ, আত-তবাকাত, ৩য় খ. পৃ. ২৭৫।

২. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ৭ম খ. পৃ. ৫৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ হিজরী সনের ২৩ ই যিলহাজ্জ রবিবার আবূ লুলু নামক এক পাষন্ড অমুসলিম ক্রীতদাস প্রত্যুষে ফজরের সালাত আদায়রত অবস্থায় তাঁকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক ভাবে আঘাত করে।[১]

হযরত 'উমর (রা) আহত হওয়ার পর ইবন আব্বাস (রা) -এর কাছে জানতে চান, আমাকে কে আঘাত করেছে? তিনি জানালেন, আবূ লু'লু' নামক এক অগ্নিপূজক। তখন তিনি কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,

الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة

আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, আমাকে এমন লোক হত্যা করেনি, যে لا إله إلا الله সাথে নিয়ে কিয়ামতের দিন আমার সাথে দ্বন্দ্ব করতে চাইবে।[২]

তাঁর হত্যা ছিল পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই ফসল। যাতে অনারব এবং য়াহূদীদের সম্মিলিত হাত ছিল। বিজিত জাতিবর্গের থেকে এরূপ ষড়যন্ত্র অস্বাভাবিক কোন ঘটনাও নয়। কেননা, তারা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে থাকে এবং সুযোগ ফেলেই হিংসা ও আক্রোশকে প্রকাশ্য ভাবে চরিতার্থ করে থাকে। তিনি যখন ফজরের সালাতে ইমামতী করছিলেন, তখন হঠাৎ তাকবীর বলার পরিবর্তে 'উমর (রা) বলে উঠলেন, আমাকে মারাত্মক আঘাত করা হয়েছে অথবা কুকুর আমাকে কামড় দিয়েছে। আবূ লুলূ নামক পাপিষ্ঠ তখন তাঁর কাঁধে ও পিঠে মোট ছয়টি আঘাত করেছিল। সে বিষাক্ত তরবারীর নির্মম আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলল। তারপর তড়িঘড়ি করে দু'ধারী তরবারী নিয়ে সে চারদিকে ঘুরাতে লাগল এবং বের হয়ে যেতে উদ্যত হল। ক্ষণিকের মাঝে সে তেরজনকে মারাত্মক আহত করে ফেলল। আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) তাকে কাবু করার জন্য তার উপর নিজের চাদর ছুঁড়ে মারলেন এতে সে ফাঁদে পড়ে গেছে ভেবে নিজের বুকে ছুরি

১. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬০।

২. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

বসিয়ে আত্মহত্যা করল। এদিকে হযরত 'উমর (রা) আল-কুরআন হতে তিলাওয়াত করলেন,

وكان أمر الله قدرا مقدورا [১]

" আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।" [২]

আহত হওয়ার তিন দিন পর ২৬ ই যিলহাজ্জ বুধবার খলীফা 'উমর (রা) ইন্তেকাল করেন। [৩] হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর রওযা মুবারকে, তাঁরই নিকটে 'উমর (রা) কে দাফন করা হয়।

'উমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত সফল খলীফা, ইসলামের বিজয়যাত্রাকে তিনি দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সর্বত্র শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

As caliph, Umar was the first to call himself "commander of the faithful" (amīr al-mu — minīn). His reign saw the transformation of the Islamic state from an Arabian principality to a world power. Throughout this remarkable expansion Umar closely controlled general policy and laid down the principles for administering the conquered lands. The structure of the later

---

১. সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৮।

২. ইব্‌ন সা'দ, আত-তবাকাত, ১ম খ. পৃ. ২৫২-২৫৩।

৩. আহমাদ, মাসাইলুস-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

Islāmic empire, including legal practice, is largely due to him. [১]

'উমর (রা) সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে,

Umar, aided by brilliant field generals, conducted military campaigns against the two leading empires of his time, the Sassanian Empire in Iran and Iraq and the Byzantine Empire in Syria and Egypt. In 644, when the new state was rapidly expanding. [৩]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

A strong ruler, stern toward offenders, and himself ascetic to the point of harshness, he was universally respected for his justice and authority. [২]

এভাবে 'উমর (রা) -এর সম্পর্কে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। তাঁর ব্যাপক অবদান যুগ যুগ ধরে স্মরণীয়।

---

১. Encyclopedia Britanica, Umar (শিরোনাম), London, 2004.

২. Microsoft Encarta Encyclopedia, Umar (শিরোনাম), U. S. A. 2004.

3. Encyclopedia Britanica, Umar (শিরোনাম), London, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমর (রা) এর সাহিত্য চর্চা

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) -এর মাঝে বহু গুণের সমাহার ছিল। অন্যান্য গুণের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক। আরবী সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি সাহিত্য চর্চাকে সহজ করতে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং এর প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সংস্পর্শে এসে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোতে 'উমর (রা) -এর সাহিত্য প্রতিভা আরো শাণিত ও বিকশিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্দর উপস্থাপনা ও সাবলীল উচ্চারণ এবং সর্বোত্তম শিক্ষায় তিনি বিমোহিত হতেন। অলংকারিক ভাষা ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ সুন্দর কথা তিনি নিজেও বলতেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর সাহিত্য কর্মই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

আরবী সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে অবদানের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গণেও 'উমর (রা) চিরস্মরণীয় হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তির বহুবিধ নিদর্শনও নানাভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে আল-কুরআনের তাফসীর, আল-হাদীসের বিবরণ, পাওয়া যায়। আল-কুরআনের মাধ্যমে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, جعلتُ أعجبُ مِنْ تأليفِ القرآن.
" আল-কুরআনের রচনাশৈলীর প্রভাবে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম।"[১] রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সান্নিধ্যে উত্তমরূপে আল-কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আল-হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ করে, এর প্রসার ঘটিয়েছিলেন। দায়িত্ব পালন কালে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খুতবাহ, চিঠি, উপদেশ, নীতিবাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেছেন। এসবগুলোতে তাঁর উন্নত সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

১. আহমাদ, মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশশারাতি-বিল-জান্নাতি/১০২।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তাঁর মাঝে কবিত্ব প্রতিভাও ছিল শাণিত। তাবি'ঈগণের মাঝে 'উমর (রা) কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।[১] কবিতার মাধ্যমেও তিনি সহজে ইসলামের কথা ও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। একদা তিনি তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকে উপদেশ প্রদান কালে বলেন, "তুমি সুন্দর সুন্দর কবিতা মুখস্ত করবে, তাহলে তোমার আচার-আচরণ সুন্দর হবে।"[২] তিনি এভাবে সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানিয়েছেন। এসব তাঁর সাহিত্য সাধনারই নামান্তর। কবিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'উমর (রা) আরো উল্লেখ করেছেন, "আরবদের শিল্পসমূহের মধ্যে কবিতা সর্বোত্তম। প্রয়োজনের সময় মানুষ কবিতা উপস্থাপন করে ও নিজের মনের কথা প্রকাশ করে এবং কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে।[৩] সন্তানদের সাহিত্য জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। যেমন, সিরিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন, " তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে লিখা শিক্ষা দাও। তাদেরকে সাঁতার, তীর চালনা এবং ঘোড়ায় চড়তে শিখাও। আর তাদেরকে প্রচলিত প্রবাদ-নীতিবাক্য ও সুন্দর সুন্দর কবিতার জ্ঞান দাও।"[৪] তিনি গভর্ণর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) কে লিখেছিলেন, "তুমি স্থানীয় লোকদেরকে কবিতা শিখতে নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতা উন্নত নৈতিকতা, সঠিক মতামত এবং বংশজ্ঞান অবহিত করে।"[৫]

তাঁর যুগে যেমনিভাবে তাঁর সাহিত্যকর্ম ছিল সর্বজনগ্রহণীয়, পরবর্তীকালেও এগুলোর মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছিল। এমনকি বর্তমান যুগেও এসব

---

১. ইবন আব্দি রাব্বিহী, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ম খ. পৃ.২৮৩।

২. আহমাদ যাকী, জামহারাতু আশ'আরিল-'আরব, ১৮ পৃ. ।

৩. আল-জাহিয, আল-বয়ান ওয়াত-তাবয়ীন, ২য় খ, ৮১ পৃ. ।

৪. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল, ১ম খ. ১৫৫ পৃ.

৫. ইবন রাশিক, আল-'উমদাহ , ১ম খ. পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয় এবং নতুন দিগন্তের সন্ধান লাভ করে। সাহিত্যের মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ করা, তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে কল্যাণের বিষয়টি ছিল একেবারেই সুস্পষ্ট।

এখানে তাঁর সাহিত্যকীর্তির ব্যাপক ভান্ডার হতে কিঞ্চিত তথ্য উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত হল ঃ-

খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে 'উমর (রা) নানা প্রয়োজনে অসংখ্য খুতবাঃ প্রদান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর থেকে সহজ-সুন্দর ও অলংকারিক ভাবাব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সংক্ষিপ্তাকারে যে বক্তব্য প্রদান করেন। তা হল,

حمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزده حسنا ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم .[১]

তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করেন। তারপর বলেন, আমি তোমাদের দ্বারা বিপদাক্রান্ত হয়েছি, আর তোমরাও আমার দ্বারা বিপদে পতিত হয়েছ। আমার সাথী (আবূ বকর রা) এর পর আমি তোমাদের খলীফার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। যিনি আমাদের মাঝে থাকাবস্থায় আমরা প্রাণের আবেগ দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করেছি। তিনি আমাদের থেকে প্রস্থান করেছেন। শক্তিশালী ও আমানতদারদের অভিভাবকত্ব আমরা নিয়েছি। যে সুন্দর আচরণ করবে, আমরা তার সাথে আরো বেশী সুন্দর আচরণ করব। আর যে মন্দাচরণ করবে, আমরা তাকে শাস্তি প্রদান করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

অন্য বর্ণনা মতে তিনি এ খুতবায় প্রধানত, তিনটি কথা বলেন। সেগুলো হল,

---

১. মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني [১]

" হে আল্লাহ! আমি কঠোর প্রকৃতির, আমাকে আপনি সহজ-সরল প্রকৃতির করুন। আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী করুন। আমি কৃপণ, আমাকে উদারতা দান করুন।"

খলীফা উমর (রা) -এর ভাষণের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের অলংকারিক নানারূপ ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, খুতবাটিতে ابتليت بكم। এর দ্বারা রূপকভাবে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাপারটি যে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাঁর এ ব্যাপারে অনাগ্রহ ছিল, তা সুস্পষ্ট হয়েছে। আবার ابتليتم بي। দ্বারা রূপকভাবে তিনি তাঁর কঠোরতার ব্যাপারে সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। এমনিভাবে وليناء এর ব্যাখ্যাস্বরূপ أهل القوة এবং الأمانة। উল্লেখ করেছেন। এখানে সূক্ষ্ম অর্থ বুঝানোর মাধ্যমে 'তাওরিয়া' - এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে উমর (রা) মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করতেন। তার করণীয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করতেন। আবার আল-কুরআনুল-কারীমের নির্দেশিকাও এতে জড়িত করতেন। যাতে বিষয়টি সম্পর্কে মানুষ সহজে জানতে পারে। যেমন, তিনি উল্লেখ করেছেন,

لا يقعدن احدكم عن طلبٍ الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وأن الله انما يرزق الناس بعضهم من بعض وتلا قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون [২]

---

১. মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ২৭৪।

২. আবদুল হায়্যি আল-কাতানী, আত-তারাতীবুর-ইদারিয়্যাঃ, ২য় খ. পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কেউ স্বীয় রিযিক অন্বেষণ করা হতে বিরত থেকে শুধু বলবে না,

"আল্লাহ ! আমাকে আপনি রিযিক দান করুন।"

সে লোক তো অবহিত, আকাশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টিপাত হবে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের একের মাধ্যমে অন্যকে রিযিক প্রদান করেন। (এরপর তিনি আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করলেন,) " সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [১]

এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি বাক্যে জীবন-যাপনের জন্য পরিশ্রম করার এবং বেকারত্ব পরিহার করার নির্দেশ বিদ্যমান। আবার أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة বাক্যাংশটি রূপকভাবে আকাশের দিকে আশা করে কাজ বর্জন না করার নির্দেশ বোধক। এছাড়া আল-কুরআনের উদ্ধৃতি উল্লেখের মাধ্যমে এখানে 'ইকতিবাস' এর প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়েছে। উদ্ধৃতাংশ দ্বারা 'উমর (রা)-এর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

নবী করীম (সা) এর নীতিকে 'উমর (রা) বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করেন এবং এ প্রসঙ্গে বক্তব্যে উল্লেখ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ أَلَا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْطَلَقَ وَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَأَرِيدُوا اللَّهَ

---

১. সূরা আল-জুম'আঃ ঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم لا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه. [১]

ওহে লোকসকল! নবী করীম (সা) আমাদের মাঝে অবস্থানকালে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হত। তা হতে আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পেতাম। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়গুলো জানিয়ে দিতেন। সাবধান ! নবী (সা) গমন করেছেন. ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। বাহ্যিকভাবে তোমাদের থেকে যা ভাল বলে স্পষ্ট হয়, তা ভাল হিসেবে আমরা জানি ও পছন্দ করি। আবার তোমাদের মধ্যে যা আমরা মন্দ হিসেবে যা পাব, মন্দ হিসেবেই তা মনে করব এবং তাকে আমরা অপছন্দ করি। তোমাদের গোপনীয়তা তোমাদের মাঝে ও তোমাদের প্রভুর মাঝে সীমিত। সাবধান! এমন সময় আমি অতিক্রান্ত করছি, শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয়কে বিচার্য মনে করি। যে ব্যক্তি আল-কুরআন পাঠ করে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রতিদানের আশা করে, তার ব্যাপারে আমার কাছে আখিরাতের বিষয়টিই বিবেচিত হবে। সাবধান ! কিছু লোক আল-কুরআন পাঠ করে, মানুষের কাছে যা আছে, তার কামনায়। তোমরা এমনটি করবে না, বরং তোমাদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো। তাঁর উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করো। সাবধান! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের কাছে আমার কর্মচারীদেরকে প্রেরণ করি, তোমাদের গায়ে আঘাত করার জন্য নয়, আবার তোমাদের সম্পদ নেওয়ার জন্য নয়। বরং আমি তাদেরকে প্রেরণ করি, তোমাদেরকে তোমাদের দীন ও সুন্নাত শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম কোন কিছু করে, তাহলে তার ব্যাপারে আমাকে জানাবে। সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি অবশ্যই তার অভিযোগ শুনব ও প্রতিকার করব।

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাহ, হাদীস নং -২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ وَلَا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ. ১

"সাবধান! তোমরা মুসলিমদেরকে প্রহার করো না, তাহলে তাদেরকে তোমরা অপদস্ত করবে। তাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করো না, তাহলে তাদেরকে তোমরা ফিতনায় ফেলবে। তাদের অধিকার প্রদানে নিষেধ করো না, তাহলে তাদেরকে অস্বীকারের দিকে নিয়ে যাবে। তাদেরকে ক্রোধে ফেল না, তাহলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

বক্তব্যটির প্রথমাংশে

إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ

বাক্যের ব্যাখ্যায় পরবর্তী কয়েকটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা অলংকারিক পরিভাষায় 'আতনাব' হয়েছে। আবার কয়েকটি বাক্যের শেষাংশে মিল থাকায় 'সাজা' বা ছন্দমিল পরিদৃষ্ট হয়। এ ছাড়া সুন্দর শাব্দিক বিন্যাস ভাষণটিকে অনুপম অলংকারিক উপমায় পরিণত করেছে। এর দ্বারা 'উমর (রা) -এর উন্নত সাহিত্যের পরিচয় মেলে।

ভাষণের মাধ্যমে সহজে তিনি আখিরাতের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করতেন যেমন, একদা তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাহ, হাদীস নং-২৭৩ । বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুশ-শাহাদাত, হাদীস নং-২৪৪৭, নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুল কিসামাঃ, হাদীস নং-৪৬৯৫, আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং- ৩৯৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

منكم خافية [১]

তোমাদের হিসাব গ্রহণের আগে নিজের হিসাব নিজে করে নাও। তোমাদের পাপ-পূণ্য ওযন করার আগে নিজেই নিজের বিষয়টি ওযন করে নাও। কেননা, এ হিসাব করে নেওয়া আগামীকাল (আখিরাতে) হিসাবের সম্মুখীন হওয়া থেকে অত্যন্ত সহজ। মহা উপস্থাপনের জন্য সাজ-গোছ করে নাও। যেদিন আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে, সেদিন তোমাদের কোন কিছুই গোপন রাখা হবে না।

এ ভাষণে এখানে حاسبوا শব্দটি নির্দেশজ্ঞাপক হয়েছে। তারপর এর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। যাতে বিশ্লেষণমূলক তথ্য বিদ্যমান। তদ্রূপ تزينوا এর ব্যাখ্যায় তারপর কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অলংকারিক দৃষ্টিকোণে এখানে তাঁর ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্যে ব্যাপক পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

'উমর (রা) সর্বশেষ জুম'আর ভাষণে তাঁর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনার পর তিনি উল্লেখ করেন,

أيها الناس إني أريت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي رأيت أن ديكا أحمر

نقرني نقرتين فحدثتها أسماء بنت عميس فحدثتي أنه يقتلني رجل من الأعاجم [১]

"ওহে লোকসকল, আমি এমন এক স্বপ্ন দেখেছি, যা মৃত্যু নিকটবর্তী না হলে দেখা যায় না। আমি দেখেছি একটি লাল মোরগ আমাকে দু'টি ঠোকর মেরেছে।"

আমি এ স্বপ্ন আসমা বিনতু উমায়স (রা) - এর কাছে বর্ণনা করি, তিনি আমাকে জানিয়েছেন "অনারবী এক লোক আমাকে হত্যা করবে।"

'উমর (রা) এ স্বপ্নের মাধ্যমে শাহাদাত লাভের পূর্বাভাষ প্রাপ্ত হন। তাছাড়া স্বল্প একটি বাক্যে তিনি পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর ভাষাদক্ষতার নিদর্শন বিদ্যমান।

১.ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৩য় খ. পৃ. ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমর (রা) হতে বহু চিঠিপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উপদেশমূলক চিঠিও রয়েছে। এগুলোতেও তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি বিদ্যমান। যেমন, একদা স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন, [১]

أما بعد فإنه مَن اتّقى الله وقّاه، ومن توكّلَ عليه كفاه، ومن أقرضه جزَاه، ومن شكره زاده، فلتكُن التقوى عِمادَ بصرك، وجلاء قلبك واعلم أنه لاعَمَلَ لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسَنَة له، ولا مال لمن لا رفقَ له، ولا جديدَ لمن لا خلَقَ له، والسلام .

আল্লাহর প্রশংসা এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাম এর পর উল্লেখ করেন, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাযত করেন। তাঁর উপর যে নির্ভর করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে তাঁকে ধার (গরীবকে দান) দেয়, তিনি তার প্রতিদান প্রদান করেন। যে তাঁর শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করে, তিনি তার প্রাপ্য বাড়িয়ে দেন। তাই তাকওয়াকেই তুমি তোমার চোখের মণি, প্রাণের আলো বানিয়ে নাও। মনে রেখ, যার নিয়্যত ঠিক নেই, তার কার্যকলাপও বিশুদ্ধ নয়। আবার যার পূণ্য কাজ নেই, তার পরিণাম ভাল নয়। যার মাঝে নম্রতা নেই, তার সম্পদও নেই। যার চরিত্র ভাল নয়, তার কোন অগ্রগতি নেই। সবশেষে, সালাম বা শান্তি (বর্ষিত হোক)। [১]

এ চিঠিটিতে সুন্দর ও সহজভাষায় উপদেশ মূলক বক্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আরবী ব্যাকরণের 'মুবতাদা' (উদ্দেশ্য) ও 'খবর' (বিধেয়) এর প্রয়োগে ছোট ছোট বাক্য গঠিত হয়েছে। আবার বাক্যাংশের শেষে " ہ " বর্ণের বারংবার প্রয়োগের মাধ্যমে ছান্দিক অবতারণাও পরিলক্ষিত হয়। যা অলংকারিকভাবে 'সাজা' এর উপমা স্বরূপ। এছাড়া 'আতনাব' ও 'মুসাওয়াত'-এর ব্যবহারও এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে।

---

১. আহমাদ যাকী সাফাওওয়াত, জামহারাতু রাসাইলিল 'আরব, ১ম খ, পৃ. ৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাপতি আবূ 'উবায়দা এর উদ্দেশ্যে উমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ ও উপদেশ মূলক একটি চিঠি লিখেন। তা হল,

أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .[১]

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার পর, যে কোন মু'মিন বান্দার উপর এমন কোন কঠিন অবস্থা পতিত হয় না, এছাড়া যে আল্লাহ তা'আলা এরপর বিপদমুক্তির একটি সহজ পথ করে দেন। আবার কখনও কঠিন অবস্থা সহজ লোকদেরকে (ধৈর্যশীলদের) ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ, কঠিন অবস্থা তাদের উপর স্থায়ী হয় না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাব আল-কুরআনে বলেছেন,

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .[২]

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সংক্ষিপ্তাকারে সুন্দর ভাষায় 'উমর (রা) উল্লেখ করেছেন। আবার আল-কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ায় এতে 'আল-ইকতিবাস' সমৃদ্ধ অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

---

১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আল-কুরতবী, আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ৪র্থ খ. পৃ. ৩২৩।

২. সূরা আ'ল -'ইমরান ঃ ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) -এর স্বল্প কয়েকটি বাক্যসমৃদ্ধ চিঠি এতই প্রভাবশালী হত যে শুধুমাত্র মানুষের কাছেই এ বাণী গ্রহণীয় ছিল না। বরং, আল্লাহর ইচ্ছায় শুকনো নদীতেও প্লাবন আসত।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'উমর (রা) এর খিলাফতকালে একবার নীলনদের পানি শুকিয়ে গেল। তখন মিসরের গভর্ণর ছিলেন, 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা)। পানির অভাবে স্থানীয় জনসাধারণ অন্যত্র গমনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খলীফা 'উমর (রা) কে এ মারাত্মক অসুবিধার কথা জানানো হলে, নীলনদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি চিঠি লিখেন। সে চিঠিটি হল,

من عبدالله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك .

আল্লাহর দাস, আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর এর পক্ষ হতে, মিসরের নীলনদের প্রতি, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার পর, ওহে নীল! তুমি যদি নিজের থেকেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তুমি এখন প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন হয়ে থাক, তিনিই যদি তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন, তাহলে আমরা সেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যাতে তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।

এ চিঠিটি নীলনদে ফেলে দেওয়া হল, পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, আল্লাহ নীলনদকে ১৬ হাত উঁচু পানির প্রবাহে চলমান করে দিয়েছেন। [১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'উমর (রা) -এর অন্যান্য কর্মের মত চিঠিটিও আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় হয়েছিল।

---

১. মুহাম্মাদ আল-কুরতবী, আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৩ তম খ. পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রয়োজনে 'উমর (রা) কিছু চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। সেগুলোর ভাষা ও ভাব ছিল সাহিত্যালংকার সমৃদ্ধ। যেমন, ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী লিদ বাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি চুক্তি নামা রচনা করেন। তা হল,

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل لـد ومـن دخل معــهم مـن أهل فلسـطين أجمعيـن أعطـاهم أمانـا لأنفسـهم وأموالـهم ولكنائسـهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللها ولا من صلبهم ولا من أموالهم ولا يكرهـون علـى دينـهم ولا يضـار أحد منهم وعليهم وعلى أهل لد ومن دخـل معـهم مـن أهـل فلسـطين أن يعطـوا الجزية كما يعطي أهل مدائن الشأم .[১]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন 'উমর এবং লিদ অধিবাসী এবং ফিলিস্তিনের যারা এ অঞ্চলে এসেছে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এ চুক্তি কার্যকর। তাদের সকলের নিজেদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তাদের উপাসনালয় ও গীর্জাসমূহ, তাদের মধ্যকার সুস্থ লোক, অসুস্থ লোক নির্বিশেষে তাদের জাতির সকলের জন্য নিরাপত্তা থাকবে। তাদের উপাসনালয়ে বসতি স্থাপন করা হবে না, সেগুলো ধ্বংস করা হবে না, কোনভাবে তার পরিধি কমানোও হবে না, সেগুলোর আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ভাগের কোনকিছু নষ্ট করা হবে না। তাদের ক্রুশ-এর কোন ক্ষতি করা হবে না। তাদের সম্পদের কোনরূপ অনিষ্ট করা হবে না। তাদের দীনের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয়তা থাকবে না। তাদের কেউই কোনভাবে ক্ষতির শিকার হবে না। লিদ বাসী ও ফিলিস্তিন থেকে যারা এসে তাদের কাছে বসবাস করে, তাদের উপর

১. আত-তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূকি, ২য় খ. পৃ. ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যকীয় হল, সিরিয়ার শহরগুলোর অধিবাসীরা যেমনিভাবে জিয্য়া প্রদান করে, তারাও তেমনিভাবে জিয্য়া আদায় করবে।

এ চুক্তিনামায় কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 'উমর(রা) প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم উল্লেখপূর্বক শুরু করা হয়েছে। তারপর চুক্তির আওতাভুক্ত তাঁর পক্ষ ও অপর পক্ষের উল্লেখ করেছেন। নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ পূর্বক ব্যাপকভাবে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। অলংকারিকভাবে যা 'আতনাব' হিসেবে পরিগণিত। অত্যন্ত সহজভাবে ইসলামের সৌন্দর্যকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এর দ্বারা ভাষাগতভাবেও 'উমর (রা)-এর পাণ্ডিত্যের বহিপ্রকাশ ঘটেছে। আবার এর মাধ্যমে ইসলামের শান্তির যথার্থরূপই তিনি তখনকার পরাজিত, সন্ত্রস্ত অমুসলিমদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। তারা কল্পণাতীত নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

তাঁর চুক্তিনামাগুলোতে এভাবে তাঁর সাহিত্যের দিকটিও ফুটে উঠেছে।

'উমর (রা) হতে বহু উপদেশ বাণী পাওয়া যায়। সহজ ও সুন্দর ভাষায় তিনি এগুলোর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। আবার পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষনীয় ও পালনীয় উপদেশ হিসেবেও এগুলো সমাদৃত হয়েছে। সর্বোপরি, আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে এগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উপদেশ হল ঃ-

একদা তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদান কালে বলেন,

غمض عن الدنيا عينك، وولّ عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، لقد رأيت مصارعها، وعاينت سوء آثارها على أهلها، وكيف عَرِيَ من كسيت، وجاع من أطعمت، ومات من أحييت. [১]

---

১. আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমছাল, মিন কালামি 'উমারাবনিল-খাত্তাব (রা), প্রকাশনা, ১০৭, ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

"দুনিয়ার প্রতি (লোভী হয়ে) তাকানোর থেকে তোমার চোখকে বন্ধ করে রাখ। তার ধ্যান করা থেকে অন্তরকে ঘুরিয়ে নাও। যেমনিভাবে তোমার পূর্বে বহুজাতি ধ্বংস হয়েছে, তেমনিভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাও। তুমি তাদের নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করেছ। আর তুমি পাপীদের খারাপ পরিণামগুলোও দেখেছ। যাকে পোষাক পরিধান করানো হয়, কিভাবে সে উলঙ্গ থাকতে পারে? যাকে ভক্ষণ করানো হয়, কিভাবে সে অভুক্ত থাকতে পারে? যাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিভাবে সে মৃত্যুলাভ করবে ?

সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উপদেশ বাক্যে জীবন যাপনের ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে উপদেশ রয়েছে। এ বাক্য গুলে তে ভাষাগত অন্তমিল পরিলক্ষিত হয়। عينك , قلبك , قبلك এ শব্দগুলোর মধ্যে 'আর-জিনাস' বা শাব্দিক মিল অথচ অর্থগত ভিন্নরূপ এর ব্যবহার সুস্পষ্ট হয়েছে। 'দুনিয়া ' সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এর প্রতি হৃদ্যতার কুফলকে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে 'আতনাব' -এর প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।

১৪ হিজরী সনের সফর মাসে 'উতবাঃ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) নামক এক সেনাপতি সাহাবীকে খলীফা 'উমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তা হল,

قد فتح الله جل وعز على إخوانكم الحيرة وما حولها وقتل عظيم من عظمائها ولست آمن أن يمدهم إخوانهم من أهل فارس فإني أريد أن أوجهك إلى أرض الهند لتمنع أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانكم وتقاتلهم لعل الله أن يفتح عليكم فسر على بركة الله واتق الله ما استطعت واحكم بالعدل وصل الصلاة لوقتها وأكثر ذكر الله .[১]

---

১. আত-তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূকি, ২য় খ. পৃ. ৪৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

" মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদের ভাইদেরকে হীরা এবং তার পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের উপর বিজয় দান করেছেন। সেখানকার শক্তিশালীদের অন্যতম ব্যক্তি নিহত হয়েছে। আমি সেখানকার তাদের স্থানীয় ভাইয়েরা পারস্য এলাকা থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এ বিশ্বাস পোষণ করি না। এখন আমি চাচ্ছি, তোমাকে হিন্দুস্তানের দিকে প্রেরণ করব। যাতে তুমি ঐ উপদ্বীপের লোকদেরকে তোমাদের শত্রুদের সাহায্য করা থেকে বিরত রাখতে পার। তারা যাতে তোমার (মুসলিম) ভাইদের বিপক্ষে তাদের ভাইদের পক্ষে শক্তিবৃদ্ধি করতে না পারে। আল্লাহ হয়ত তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। তাই তুমি আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের পথে বের হও। যতটুকু সম্ভব, আল্লাহকে তুমি ভয় করে চলবে, সর্বদা তুমি ন্যায় বিচার করবে, সময়মত সালাত আদায় করে নেবে এবং অধিক হারে আল্লাহর যিকর করবে।" - এখানে পূর্বাপর পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সহজ ও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা রয়েছে। এখানে أهل فارس এবং أرض الهند এর যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে ভাষাগত 'আল-মুসাওয়াত' পরিলক্ষিত হয়।

উমর (রা) -এর সুন্দর ও সহজ ভাষাসমৃদ্ধ বহু উপদেশ বাণী বিদ্যমান। এগুলো মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। যেমন, তাঁর উপদেশ বাণী,

لا تكلم فيما لا يعنيك واعرف عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل .[১]

তোমার কাজে আসবে না, এরূপ অনর্থক কোন কথা বলো না। তোমার শত্রুকে চিনে নাও এবং 'আল-আমীন' (একান্ত বিশ্বাসী) ছাড়া তোমার অন্য বন্ধুর ব্যাপারে

---

১. আবুল-ফারাজ আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সতর্ক হও। আল্লাহকে যে ভয় করে, সে ছাড়া আর কেউ প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না। পাপীর সাথে চলাফেরা করো না, তাহলে সে তোমাকে তার পাপ সম্পর্কে শিখিয়ে দেবে। তার কাছে তোমার গোপন ভেদ প্রকাশ করো না। মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহকে যারা ভয় করে শুধুমাত্র তাদের ছাড়া আর কারো সাথে তোমার ব্যাপারে পরামর্শ করো না।

এখানে لا -এর দ্বারা বারংবার দৃঢ়ভাবে বুঝানো হয়েছে। و ا رف عدوك واحذر صديقك বাক্যাংশটিতে عدو এবং صديق শব্দদ্বয়ে মুকাবালাঃ বা বিরোধ অলংকার পরিদৃষ্ট হয়। সর্বোপরি, সহজ ও সুন্দর শাব্দিক বিন্যাস দ্বারা 'উমর (বা) - এর অনুপম সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'উমর (রা) -এর ছোট বাক্যেও ব্যাপক নিগুঢ়তত্ত্ব ও ভাষাগত সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সত্যিকার সম্মানী লোকের পরিচয় প্রসঙ্গে 'উমর (রা) উল্লেখ করেছেন, حسب الرجل ماله وكرمه دينه ومروءته خلقه [১]

কোন লোকের মর্যাদা হল, তার প্রাচুর্য, তার সম্মান হল তার দীনদারী, তার ব্যক্তিত্ব হল, তার চরিত্র।

এমনিভাবে 'উমর (রা) তাঁর সহজ-সরল জীবন যাপনের কারণ সম্পর্কে একদা বলেন,

لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي للآخرة [২]

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য গ্রহণকারী এবং সবচেয়ে জাঁকালো পোষাক পরিধানকারী হতে পারতাম। কিন্তু আমি আমার ভাল ভাল বস্তুগুলো আখিরাতের জন্য অবশিষ্ঠ রাখছি।

---

১. আবদুল হায়্যি আল-কাতানী, আত-তারাতীবুল-ইদারিয়্যাঃ, ২য় খ. পৃ. ২৩।

২. মুহাম্মাদ আল-কুরতবী, আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৬ তম খ. পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) ছিলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে গমনের প্রত্যাশী এবং পরকালের প্রতি আগ্রহী। একদিন তিনি দু'আ করলেন,

اللهم كبرت سني ورق عظمي وخشيت الانتشار من رعيتي فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم ১

"হে আল্লাহ ! আমার বয়স বেড়েছে, আমার হাড্ডি শীর্ণ হয়েছে, আমার প্রজাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থার আশংকা করছি, তাই আপনি আমাকে অপারগতা আর নিন্দায় আবদ্ধ করা ব্যতীত আপনার কাছে তুলে নিন।"

সংক্ষিপ্ত দু'আয় তাঁর পূর্ণ মনোভাব ও পরিস্থিতিকে এভাবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

'উমর (রা) ইন্তেকালের পূর্বে যে ওসীয়্যাত প্রদান করেছিলেন, তা হল,

أوصيكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون ويقلون وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم وإخوانكم وعدو عدوكم وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم وأرزاق عيالكم قوموا عني

আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) সম্পকে তোমাদেরকে আমি ওসীয়্যাত করছি, এর অনুসরণ করলে, তোমরা কখনও ধ্বংস হবে না। (আল-কুরআনেই রাসূলুল্লাহ সা. কে পূর্ণ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) মুহাজির সাহাবীদের (রা) সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখতে আমি তোমাদেরকে ওসীয়্যাত করছি। কেননা, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। আনসার সাহাবীদের (রা) ব্যাপারে

---

১. ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৩য় খ. পৃ. ৩৩৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে উত্তম আচরণ করতে আমি তোমাদেরকে ওসীয়্যাত করছি, কেননা তারা ইসলামের এমন ডাল, যেখানে আশ্রয় নেওয়া হয়। বেদুইনদের সাথে সদাচরণ করতে আমি তোমাদেরকে ওসীয়্যাত করছি। কেননা, তারা তোমাদের মূল,পূর্ব ধারা, তোমাদের ভাই এবং তোমাদের শত্রুর শত্রু অর্থাৎ বন্ধু। যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে জিযৃয়া প্রদান করে বাস করে এমন অমুসলিম) দের সাথে উত্তম আচরণ করতে আমি তোমাদেরকে ওসীয়্যাত করছি। কেননা, তারা তোমাদের নবী (সা) -এর পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত এবং তোমাদের পরিজনদের খাদ্যসংগ্রহকারী (জমি চাষাবাদকারী)। তোমরা আমার কাছ থেকে উঠ।

এখানে প্রথমে মুবতাদা বা উদ্দেশ্য উল্লেখের পর খবর বা বিধেয় দ্বারা সুগঠিত বাক্যগুলো বিশ্লেষণমূলক হয়েছে। শাব্দিকভাবে يكثرون এবং يقلون একই বাক্যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে, বিপরীতার্থক 'তিবাক' অলংকার মন্ডিত হয়েছে। আবার أرزاق عيالكم দ্বারা রূপকভাবে তাদের কৃষিকাজে পরিশ্রম করে পরিজনদের খাদ্যের যোগান দেওয়া বুঝানো হয়েছে।

এমনিভাবে 'উমর (রা) -এর উপদেশ, ওসীয়্যাত, নিবেদন ইত্যাদি দ্বারাও তাঁর মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য পান্ডিত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। সে সবের মাধ্যমে সাহিত্যিক 'উমর (রা) হিসেবে, তাঁর উন্নত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যায়।

হযরত 'উমর (রা) বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত বহু বাক্য উল্লেখ করেছেন। যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে নীতিবাক্য হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর নীতিবাক্যগুলো সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গ্রহণীয়। এগুলোতে আরবী সাহিত্যের অনুপম নিদর্শন বিদ্যমান। যেমন, আবুল-ফদল আল-মায়দানী স্বীয় মাজমা'উল-আমসাল গ্রন্থে 'উমর (রা) হতে প্রাপ্ত বহু নীতিবাক্য উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হল ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১. গোপন তত্ত্ব সচরাচর উন্মোচন না করার উপকারিতা সম্পর্কে 'উমর (রা) বলেছেন,

من كتم سره كان الخيار في يده

" যে তার (গোপনীয় বিষয়াদি) ভেদকে লুকিয়ে রাখতে পারে, সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি তার হাতের মুঠোয় থাকে।" অর্থাৎ, এরূপ ব্যক্তি বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে স্বীয় মনোবলকে দৃঢ় রাখতে পারে। কেননা, সে গোপনীয়তা রক্ষা করার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

২. সুসময়ে শুক্‌র বা কৃতজ্ঞতা এবং বিপদাপদে সব্‌র বা ধৈর্য্যধারণের উপকারিতা সম্পর্কে 'উমর (রা) বলেছেন,

لو أن الشكر والصبر بعيران لما باليت بأيهما ركبت.

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধৈর্য্যধারণ যদি দু'টি বাহন হত, আমি নিশ্চিত যে, উভয়টির যে কোনটিতে আরোহন করলে, ধ্বংস হতে না।" অর্থাৎ, এ দু'টি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় না।

৩. দৈনন্দিন অর্পিত দায়িত্বকে দৈনন্দিনই যথাযথভাবে পালন করার প্রতি 'উমর (রা) গুরুত্বারোপ করেছেন। পরবর্তী দিনের জন্য কাজ জমা করে রেখে দেওয়ার অভ্যাস যাতে না হয়, এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন,

لاتؤخر عمل يومك لغدك

" তোমার আজকের কাজকে আগামীদিনের জন্য ফেলে রেখ না।" অর্থাৎ, দৈনিক কাজকর্ম করার দৃঢ় মনোবল থাকলে ক্রমাগত পরের দিনের জন্য কাজ জমা হবে না। বরং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

---

১. আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি 'উমারাব্‌নিল-খাত্তাব (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসী লোক হয়, দুর্বল প্রকৃতির। আবার শক্তিশালী ব্যক্তি হয়, খিয়ানতকারী। এ সম্পর্কে 'উমর (রা) বলেছেন,

إلى الله أشكو ضعف الأمين وخيانة القوى

" আল্লাহর কাছেই আমি অভিযোগ করছি, বিশ্বাসীর দুর্বলতা সম্পর্কে আর শক্তিশালীর খেয়ানত সম্পর্কে।" অর্থাৎ, কেউ দুর্বলতার কারণে বিশ্বস্ততা পরিহার করবে না, বরং এরূপ ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিহার করা উচিত। তদ্রূপ শক্তিশালী হলেও কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে খিয়ানত করা থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

৫. আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে 'উমর (রা) বলেছেন, مر ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا

"আত্মীয়দের ব্যাপারে বলো, তারা যাতে পরস্পরের নিকট যাতায়াত করে এবং পরস্পরের প্রতি অন্যায় আচরণ না করে।"

৬. মানুষের সাথে মিশে নানা সমস্যার সৃষ্টি করা থেকে অপ্রয়োজনীয় সংশ্রব পরিহার করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

أعقل الناس أعذرهم للناس

"মানুষের মধ্যে সে বেশী বুদ্ধিমান, যে মানুষের সংশ্রব অত্যধিক পরিহার করে চলে।"

৭. নেতাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে 'উমর (রা) বলেছেন,

اجعلوا الرأس رأسين

"নেতাকে নেতাদের আসনে রাখ।" - অর্থাৎ, যথাযথ সম্মান কর।

৮. ক্ষতিকর বস্তু চিনে রাখা এবং সাবধান থাকা প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন,

مَنْ لم يعرف الشر كان جَديراً أن يَقَعَ فيه [১]

"যে অনিষ্ট সম্পর্কে অবহিত নয়, যে কোন সময় সে এতে পতিত হওয়া স্বাভাবিক।"

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯. রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাত থেকে উত্তম কোন পন্থা নেই। দীনে নতুন করে ইচ্ছামত সংযোজনেরও কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন,

شرار الأمور محدثاتها، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.

"দীনী বিষয়াদির মধ্যে নতুন ভাবে সংযোজিত কাজসমূহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাতকে মধ্যমভাবে মেনে চলতে পারা, বিদ'আত (দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি) -এর ব্যাপক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা থেকেও অধিক উত্তম।"

১০. ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্ত পথে চলে হেদায়াত পাওয়া যায় না। আবার হেদায়াতের পথকে ভ্রান্ত মনে করারও কোন কারণ থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) -এর নীতিবাক্য হল,

ليس لأحد عذر في تعمد ضلالة حسبها هدى، ولا ترك حق حسبه ضلالة

" যে গোমরাহীকে হেদায়াত মনে করে গ্রহণ করে এবং হেদায়াতের পথকে গোমরাহী মনে করে পরিহার করে, তার ওযর করার কোন পথ নেই।"

১১. প্রকৃত নেতার কয়েকটি বিশেষ গুণ 'উমর (রা) জানিয়ে দিয়েছেন। সে গুলো হল, السيد هو الجواد حين يسأل، الحليم حين يستجهل، البار بمن يعاشره

"নেতা সেই, যার কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে, দাতার পরিচয় দেয়। তাকে মুর্খ সাব্যস্ত করতে চাইলে, ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং তার সাথে লেন-দেন করা হলে, পূণ্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়।"

১২. বাস্তব জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে, কয়েকটি কাজ পরিত্যাগ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা)-এর উক্তি হল,

أفلح من حفظ من الطمع والغضب والهوى نفسه

"যে ব্যক্তি নিজকে লোভ, রাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে সংরক্ষিত করেছে, সে সফলতা লাভ করতে পেরেছে।" [১]

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ভুলকে সংশোধন করে দেওয়ার মনোভাব সম্পন্ন লোকদের জন্য 'উমর (রা) দু'আ করেছেন এবং বলেছেন,

رحم الله امرأ اهدى إلى عيوبي

"আল্লাহ সে বান্দার প্রতি দয়া করুন, যে আমাকে আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছে।"

১৪. পরিমিত পানাহার করা স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী। পেটুক হওয়া নিজের জন্যই ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে 'উমর (রা)-এর উক্তি হল,

أياكم و البطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجوف، مؤدية إلى السقم

"অতিভোজন থেকে তোমরা বেঁচে থাক। কেননা, তা সালাতের ব্যাপারে অলসতা আনয়নকারী, পেটে নানা অসুবিধা সৃষ্টিকারী এবং রুগ্নতার দিকে ধাবিত কারী।"

১৫. হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে সাবধান থাকার এবং তার ত্রাস সৃষ্টির আগেই মানুষ তাকে ভীত করে দেওয়ার জন্য 'উমর (রা) পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে সে হিংস্রতার কোন সুযোগ না পায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم

"তোমাদেরকে ভয় দেখানোর পূর্বেই হিংস্র প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে দাও।" অর্থাৎ হিংস্রতা থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর।

১৬. যাকে দেখলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, তার থেকে দূরে থাকার জন্য 'উমর (রা) উপদেশ দিয়েছেন, যেমন তাঁর ভাষায়, اتقوا من تبغضه قلوبكم

"তোমাদের অন্তরসমূহ যার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট, তার সংশ্রব পরিহার কর।"

১৭. নেশা মানুষের জ্ঞানকে নষ্ট করে, লোভও দ্রুত মানুষের জ্ঞানকে লোপ করে। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন, 'ما الخمر صرفا بأذهب للعقول من الطمع' "লোভের চেয়ে নেশা তাড়াতাড়ি জ্ঞানসমূহকে লোপ করতে পারে না।" অর্থাৎ লোভ মাদকদ্রব্য অপেক্ষাও দ্রুত জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়।

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. প্রশাসকদের ব্যাপারে 'উমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রদান করেছেন। যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয়। যেমন, তাঁর উক্তি,

أشقى الوُلاة مَنْ شقيت به رعيته

"শাসনকর্তাদের মধ্যে সেই অত্যধিক নিকৃষ্ট, যার (অন্যায়) কার্যকলাপের কারণে তার প্রজাসাধারণ অভিযোগ করে।"

১৯. প্রত্যেক মানুষের শরীরেই সৃষ্টিগতভাবে মাটি ও পানির উপস্থিতি বিদ্যমান। এতোদুভয়কে খেয়ানত করার অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন, لي على كل خائن أمينان الماء والطين

"আমার মতে, প্রত্যেক খেয়ানতকারী ব্যক্তিও দু'টি জিনিসের আমানতদার, পানি ও মাটি।" অর্থাৎ, মানুষের চিরন্তন কিছু স্বভাব আছে। কোন অবস্থাতেই পুরোপুরি লোপ পায় না। এমনকি সে চেষ্টা করেও এগুলোকে দূরীভূত করতে পারে না।

২০. পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হওয়া মানেই নিশ্চিত শান্তি পাওয়া নয়। কেননা, জীবনের কোন স্তরে কার মাধ্যমে উপকৃত হবে, তা মানুষের অজানা। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) -এর উক্তি হল,

أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون [১]

"তোমরা পরিবার-পরিজনের সংখ্যাধিক্য কর। কেননা, কার মাধ্যমে জীবিকা প্রাপ্ত হবে, তা তোমরা জান না।" [২]

এমনিভাবে 'উমর (রা) হতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সম্বলিত অনেক বাক্য পাওয়া যায়। সেসব যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং মানুষের উপকারে প্রয়োগ হচ্ছে।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. 'উমর (রা) -এর বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র বাণী বিদ্যমান। যেমন, تزوّجوا الودود الولود فإني مُكاثرٌ بكـمُ الأمـم . তোমরা অধিক সন্তান জন্ম দিতে পারে, সন্তানের প্রতি মমতা রাখে এমন মহিলাদেরকে বিয়ে কর, আমি নিশ্চয়ই অন্য উম্মতদের থেকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করব। আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুন নিকাহ / ১৭৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) -এর বাণী আরবী প্রবাদের ব্যাখ্যাস্বরূপও ব্যবহৃত হয়েছে। যদ্বারা তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আল-মায়দানী [১] 'মাজমা'উল-আমসাল' গ্রন্থে এরূপ বেশ কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। যেমন,

ক. أَوَّلُ الحَزْمِ المَشُورَةُ প্রজ্ঞার প্রথম দ্বার, পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা। [১]

এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) -এর উক্তি,

الرجالُ ثلاثةٌ: رجلٌ ذو عقلٍ ورأيٍ، ورجلٌ إذا حَزَبَه أمرٌ أتى ذا رأيٍ فاستشاره،

ورجل حائر بائر لا يأتمر رَشَدًا ولا يطيع مُرْشِدًا . [২]

মানুষ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, বিপদাক্রান্ত হলে বিজ্ঞ লোকের কাছে আসে এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করে, এমন ব্যক্তি। আর তৃতীয়ত, অস্থির, উদাসীন প্রকৃতির লোক, যে নিজেও কোন ভাল পন্থা অবলম্বন করে না, আবার ভাল পন্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কোন প্রজ্ঞাবান লোকের কথামতও চলে না।

মর্মগত গুরুত্ব ও ভাষাগত সৌন্দর্য ছাড়াও এখানে حائر بائر শব্দদ্বয়ে 'জিনাস' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

---

১. আবুল-ফদল আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-মায়দানী, আন-নীশাপূরী। মায়দান এলাকাটি নীশাপূরের মায়দানু যিয়াদ ইবন 'আবদির রহমান এর দিকে সম্পর্কিত। তাঁকে তাই মায়দানী বলা হয়। ভাষা ও সাহিত্যে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। 'মাজমা'উল আমসাল' গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সংকলন। কাব্য শাস্ত্রেও তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। তিনি ৫১৮ হি. সনের ২৫ রমযান বুধবার ইন্তেকাল করেন। মায়দানু যিয়াদ এলাকাতে তাঁকে দাফন করা হয়। ইবন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ১২ তম খ. পৃ. ১৯৪। সুয়ূতী, বুগ্য়াতুল উ'আত, পৃ. ১৫৫।

২. আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, প্রবাদ নং- ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ. التَّجَارِبُ لَيْسَتْ لَهَا نِهَايَةٌ، وَالْمَرْءُ مِنْهَا فِي زِيَادَةٍ

অভিজ্ঞতার কোন চূড়ান্ত সীমা নেই, লোকজনের অভিজ্ঞতা শুধু বাড়তেই থাকে।

এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন,

يحتلم الغلام لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وعقله لسبع وعشرين، إلا التجارب، فجعل التجارب لا غاية لها ولا نهاية.[১]

১৪ বছরে কিশোর বিবেচনা শক্তি লাভ করে। ২১ বছর পর্যন্ত তার উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৭ বছর পর্যন্ত সে একই রূপ থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিষয়টি ভিন্ন। অভিজ্ঞতা লাভের কোন নির্ধারিত সীমা ও চূড়ান্ত পর্যায় নেই।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীবনকালই অভিজ্ঞতা অর্জনের সময়। তার শেষ সীমানা নির্ধারণ করা যায় না। এখানে غاية এবং نهاية শব্দদ্বয়ে 'মুসাওয়াত' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

গ. جَاءَ بِالضَّلَالِ ابْنُ الْمُتَبَهِّلِ অকর্মণ্য (লোকের) ছেলে ভ্রান্ততা নিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) বলেছেন,

إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة .[২]

তোমাদের কাউকে বেকার অকর্মণ্য অবস্থায় দেখতে আমি মোটেও পছন্দ করি না। দুনিয়ার কাজে লিপ্ত নয়, আবার আখিরাতের কাজেও লিপ্ত নয়। (এমনিভাবে অনর্থক কালক্ষেপন অনুচিত)। অর্থাৎ, এরূপ অকর্মণ্য থাকাবস্থায় শুধু সময়েরই অপচয় হয় না, বরং শয়তানের প্ররোচণাও আসে।

ঘ. شَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ .[৩]

তুমি এমন লোকের সাথে তোমার ব্যাপারে পরামর্শ কর, যারা আল্লাহকে ভয় করেন।

এ প্রসঙ্গে 'উমর (রা) -এর উক্তি হল,

---

১. আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, প্রবাদ নং- ৭৫৩।

২. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং- ৯০৫।

৩. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং- ২০২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل

মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহকে যারা ভয় করে শুধুমাত্র তাদের ছাড়া আর কারো সাথে তোমার ব্যাপারে পরামর্শ করো না।

ঙ. ظَنُّ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ مِنْ عَقْلِه
কোন লোকের চিন্তা ভাবনা তার বুদ্ধিরই অংশ। -এ সম্পর্কে 'উমর (রা) -এর উক্তি হল, لا يعيش أحد بعقله حتى يعيش بظنه -[১]

কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত তার বুদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাপন করে না, যতক্ষণ না সে তার ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করে। অর্থাৎ, ধারণা বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে, ধীরে ধীরে সে জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ করে।

চ. كُلُّ امْرِئٍ فِي بَيْتِهِ صَبِيٌّ প্রত্যেক লোক তারা ঘরে যেন শিশু - এর ব্যাখ্যা মূলক উক্তি হযরত 'উমর (রা) হতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا التمس ما عنده وُجد رجلا -[২]

প্রত্যেক পুরুষের উচিত, সে যেন তার পরিজনের কাছে শিশুর মত হয়, আবার তার কাছে কেউ পরামর্শ অন্বেষণ করে, সে তখন প্রকৃত পুরুষোচিত ব্যক্তির পরিচয় দেয়। অর্থাৎ, পরিবারে স্বীয় ক্ষমতা সংবরণ করে, আর অন্যক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া উচিত। শুধু পরিবারে ক্ষমতা প্রদর্শন করা অনুচিত। এতে কাজের ব্যপ্তি সংকুচিত হয়। আর প্রকৃত জ্ঞানীরও এটা স্বভাব নয়।

ছ. وَلِيَ حارُّهَا مَنْ قَارُّهَا - তার মমতা আমার মাঝে রয়েছে, যে তাকে সংরক্ষণ করেছে। এ সম্পর্কে 'উমর (রা)-এর উক্তি, احمل ثقلك على من انتفع بك [৩]
তোমার বোঝা তার উপর বহন করাও, যে তোমার মাধ্যমে উপকৃত হবে। অর্থাৎ, সম্পদ এমন লোকের কাছে অর্পণ কর, যে তোমার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে।

---

১. আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, প্রবাদ নং- ২৩৫৮।

২. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং- ৩০০৫।

৩. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং- ৪৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) কবিও ছিলেন। তাঁর জীবনের স্মরণীয় কিছু কথা কবিতাকারে উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর উন্নত সাহিত্যের পরিচয় মেলে। যেমন, স্বীয় ইসলাম গ্রহণ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন,

فقلت اشهد أن الله خالقنا   وإن أحمد فينا اليوم مشتهر .

نبى صدق اتى بالحق من ثقة   وافى الأمانة ما فى عوده خور .[১]

আমি তারপর বললাম, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই আমাদের সৃষ্টা ,
আর নিশ্চয়ই আহমাদ (সা) আজ আমাদের মাঝে অত্যধিক প্রসিদ্ধ।
তিনিই সত্যনবী , সত্য নিয়ে দৃঢ়ভাবে আগমন করেছেন,
তিনি আমানতের পূর্ণ রক্ষক, তাঁর চলাফেরায় কোন কৃত্রিমতা নেই।

পার্থিব আনন্দের মোহকে 'উমর (রা) স্বপ্নের মাঝে তৃপ্তির সাথে তুলনা করেছেন। স্বপ্নের আনন্দ যেমনিভাবে বাস্তবে অবর্তমান, তেমনি আশা-আকাঙ্খার মোহাচ্ছন্ন আনন্দও অসার। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার তুলনায় বর্তমান আনন্দ-স্পৃহা স্বপ্নের তৃপ্তি হতেও ক্ষণিকের। যেমন, তাঁর ভাষায়,

نسر بما يفنى ونفرح بالمنى

كما سر باللذات في النوم حالم .[২]

যা ধ্বংস হয়ে যাবে, তা নিয়ে আমরা আনন্দ অনুভব করি,
কল্পনার মাধ্যমে আমরা খুশী হই।
এতো সেই আনন্দের মতই, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাঝে
তৃপ্তি লাভ করে যেন আনন্দিত হল কেউ ।

---

১. ফরীদউদ্দীন, রাওয়াই'উ মিন আশ'আরিস-সাহাবাঃ , পৃ. ৩১।

২. আহমাদ কুব্বাস, মাজমা'উল হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রি-ল'আরাবী' , বাবুস-সুরুরি ওয়াল বাশাশাতি ওয়াস-সা'আদাতি, পরিচ্ছেদ নং- ৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন,

الحمد لله ذى المن الذى وجبته علينا ابدا ما لها غير

وقد بدانا فكذبنا فقل لنا صدق الحديث نبى عنده الخبر

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি দয়ার প্রকৃত অধিকারী। তাঁরই দয়ার কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত, যাঁর দয়ার সমান আর কারো দয়া নেই।

নবী করীম (সা) আমাদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছেন, অথচ আমরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম। মূলত, তিনিই আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য কথা বলেছেন, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয়।[১]

'উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কিছু তথ্য কবিতাকারে উল্লেখ করেছেন,

وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربى عشية قالوا قد صبا عمر

وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عندها السور

لما دعت ربها ذا العرش جاهده والدمع من عينها عجلان يبتدر

ايقنت ان الذى تدعوه خالقها فكاد تسبقنى من عبرة درر

খাত্তাবের মেয়ে (আমার বোন) -এর প্রতি আমি অন্যায় করেছি, তারপর আমার রব আমাকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন, সন্ধ্যায়, তখন আমার গোত্রীয় লোকেরা বলেছে, 'উমর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে।

আমার যেসব ত্রুটি ছিল এগুলোর জন্য আমি লজ্জিত। তার কাছে সংরক্ষিত সূরাগুলো থেকে সে যখন তিলাওয়াত করছিল, তখন তার উপর অন্যায় করা হয়েছিল।

তখন সে তার প্রভু, আরশের অধিপতি আল্লাহকে আহ্বান করছিল, আর তখন তার চোখ থেকে অশ্রু বয়ে পড়ছিল।

---

১. ইবনুল-আসীর, আল-কামিল, ৩য় খ. পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আমার মনে এ বিশ্বাস এসেছিল যে, যাকে সে আহ্বান করছে, তিনিই তার সৃষ্টিকর্তা। আমার বিশ্বাসকে সে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল, তার মুক্তার মত চোখের অশ্রু দিয়ে।

তিনি স্বীয় মনোভাব ও পরামর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

توعدني كعب ثلاثا اعدها   ولا شك ان القول ما قال لى كعب

আমার কাছে কা'ব তিনটি ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছেন। আমি সেগুলোকে হিসাব করেছি। আমাকে উদ্দেশ্য করে কা'ব যা বলেছেন, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

وما هى بى جزار الموت انى لميت   ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب

আমার কাছে মৃত্যুর যাতনা আসবেই, আমি নিশ্চয়ই মৃত্যু লাভকারী। কিন্তু পাপের ভীতি থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকেও পাপ কলুষিত করে দিতে পারে।

'উমর (রা) একদা স্বীয় অবস্থানের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে বলেন,

ظلوم لنفسى غير أنى مسلم

أصلى الصلاة كلها وأصوم. [১]

আমি আমার নিজের উপর খুব অন্যায় কারী, কিন্তু আমি একজন মুসলিম,
যদিও আমি সকল সালাত আদায় করি, আর সিয়াম সাধনা করি। [১]

এভাবে 'উমর (রা) হতে প্রাপ্ত কবিতা গুলোর মাধ্যমে তাঁর কাব্য প্রতিভা ও উন্নত সাহিত্য জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

---

১. ফরীদউদ্দীন, রাওয়াই'উ মিন আশ'আরিস-সাহাবাঃ, ঢাকা, ১৪১৯ হি, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) আল-কুরআনকে উত্তম রূপে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করে, আল-কুরআনের জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী হয়েছিলেন। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও শিক্ষাপ্রদানে তিনি নিঃসন্দেহে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। এ শিক্ষার নামই ব্যাপক চর্চা ও গভীর সাধনা। বরং বলা যায়, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে 'উমর (রা) আজীবন আল-কুরআন শিক্ষার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আল-কুরআনকে ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি প্রাচীনকালের বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের একজন দক্ষ হাফিয। আল-কুরআনকে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি আরবী " ض " বর্ণকে খুব সুন্দর করে উচ্চারণ করতেন। তিনি আল-কুরআন নিজে শিখার সাথে সাথে অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছেন। আবূ বকর (রা) -এর খিলাফতকালে আল-কুরআন সংকলনের জন্য তিনিই প্রথমে প্রস্তাব এনেছিলেন।[১] তাঁর খিলাফতকালে আল-কুরআনের কোন বিষয়ে অনুধাবন করার প্রয়োজনে বিজ্ঞ সাহাবীগণের (রা) পরামর্শ নিতেন।[২] তিনি নওমুসলিমদের নিকট আল-কুরআনকে পেশ করার তাগিদ দিতেন। তাঁর ভাষ্য ছিল, প্রথমে আল-কুরআন শিখ, তারপর তা আয়ত্ত করার জন্য হাদীসের সাহায্য গ্রহণ কর। আল-কুরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর থেকে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর আল-কুরআন কেন্দ্রিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হল,

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং 'উমর (রা) -এর অভিমত ও কথাকে পছন্দ করেছেন। যেমন, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'উমর (রা) বলেছেন, وافقتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ,

---

১. তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুত তাফসীরিল কুরআন/৩০২৮।

২. মালিক, মুওয়াত্তা, কিতাবুন-নিদা' লিস-সালাত/২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা আমার তিনটি কথার সমর্থনে বিধান নাযিল করেছেন।

আমি বলেছিলাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! ইবরাহীম (আ) এর দাঁড়ানোর স্থান (মাকামে ইবরাহীম) কে আমরা যদি সালাতের স্থান করতাম। তারপর আয়াত নাযিল হল,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [১]

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

আমি একদা বললাম,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনার স্ত্রীগণের কাছে পূণ্যময় ও অপেক্ষাকৃত খারাপ লোক ও আসেন। তাঁদেরকে আপনি যদি পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। তারপর পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . [২]

(হে নবী পত্নীগণ) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। আল্লাহ তো কেবল চান, নবী পরিবারের তোমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

আবার একবার নবী করীম (সা) এর স্ত্রীগণ তাঁর বিরুদ্ধে একমত হয়ে কিছু দাবী করে বসল। আমি তাঁদেরকে বললাম,

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ

---

১. সূরা আল-বাকারাঃ ঃ ১২৫।

২. সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যদি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তাঁর প্রভু তাঁকে হয়ত তোমাদের চেয়ে আরো উত্তম স্ত্রী দেবেন। এরপর আমার কথার হুবহু আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا [১]

যদি নবী তোমাদের সকলক পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তোমাদের স্থলে তাঁকে দিবেন, তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে, আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

এভাবে 'উমর (রা) -এর উক্তি এবং পরামর্শ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) -এর নিকট গ্রহণীয় হয়েছিল।[২] এছাড়াও আরো কয়েকটি ব্যাপারে 'উমর (রা) -এর উক্তি ও পরামর্শ গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুনাফিকদের নেতা 'আবদুল্লাহ ইবন উবায়[৩] এর মৃত্যু হলে, তার জানাযার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে দাওয়াত করা হয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে গমন করতে বাধা দিলেন এবং বললেন,

يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি কি উবায়ের ছেলের জানাযায় উপস্থিত হবেন ? সে তো অমুক দিন এরূপ, এরূপ, এরূপ কথা বলেছে। তিনি তার সেসব কথা গুণে গুণে বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসলেন এবং বললেন,

---

১. সূরা আত-তাহরীম ঃ ৫ ।

২. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুস সালাত/ ৩৮৭, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন/ ৪১২৩, আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশশারীনা বিল-জান্নাতি/ ১৫২, ১৫৮।

৩. তার পরিচয় 'আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালূল। সে ছিল মুনাফিকদের সর্দার। ইসলামের ক্ষতি করতে গোপনে ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করত। সে তার অনুসারীদের নিয়ে উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে সরে পড়েছিল, 'আইশা (রা) কে অপবাদ দিয়েছিল এবং নানাভাবে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

أخر عني يا عمر আমার ব্যাপারে একটু বিলম্বের সুযোগ দাও, ওহে 'উমর!

'উমর (রা) এরপরও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها

তাদের ব্যাপারে আমি তো ইচ্ছাধীন রয়েছি। সত্তর বার অপেক্ষাও অধিক বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও যদি তাকে ক্ষমা করা হত, তাহলে আমি ততোধিকবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। 'উমর (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। এর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই সূরা আল-বারাআঃ (আত-তাওবাঃ)-এর দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ-

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . [১]

"ওদের (মুনাফিকদের) কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনও তার জন্য সালাত আদায় করবেন না এবং ওদের কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে।

সুতরাং, ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো এগুলোর দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা কাফির থাকা অবস্থায় ওদের প্রাণ দেহ-ত্যাগ করবে।" এরপর 'উমর (রা) বলেন,

فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে সেদিনের আমার এরূপ আচরণের বিষয়টি মনে করে আমি শংকিত হলাম। মূলত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ই সর্বাধিক অবহিত। [২]

মদপান হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 'উমর (রা) নিজে উল্লেখ করেছেন,

একদিন তিনি দু'আ করেছেন, اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء

হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করুন।

---

১. সূরা আত-তাওবাঃ ঃ ৮৪, ৮৫।

২. বুখারী, কিতাবুল জানাইয/১২৭৭, তিরমিযী, তাফসীরুল কুরআন/৩০২৩, নাসাঈ, আস-

Dhaka University Institutional Repository

তারপর সূরা আল-বাকারাঃ -এর এ আয়াতে কারীমা নাযিল হয়,

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون [১]

"(হে রাসূল, সা) লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু উভয়টির পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তেমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।"

তারপর 'উমর (রা) কে ডেকে এ আয়াত শুনানো হয়। তিনি এরপর আবার দু'আ করেন, اللهم بين لنافي الخمر بيان شفاء হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর নাযিল হয়,

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. [২]

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, অথবা তোমরা কেউ শৌচস্থান হতে আসে, অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মাসেহ করবে মুখমন্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচন কারী, ক্ষমাশীল।"

তারপর 'উমর (রা) কে ডেকে এ আয়াত শুনানো হয়। তিনি তখন আবার দু'আ করেন, اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء

হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করুন।

---

১. সূরা আল-বাকারাঃ ঃ ২১৯।

২. সূরা আন-নিসা' ঃ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর নাযিল হয়,

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون .[১]

"শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? "

তারপর 'উমর (রা) কে ডেকে এ আয়াত শুনানো হয়। এবার তিনি বলতে থাকেন, انتهينا انتهينا আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।[২]

আল্লাহ তা'আলা এভাবে 'উমর (রা)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বারংবার আয়াত নাযিল করেছেন।

এমনিভাবে, বদরের যুদ্ধে মুসলিম গণের নিকটাত্মীয় অনেকে বন্দী হলে, তাদের কাউকে বিশেষ ক্ষমা করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। যেমন, সাহাবী ইবন মাস'উদ (রা) সুহায়ল ইবন বায়দাকে সহজ শর্তে ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করলেন এবং যুদ্ধের পূর্বেও এ বন্দী ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছিল বলে জানান। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে চুপ ছিলেন, পরে বিশেষ বিবেচনায়, তার শাস্তি রহিত করার ঘোষণা দেন। এতে 'উমর (রা) খুবই বিমর্ষ হলেন এবং বললেন,

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁর অনুরূপ শব্দ সম্বলিত আয়াতে কারীমা নাযিল হয়,

---

১. সূরা আল-মাইদাঃ ঃ ৯১।

২. তিরমিযী, আস-সুনান, তাফসীরুল কুরআন/ ২৯৭৫। নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুল আশরিবাঃ/ ৫৪৪৫। আবূ দাউদ, আস সুনান, কিতাবুল আশরিবাঃ / ৩১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم. [১]

" দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। " [২]

হযরত 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) খুতবাঃ প্রদানকালেও আল-কুরআন হতে কখনও কখনও তাফসীর বর্ণনা করতেন। যেমন, তিনি একদা, ভাষণ প্রদানকালে তিলাওয়াত করেন ঃ-

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. [৩]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাঃ কর – বিশুদ্ধ তাওবাঃ ; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সংগীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে, ' হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। "

---

১. সূরা আল-আনফাল ঃ ৬৭।

২. তিরমিযী, আস-সুনান, তাফসীরুল কুরআন/ ৩০০৯। আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল মুকাস-সিরীনা মিনাস -সাহাবাতি/৩৪৫২।

৩. সূরা আত-তাহরীম ঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি তাওবাঃ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, তাওবাঃ হল,

يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه [১]

পাপ করার পর অনুশোচনা করা। এরপর আর সেরূপ পাপ করবে না, এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ' তাওবাঃ ' ।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার মাধ্যমেও 'উমর (রা) আল-কুরআনের তাফসীর করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে তিনি বলতে শুনেছেন,

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصـا وتروح بطانا [২]

"তোমরা যদি আল্লাহর উপর প্রকৃতরূপে তাওয়াক্কুল করতে পারতে, তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে এমনভাবে রিয্ক প্রদান করতেন, যেমনিভাবে পাখিকে তিনি রিয্ক দেন। পাখি সকালে খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় খাদ্যপূর্ণ পেটে ফিরে আসে।"

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত তথ্যও 'উমর (রা) উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين [৩]

যিনি রাতে সূরা আল-বাকারাঃ এবং সূরা আ'ল 'ইমরান তিলাওয়াত করবেন, তিনি অনুগতপরায়ণ বান্দা হিসেবে আল্লাহর নিকট পরিচিত হন ।

---

১. তবারী, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আয়ি'ল-কুরআন, ২৮তম খ. পৃ. ১৬৭ ।

২. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৪র্থ খ. পৃ. ৩৯৯।

৩. প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

'সবর' -এর ব্যাখ্যায় 'উমর (রা) উল্লেখ করেছেন,

الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله .[১]

সবর দু'প্রকারের হয়ে থাকে। বিপদ কালে ধৈর্যধারণ করা, এটি ভাল, আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে সব বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো পরিহারের ধৈর্য হল সর্বোত্তম সবর।

প্রয়োজনে অন্য সাহাবী (রা) এর কাছ থেকে 'উমর (রা) আল-কুরআনের বিষয়াদি জেনে নিতেন। যেমন, তাকওয়ার পরিচয় সম্পর্কে উবায় ইবন কা'ব (রা) কে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উবায় (রা) বললেন, اما سلكت طريقا ذا شوك আপনি কি কাঁটাযুক্ত কোন পথে গমন করেছেন? তিনি তখন বললেন, হাঁ। এবারে উবায় বললেন, فما عملت আপনি ঐরূপ পথে চলতে কি করলেন? 'উমর (রা) উত্তর দিলেন, شمرت واجتهدت আমি কাঁটাবিহীন স্থানে চলতে চেষ্টা করে সাবধানে পা ফেলেছি। উবায় (রা) বললেন, فذلك التقوى ঐ অবস্থাটির নামই তাকওয়া।[২]

এমনিভাবে তাঁর কাছেও সাহাবীগণ (রা) তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যেমন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) একদিন 'উমর (রা) কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ আয়াতে কারীমাটিতে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ?

- الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار -[৩]

" তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করো না? যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের পথে নামিয়ে আনে। "

হযরত 'উমর (রা) উত্তরে বললেন,

---

১. ইবন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ১ম খ. পৃ. ৮৮।

২. প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ৪১।

৩. সূরা ইবরাহীম ঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

هم الأفجرون من قريش أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين.[১]
তারা হল কুরায়শদের মধ্যকার পাপিষ্ঠরা। আমার মামা এবং তোমার চাচাগণ। আমার মামাদের ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল বদরের দিন। আর তোমার চাচাদেরকে আল্লাহ একটি সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন।

খলীফা হিসেবে মিম্বরের উপর খুতবা প্রদান কালেও 'উমর (রা) আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। যা তাঁর অনুসন্ধিৎসু প্রতিভার পরিচায়ক। যেমন, একদিন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন,

أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر حم عسق
ওহে লোকসকল! حم عسق এর যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, তোমাদের কেউ কি সে সম্পর্কে কিছু শুনেছ? ইব্ন 'আব্বাস (রা) বরলেন, আমি শুনেছি। حم اسم من اسماء الله تعالى আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের একটি হল حم। 'উমর (রা) বললেন, তাহলে عين দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন, عاين المولون عذاب يوم بدر সত্য বিমুখরা বদরের দিনের শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করেছে। 'উমর (রা) বললেন, তাহলে سين দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون অচিরেই অন্যায়কারীরা অবহিত হবে, তারা কোন প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে। 'উমর (রা) বললেন, এরপর قاف দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তখন ইব্ন 'আব্বাস (রা) চুপ করে রইলেন। এমতাবস্থায় সাহাবী আবূ যার আল-গিফারী[২] (রা) দাঁড়িয়ে প্রথমত, ইব্ন 'আব্বাস

---

১. তবারী, জামি'উল বায়ান 'আন তা'উীলি আয়ি'ল-কুরআন, ১৩ শ খ. পৃ. ২১৯।

২. তাঁর পরিচয় জুনদুব ইব্ন জুনাদাঃ ইব্ন সাকান আল-গিফারী। তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা)- তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে স্বীয় পরিজন কর্তৃক তিনি অত্যন্ত নির্যাতিত হন, ইসলামের স্বার্থে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেন এবং দারিদ্রতাকে পছন্দ করেন। ৩১ হি. সনে 'রাবাযাঃ' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইব্ন হাজার, আল-ইসবাঃ ফী তময়ীযিস -সাহাবাঃ ৭ম খ. পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

(রা) এর মত বললেন। তারপর বললেন, قاف দ্বারা বুঝানো হয়েছে من قارعة السماء تغشى আকাশের এমন ভয়াবহ নিনাদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।[১]

'উমর (রা) আল-কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক করতেন এবং এর শিক্ষাকে মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, একদা 'উমর (রা) সাহাবী জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) কে দেখলেন, তিনি গোস্ত বহনকারী এক লোককে সাথে নিয়ে চলছেন। 'উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ما هذا - এ কি? তিনি উত্তরে বললেন, يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা গোস্ত খেতে আগ্রহী হয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গোস্ত কিনে এনেছি। 'উমর (রা) বললেন,

أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية

তোমাদের কেউ কি চাচ্ছে যে প্রতিবেশী এবং চাচাতো ভাইদেরকে ফেলে স্বীয় উদরকেই শুধু উত্তমরূপে পূর্ণ করবে? তাহলে তোমাদের জীবনে এ আয়াতের নির্দেশ কিভাবে বাস্তবায়ন হবে –

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون .[২]

"যে দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলি উপভোগও করেছ। সুতরাং, আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি।

---

১. ইব্ন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ৪র্থ খ. পৃ. ১০৭।

২. সূরা আল আহকাফ ঃ২০।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যাদ্রোহী। " এভাবে সাহাবীগণকেও 'উমর (রা) ইসলামের আলোকে বিশেষভাবে সতর্ক করতেন।[১]

আল-কুরআনের প্রভাবে 'উমর (রা) নিজেকে সংবরণ করতে পারতেন এমনকি প্রচন্ড রাগেও স্বাভাবিক থাকতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, একদা একব্যক্তি 'উমর (রা) এর কাছে এসে বলতে লাগল, আমাদেরকে আপনি পর্যাপ্ত পরিমানে রসদ সরবরাহ করেননি। আমাদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেননি। এরূপ অপবাদে 'উমর (রা) ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল (সা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ـ [২]

"আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।" - এ ব্যক্তি অবশ্যই অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত। 'উমর (রা) আল-কুরআনের এ অংশ শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। এতে তাঁর রাগ প্রশমিত হল এবং তিনি একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন।[৩]

আল-কুরআনের ব্যাপারে 'উমর (রা) অমুসলিমদেরকেও অবহিত করেছেন। যেমন, বর্ণিত হয়েছে, য়াহূদী এক লোক 'উমর (রা) কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আপনারা পাঠ করেন, সে টি যদি আমরা পেতাম, তাহলে সে আয়াত যেদিন নাযিল হয়েছে, সেদিনটিকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম।

---

২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল জামি'/ ১৪৬৭।

১. সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯।

২. বুখারী, আল-জামি', কিতাবুল ই'তিসামি বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ/৬৭৪২।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) বললেন, কোন আয়াতটি?

য়াহূদীটি বলল, এ আয়াতটি ঃ-

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. [১]

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।

তখন 'উমর (রা) বললেন,

إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله حين أنزلت أنزلت يـــوم عرفة ورسول الله واقف بعرفة

" নিশ্চয়ই ঐ আয়াতে কারীমা, কখন, কোথায়, নাযিল হয় এবং এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় ছিলেন, সে সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবহিত। আরফার দিন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরফার মাঠে অবস্থানকালে তা নাযিল হয়। তিনি (সা) তখন ছিলেন আরাফায় অবস্থান রত। " অন্য বর্ণনানুযায়ী,

يوم الجمعة اشار رضي الله تعالى عنه الى ان ذلك اليوم عيد لنا

আর দিনটি ছিল জুমু'আঃ -এর দিন। তিনি এ বিষয়টিও বুঝিয়ে দিলেন যে, এ দিনটি আমাদের ঈদের দিনই ছিল।

এভাবে 'উমর (রা) হতে আল-কুরআনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর পাওয়া যায়।

---

১. সূরা আল-মাইদাঃ ঃ ৩।

২. তবারী, জামি'উস বায়ান 'আন তা'উীলি আয়ি'ল-কুরআন, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হতে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী করীম (সা) -এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার প্রয়োজনে সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বা সমস্যার সমাধানে বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর এসব মূল্যবান বাণীও নিঃসন্দেহে হাদীস এবং আরবী সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে গণ্য । এখানে তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ-

عمر بن الخطاب رضي اللهم عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . [১]

হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান কালে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলতে শুনেছি,

কাজসমূহের ফলাফল অবশ্যই নিয়্যাত (অন্তরের সংকল্প) অনুযায়ী বিবেচিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই নির্ধারিত হয়, যা সে নিয়্যাত করে। সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যার হিজরত (স্থানত্যাগ) , তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) -এর জন্য বলেই গৃহীত হয়। আর যার হিজরত হয়, দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, তাহলে সে যে নিয়্যাতে হিজরত করে, সেভাবেই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হয়।

---

১. বুখারী, আল-জামি' , বাদউল ওয়াহয়ী/১, মুসলিম, আস-সহীহ, আল-ইমারাঃ/ ৩৫৩০, তিরমিযী, আস-সুনান, ফদাইলুল-জিহাদ/ ১৫৭১, নাসাঈ, আস-সুনান, আত-তহারাত/৭৪, আল-আয়মান ওয়ান-নুযূরি/৩৭৩৪, আবূ দাঊদ, আস-সুনান, আত-তালাক/১৮৮২, ইব্ন মাজাঃ, আস-সুনান, আয-যুহ্দ/৪২১৭, আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল-আশারাঃ/১৬৩, ২৮৩। আবূ যাকারিয়্যা য়াহয়া ইব্ন শারফ আন-নাবাভী, আল-আযকারুন-নাওয়াভিয়্যাহ, ফসলুন ফীল আমরি বিলইখলাসি ওয়া হুসনিন নিয়্যাতি ফী জামী'ইল আ'মালিল-যাহিরাতি ওয়াল খাফিয়্যাতি ।

Dhaka University Institutional Repository

বহু হাদীসের মূল বর্ণনার উৎস ছিলেন 'উমর (রা) নিজেই। যেমন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) 'উমর (রা) কে একদা জিজ্ঞাসা করেন,

لأي شيء سميت الفاروق আপনি কোন কারণে "ফারূক" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন?

'উমর (রা) উত্তরে বললেন,

أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للاسلام فقلت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله فقلت أين رسول الله فقالت أختي هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم قالوا عمر بن الخطاب

আমার তিনদিন পূর্বে হামযাঃ [১] (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন। আমি বললাম, আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ রয়েছে। আমার নিকট তখন পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর চেয়ে প্রিয় কোন সৃষ্টি রইল না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) এখন কোথায়? আমার বোন বললেন, তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম -এর ঘরে অবস্থান করছেন। 'উমর (রা) বলেন, তারপর আমি সেখানে এসে দেখলাম, হামযাঃ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসে আছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে রয়েছেন। আমি দরজায় আঘাত করলাম। তখন লোকজন একস্থানে জড়ো হতে লাগলেন। হামযাঃ (রা) বললেন, কি ব্যাপার? তাঁরা বললেন, 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (এসেছেন)। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন। তিনি তাঁর কাপড় মুবারক বাঁধতে বাঁধতে আসলেন। তারপর তাঁকে খুব শক্তভাবে

---

১. হামযাঃ ইব্ন আব্দিল মুত্তালিব (রা), রাসূলুল্লাহ (স) -এর আপন চাচা ও দুধভ্রাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন। ৩য় হি. সনে উহুদ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে "সায়্যিদুশ-শুহাদা' " এবং "আসাদুল্লাহ " উপাধি প্রদান করেন।
ইব্ন হাজার, আল-ইসবাঃ ফী তাময়ীযিস -সাহাবাঃ ২য় খ. পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

আলিঙ্গণ করলেন। 'উমর (রা) এতে তাঁর হাঁটুর কাছে পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ما أنت بمنته يا عمر 'উমর! তুমি এতেই কাবু হয়ে গেলে?

'উমর (রা) তারপর বলেন, আমি পড়লাম,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" এরপর ঘরের সকলে এমন উঁচুস্বরে তাকবীর ধ্বনি করলে যে, কা'বা শরীফের কাছে যারা ছিল, তারাও তা শুনতে পেল। তারপর বললাম,

يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমরা যদি বেঁচে থাকি কিংবা মৃত্যুলাভ করি, আমরা কি সত্যের উপর নই? তিনি বললেন,

بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم অবশ্যই, যে মহান সত্তার কাছে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। আমি তখন বললাম, ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن তাহলে এ গোপনীয়তা কেন? যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ, আমরা অবশ্যই প্রকাশে বের হব। আমরা তারপর দু'সারিতে বের হলাম। হামযাঃ (রা) ছিলেন একসারিতে, অপরটিতে ছিলাম আমি। সারির সকলে মিলে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম।

'উমর (রা) আরো বলেন,

فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله يومئذ الفاروق আমি হামযাঃ (রা)-এর এবং কুরায়শদের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম যে, অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে বাধা দিত, তাদেরকে এমন বিষন্নতায় আর কখনো দেখিনি। সেদিন আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) "আল-ফারূক" সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী– নামে ভূষিত করেন।[১]

---

১. আহমাদ, ফাযাইলুস-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর (রা) সম্পর্কে সাহাবী হুযায়ফা [১] (রা) হতে বর্ণিত, একদিন আমরা 'উমর (রা) এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি তখন আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

أيكم يحفظ قول رسول الله صلى اللهم عليه وسلم في الفتنة

রাসূলুল্লাহ (সা) ফিতনা সম্পর্কে যে বাণী প্রদান করেছেন, তোমাদের কে তা সংরক্ষিত করেছে? আমি তখন বললাম, এ ব্যাপারে আমি কিছু অবহিত। 'উমর (রা) বললেন, إنك عليه أو عليها لجريء তুমি তো এ সম্পর্কে অবশ্যই বেশী জেনেছ। আমি বললাম, فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي কোন লোক পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, প্রতিবেশী সম্পর্কিত যে ফিতনায় আপতিত হয়, তা সালাত, সাওম, সদকাহ, ভাল কাজের আদেশ, খারাপ কাজের নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে দূরীভূত হয়। 'উমর (রা) বললেন,

ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر

এ ফিতনা সম্পর্কে নয়, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত যে ফিতনা আপতিত হবে, সে সম্পর্কে তুমি কিছু বল। আমি বললাম,

ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا আমীরুল মু'মিনীন, সেরূপ ফিতনা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, অবশ্যই আপনার এবং ঐরূপ ফিতনার মাঝে রুদ্ধ একটি দরজা রয়েছে। 'উমর (রা) বললেন, أيكسر أم يفتح এ দরজা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, নাকি খুলে দেওয়া হবে? আমি বললাম, বরং দরজা ভেঙ্গে ফিতনার আগমন ঘটবে। পরবর্তীতে হুযায়ফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হল, এ দরজা যে 'উমর (রা) স্বয়ং একথা তিনি কি জানতেন? হুযায়ফা (রা) উত্তরে বললেন,

---

১. তিনি হুযায়ফাঃ ইবনুল য়ামান (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনেক গোপন তথ্য জানিয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল "সিররু রাসূলিল্লাহ"বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোপন তথ্য ধারক। ৩৬ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইবন আব্দিল বার, আল-ইস্তি'আব, ১ম খ. পৃ. ৩৩৫।

২. বুখারী,আস-সহীহ, কিতাবুয-যাকাত/১২৪৫, সাওম/১৭৬২, মানাকিব/৩৩২১, ফিতান/৬৫৬৭। মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ঈমান/২০৭, তিরমিযী, আস-সুনান/২১৮৪,ইবন মাজাহ, আস-সুনান, ফিতান/৩৯৪৫ আহমাদ, মুসনাদ, বাকী মুসনাদিল-আনসার/ ২২১৯৩,২২৩২২, ২২৩৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ দিনের পর রাতের আগমন যেমন স্পষ্ট এমনিভাবে 'উমর (রা) স্পষ্ট ভাবে এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন।

'উমর (রা) রমযান মাসে তারাবীহ সালাতকে জামা'আতে আদায় করার নিয়ম প্রচলন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, [১] نعمت البدعة هذه এটি কতই না উত্তম রীতি।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, রমযানের এক রাতে খলীফা 'উমর (রা) দেখলেন, মসজিদে মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে একাকী সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন, إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ

আমি মনে করি, তারা সকলে যদি এক ইমামের মাধ্যমে সালাত আদায় করে, তাহলে ভাল হত। তারপর উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর ইমামতীতে সকলের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন,

نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ-[২]

এটা কতই উত্তম নতুন কাজ। এরূপ সালাতের থেকে বিরত থেকে যারা নিদ্রায় থাকে, তাদের তুলনায় যারা এ সালাতে দাঁড়াবে, তারা উত্তম।

কর্মভিত্তিক হাদীসও 'উমর (রা) হতে পাওয়া যায়। যেমন, তিনি হারাম কোন কিছু গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

'উমর (রা) কে এক কর্মচারী এক পেয়ালা দুধ এনে দিল। দুধ পান করে 'উমর (রা) পরিতৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ এ দুধ কোথা থেকে এনেছ? কর্মচারী উত্তরে বললেন, যাকাতের প্রাণী যেখানে ছিল, আমি সেখান থেকে

---

১. ইব্‌ন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ১ম খ. পৃ. ১৬২।

২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, আন নিদাউ লিস সালাত/২৩১, বুখারী, আল-জামি' , কিতাবু সালাতিত তারাবীহ/ ১৮৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এ দুধ দোহন করে আপনাকে দিয়েছি। এরপর 'উমর (রা) তাঁর হাতকে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে বমি করে ফেললেন এবং জানালেন, আমি চাইনি এ খাদ্য আমার শরীরে সামান্য রক্ত কিংবা শক্তি বৃদ্ধি করুক। [১] এ হাদীসের মাধ্যমে হারাম খাদ্য না গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তার প্রমাণ মেলে।

'উমর (রা) একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতেন। কোনরূপ প্রতিদান গ্রহণ করতে চাইতেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) একদা 'উমর (রা) কে কিছু দান করলেন তখন 'উমর (রা) বললেন, أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني হে রাসূলুল্লাহ (সা) ! আমার থেকে আরো দরিদ্র লোককে অনুগ্রহ পূর্বক তা দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك [২] "তুমি এ সম্পদ গ্রহণ কর অথবা তা নিয়ে সাদকাঃ করে দাও। তোমার কোনরূপ লোভ ও প্রার্থনা ছাড়া এ (পবিত্র) সম্পদ হতে স্বাভাবিক ভাবে তোমার কাছে যা আসে, তা তুমি গ্রহণ কর। এর ব্যতিক্রম হলে, তুমি গ্রহণ কর না।" - এর মাধ্যমে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) 'উমর (রা) কে সুন্দর ভাবে একনিষ্ঠতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং 'উমর (রা) উত্তম ভাবে তা আয়ত্ত করেছিলেন।

'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র শহর মদীনা শরীফকে খুব বেশী ভালবাসতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك [৩] হে আল্লাহ! আপনার পথে আমি শাহাদাত লাভের এবং আপনার রাসূল (সা) -এর শহরে মৃত্যুলাভের প্রার্থনা করছি।

এভাবে 'উমর (রা)-এর থেকে বহু হাদীস পাওয়া যায়।

---

১. মালিক, আল- মুওয়াত্তা, কিতাবুয-যাকাত/৫৩৬।

২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল মুকাস-সিরীন/৫৪৮৯, ৫৪৮৯, মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুয-যাকাত/১৭৩১।

৩. মালিক, মুওয়াত্তা, কিতাবুল জিহাদ/ ৮৭৮, বুখারী, আল-জামি' , কিতাবুল হাজ্জ/১৭৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

চতুর্থ অধ্যায়

খলীফা 'উসমান (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খলীফা 'উসমান (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

ইসলামের তৃতীয় খলীফার নাম 'উসমান, উপনাম আবূ 'আমর ও আবূ 'আবদিল্লাহ, যুন নূরাইন (রা)।[১] তাঁর বংশ পরিক্রমা, 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান ইব্‌ন আবিল- 'আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন 'আবদি শামস ইব্‌ন 'আবদ মানাফ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এর বংশধারা মিশেছে।[২] তিনি ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে কুরায়শ গোত্রের উমায়্যা শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] তাঁর মাতা আরওয়া বিনত কারবায ইব্‌ন রাবী'আহ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন 'আবদি শামস রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ফুফী হতেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[৪]

জাহিলী যুগে তাঁর উপনাম ছিল আবূ 'আমর। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কন্যা রুকায়্যা (রা) কে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। তাঁর গর্ভের সন্তানের নাম 'আবদুল্লাহ রাখা হলে 'উসমান (রা) আবূ আবদিল্লাহ উপনামে পরিচিত হন। রুকায়্যা (রা) -এর ইন্তেকালের পর কুলসূম নামক অপর কন্যাকেও তাঁর নিকট বিবাহ দেওয়া হয়। তাই তাঁকে যুন-নূরায়ন বা দু' আলোর অধিকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৫]

---

১. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৯৪।

২. আবুল 'আব্বাস আহমাদ, ওয়াসীলাতুল ইসলামি বিন্নাবিয়্যি আলায়হিস-সালাতু ওয়াস-সালাম, ১ম খ. পৃ. ৭৪।

৩. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৯২।

৪ আবূ বকর 'আমর ইব্‌নুদ্দাহ্‌হাক আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, ১ম খ. পৃ. ১২১।.

৫. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম কোমল ত্বক সম্পন্ন। সুঠাম দেহ, দীর্ঘাঙ্গী, চওড়া দু'কাঁধ এবং উজ্জ্বল মুখশ্রীর অধিকারী। স্বর্ণ দিয়ে তিনি দাঁত বাঁধিয়েছিলেন। তাঁর দু' বাহুতে খুব পশম ছিল। তিনি খুব ঘন চুল ও দীর্ঘ দাঁড়ি বিশিষ্ট ছিলেন এবং বয়স্কাবস্থায় তাঁর দাঁড়ি শুভ্র হয়েছিল।[১]

শৈশবকাল পিতামাতার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। অল্পবয়সেই তিনি জাহিলী যুগের কবিতা চর্চা করতেন। পারিবারিক পরিবেশে, শিক্ষিতদের সংশ্রবে এবং বেদুঈন গোত্রের সাহচর্যে তিনি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি আরবী কবিতা মুখস্ত করেন ও হস্তলিপি শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। যৌবন কালে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতেন। বিশিষ্ঠ ধনী ও দানবীর হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি মক্কা শরীফের নানা বিচার কার্যেও অংশগ্রহণ করতেন। জাহিলী যুগেও তিনি কোনরূপ পাপাচারে লিপ্ত হননি। ইসলাম প্রচারিত হলে, প্রথম পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চতুর্থ মুসলিম।[২]

'উসমান (রা) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বলেছেন, একদা আমার খালাম্মা আমাকে বললেন, 'উসমান, তুমি তো একজন নবীর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারতে। আল্লাহর শপথ! তিনি তো অবশ্যই প্রেরিত রাসূল (সা)। তাঁর সাথে প্রমাণাদিও রয়েছে। তাঁর কাছে আল্লাহর বিধান নাযিল হয়। তাই, তুমিও তাঁরই অনুসরণ করো। মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। আমি বললাম খালাআম্মা! আপনি কথা গুলোকে একটু বুঝিয়ে বলুন। তখন তিনি বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তাঁর কাছে আল্লাহর বাণী নাযিল হয়। তিনি এর মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন।

---

১. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৯৪।

২. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর হিদায়াতের আলোই প্রকৃত আলো। তাঁর দীনই বিজয়ী। তাঁর নির্দেশ পালনেই মুক্তি নিহিত। তাঁর শত্রুরা কখনই সফলতা লাভ করবে না। যদিও তারা অধিকসংখ্যক এবং বেশী শক্তিশালী। 'উসমান (রা) এ কথায় প্রভাবিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। আবূ বকর (রা) এর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাই তাঁর কাছে আসলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন,

ويحك يا عثمان إنك رجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل ما هذه الأوثان يعبدها قومنا أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع

"হে 'উসমান! আপনার উপলব্ধি হোক। আপনি তো বিজ্ঞ লোক। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য আপনার কাছে গোপন নয়। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা এই যে মূর্তি পূজা করছে, এ গুলো কি পাথর দিয়ে বানানো নয়? এগুলো তো বোবা, কথা বলতে পারে না, শুনে না, দেখে না এবং ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না।"

'উসমান (রা) বললেন, بلى والله إنها كذلك হাঁ, এগুলোতো ঐরূপই।

এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, فقد والله صدقتك خالتك هذا رسول الله محمد بن عبد الله قد بعثه الله تعالى برسالته إلى خلقه

"আপনার খালাম্মা [১] আপনাকে সঠিক তথ্যই দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ (সা) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা রিসালাত দিয়ে তাঁকে স্বীয় সৃষ্টির নিকট পাঠিয়েছেন।"

'উসমান (রা) বললেন, [২] فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت

"আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর কথা শুনে নিজকে স্থির রাখতে পারলাম না, আমি ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলাম।"

---

১. তাঁর নাম সা'দা' (سعدى) বিনতু কুরয্ ইব্‌ন রাবী'আঃ (রা), ইব্‌নু হাজর, আল- ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবাঃ, ৭ম খ. পৃ. ৬৯৭।

২. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা', ১ম খ. পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'উসমান এবং তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঘরে গমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং আল-কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনালেন। তাঁদেরকে ইসলামের অধিকার গুলো জানালেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক সম্মান লাভের কথা বললেন। এরপর তাঁরা উভয়েই ইসলাম কবুল করেন।[১]

ইসলাম গ্রহণের কারণে উসমান (রা) নানাভাবে নির্যাতিত হন। এমন কি তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল -'আস ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে রাস্তায় তাঁকে টানা-হেঁচড়া করত। তিনি সবকিছু সহ্য করেছেন, তবুও ইসলাম হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।[২]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, 'উসমান (রা) এর ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হয়ে গেলে, তাঁর চাচা তাঁকে বলল, তুমি কি তোমার পিতৃপুরুষের দীন ত্যাগ করে ফেললে? তুমি এ নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তোমার সাথে আমরা গোত্রীয় কোন কার্যকলাপ করব না। 'উসমান (রা) বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি কখনও ইসলাম পরিত্যাগ করব না।" তাঁর দৃঢ়তা দেখে অন্যান্য কাফিররা তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কন্যা রুকায়্যা (রা) কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর অনুমতিক্রমে উভয়ে হাবশায় (আবিসিনিয়া) হিজরত করেন।[৩]

---

১. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল -কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ৫৫।

২. ইসমা'ঈল ইবন 'উমর ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,৭ম খ, ২০০ পৃ।

৩. মুহাম্মাদ ইবন য়াহয়া' আল-উন্দুলুসী, আত-তামহীদ ওয়াল বায়ানি ফী মাকতালিশ-শাহীদি 'উসমান, ২১, এবং আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাভীল-কুরবা', ১ম খ. পৃ ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

নুবুওয়াতের ৫ম বর্ষে 'উসমান (রা) সেখানে গমন করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কুরায়শ বংশীয় এক মহিলা আবিসিনিয়া থেকে আগমনপূর্বক দেখা করে সেখানকার খবরাখবর জানালেন। 'উসমান ও রুকায়্যা (রা) কে সেখানে আনন্দিত অবস্থায় দেখেছেন বলে উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

صحبهما الله إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط

"আল্লাহ তাদেরকে উত্তম সঙ্গী করুন। 'উসমান তো লূত (আ) -এর পর আল্লাহর জন্য সর্বপ্রথম হিজরত কারী।" [১] তিনি একবার হাবশায় গমন করে ফিরে আসেন, তারপর আবার হাবশায় যান ও সবশেষে মদীনা শরীফে হিজরত করেন।[২] ২য় হিজরী সনের রমযান মাসের ১৭ তারিখ ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ 'বদর' -এর সময় রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নির্দেশে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। তখন 'উসমান (রা)-এর স্ত্রী রুকায়্যা (রা) খুবই অসুস্থ ছিলেন। [৩] যখন যায়দ ইব্ন হারিসাঃ [৪] (রা) বদরের বিজয়ের সংবাদ মদীনা শরীফে নিয়ে আসেন, তখন 'উসমান (রা) রুকায়্যা (রা) কে সবেমাত্র দাফন করে কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। [৫] মদীনা শরীফে তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে যুদ্ধের গণীমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন। [৬]

---

১. আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাওয়ীল-কুরবা', ১ম খ. পৃ ১৬৩।

২. আবূ বকর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১২৪।

৩. ইবনু হাজর, আল- ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবাঃ, ৪র্থ খ. পৃ. ৪৫৬।

৪. তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পালকপুত্র ও সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে অন্যতম। সিরিয়াস্থ মু'তার যুদ্ধে ৮ম হি. সনে সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। ইবনুল- বার, আল-ইস্তি'আব, ২য় খ. পৃ. ৫৪৬।

৫. আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাওয়ীল-কুরবা', ১ম খ. পৃ ১৬৩।

৬. বুখারী, আল-জামি', কিতাবু ফারদিল খুমুসি/ ২৮৯৮, তিরমিযী, আল-জামি' , আল-মানাকিব/৩৬৩৯, আহমাদ, মুসনাদুল মুকাস-সিরীনা মিনাস-সাহাবাঃ/৫৫১১।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রিয় কন্যা রুকায়্যার ইন্তেকালের কিছুদিন পর অপর কন্যা উম্মু কুলসুম (রা) কে 'উসমান (রা) এর সাথে বিয়ে দেন।[১] এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দরজায় 'উসমান (রা)-এর সাক্ষাত পেয়ে বললেন, হে 'উসমান।

هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها

"এই তো জিবরাইল, আমাকে জানালেন যে, রুকায়্যার সমপরিমাণ মোহর ও তার মতই সাহচর্যে উম্মু কুলসূমকে আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন।"[২] এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেছেন,

إن الله أوحى إلي أن أزوج كريمتي عثمان بن عفان [৩]

"আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী নাযিল করেছেন, যাতে আমি আমার সম্মানিতা (মেয়ে) কে 'উসমানের সাথে বিবাহ দেই।"

উম্মু কুলসুম (রা) ৯ম হিজরী সনে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করলে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আফসোস করে বলেন, [৪] لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان.

"আমার যদি বিবাহ দেওয়ার মত আরও মেয়ে থাকত, তাকেও আমি 'উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম।" রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সম্মানিতা দু'কন্যাকে বিয়ে করার কারণে 'উসমান (রা) ذو النورين বা " দু' আলোর অধিকারী " উপাধি প্রাপ্ত হন।[৫]

---

১. আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাওয়ীল-কুরবা', ১ম খ. পৃ ১৬৩।

২. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাহ/ ১০৭।

৩. আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাওয়ীল-কুরবা', ১ম খ. পৃ ১৬৩।

৪. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৯৪ এবং আবুর-রাবী' সুলায়মান, আল-ইকতিফা বিমা তাদাম্মানাহু মিন মাগাযিয়ি রাসূলিল্লাহ (সা) , ৪র্থ খ, পৃ. ৪০৬ ।

৫. ইবনুল বার, আল-ইসতী'আব, ২য় খ, পৃ. ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবনে 'উসমান (রা) এর কয়েকজন সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর সন্তানগণ ও তাঁদের মাতাগণের নাম হল ঃ-

আব্দুল্লাহ, তাঁর মাতার নাম, রুকায়্যা (রা)। হাবশায় অবস্থানকালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না।[১] আব্দুল্লাহ আসগার, তাঁর মাতার নাম ফাখিতাঃ বিনতু গাযওয়ান। 'আমর, খালিদ, আবান, 'উমর ও মারয়াম, তাঁদের মাতার নাম উম্মু 'আমর বিনতু জানদাব। ওয়ালীদ, সাঈদ ও উম্মু সাঈদ তাঁদের মাতার নাম ফাতিমাঃ বিনতু ওয়ালীদ। আবদুল মালিক, তাঁর মাতার নাম উম্মুল বানীন বিনতু 'উয়ায়নাঃ। 'আইশাঃ, উম্মু আবান ও উম্মু 'আমর,তাঁদের মাতার নাম, রামলাঃ বিনতু শায়বাঃ। মারয়াম, তাঁর মাতার মাতার নাম নাইলাঃ বিনদুল ফারাফিদাঃ। উম্মুল বানীনা , তাঁর মাতা উম্মু ওয়ালাদ। উল্লেখ্য যে, একসঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী তাঁর ছিল না।[২]

ইসলামের জন্য 'উসমান (রা)-এর একান্তভাবে নিবেদিত। সর্বোতভাবে তিনি ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'উসমান (রা) বলেছেন,

إن الله قد بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل ـ [৩]

আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) -এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে

---

১. আবুল-'আব্বাস আহমাদ, যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাওয়ীল-কুরবা' , ১ম খ. প. ১৬৩।

২. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ২৯৪।

৩. আহমাদ, আল--মুসনাদ, মুসনাদুল 'আশারাত্তিল-মুবাশ্শারীনা বিল-জান্নাঃ/৫২৯ এবং বুখারী, আল-জামি' , আল-মানাকিব/২৪২০, ৩৫৮৩, ৩৬৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ, তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, -কে প্রেরণ করেছেন – এর উপর যারা পূর্ণরূপে ঈমান এনেছিলেন, আমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি ঈমান আনয়নের পর দু'বার হিজরত করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি, আল্লাহর শপথ। আমি কখনও তাঁর সাথে কোনরূপ অবাধ্যাচরণ করিনি, তাঁর সাথে কখনও কোন প্রতারণা করিনি, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওফাত প্রদান করার পূর্ব পর্যন্ত (আমি এই অবস্থাতে ছিলাম)।

'উসমান (রা) ছিলেন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও মূল উপলক্ষ। তাঁকে কেন্দ্র করে ৬ষ্ঠ হিজরী সনে মক্কা শরীফের অদূরে হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان . [১]

'উসমান (রা) মক্কা গমনের পর বায়'আতুর রিদওয়ান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁর ডান হাত মুবারকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "এই হাত দ্বারা 'উসমানের পক্ষ হতে আমি বায়'আত গ্রহণ করছি।"

ইসলামের স্বার্থে তিনি অকাতরে ধন-সম্পদ দান করতেন। ৯ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পথে 'তাবূক' -এর জিহাদে ব্যয়ের জন্য দান করতে সাহাবীগণকে আহ্বান জানান। 'উসমান (রা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা

---

১. বুখারী, আল-জামি', আল-মানাকিব/৩৪২২।

Dhaka University Institutional Repository

কাপড়ে জড়িয়ে এনে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ক্রোড়ে এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো স্বীয় হাত মুবারকে জড়িয়ে বললেন,

مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ يُرَدِّدُهَا مِرَارًا

আফ্ফান তনয় ('উসমান) আজকের পর যে কাজই করুক, তার আর কোন ক্ষতির আশংকা নেই। তিনি একথা বারংবার বলতে লাগলেন।[১]

'উসমান (রা) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত নম্র ও অত্যধিক লজ্জাশীল ছিলেন।[২] অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ও দানশীল হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মদীনা শরীফের অধিবাসীদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আহ্বানে তিনি "রূমাঃ" নামক কূপ ক্রয় করে, সকলের জন্য দান করেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমান (রা) কে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার ঘোষণা দেন।[৪] তিনি বিপদাপদে অটল-অবিচল থাকতেন। তিনি একাধারে রোযা রাখা এবং অন্যকে খাদ্য খাওয়াতে পছন্দ করতেন।[৫] তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্লোভ, অত্যন্ত পরোপকারী ও নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী। বাস্তব জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পূর্ণ অনুসারী, ওহী লিখক ও আল-কুরআন সংকলক। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বা ফারাইদ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।[৬]

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল-বাসরিয়্যীন/ ১৯৭১৩।

২. ইব্ন মাজাঃ, আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাঃ/১৫১।

৩. তিরমিযী, আস-সুনান, আল-মানাকিব/৩৬৩৬।

৪. প্রাগুক্ত/৩৬৩৭।

৫. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩০৪।

৬. ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা আবূ বকর ও 'উমর (রা)-এর সময়ে 'উসমান (রা) মজলিশে শূরাঃ -এর সদস্য ছিলেন। 'উসমান (রা) তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১] খলীফা 'উমর (রা) ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে ছয়জন বিশিষ্ঠ সাহাবীকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। তাঁরা সকলে এ দায়িত্ব 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) এর উপর ন্যস্ত করেন। তিনি অনেক বিচার-বিবেচনার পর 'উসমান (রা) কে খলীফা করার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। ফলে 'উসমান (রা) ২৪ হিজরী সনে মুহাররাম মাসের ১ তারিখে খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[২] বর্ণনান্তরে, ২৩ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিন সোমবার তিনি এ দায়িত্ব লাভ করেন।[৩] তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর।[৪]

খলীফা 'উসমান (রা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কর্ম সম্পাদন করেন। যেমন, তাঁর আমলে আল-কুরআন পূর্ণরূপে সংকলিত হয়। তিনি মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন।[৫] আরীস কূপ, খায়বারের কিছু বাগান, ওদীল কুরা'[৬] ইত্যাদি জনসাধারণের জন্য দান করেন। কল্যাণমূলক খাতে তিনি ২ লক্ষ দীনার দান করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বায়তুল মাল হতে খলীফা হিসেবে কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না।[৭]

---

১. নূরুদ্দীন, তারীখে ইসলাম, ১ম খ. পৃ. ২৪৭।

২. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩০৪।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. আবুল 'আব্বাস, ওয়াসীলাতুল ইসলামি বিন্নাবিয়্যি আলায়হিস-সালাতু ওয়াস-সালাম,১ম খ.পৃ.৭৪।

৫. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুস সালাত/৪২৭।

৬. তা হিজাযের একটি নিম্ন অঞ্চল। যা প্রাচীন কালের সামূদ জাতির আবাসস্থলের নিকটে। বুস মা'লুফ, আল-মুনজ্জিদ, আল-আ'লাম অংশ, পৃ. ৬০৮।

৭. ইসমা'ঈল ইবন 'উমর ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকার অনেক অংশ এবং ত্রিপোলী, সাইপ্রাস, তাবরিস্তান, খোরাসান, কিরমান, সিজিস্তান ইত্যাদি এলাকা তাঁর সময়ে বিজিত হয়। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট অনেক অঞ্চল জয় করা হয়।[১] 'উসমান (রা) -এর খিলাফতকাল প্রায় ১২ বছর। তন্মধ্যে প্রথম ছয় বছর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিরাজ করছিল। পরবর্তী ছয় বছর তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যক্তির অবাধ্যাচরণে ইসলামের বিজয়যাত্রা ব্যাহত হয়।

খিলাফতলাভ ও কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আইশা সিদ্দীকাঃ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমান (রা) কে উদ্দেশ্য করে একদা বলেছেন,

يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه

"ওহে 'উসমান! এই কর্তৃত্বের বিষয়ে (খিলাফতে) যদি আল্লাহ তোমাকে নিয়োজিত করেন, মুনাফিকরা চাইবে, তোমাকে আল্লাহ যে পোষাক পরিধান করিয়েছেন, তা যাতে তুমি খুলে ফেল। তখন তুমি এ (খিলাফতের) পোষাক খুলবে না।" 'আইশা (রা) আরো বর্ণণা করেছেন,[২] يقول ذلك ثلاث مرات -ঐ কথা রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বললেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নির্দেশকে 'উসমান (রা) যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কোনভাবেই বিদ্রোহীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন না। ফলে তাঁর খিলাফতের শেষদিকে তারা সম্মিলিতভাবে খলীফা 'উসমান (রা) কে গৃহবন্দী করে রাখে।[৩]

---

১. মুঈনুদ্দীন, তারীখে ইসলাম, ১ম খ. পৃ. ২৫১-২৫৭।

২. ইবন মাজাঃ, আস-সুনান, আল-মুকাদ্দিমাঃ/১০৯, তিরমিযী, আল-জামি' , আল-মানাকিব/৩৬৩৮।

৩. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা)- এর উপর আরোপিত অবরোধ যিল কা'দাঃ মাসের শেষভাগ হতে যিলহাজ্জ মাসের আঠারো তারিখ শুক্রবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিদ্রোহীরা নানাভাবে তাঁর জীবন যাপন ব্যবস্থাকে দুর্বিসহ করে ফেলে, তাঁকে সালাত আদায়ের জন্য বাইরে যেতে বাধা দেয়, কূপ থেকে পানি আনতে নিষেধ করে। এদিকে হাসান, হুসায়ন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, ও আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর প্রমুখ সাহাবীগণ (রা) 'উসমান (রা) এর নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাসগৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীদেরকে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং প্রাণপন সংগ্রামে নিয়োজিত হলেন যাতে কোনভাবে কেউ 'উসমান (রা) এর উপর আঘাত করতে না পারে। এমনি ভয়াবহ অবস্থায় যিলহাজ্জের সতের তারিখ বৃহস্পতিবার 'উসমান (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত প্রায় সাত শত আনসার-মুহাজির (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যাদের উপর আমার কোন না কোন হক রয়েছে, তাদেরকে আমি শপথ দিয়ে বলছি, তারা যেন নিজেদেরকে সম্বরণ করে এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।" এমনকি তিনি স্বীয় গোলামদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যে তরবারী কোষমুক্ত করবে না, সে স্বাধীন।" [১]

সাহাবী ইব্ন মাস'উদ (রা) কে উদ্দেশ্য করে তখন 'উসমান (রা) বলেছিলেন, هل أنت منته عما بلغني عنك তুমি কি আমার উপর আরোপিত অবস্থা থেকে নিবৃত্ত হবে না? তখন ইব্ন মাস'উদ (রা) ওযর আপত্তি করলেন। এসময় 'উসমান (রা) বললেন,

ويحك إني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال سيقتل أمير وينتزي منتز وإني أنا المقتول وليس عمر رضي اللهم عنهم إنما قتل عمر واحد وإنه يجتمع علي۔ [২]

---

১. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৮১।

২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাহ/ ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার একি হল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে আমি তো এমনই শুনেছি ও মুখস্থ করেছি, যেমনটি তুমি শুনেছ। রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্যই বলেছেন, "অচিরেই এক আমীর নিহত হবে এবং রক্তপ্রবাহিত কারী (বিদ্রোহী) রক্ত জরাবে।" আমি অবশ্যই নিহত (ব্যক্তিতে পরিণত হব)। 'উমর (রা) কে শুধুমাত্র এক ব্যক্তি হত্যা করেছে আর আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

মু'আবিয়া (রা) পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে একদা খলীফা 'উসমান (রা) কে বলেছিলেন, প্রবল শত্রুদের হামলার আগেই আপনি আমার সাথে সিরিয়া চলুন। অন্যথায় তখন আপনি তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবেন না। কিন্তু 'উসমান (রা) এর জবাবে বলেছিলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতিবেশী হওয়াকে আমি বিসর্জন দিতে পারি না। এমন কি তাতে যদি আমার ঘাড়ের রগও কাটা যায় তবুও না। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, তাহলে সিরিয় বাহিনীর একটি অংশ আপনার নিকট প্রেরণ করি, যারা সম্ভাব্য গোলযোগের মুকাবেলার জন্য মদীনা শরীফের অধিবাসীগণের মাঝে অবস্থান করবে। 'উসমান (রা) জবাবে বললেন, আমি কি বাহিরের সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রতিবেশীদেরকে খাদ্য সংকটে ফেলতে পারি এবং আনসার ও মুহাজিরদের জীবন দুর্বিসহ করতে পারি? তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মু'মিনীন, হয় আপনি ঘাতকের হাতে নিহত হবেন অথবা হানাদার বাহিনীর আক্রমণের শিকার হবেন।[১] 'উসমান (রা) তখন তিলাওয়াত করলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।"[২]

---

১. সূরা আ'ল 'ইমরান ঃ ১৭৩।

২. আবূ জা'ফর আত-তাবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ৫ম খ. পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

শাহাদাত লাভের দিন 'উসমান (রা) বিশজন দাস মুক্ত করে দিলেন। পাজামা শক্তভাবে পরিধান করলেন। এ পায়জামাটি এর আগে আর কোন সময় পরিধান করেন নি। এরপর তিনি বললেন,

إني رأيت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر رضي اللهم عنهمما وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة

"আমি গত রাতে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখেছি এবং আবূ বকর ও 'উমর (রা) কেও দেখেছি। তাঁরা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি ধৈর্যধারণ কর। আগামীকাল তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে।"

তারপর তিনি আল-কুরআনকে আনতে বললেন এবং তা খুললেন। এ আল-কুরআন তাঁর সামনে খোলা থাকাবস্থায় তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল।[১]

এদিকে সর্বশেষে বিদ্রোহীরা যখন 'উসমান (রা) এর ঘরে প্রবেশ করে, তখন তাঁর ঘরে মহিলাগণ ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা তাঁর ঘরের দরজা এবং দেয়াল ডিঙ্গিয়ে প্রবেশ করল। তখন তিনি সালাতে মনোনিবেশ করলেন এবং সূরা ত্ব হা তিলাওয়াত শুরু করলেন। তিনি দ্রুত তিলাওয়াত করতে পারতেন। এ সূরা তিনি শেষ করলেন। এদিকে লোকেরা শোরগোল আরম্ভ করল এবং দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। তবে তারা বায়তুল মালের দিকে অগ্রসর হতে ইতস্তত করছিল। 'উসমান (রা) সালাত আদায় করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হলেন। তখন তিনি এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করছিলেন,

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাহ/ ৪৯৫ ও ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل- [১]

তাদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক একত্রিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু তা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।"

এরপর তাঁর কাছে এক পাপিষ্ঠ প্রবেশ করল। সে এসে তাঁকে মারাত্মকভাবে আঘাত করল, ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আর তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করে সে সরে পড়ল, তাকে 'কাল মরণ' বলা হত। পরে আবূ বকর (রা) এর ছেলে তাঁর দাঁড়িতে ধরে লজ্জিত হয়ে চলে গেল। তারপর আরেক যালিম এসে তরবারীর আঘাতে তাঁর হাত কেটে ফেলল। এতে প্রথম রক্তের ফোটা আল-কুরআনুল-কারীমের সূরা আল-বাকারাঃ -এর

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم- [২]

"তোমরা যাতে ঈমান আনয়ন করেছ তারা যদি সেরূপ ঈমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয়ই তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা।"

এ আয়াতের فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم "তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা।"অংশে পতিত হয়।[৩] এরপর নাঙ্গা তরবারী হাতে আরেক ব্যক্তি অগ্রসর হলে, তাঁর স্ত্রী নায়লা হাত দ্বারা তার আঘাত প্রতিহত করছিলেন

---

১. সূরা আ'ল ইমরান ঃ ১৭৩।

২. সূরা আল-বাকারাঃ ঃ ১৩৭।

৩. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার তরবারী ধরে ফেললেন। এরপর লোকটি শক্তিপ্রয়োগে তার তরবারী নিচ্ছিল, এতে বিবি নায়লার আঙ্গুল কেটে টুকরা হয়ে গেল। নায়লা (রা) তখন বলছিলেন,

لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة

"তোমরা তাঁকে হত্যা করতেছ? তিনি নিশ্চয়ই এক রাকাতে পূর্ণ আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করতেন।"[১] তারপর পাপিষ্ঠ সাওদান ইবন হামরান স্বীয় তরবারীটি 'উসমান (রা) এর পেটে প্রবিষ্ট করিয়ে দিল। এরপর তিনি শাহাদাত লাভ করেন।[২] তখন তাঁর বয়স ৮০ বছরেরও বেশী এবং তাঁর খিলাফত কাল ছিল, ১১ বছর ১১ মাস কয়েক দিন। প্রসিদ্ধ মতে, ১২ দিন কম ১২ বছর তিনি খলীফা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩] তিনি জুম'আর দিন আসরের সময়ে রোযাদার অবস্থায় শহীদ হন। শনিবার মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪] শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েও তিনি সাধারণ জীবন যাপন ও অধিক সাওম পালন করতেন। তাঁর ভান্ডারে ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ দিরহাম ও এক লক্ষ দীনার ছিল। 'রাবাযা' নামক স্থানে তাঁর এক হাজার উট ছিল। তাঁর দানশীলতার নিদর্শন ছিল চারদিকে বিস্তৃত।[৫]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর একান্ত আপন ছিলেন 'উসমান (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان.[৬] "প্রত্যেক নবী (আ)- এর বন্ধু আছেন, জান্নাতে আমার বিশেষ বন্ধু হলেন, 'উসমান।"

---

১. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ৭৫।

২. মুঈনুদ্দীন, তারীখে ইসলাম, ১ম খ. পৃ. ২৮৭।

৩. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৩০৪ ,আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ/৫১৪।

৪. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা', ৩য় খ. পৃ. ৭৫।

৫. ইবন্ কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৯২।

৬. তিরমিযী, আল-জামি', আল- মানাকিব/৩৬৩১।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা)-এর সাহিত্য চর্চা

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও 'উসমান (রা) বিদ্বান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র সংশ্রবে তাঁর জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি ওহী লেখক ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে তিনি সরাসরি বিভিন্ন সময়ে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করেছেন। এই শিক্ষাকে পরবর্তীকালে উত্তমরূপে অন্যান্যদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজে আল-কুরআনের হাফিয এবং আনুসঙ্গিক তাফসীর সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। আল-কুরআনের সংকলন কার্যে তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল ব্যাপক। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর, রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রদত্ত খুতবাহ এবং প্রয়োজনে ফরমান, পরামর্শ, ওসিয়্যাত ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ যোগ্য সাহিত্য কর্ম। এছাড়া তাঁর থেকে প্রাপ্ত চিঠি-পত্র ও নীতিবাক্যগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান। সেগুলোতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ভান্ডারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। সে গুলোতে তাঁর কাব্য প্রতিভার নিদর্শন উজ্জ্বল হয়েছে।

সাহিত্যাঙ্গণে 'উসমান (রা) এর ব্যাপক কীর্তি বিদ্যমান। তাঁর অনবদ্য সাহিত্যকর্মে কল্যাণকর শিক্ষার সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পূর্বকাল হতে যুগ যুগ ব্যাপী এগুলোর মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে উন্নত ভাষাব্যঞ্জনা ও সহজবোধ্য ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। এ পর্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ তাঁর অনেক সাহিত্যকীর্তির কিয়দাংশ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হল,

Dhaka University Institutional Repository

উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর, রাসূলুল্লাহ (সা)- এর মিম্বারে আরোহণ পূর্বক সমবেত মুসলিমগণের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক খুতবাহ প্রদান করেন। তা হল,

(حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وقال) إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم أين أبناءالدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا وللذي هو خير فقال عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى قوله أملا .[১]

আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণবর্ণনা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) - এর প্রতি সালাত প্রেরণ পূর্বক তিনি বলেন, ওহে লোকসকল ! তোমরা কিল্লায় (ঘরে) আবদ্ধ রয়েছ , তোমাদের জীবনের কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। তাই তোমরা আগত মৃত্যুর জন্য তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী সৎকাজের দিকে ধাবিত হও। তোমরা সকাল সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করে যাচ্ছ। সাবধান হও! দুনিয়াতো প্রবঞ্চনায় ছেয়ে আছে। তোমাদেরকে পার্থিব জীবন যাতে ধোকা দিতে না পারে, এজন্য সচেতন হও। আর কোন প্রতারণার বস্তুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর থেকে দূরে রাখতে না পারে, সে

---

১. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩০৪ এবং ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৪৭।

খেয়াল রাখ।[১]

Dhaka University Institutional Repository

যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের বিষয়ে চিন্তা করে উপদেশ গ্রহণ কর। তারপর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। আর কোনরূপ অলসতা করো না। কেননা, দুনিয়া তোমাদের নিয়ে অলসতা করছে না। কোথায় দুনিয়ার সেই বীর সন্তানগণ এবং কোথায় তাঁদের ভাইয়েরা? যারা এদুনিয়াতে তাদের নিদর্শন অংকিত করে রেখেছে, দীর্ঘকাল ব্যাপী এ দুনিয়াকে আবাদ করেছে এবং এখানে দীর্ঘদিন ধরে ভোগ-বিলাসে বিভোর ছিল। তুমি কি তাদের সাথে কথা বলতে পার? তোমরা দুনিয়াকে তেমনিভাবে নিক্ষেপ করো, যেমনি ভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে নিক্ষেপ করেছেন। আর তোমরা আখিরাতকে অন্বেষণ করো, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। যা অতি উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا - المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا - [২]

আপনি (হে রাসূল, সা.) তাদের জন্য পার্থিব জীবনের উপমা প্রদান করুন, তা এমন পানির মত, যা আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি, তারপর ভূমির উদ্ভিদের সাথে তা মিশ্রিত হয়ে পল্লবিত হয়, বায়ু তাকে দোলায়িত করে, আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর

---

১. অংশটুকু আল-কুরআনের উদ্ধৃতি। মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী,

يأيهاالناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياةالدنيا ولايغرنكم بالله الغرور

"ওহে লোকসকল, আল্লাহর অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য। তাই পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারণা না করে এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণার বিষয়াদি তোমাদেরকে যেন প্রতারণায় না ফেলে।" সূরা আল- ফাতির ঃ ৫ ।

২. সূরা আল-কাহফ ঃ ৪৫ ও ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা বিশেষ, পূণ্যময় অবশিষ্ঠ যা আছে, আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান হিসেবে এগুলো অতি উত্তম এবং পাথেয়রূপেও অতি উত্তম।" এ খুতবার পর উপস্থিত লোকজন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে খলীফা হিসেবে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

বর্ণিত খুতবাটিতে উন্নত সাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, 'উসমান (রা) প্রথমেই সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) -এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তারপর পার্থিব আকর্ষণের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পরকালীন কার্যাদি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছেন এবং এর মঙ্গল সম্পর্কে আল-কুরআন হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যা 'ইকতিবাস' অলংকার সমৃদ্ধ। এখানে فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم বাক্যাংশে صبحتم এবং مسيتم শব্দদ্বয়ে 'আল-জিনাস' বা বিপরীতার্থক অলংকার পরিদৃষ্ট হয়। আবার ألا وإن الدنيا طويت বাক্যাংশে طويت দ্বারা রূপকভাবে পার্থিব অবস্থা বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে তাঁর বক্তব্য স্বল্প কয়েকটি বাক্যে সম্পন্ন হলেও এতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সহজে উপস্থাপন করেছেন এবং-মূলভাবকে সুস্পষ্ট করেছেন। যা ভাষাগত ভাবে তাঁর উত্তম জ্ঞান ও চিন্তাগত দূরদর্শিতার প্রমাণ ।

খলীফা 'উসমান (রা) অপর এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণবর্ণনা করার পর বলেন,

أيها الناس! اتقوا الله، فإن تقوى غنم، وإن أكيس الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم والأصم ينادى من مكان بعيد، واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده [১]

---

১. আলাউদ্দীন, কানযুল-'উম্মাল, ফী মাওয়া'ইযিল-মুতাফাররিকাঃ /৪৪২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

"ওহে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তাকওয়া মহা সম্পদ। সে লোক সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকে, যে স্বীয় সত্তাকে আখিরাতমুখি করতে পেরেছে এবং মৃত্যুর পর কাজে আসবে এমন কাজ করে। কবরের আঁধারে আলোর জন্য আল্লাহর আলো (রহমত) অর্জন করে। বান্দা যেন অন্ধ হয়ে কিয়ামতে উঠাকে ভয় করে, অথচ দুনিয়াতে তো সে চক্ষুষ্মান ছিল। প্রজ্ঞাবান লোকের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীই যথেষ্ট। বধিরকে কবর দূর থেকে ডাকছে। তোমরা মনে রেখ, যে লোকের সাথে আল্লাহ আছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুকেই তিনি ভয় করেন না। আর কারো উপর যদি আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়, তাহলে সে আর কার কাছে কিছু পেতে আশা করবে ?"

এ বক্তব্যেও অলংকারিক ব্যঞ্জণা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর ভাষণে "আতনাব" বা নির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করে ব্যাপকভাবে আবারও তার বর্ণনা বিদ্যমান। যেমন, اتقوا - تقوى এর পর لم يخف اكتسب ليخش শব্দগুলো। এ ছাড়া ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده -এর দ্বারা ইস্তেফহাম তথা 'না বাচক' দৃঢ়তা বুঝানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে 'উসমান (রা) নানাস্থানে চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। এগুলোর ভাষা, বর্ণনা ও ভাব উন্নত সাহিত্যেরই পরিচায়ক। তন্মধ্যে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সিজিস্তানের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রেরিত পত্রটি হল,

أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة لم يخلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. [১]

১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-তবারী, আত-তবাকাতুল-কুবরা', ২য় খ. ৫৯০ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

(আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাম প্রেরণের পর বলেন) "আল্লাহ তা'আলা নেতাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা লোকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তারা কেউ কারো উপর যুলুম করবে না। এ জাতি রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্ট, অন্যায় করার জন্য তারা সৃজিত হয়নি। অচিরেই তোমাদের নেতাগণ যুলুমকারী হয়ে পড়বে, অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে না। তারা যখন ঐরূপ পরিবর্তিত হবে, তখন লজ্জা, আমানতদারী এবং ওয়াদা পূর্ণ করার বিষয়টিও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। সাবধান! সবচেয়ে নীতিপূর্ণ পন্থা হল, তোমরা প্রথমে মুসলিমদের অসুবিধাজনক বিষয়াদি চিহ্নিত করবে, তারপর তাদেরকে দেওয়ার দ্রব্যাদি দিয়ে দিবে। আবার তাদের থেকে ন্যায্য পাওনাও গ্রহণ করবে। যিম্মীদের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে। তাদের প্রাপ্য তাদেরকে বুঝিয়ে দিবে এবং তাদের নিকট থেকে ধার্যকৃত দ্রব্যাদি গ্রহণ করবে। তারপর যে শত্রুদের সাথে তোমাদের লেন-দেন রয়েছে, তাদের ব্যাপারেও তোমরা অঙ্গীকার পূরণের আদর্শে অবিচল থেকে সফলতাকে তরান্বিত করবে।"

এ চিঠিতে তিনি আরবের বাইরের প্রজাসাধারণের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্য নেতৃস্থানীয়দেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সফলতার দ্বারগুলোও সহজে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। স্পর্শকাতর ক্ষেত্রেও তাদেরকে নীতিতে অবিচল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোপরি, যথার্থ ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য তিনি সহজ, সুন্দর, সাবলীল ভাষায় তাদেরকে অবহিত করেছেন। বারংবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি জনগণের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সুন্দর উপস্থাপনা ও সহজবোধ্যতা দ্বারা এ চিঠিটি বিবৃত হয়েছে। এখানে رعاة এবং جباة শব্দদ্বয়ে 'জিনাস' অলংকার তথা শাব্দিকভাবে একই রূপ কিন্তু অর্থগত ভাবে পৃথক - পরিদৃষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উসমান (রা-) মুসলিম সেনা কমান্ডারদের প্রতি কিছু নীতিমালা স্থিরপূর্বক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। যেমন সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে তাঁর চিঠিটি হল,

أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم وقد وضع لكم عمر مـا لم يغب عنـا بل كـان عن ملاء منا ولا يبلغني عن أحـد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله مـا بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه - . [১]

"আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনার পর, তোমরা নিশ্চয়ই মুসলিমগণের নিজেদেরকে এবং তাদের ধন সম্পদের হিফাযতকারী। 'উমর (রা) এ বিষয়কে আমাদের জন্য চূড়ান্ত করেছেন, অথচ তিনি এখনো আমাদের থেকে বেশী দুরে চলে যাননি। বরং, তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে অন্যতম সুবিবেচক। তোমরা আমার ব্যাপারে এমন কোন নতুন নীতি স্থির করে দিও না, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের বিষয়াদিকে বদলিয়ে দেবেন। তিনি তোমাদেরকে বদলিয়ে পরীক্ষা করবেন যে, তোমরা কিরূপ পরিবর্তিত হও? আমি শুধু সেসব বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করছি, যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং দৃঢ় থাকাকে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি দায়িত্বার্পণ করেছেন।"

অলংকারিক আঙ্গিকে এ চিঠিতে, النظر শব্দদ্বারা রূপক ভাবে الرأى বা বিবেচনা বুঝানো হয়েছে। আবার ويستبدل بكم غيركم অংশদ্বারা তিনি আল্লাহর পবিত্র বাণী,

وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم - [২]

"তোমরা যদি বিমুখ হও, তিনি (আল্লাহ) অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন।" স্মরণ পরিদৃষ্ট হয়। যা 'ইকতিবাস' অলংকার সমৃদ্ধ।

---

১. ইব্‌ন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৫ পৃ.।

২. সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা) কোন কোন চিঠিতে আল-কুরআনুল-কারীমের অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাঁর খিলাফতের শেষসময়ে সাধারণ মুসলিমগণের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর একটি চিঠিতে বহু আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে তিনি সহজভাবে মুসলিমগণের উদ্দেশ্যে উপদেশবার্তা প্রদান করেন।[১] চিঠিটি হল,

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإني احمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أذكركم بالله جل وعز الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصركم على العدو وأسبغ عليكم نعمته

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। মু'মিন ও মুসলিমগণের আমীর 'আবদুল্লাহ 'উসমান (রা) এর পক্ষ হতে মু'মিন, মুসলিমদের প্রতি- আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম বর্ষিত হউক। আমি আপনাদের নিকট আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি আপনাদেরকে মহিমান্বিত, পরাক্রমশালী আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যিনি আপনাদেরকে নি'আমতরাজি দান করেছেন, আপনাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন, আপনাদেরকে ভ্রান্ত পথ থেকে মুক্ত রেখে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। কুফরী করা হতে তিনি আপনাদেরকে মুক্ত রেখে সুস্পষ্ট পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, রিযিকের প্রশস্ততা প্রদান করেছেন, তিনি আপনাদেরকে শত্রুর উপর বিজয়ী করে আপনাদের উপর তাঁর নি'আমত অবারিত ধারায় বর্ষণ করেছেন। সেই মহিমান্বিত, পরাক্রমশালী আল্লাহর কথা অবশ্যই সত্য। আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

---

১. মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তবারী, আত-তবাকাতুল-কুবরা', ২য় খ. ৬৮৫পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار [১]

তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দিয়েছেন, তোমরা তাঁর নিকট যা চেয়েছ, তা হতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যধিক অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ।

وقال عز وجل يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون - ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون - ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم - [২]

মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ আরো বলেছেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলিম না হয়ে কোন অবস্থায় তোমরা মরো না। তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা

---

১. সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৪।

২. সূরা আ'ল ইমরাণ ঃ ১০২, ১০৩, ১০৪ ও ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৎপথ পেতে পার। তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।"

'উসমান (রা) তাঁর এ চিঠিতে এ প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেছেন, وقال وقوله الحق আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তাঁর কথাই চিরসত্য,

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور [১]

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা। যখন তোমরা বলেছিলে, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম' এবং আল্লাহকে ভয় কর; অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তো সবিশেষ অবহিত।"

وقال وقوله الحق يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى قوله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم - يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين- واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون - فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم - [২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, আর তাঁর কথাই চিরসত্য, "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেল এবং পরে

---

১. সূরা আল-মাইদাঃ ঃ ৭।

২. সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৬, ৭, ৮।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"

মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহর পবিত্র বাণী,

إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ـ [১]

"যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চাইবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"

وقال وقوله الحق আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন এবং তাঁর কথাই চিরসত্য,

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ـ [২]

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"

---

১. সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭।

২. সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বাণী চিরসত্য, তিনি বলেছেন,

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون - ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون - ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون - ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم - ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون - ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون - [১]

"তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা নিশ্চয়ই জানেন। তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবূত করে পাকাবার পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো তা দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। পরস্পর প্রবঞ্চনা করবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না; করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে

---

১. সূরা আন-নাহল ঃ ৯১-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে ; তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তোমরা আল্লারহ সাথে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহর নিকট যা আছে, কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম – যদি তোমরা জানতে। তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"

وقال وقوله الحق আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তাঁর কথাই তো চিরসত্য,

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا - [১]

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী ; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"

وقال وقوله الحق আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তাঁর কথাই তো চিরসত্য,

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - [২]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন

---

১. সূরা আন-নিসা' ঃ ৫৯।

২. সূরা আন-নূর ঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী।"

وقال وقوله الحق আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তাঁর কথাই তো চিরসত্য,

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما - [১]

" (হে রাসূল সা.) যারা আপনার হাতে বায়আত করে, তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন।" - এরপর 'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

أما بعد فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة والجماعة وحذركم المعصية والفرقة والاختلاف ونبأتكم ما قد فعله الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه - [২]

অতঃপর কথা হল, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন শ্রবণ করায়, আনুগত্যপরায়ণ হওয়ায় এবং দলবদ্ধ হয়ে থাকায়। আর তিনি তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন, অবাধ্যাচরণ করা, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং মতভেদ সৃষ্টি করায়। তোমাদের পূর্বে যারা কাজ করেছেন, সে সব বিষয়ের মাধ্যমে এবং তোমাদের কাছে যে

---

১. সূরা আল-ফাতহ ঃ ১০।

২. ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬০৫ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

উপদেশবাণী রেখেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম, যাতে তোমরা এগুলো অমান্য করলে, তার ফলাফল তোমাদের প্রতিকূলেই যাবে। এরপর 'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه فإنكم لن تجدوا أمة هلكت من بعد أن تختلف إلا أن يكون لها رأس بجمعها ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعا وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض ومتى يفعل ذلك لا يقم لله سبحانه دين وتكونوا شيعا وقد قال الله جل وعز لرسوله- [১]

তোমরা তাই মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ প্রদত্ত নসীহাত গ্রহন কর, তাঁর শাস্তিকে ভয় কর, তোমরা কখনও এমন জাতিকে পাবে না, যারা মতবিরোধ করে ধ্বংস হয়নি। অবশ্য তাদেরকে যদি তাদের নেতা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা এর থেকে বাঁচতে পারে। যখন তারা ঐরূপ কাজ করে না, সে অবস্থায় একসাথে (জামা'আতে) তোমরা সালাত আদায় করবে না। তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর চড়াও হবে। পরস্পরের মধ্যে যা নিষিদ্ধ, তা তোমাদের কেউ কেউ হালাল মনে করবে। ঐরূপ যখন করা হবে, তখন দীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং তোমরা নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা) কে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন,

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون - [২]

"যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয় ; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"

---

১. ইব্‌ন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৬ পৃ.।

২. সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

উসমান (রা) এরপর লিখেন,

وإني أوصيكم بما أوصاكم الله وأحذركم عذابه فإن شعيبا قال لقومه

আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সে ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহাত করেছেন এবং তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কেননা, শু'আয়ব (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ـ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ـ [১]

" হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায়, যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর ; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু প্রেমময়। "

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

أما بعد فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهروا للناس انما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فيها فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى منهم آخذ للحق ونازع عنه حين يعطاه ومنهم تارك للحق ونازل عنه في الأمر يريد أن يبتزه بغير الحق طال عليهم عمري وراث عليهم أملهم الإمرة فاستعجلوا القدر وقد كتبوا إليكم أنهم قد رجعوا بالذي أعطيتهم ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئا ، [২]

---

১. সূরা হূদ ঃ ৮৯, ৯০ ।

২. ইব্‌ন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৬ পৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর কথা হল, নিশ্চয়ই গোত্রগুলোর মধ্যে কিছু লোক এমন উক্তি করে যে, তারা মানুষদের কল্যাণে নিবেদিত রয়েছে, তারা শুধুমাত্র পরাক্রমশালী মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করছে, তারা দুনিয়ার কোন চাকচিক্য প্রত্যাশা করে না, সেখানকার কোন বিরোধে জড়াতে চায় না। তারপর তাদের বিরুদ্ধে যখন প্রকৃত সত্য উপস্থাপিত হয় এবং মানুষ ঐ ব্যাপারে নানাভাগে বিভক্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক তখন সত্যকে গ্রহণ করে থাকে, আবার কিছু লোক সত্যকে বুঝেও বিতর্ক করে, আবার কিছু লোক সত্যকে পরিত্যাগ করে, সত্য থেকে দূরে সরে পড়ে এবং অন্যায় দিয়ে সত্যকে ঢাকা দিতে ইচ্ছা করে। আমার হায়াত তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এতটুকু পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে। রাজত্বপ্রীতি তাদের অধৈর্যের কারণ হয়েছে। তাই তারা দ্রুত রাজত্ব লাভ করতে চাচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে লিখেছে, তাদেরকে আমি যা দিয়েছি, তারা তা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি জানি না, আমি তাদের ব্যাপারে যে অঙ্গীকার করেছি, তা থেকে কিছুমাত্র প্রত্যাবর্তন করতে পারব কি না।

এরপর 'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

كانوا زعموا أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمتم تعداها في أحد أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد قالوا كتاب الله يتلى فقلت فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب ، [১]

তারা মনে করে, তারা শাস্তি চাইবে। আমি বলেছি, কারো ব্যাপারে কেউ যদি কোন সীমালঙ্ঘণ করে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে তোমাদের জানামত বিষয় নিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পার। সে নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক।

---

১. ইবনু জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৩৬ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

তারা বলেছে, আল্লাহর কিতাব তো তিলাওয়াত করা হচ্ছে। আমি বলেছি, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের যা নাযিল করেছেন, কোনরূপ অতিশয়োক্তি ছাড়া যে তিলাওয়াত করতে পারে, সে যেন তাই তিলাওয়াত করে।

وقالوا المحروم يرزق والمال يوفى ليستن فيه السنة الحسنة ولا يعتدى في الخمس ولا في الصدقة ويؤمر ذو القوة والأمانة وترد مظالم الناس إلى أهلها ،

তারা বলেছে, বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য খাদ্য বরাদ্দ করা হোক, সুন্দর নিয়ম অনুযায়ী প্রাপককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হোক। উত্তম রীতি অনুসরণ করে এ বন্টন করা হোক। 'খুমুস' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) এবং সাদকাহ (যাকাত)-এর ব্যাপারে কোন সীমাতিক্রম করা যাবে না, শুধুমাত্র শক্তিশালী ও আমানতদার লোককে কর্তৃত্ব প্রদান করা হোক, অন্যায়ভাবে মানুষের থেকে কিছু হস্তগত করা হলে সেগুলো প্রকৃত প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

'উসমান (রা) তারপর উল্লেখ করেন,

فرضيت بذلك واصطبرت له وجئت نسوة النبي حتى كلمتهن فقلت ما تأمرنني فقلن

আমি তাদের ঐ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়েছি। এতে আমি সংযত পন্থা অবলম্বন করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর স্ত্রী গণের থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছি। আমি জানতে চেয়েছি, আপনারা আমাকে কি করতে বলেন? তাঁরা বলেছেন,

تؤمر عمرو بن العاص وعبدالله بن قيس وتدع معاوية فإنما أمره أمير قبلك فإنه مصلح لأرضه راض به جنده واردد عمرا فإن جنده راضون به وأمره فليصلح أرضه ـ [১]

"আপনি 'আমর ইব্নুল 'আস এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স (রা) কে আমীর নিয়োগ করুন। মু'আভিয়াহ (রা) কে বহাল রাখুন। কেননা, আপনারা আগে থেকেই তাঁকে ঐ

১. ইব্ন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৬ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

পদে রাখা হয়েছে। তিনি তাঁর ভূমির জন্য ভালভাবে মীমাংসা করতে পারেন এবং তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীও তাঁর উপর সন্তুষ্ট রয়েছে। 'আমর (রা) কে ডেকে জেনে নিন, যদি তাঁর সেনাবাহিনী তাঁর এবং তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে খুশী থাকে, তাহলে তিনি যেন তাঁর ভূমিতে সংস্কার করেন। " 'উসমান (রা) তারপর লিখেছেন,

فكل ذلك فعلت وإنه اعتدي علي بعد ذلك وعدي على الحـق كتبت إليكم وأصحـابي الذيـن زعموا في الأمر استعجلوا القدر ومنعوا مني الصلاة وحالوا بيني وبين المسجد وابتزوا ما قدروا عليه بالمدينة كتبت إليكم كتابي هذا وهم يخيرونني إحدى ثلاث أما يقيدونـنـي بكل رجل أصبته أو خطأ أو صوابا غير متروك منه شيء وإمـا أعتزل الأمر فيؤمـرون آخر غيري وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرزون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة .[১]

আমি তাঁদের ঐরূপ পরামর্শের প্রত্যেকটি পালন করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোকজন এরপর আমার বিরুদ্ধাচরণে উঠেপড়ে লেগেছে। আমার অঙ্গীকার সত্য। তোমাদের কাছে এবং আমার ঐ সাথীদের কাছে আমি এই চিঠি লিখছি, যারা এ ব্যাপারে দাবী করেছে, দ্রুত পটপরিবর্তনের প্রত্যাশা করেছে, তারা আমাকে সালাত আদায়ে বাধা দিয়েছে। মসজিদ ও আমার মাঝে তারা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। তারা মদীনা শরীফে বিদ্রোহের ভিত দৃঢ় করছে। এ চিঠির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি, তারা আমাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বাছাই করার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি যে সব লোককে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে আক্রান্ত করেছি, এমন প্রত্যেকের ব্যাপারে তারা আমাকে আটক করে রাখবে, তাদের দাবীকৃত কিছুই তারা পরিত্যাগ করবে না। অথবা, আমাকে পদত্যাগ করতে হবে, আমার স্থলে তারা অন্য কাউকে নেতা

---

১. ইবন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৬ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে গ্রহণ করবে। অথবা, সেনাদের এবং মদীনা শরীফের অধিবাসী হতে তাদের অনুসারী লোকদেরকে তারা আমার কাছে পাঠাবে, আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, লোকেরা আমার কথা শুনবে ও মানবে, তা থেকে তারা আমাকে মুক্তি দেবে।

'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطــيء وتصيب فلم يستقد من أحد منهم وقد علمت أنما يريدون نفسي وأما أن أتبرأ من الإمـارة فـأن يكلبونـي أحب إلي من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافتـه وأمـا قولكم يرسلون إلـى الأجنـاد وأهل المدينة فيتبرؤون من طاعتي فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين يبتغون مرضاة الله عز وجل وإصـلاح ذات البيـن ومن يكن منكم إنما يبتغي الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتب الله عز وجل له ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة الله عز وجـل والسنة الحسنة التـي استن بها رسول الله والخليفتان من بعده رضـي الله عنـهما فإنمـا يجزي بذلكم الله وليس بيدي جزاؤكم ولو أعطيتكم الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم ولم يغن عنكم شيئا - [১]

আমি তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলেছি, আমার নিজের নেতৃত্ব প্রদান প্রসঙ্গ, আমার পূর্বেও খলীফা অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের কর্ম ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং ভুলও হয়েছিল। তথাপি তাঁদের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনি। আমিতো জেনেছি, তারা (বিদ্রোহীরা) আমার প্রাণ ছাড়া আর কিছু কামনা করছে না। আর আমি যদি এ দায়িত্ব বর্জন করি, তাহলে তারা কিভাবে আমাকে এরূপ মনে করতে পারে, আমি আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেব? আর তোমাদের যে

১. ইবন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৬ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব সেনাদের এবং মদীনা শরীফ বাসীদের দ্বারা আমার আনুগত্যের ফয়সালা নিরূপণ করা, এব্যাপারে তো আমি তোমাদের কর্তৃত্ব রাখি না। আমি তোমাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ব্যাপারে পূর্বহতেও কখনও অপছন্দ করিনি। বরং তারা স্বাভাবিক ভাবে আনুগত্য পরায়ণ, তারা তো মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে। নিজেদের মধ্যে মীমাংসার প্রচেষ্টা করে। আর তোমাদের মধ্যে যে দুনিয়া অন্বেষণ করে, যতটুকু আল্লাহ তার জন্য লিপিবদ্ধ রেখেছেন, এর অতিরিক্ত কোন কিছু সে পায় না। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের উত্তম অবস্থা পেতে চায়, জাতির লোকজনের মাঝে সংশোধন করে, মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রদর্শিত সুন্নাতের অনুসরণ করে, তাঁর পরবর্তী খলীফাদ্বয়ের (রা) পদাংক অনুসরণ করে, তাহলে অবশ্যই ঐ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনিময় প্রদান করবেন। তাই তোমাদের প্রকৃত বিনিময় দেওয়ার শক্তি আমার নেই। আমি যদি সম্পূর্ণ দুনিয়াও তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তবুও তা তোমাদের দীনদারীর যথাযথ বিনিময় হবে না। আর এটা আসলে তোমাদের কোন কাজেও আসবে না। এরপর 'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده فمن يرض بالنكث منكم فإني لا أرضاه له ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا عهده وأما الذي يخبرونني فإنما كله النزع والتأمير فملكت نفسي ومن معي ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء فإني أنشدكم بالله والإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مني وترك البغي على أهله وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عز وجل فإني أنشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد والموازرة في أمر الله فإن الله سبحانه قال وقوله الحق ـ [১]

---

১. ইবন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৭ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তোমরা আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর কাছে যে মহাপ্রতিদান রয়েছে, তার আকাংখা রাখ। তোমাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আমি তার ব্যাপারে কোনভাবেই সন্তুষ্ট নই। মহান আল্লাহও তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন না। তারা আমাকে যে ব্যাপারে অবহিত করেছে, তার প্রতিটিই কলহপূর্ণ ও রাজত্ব কেন্দ্রিক। তাই, আমি আমার নিজের ব্যাপারে এবং আমার সাথে যারা রয়েছে, তাদের ব্যাপারেই শুধু কর্তৃত্ব রাখি। আমি আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছি। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নি'আমতের বদল হওয়ার। আর আমি অপসন্দ করি খারাপ কোন কিছুর প্রচলন করা, জাতিকে বিভক্ত করা, এবং অহেতুক রক্তপাত ঘটানো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ও ইসলামের কসম দিয়ে বলছি, তোমরা সত্য ছাড়া অন্য কিছুকে গ্রহণ করো না। আমার কাছ থেকে ন্যায়ের ভিত্তিতে তোমরা তা প্রদান করার, বিদ্রোহ দলকে পরিহার করার, মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ যেমনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তেমনিভাবে ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে আমাদের থেকে পাওনা গ্রহণ করার। আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, যিনি তোমাদের উপর আবশ্যক করেছেন অঙ্গীকার পালন করা এবং যথাযথভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। মহান আল্লাহ বলেছেন, তাঁর কথাই চিরসত্য,

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا - [১]

" তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। "

'উসমান (রা) বলেন, فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই 'উযর করা যায়, তোমরা হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে।

[২] . أما بعد فإني لا أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم

এরপর কথা হল, আমি নিশ্চয়ই আমার নিজকে পাপমুক্ত হিসেবে নিরূপণ করছি না,

---

১. সূরা আল-ইসরা' ঃ ৩৪।

২. সূরা য়ূসুফ ঃ৫৩ -এর সাথে এ অংশটির মিল রয়েছে। শুধুমাত্র প্রথমে لا এর স্থলে وما রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার প্রভু যে বিষয়ে দয়া করেন, তা ছাড়া (আমার) নিজ সত্ত্বাতো খারাপ এর দিকে ধাবিত, নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১]

চিঠির শেষাংশে 'উসমান (রা) উল্লেখ করেন,

وإن عاقبت أقواما فلما أبتغي بذلك إلا الخير وإني أتوب إلى الله عز وجل كل عمل عملته وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلا هو إن رحمة ربي وسعت كل شيء إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون وأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يؤلق قلوب هذه الأمة على الخير ويكره إليها الفسق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمسلمون ـ [২]

"আমি যদি কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করে থাকি, ঐক্ষেত্রেও আমি শুধুমাত্র কল্যাণ অন্বেষণ করেছি। মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে আমি আমার প্রত্যেক কাজের ব্যাপারে তাওবাঃ করছি এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমার প্রভুর রহমত প্রত্যেকটি বস্তুর উপর সম্প্রসারিত। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া অন্যকেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাঃ কবুল করেন, পাপসমূহ মোচন করেন এবং তারা যা করে, তিনি সবই খবর রাখেন। মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, যাতে তিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেন, এই উম্মতের অন্তরকে যাতে

---

১. সূরা আশ-শূরা -এর ২৫ নং আয়াতের সাথে এর মিল রয়েছে। আয়াতে কারীমাটি হল,

" وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ـ "

২. ইব্‌ন জারীর আত-তবারী, তারীখুল- উমাম ওয়াল মুলূক, ২য় খ. ৬৮৭ পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করে দেন, তাদের মাঝে পাপাচারিতাকে যাকে অপসন্দনীয় করে দেন। ওহে মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। "

এ চিঠিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সঠিক জবাব দিয়েছেন। তিনি যে এসব অভিযোগে অভিযুক্ত নন, সে সম্পর্কে সত্য ঘটনার অবতারনা করে, অতি জোরালোভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি উত্তরই যথাযথ। আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও তাঁর রাসূল (সা) -এর প্রতি আনুগত্যের বিষয় তাঁর কথাগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুসলিমগণের মাঝে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হোক অথবা রক্তপাত হোক, তিনি কোনভাবেই তা কামনা করেননি। তিনি ইচ্ছাকরলে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর শহরে তাঁর শাসনামলে যুদ্ধ -বিগ্রহ হবে এবং উম্মতের প্রাণনাশ হবে, এসব কোন অবস্থাতেই তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি স্পষ্টভাবে জানতেন যে, তিনি শাহাদাত লাভ করবেন। তাঁর প্রতিটি কথা মর্মস্পর্শী। যার মধ্যে সত্যের সামান্য ছোঁয়াও আছে, সে এ চিঠি পড়ে অভিভূত হবে এবং 'উসমান (রা) যে সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এত জটিল বিষয়গুলো তিনি কত সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। তা তাঁর ভাষাজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। এচিঠিটি তাঁর উন্নত সাহিত্যের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এবং এতে শুধুমাত্র আল-কুরআন কেন্দ্রিক আলোচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যা "আল-ইকতিবাস" অলংকার সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা) এর হতে উপদেশমূলক নানা বাণী পাওয়া যায়। 'উসমান (রা) কে শহীদ করার পর বিদ্রোহীরা তাঁর সম্পদ ভান্ডারের প্রতি ধাবিত হয়। সেখানে তারা একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক দেখতে পেয়ে তারা তা ভেঙ্গে ফেলে। তারপর সেখানে 'উসমান (রা) এর একটি উপদেশ লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। তা হল,

بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى - [১]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 'উসমান ইবন 'আফফান সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়ই জান্নাত সত্য এবং জাহান্নামও সত্য। কবরে যারা আছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একদিন পুনরায় উত্তোলন করবেন, যে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেন না। আমি এর উপর মরতে চাই, এই বিশ্বাসের উপরই আমি উত্থিত হব যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

এ অংশে স্বল্প কয়েকটি বাক্যে শুধুমাত্র ঈমানের বিষয়াদির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' -বলে উপদেশ শুরু করেছেন এবং স্বীয়ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তারপর আখিরাতের বিষয় এবং আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জানিয়েছেন। এখানে 'আল-ইকতিবাস' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

---

১. ইবন কাসীর, আল- বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ১৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা) তাঁর সর্বশেষ ওসীয়্যাতে উল্লেখ করেছেন,

اللهم إني أوصي من أطاعني بتقواك وطاعتك والأستقام حتى الممات والأستعانة بك والأستغناء والتعري عن الدنيا والاكتفاء بالله يا عباد الله إن الله جاعل ل برهانا يستدل به على ما لدي ومهلك قاتلي لأني لم أت شيئا ولم أدعه إلا أردت به الله أثرت فيه ديني وخلقه على نفسي اللهم أياك أعبد وأياك أدعوا وأستعين وأياك أشكر وبك أكتفي فإن عجلت لهم عذابا دون العذاب الأكبر فابلهم بالحيرة حتى لا يهتدوا لأمر دنيا ولا أخره وأغر بهم خلقك وأرهم أعمالهم حسرات عليهم ونكل بهم من بعدهم .[১]

হে আল্লাহ! যে আমার অনুগত, তাকে আমি ওসীয়্যাত করছি, আপনাকে ভয় করার। আপনার আনুগত্য করার, মৃত্যু পর্যন্ত এ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকার, আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করার, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে মুক্ত থাকার, আপনার দেওয়া নি'আমতেই সন্তুষ্ট থাকার। হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, আমাকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, এর সততার প্রমাণ একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তিনিই আমার হত্যাকারীদের ধ্বংসকারী। কেননা, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা ব্যতীত আমি কোন কিছু আনয়ন করি নাই বা কোন কিছু পরিত্যাগও করি নাই। আমার দীনকেই আমি সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছি। আল্লাহর বিধানকেই আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও মান্য করে চলেছি। হে আল্লাহ! আমি একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, একমাত্র আপনার কাছেই আবেদন করি, আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনারই শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। আপনাকেই যথেষ্ট মনে করি, আপনি যদি তাদের জন্য মহাশাস্তি ছাড়া এমনি কোন ছোট শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।

---

১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়াহয়া আল-উন্দুলুসী, আত-তামহীদ ওয়াল-বায়ান ফী মাকতালিশ- শাহীদ 'উসমান, ১ম খ. পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি তাদেরকে অস্থিরতায় ফেলে পরীক্ষা করতে পারেন। বেশী বিপদে পতিত হলে তারা দুনিয়ার-আখিরাতের কোন কাজই করতে পারবে না, আপনি তাদের আমলকে সবচেয়ে তুচ্ছও করে দিতে পারেন এবং নিস্ফল করে দিতে পারেন। আমি তাদেরকে পরবর্তী নীতিবান খলীফার কাছে সোপর্দ করলাম।

এখানে স্বল্প কথায় 'উসমান (রা) পরবর্তী লোকদের প্রতি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কর্মকান্ডের উল্লেখ করেছেন। ভাষাগত ভাবে এখানে 'ইস্তিস্না' বা পূর্বের অংশ থেকে পরবর্তী অংশকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করেছেন। যা দ্বারা দৃঢ়তার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বুঝানো হয়েছে। ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তিনি স্বাভাবিকভাবে এরূপ সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি তাঁর ভাষাজ্ঞানে ব্যাপকতার নিদর্শন বহন করে।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'উসমান (রা) গৃহবন্দী হওয়ার পর একদিন দিনের শেষভাগে কাসীর ইব্ন সাল্ত নামক সাহাবী (রা) কে জানালেন, اني مقتول غدا আমি আগামীকাল নিহত হব। তখন উত্তরে তিনি বললেন, يا أمير المؤمنين بل يعلي الله كعبك ويكبت عدوك আমীরুল মুমিনীন, না বরং আল্লাহ আপনার অবস্থানকে উন্নত রাখুন, আপনার শত্রুকে অপদস্ত করুন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় বার বললে, দ্বিতীয়বার একই উত্তর প্রদান করেন। আবার তৃতীয়বার বললে, তৃতীয়বারও একই উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে কাসীর বললেন, عمن تقول هذا يا أمير المؤمنين আপনি কিসের ভিত্তিতে এরূপ বলছেন? উত্তরে 'উসমান (রা) বললেন,

أتاني أول الليل رسول الله ومعه أبو بكر وعمر فقال يا عثمان إنك مقتول غدا .[১]

"আমার কাছে রাতের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করেছেন, তাঁর সাথে আবূ

---

১. আহমাদ, ফাদাইলুস-সাহাবাঃ , ১ম খ. পৃ. ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

বকর ও 'উমর (রা) ছিলেন। তখন তিনি আমাকে বলেছেন, ওহে 'উসমান, তুমি আগামীকাল নিহত হবে।" পরকালের প্রতি উৎসাহ পোষণ এবং শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে 'উসমান তাঁর অবস্থানকে সুসম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

অন্য বর্ণনা মতে 'উসমান (রা) তখন বলেছিলেন,

لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام তোমাদের অন্তর পবিত্র থাকলে, আমি কথা বলে তৃপ্তি পেতাম না।

ما أحب ان يأتي على يوم ولا ليلة الا أنظر في كلام الله يعني القراءة في المصحف

একটি রাত ও একটি দিনও অবকাশ পেলে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমেই সে সময়কে আমি অতিবাহিত করতে চাই।

তিনি আরো বলেছিলেন, [১] ما من عامل يعمل عملا الا كساه الله رداء عمله .

কোন ব্যক্তি যে কাজ করে, সে কাজ অনুযায়ীই আল্লাহ তাকে পোষাক পরিধান করান।

এখানেও 'উসমান (রা) -এর মূল্যবান উপদেশবাণী ও তাঁর মনোভাব সহজে লাভ করা যায়। এমন বিপদ সংকুল অবস্থায়ও 'উসমান (রা) তাঁর চিন্তায় ও কথায় সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। এসবই তাঁর মহত্বের পরিচয় বহন করে। তাই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন ইনসানে কামিল। যার তুলনা হয় না।

কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী তথ্যাদি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন এ প্রসঙ্গে 'আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান (রা) যখন শত্রু কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহের ছাদের উপর উঠে বলতে লাগলেন,

---

১. আহমাদ, ফাদাইলুস-সাহাবাঃ , ১ম খ. পৃ. ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

اذكركم بالله هل تعلمون ان حراء حين أنتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. قال اذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون معسرون؛ فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ثم قال اذكركم بالله هل تعلمون ان رومة لم يكن يشرب منها أحد الا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم واشياء عدها". ১

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করাচ্ছি , তোমদের কি মনে আছে, যখন হেরা গুহা কাঁপতে ছিল তখন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমার উপর নিশ্চিতভাবে একজন নবী একজন সিদ্দীক ও একজন শহীদ। তারা বলল, হাঁ। তিনি এবারে বলতে লাগলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করাচ্ছি , তোমরা কি জান, নিশ্চয়ই একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালে বলেছিলেন, এমন কে আছ, যে মাকবূল (আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয়) দান করতে চাও? তখন লোকজন ছিলেন কঠিন অবস্থায় এবং বিপদসংকুল মুহূর্তে। আমি কি তখন সেনাবাহিনীর একটি অংশের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করিনি ? তারা বলল, হাঁ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে আরো বলছি, তোমাদেরতো নিশ্চয়ই মনে আছে, রূমা কূপ থেকে পানি পান করতে হলে অর্থ দিতে হত। তারপর আমি কি সেটাকে কিনে ধনী-দরিদ্র , পথিক নির্বিশেষে সকলের পান করার ব্যবস্থা করে দেইনি? তারা বলল, আল্লাহ সাক্ষী, হাঁ, অবশ্যই আপনি ঐ রকম করেছেন। তিনি আরো কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করলেন, তারা সকলে সেগুলো স্মরণ করল।

এ বর্ণনা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, বিপদ সংকুল মুহূর্তে তাঁর সরলতা অব্যাহত ছিল, বিদ্রোহীদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হননি। এটি তাঁর ঈমানী শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁদেরকে তিনি এত সুন্দরভাবে স্মরণ করিয়েছেন, যা কোন কঠিন হৃদয়কেও কম্পিত করে। এটিও তাঁর ব্যাপক ভাবা জ্ঞানের একটি অনন্য প্রমাণ ।

১. ইউসুফ কানধলাভী, হায়াতুস সাহাবাঃ, ২য় খ, পৃ. ১২৪-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা) থেকে এমনসব নীতিবাক্য পাওয়া যায়, যেগুলো প্রবাদ আকারে প্রচলিত হয়েছে। সাবলীল ভাষায় স্বল্প কথায় এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

إن لكل شيء آفة، ولكل نعمة عاهة، وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون، طغام مثل النعام يتبعون أول ناعق ـ [১]

নিশ্চয়ই প্রতিটি বস্তুর বিপর্যয় রয়েছে। আর প্রতিটি নি'আমতের আড়াল আছে। আর এই দীনের বিপর্যয় এবং এই নি'আমতের বাধা হল ছিদ্রান্বেষণকারী, রক্তপাতকারী। তারা তোমাদেরকে তাই দেখায়, যা তোমরা পছন্দ কর আর তোমাদের থেকে তাই গোপন করে, যা তোমরা অপছন্দ কর। এরা সাধারণ জীব উটপাখির মত আচরন করে। প্রথম চিৎকার কারীকেই তারা অনুসরণ করে। অর্থাৎ ভাল-মন্দ যাচাই না করে কিছু মানুষ উচ্চস্বরের বক্তব্যে প্রভাবিত হয় ও হট্টগোলে মেতে উঠে।

বেশ কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাঁর কথাগুলো প্রকাশ করেছেন এবং সঠিক ও ভ্রান্ত নীতি বুঝে চলার উপদেশ দিয়েছেন এবং সহজ সরল ভাবে জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এছাড়া এখানে তাঁর অলংকারপূর্ণ ভাষা ও সুন্দর ব্যঞ্জনার পরিচয় মেলে। যেমন, يرونكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون বাক্যাংশে 'তিবাক' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

এমনিভাবে 'উসমান (রা) আরো বলেছেন,

خير العباد من عصم واعتصم بكتاب الله تعالى، ونظر إلى قبر فبكى، وقال: هو أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا؛ فمن شدد عليه فما بعده أشد، ومن هون عليه فما بعده أهون أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال ـ [২]

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমছাল, মিন কালামি 'উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তিনিই উত্তম, যিনি পাপমুক্ত থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে আঁকড়ে থাকেন, যখন কোন কবর দেখেন, তখন কান্নাকাটি করেন এবং বলেন, এতো আখিরাতের প্রথম অবস্থানস্থল, আর দুনিয়ার সর্বশেষ আবাস। যার জন্য কবরে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়, এরপর সে আরো অধিক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে। কবরে যার জন্য অবস্থান সহজ হয়, এরপর সে আরো অধিক সহজ ব্যবহার পাবে। তোমরা কর্মপটু নেতার প্রতি ধাবিত থাকবে, বাকপটু নেতার প্রতি নয়।

আখিরাতের অবস্থান সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন এবং স্বল্পভাষায় সহজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহিত করেছেন। আবার নেতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূল বিষটিকে তিনি মাত্র একটি বাক্যে সহজে জানিয়ে দিয়েছেন। যা ভাষাগত অলংকারিত্বের একটি নিদর্শন। এখানে فعال এবং قوال শব্দদ্বয়ে 'জিনাস' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

জীবন যাপনের প্রয়োজনে তিনি নানাভাবে নিজের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি অন্যকে কোনভাবেই কষ্ট দিতে চাননি। এমনকি তাঁর শাহাদাত যদি মুসলিমগণের শান্তির কারণ হয়, তাকেও মেনে নিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তাই তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীন রাখা হলে, তিনি বলেছিলেন,

لأن أقتل قبل الدماء أحب إلى من أقتل بعد الدماء . [১]

রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর মৃত্যুলাভ করার চেয়ে, রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে মারা যাওয়া আমার পছন্দ। অর্থাৎ, তাঁর কারণে অন্য কেউ নিহত হন তা তিনি পছন্দ করেন না। বরং ভয়াবহ রক্তপাতের আগেই শহীদ হয়ে যাওয়া তাঁর পছন্দ। তিনি স্বল্প কথায় মনের আবেগকে স্পষ্ট করেছেন এবং তাঁর নীতিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে 'উসমান (রা) আরো উল্লেখ করেছেন,

ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن

আল-কুরআনের মাধ্যমে যে শক্তি প্রদত্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতার মাধ্যমে বাদশাহকেও এত শক্তি প্রদান করেন নি।

الهدية من العامل إذا عزل مثلما منه إذا عمل

কোন শ্রমিককে ছাটাই করার সময়েও কাজে থাকার সময়ে যা পারিশ্রমিক পেত, তা দিয়ে তাকে বিদায় কর। শ্রম সম্পর্কে নানারকম নীতি থাকলেও, ইসলামের যে নীতি হযরত 'উসমান (রা) এর মুখে প্রকাশিত হয়েছে, শ্রমের মূল্যায়নে তা কতই না সুন্দর ও ন্যায় ভিত্তিক সমাধান হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك

হিংসুকের ব্যাপার তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমার সুখ দেখলে সে দুঃবোধ করবে। একটি সত্য কথাকে অতি সুন্দর বাক্যে তিনি প্রকাশ করেছেন।

নীতিবাক্যের উল্লেখ করে 'উসমান (রা) ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চিঠিও প্রদান করেছেন। যেমন, কঠিনতর সময়ে, গৃহবন্দী থাকাকালে 'আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যে 'উসমান (রা) যে চিঠি লিখেন, তা হল,

أما بعد فإن السيل قد بلغ الزبي، و جاوز الحزام الطبيين، وتجاوز الأمر بـي قدره، وطنـع في من لا يدفع عن نفسه -[১]

" (আল্লাহর হামদ ও গুণবর্ণনার পর) বন্যার পানি পাহাড়ের উঁচু গর্তে ঢুকে পড়েছে। দু'দিক থেকেই ব্যাপার সংকীর্ণ হয়েছে। আমার উপর চূড়ান্ত অবস্থা সীমাতিক্রম

---

১ .প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। আমার উপর এমন আঘাত হানা হয়েছে, যা থেকে মুক্তিলাভের কোন পথ পাওয়া যায় না। " প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে দ্বারা সহজে আলী (রা) -এর উদ্দেশ্যে 'উসমান (রা) কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে অল্প কথায় ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

'উসমান (রা) কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। যেগুলো তাঁর সাহিত্যিক মনোভাবকে বিকশিত করে। 'উসমান (রা) -এর কাছে বিদ্রোহীরা যে দিন উপস্থিত হয়, তিনি সেদিন বলেছিলেন,

أرى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع
لعاذ ملاذا في البلاد ومرتعا

মত্যুকে আমি মনে করি, কোন সম্মানিত লোককেও মৃত্যু রেহাই দেয়নি।
আবার শহরের প্রভাবশালী সীমাতিক্রমকারী এবং দায়িত্ব সচেতনকে ছাড়েনি।

তিনি তখন আরো উল্লেখ করেন,

يبيت أهل الحصن والحصن مغلق
ويأتي الجبال الموت في شماريخها العلا-[১]

দর্গের লোকজন নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপন করে, দুর্গ রুদ্ধদ্বার রয়েছে।
অথচ, পাহাড়ের সর্বোচ্চ টিলাতেও মৃত্যু স্বাচ্ছন্দে হানা দিচ্ছে।

'উসমান (রা) ভাষণ প্রদানকালে একদা উল্লেখ করেন,

لساني طويل فاحترس من شذاته
عليك وسيفي من لساني أطول-[২]

---

১. ইব্‌ন কাসীর, আল- বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ১৮৪ ।

২. আহমাদ ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবাঃ ফী তমঈযিস-সাহাবাঃ, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৫৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জিহ্বা দীর্ঘ, তোমার বিরুদ্ধে তার প্রয়োগ হতে নিজে হও সতর্ক,

(ক্ষেত্রবিশেষে) আমার তরবারী আমার জিহ্বার থেকেও অত্যধিক দীর্ঘ।

'উসমান (রা)-এর একটি সিন্দুকের অভ্যন্তরে দু'লাইন কবিতা লিখে রেখেছিলেন, যেগুলো তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশ পায়নি। সে চরণদ্বয় হল,

غنى النفس يغنى النفس حتى يكفها

وان عضها حتى يضربها الفقر

وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها

بكائنة الا سيعتبها يسر . [১]

আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষহীন করে ও অভাবমুক্ত করে,

তাকে ভয়াবহ মনে করলে দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

যে দুঃখ কষ্ট তুমি অনুভব কর, ধৈর্য ধারণ করে তা অতিবাহিত কর,

খুব সহজ অবস্থা এসে বিপদ কাটিবে, যদি কর ধৈর্যকে স্বভাবে রূপান্তর।

এখানে পার্থিব বিপদে অধৈর্য না হওয়ার জন্য 'উসমান (রা) উপদেশ দিয়েছেন। কঠিন বিপদে ধৈর্যধারণ পূর্বক শান্তিলাভ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আত্মাকে লোভমুক্ত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর অনুভূতি ও চিন্তা তাঁর জীবনে যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। সেগুলো পরবর্তীকালের লোকজনের জন্যও দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য।

এমনিভাবে 'উসমান (রা) থেকে সাহিত্যের বহু মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যায়।

---

১. আবূ উবায়দা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ইমরান আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা', পৃ. ২৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় সত্তাকে উদ্দেশ্য করে 'উসমান (রা) একদা বলেন,

وإنك لم يفخر عليك كفاخر

ضعيف، ولم يغلبك مثل مغلب

তুমি তো এমন,

তোমাকে নিয়ে দুর্বল গৌরবকারীর মত কেউ গৌরব করবে না।

আর ব্যাপক বিজয়ীর মত তোমার স্তুতি করা হবে না।

নিজের ভয়াবহ প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করে 'উসমান (রা) স্বগতোক্তি করেন,

ورأيت القوم لا يقصرون دون دمي

বিদ্রোহীরা আমার রক্ত না পেলে ক্ষান্ত হবে না।

এরপর তিনি আরো কবিতা বলেন,

فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي

وإلا فأدركني ولما أمزق - [১]

আমি যদি ভক্ষিতই হয়ে থাকি, তাহলে আমার ভক্ষণকারী হও।

না হয় যখন খন্ড-বিখন্ড করা হবে, তখনই আমাকে পাবে।

এ ধরনের উক্তি ইঙ্গিত করে, 'উসমান (রা) তাঁর শাহাদাত লাভের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ভীতিজনক পরিস্থিতিতেও স্বাভাবিক অথচ মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। এসব নিদর্শন সাহিত্যাঙ্গণে তাঁর ব্যাপক ও সফল পদচারণার প্রমাণ বহন করে।

---

১. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমছাল, মিন কালামি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব হিসেবেও 'উসমান (রা) এর সুখ্যাতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্বাচিত অন্যতম ওহী লিখকও ছিলেন 'উসমান (রা)।[১] তিনি উত্তম রূপে আল-কুরআনকে হিফয করেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তাফসীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন আল-কুরআনের অন্যতম প্রসিদ্ধ সমঝদার। তাঁর থেকে আল-কুরআন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য পাওয়া যায়।[২] উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল,

'উসমান (রা)-এর নিকট 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) আল-কুরআন সংকলনের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-আনফাল ও আত-তাওবাঃ দু'টো পৃথক সূরা না একই সূরা, এ বিষয়ে জানতে চাইলে, 'উসমান (রা) বলেন,

إن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول

রাসূলুল্লাহ (সা)- এর উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে কয়েকবারে একটি সূরা অবতীর্ণ হত। কোন অংশ নাযিল হলেই তিনি তাঁর কাছের কোন একজন 'কাতিব ওহী' ডেকে নিতেন তারপর বলতেন,

ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليهالآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

" এ অংশটিকে এই এই সূরায় লিখে নাও। এর সংশ্লিষ্ট অংশ তিনি উল্লেখ করতেন। আবার অনেকগুলো আয়াত নাযিল হলে, রাসূলুল্লাহ (সা) জানিয়ে দিতেন, এগুলোকে

---

১. মুহাম্মাদ আল-যারকাশী, আল- বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন, ১ম খ. পৃ. ২৪৩।

২. সুয়ূতী, আল- ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, ১ম খ. পৃ. ১৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সূরাতে লিখে নাও। আবার তাঁর উপর মাত্র একটি আয়াত নাযিল হলে, তিনি জানিয়ে দিতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় লিখে নাও।" 'উসমান (রা) আরো বলেন,

وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم -

মদীনা শরীফে অবতারিত সূরাগুলোর মধ্যে 'আল-আনফাল' প্রথম দিকেই অবতারিত। 'আল-বারাআঃ' শেষপর্যায়ে অবতারিত সূরা। তার ঘটনা আল-আনফালের সাথে সদৃশপূর্ণ। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে বলেননি যে, 'আল-আনফাল' সূরা 'আল-বারাআঃ' -এরই অংশ। আমি ধারণা করতাম দু'টো একই সূরা। এজন্য দু'টো সূরাকে পাশাপাশি সংকলন করা হয়েছে। উভয়ের মাঝে পৃথকভাবে بسم الله الرحمن الرحيم লিখা হয়নি।[১]

তহাঁর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে , সূরা আল-আনফাল এবং সূরা আত-তাওবাঃ দু'টো পৃথক সূরা। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ই দু' সূরার মধ্যে بسم الله الرحمن الرحيم লিখতে বলেন নি। তাই সেভাবেই এসূরাদ্বয় সংকলিত হয়েছে। এভাবে 'উসমান (রা) আল-কুরআনের সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কে সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

'উসমান (বা) ছিলেন, সাহাবীগণের মধ্যে ফারাইদ বা উত্তরাধিকার বন্টশ শাস্ত্র সম্পর্কে অন্যতম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং যায়দ (রা) তাঁর খিলাফতকালে এ শাস্ত্রের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের অবদান সম্পর্কে হাদীসবিশারদ ইবন শিহাব আয-যুহরী[২] (র) -এর অভিমত হল,

لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল -'আশারাঃ / ৩৭৬।

২. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহরী আত-তাবি'ঈ। মৃ. ১২৪ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

يعلمها غيرهما [১]

যদি 'উসমান ও যায়দ (রা) আগেই ইন্তেকাল করতেন, তাহলে ফারাইদ সম্পর্কিত জ্ঞান হারিয়ে যেত। মানুষের কাছে এমন যুগ ছিল, যখন তাঁরা দু'জন ছাড়া আর কেউ এ শাস্ত্র ভালভাবে অবহিত ছিলেন না। অর্থাৎ, ফারাইদের ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ তিনি যদি না করে যেতেন, তাহলে শরী'আতের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক জানতে পারত না। যা উম্মতের প্রতি তাঁর বিশেষ ইহসান।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর বাণীর মাধ্যমেও 'উসমান (রা) আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

إن الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها

" আল্লাহ আমার জন্য যমিনকে ভাঁজ করে দিয়েছেন। আমি এর প্রাচ্যাঞ্চল ও পাশ্চাত্যাঞ্চলসমূহ প্রত্যক্ষ করেছি। যতটুকু দেখনো হয়েছে, তন্মধ্যে আমার উম্মতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। "

তারপর 'উসমান (রা) বলেন,

فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان بـه وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا . [২]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্যে কৃতঅঙ্গীকার থেকে আমরা আজ বিচ্যুত, তাই আফসোস! অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন। আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর উপর ও তাঁর রাসূল (সা) -এর উপর পূর্ণ ঈমানের এবং যেভাবে তিনি আমাদের উপর রাযী, সে ভাবে শুকরিয়া আদায় সহ দৃঢ় থাকার জন্য (তাওফীক) প্রার্থনা করছি।"

---

১. দারিমী, আস-সুনান, কিতাবুল-ফারাইদ/ ২৭২৮ ।

২. ইবন কাসীর, আত-তাফসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

'উসমান (রা) কে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের আয়াতে কারীমা নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ـ [১]

" (হে রাসূল সা) যারা আপনার হাতে বায়'আত করে, তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যইতাকে মহাপুরস্কার দেন। " 'উসমান (রা) কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কা'বা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেন, তখন মক্কা শরীফের উপকণ্ঠে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে পৌছলে কাফিরদের পক্ষ হতে বাধা দেওয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমান (রা) কে চিঠিসহ মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ করতে নয়, বরং পবিত্র কা'বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁদের আগমন, তা জানিয়ে এ চিঠি লিখা হয়েছিল। 'উসমান (রা) মক্কায় পৌছে নেতৃস্থানীয় লোকজনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পত্র উপস্থাপন করেন। কাফিরদের পক্ষ হতে বলা হল, আপনি নিজে ইচ্ছা করলে, কা'বা ঘরের যিয়ারত করেতে পারেন। উত্তরে 'উসমান (রা) বললেন,

ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তা করব না। - এরপর কুরায়শ বংশীয় লোকজন তাঁকে আটক করে রাখল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলিমগণের কাছে

---

১. সূরা আল-ফাত্হ : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ পৌঁছল যে, 'উসমান (রা) কে শহীদ করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

لانبرح حتى نناجز القوم

"আমরা সম্প্রদায়ের উপর বদলা না নিয়ে নিবৃত্ত হব না।" এবং সাহাবীগণকে বায়'আত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনি আরো বলেন,

اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله

হে আল্লাহ! 'উসমান তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনেই গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক হাত মুবারক অন্যটির উপর রেখে 'উসমান (রা) -এর পক্ষে শপথ নিলেন। সেখানে তাঁরা আমৃত্যু লড়ার এবং পালিয়ে না যাওয়ার শপথ নিলেন। কাফিররা এ দৃঢ়তা সম্পর্কে জেনে ভড়কে গেল এবং 'উসমান (রা) কে মুক্ত করে তাদের সাথে এনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিল। তারপর সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) ৯ম হিজরী সনে তাবূক যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে যখন সাহাবীদেরকে দান করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন, সাহাবীগণ সাধ্যমত দান করছিলেন, তখন 'উসমান (রা) বলেছিলেন, يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! যার যুদ্ধ সামগ্রী নেই, তাকে তা প্রদান করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এরপর তাঁর প্রশংসায় এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم -[২]

" যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা

---

১. ইবন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল-'আযীম, ৪র্থ খ. পৃ. ১৮৮।

২. সূরা আল-বাকারাঃ ঃ ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" এ আয়াতে কারীমাও 'উসমান (রা) কে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেও 'উসমান (রা) তাফসীর শিখেছেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাফসীর করেছেন, যা মানুষের জন্য উপকারী। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'উসমান (রা) বলেন,

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل

পরাক্রমশালী মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী,

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ـ [২]

"আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর কুঞ্জী তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" –সম্পর্কে নবী করীম (সা) কে আমি জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يا عثمان لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك،

'উসমান ! তুমি আমার কাছে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, যে সম্পর্কে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। مقاليد السموات والأرض অর্থাৎ আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর কুঞ্জী হল,

: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والأخر والظاهر والباطن، يحي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير،

---

১. কুরতবী, আল-জামি' লি আহকামিল- কুরআন, ৩য় খ. পৃ. ৩০৩।

২. সূরা যুমার ঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ পবিত্রময়, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনি আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, তিনিই জীবন প্রদান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব কখনই তাঁর মৃত্যু নেই, তাঁরই কর্তৃত্বে কল্যাণ, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" -তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

يا عثمان من قالها في كل يوم مائة مرة أعطي بها عشر خصال، [১]

ওহে 'উসমান কোন ব্যক্তি যদি এ বাক্য প্রতিদিন একশত বার পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০টি উত্তম স্বভাব প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমান (রা) কে বিশেষভাবে বলেন,

يا عثمان إن استطعت فلا تفوتك يوما من الدهر تفز مع الفائزين،

ওহে 'উসমান, তুমি যদি সক্ষম হও, তাহলে যুগের মাঝে একদিন তুমি এ দু'আ পাঠ ছাড়বে না। তাহলে তুমি সফলতালাভকারীদের অন্যতম সফল হিসেবে পরিগণিত হবে।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, একদা 'উসমান (রা) কে مقاليد السموات والأرض সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, مقاليد السموات হল : سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، এবং والأرض হল, ولا حول ولا قوة إلا بالله كنوز العرش আরশের ভান্ডার। ارتضاه لنفسه وملائكته وأنبيائه ورسله وصالح خلقه অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য তা পছন্দ করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের (আ) জন্য, নবীগণের (আ) জন্য, রাসূলগণের (আ) জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার ভালদের জন্য তা পছন্দ করেছেন। [২]

---

১. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল-'উম্মাল, সূরা যুমার / ৪৫৮২ ।

২. প্রাগুক্ত / ৪৫৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে 'উসমান (রা) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের মাধ্যমে তিনি ইসলামের নানা বিষয় সম্পর্কে সহজে মানুষকে জানিয়েছেন। যেমন,

'উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة .[১]

যে ব্যক্তি 'ইশার জামাআতে উপস্থিত হল সে যেন অর্ধেক রাত ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটাল এবং যে 'ইশা এবং ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন সারা রাত 'ইবাদাতে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করল।

'উসমান (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة .[২]

যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনুরূপ ঘর জান্নাতে তৈরী করেন।

'উসমান (রা) আরো বর্ণনা করেছেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:

নবী করীম (সা) যখন কোন মৃতের দাফন কার্য সম্পন্ন করতেন, তার কাছে অবস্থান নিতেন তারপর বলতেন,

---

১. তিরমিযী, আস-সুনান, বাবু মা জাআ ফী ফাদলিল-'ইশা' ওয়াল-ফাজরি ফীল জামা'আতি/২২১।

২. প্রাগুক্ত, বাবু মা জাআ ফী ফাদলি বুনয়ানিল মাসজিদ/৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يسأل" [১]

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর, তার জন্য দৃঢ়তার প্রার্থনা কর। কেননা, এখন সে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)- এর সুন্নাতের বাস্তব অনুসারী ছিলেন 'উসমান (রা)। তিনি ভাষণেও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। যাতে মানুষ অসতর্ক হয়ে না যায়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, খুতবাঃ প্রদানকালে একদা তিনি উল্লেখ করেন,

إذا قامت الصلاة، فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة

সালাত যখন দাঁড়িয়ে যাবে, তখন তোমরা সারিগুলো সোজা করে নেবে। কাঁধসমূহ দেখে তোমরা মিলিয়ে নেবে। কেননা, সারিগুলো সোজা হওয়া সালাত পূর্ণ হওয়ার শর্ত।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فيخبرونه أن قد استوت فيكبر

তিনি যাদের সারি সোজা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা এসে তাঁকে অবহিত না করা পর্যন্ত তিনি সালাতের প্রথম তাকবীর ধ্বনি করতেন না। তারা এসে বলত, কাতারগুলো সোজা হয়েছে, তারপর তিনি তাকবীর বলতেন। [২]

এমনিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর এসব সাহিত্য কীর্তি অমর হয়ে রয়েছে এবং এসবের মাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে।

---

১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, বাবুল ইসতিগফারি 'ইনদাল-কাবরি লিল-মায়্যিতি ফী ওয়াক্তিল-ইনসিরাফি/ ৩২২১।

২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, বাবু তাসভিয়াতিস-সুফূফ/ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

পঞ্চম অধ্যায়

খলীফা 'আলী (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

খলীফা 'আলী (রা) ঃ পরিচয় ও সাহিত্য

ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী ইব্ন আবী তালিব ('আবদি মানাফ) ইব্ন 'আব্দিল মুত্তালিব (শায়বাঃ) ইবন হাশিম ('আমর) ইবন 'আবদি মানাফ ইব্ন কুসায় (যায়দ)। তাঁর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ এবং তাঁর উপনাম ছিল, আবুল হাসান এবং আবূ তুরাব (রা)।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নবুওয়্যাত প্রকাশের ১০ বছর পূর্বে তথা হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে, ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীর প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে 'আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবূ তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) -এর চাচা, যাঁর নিকট তিনি শৈশবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনত আসাদ ইবন হাশিম সাহাবীয়া ছিলেন। ফাতিমা (রা) ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা শরীফে হিজরত করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতী করেছিলেন।[২]

'আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী গঠনের, প্রশস্ত বক্ষ ও সুঠাম দেহের অধিকারী। শেষ বয়সে তাঁর চুল, দাঁড়ি ছিল উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের।[৩]

তিনি শৈশবকাল পিতামাতার সন্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। তারপর বাল্যকালে রাসূলুল্লাহ (সা) এর গৃহে তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিজের কাছে রাখতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এরূপে তাঁর সৌভাগ্যের শুভ সূচনা ঘটে। জাহিলী যুগেও 'আলী (রা) কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি।

---

১. আবূ বকর 'আমর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ১ম খ. পৃ. ১৩৫।

২. আহমাদ ইবন হানবাল, ফাদাইলুস-সাহাবাঃ, ২য় খ, পৃ. ৯৩২-৯৩৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকের কোন কুপ্রথা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি।[১] ইসলামের সূচনালগ্নেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর আহ্বানের সাথে সাথে 'আলী (রা) সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[২] ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। তথাপিও কখনই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ছেড়ে কোথাও যেতেন না। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুসরণ করে চলতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)ও তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। এমনকি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা) কে ২য় হিজরী সনের সফর মাসে বিয়ে দিয়েছিলেন। ফাতিমাতুয - যুহরা (রা) কে 'আলী (রা) যিলহাজ্জ মাসের ২২ তারিখে স্বীয় গৃহে তুলে নেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রিয় দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকগণের সর্দার হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) ছিলেন তাঁদেরই সন্তান।[৩]

কিংবদন্তী বীরপুরুষ, অতুলনীয় বাগ্মী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিপাহসালার, মহান ব্যক্তিত্ব 'আলী (রা) ছিলেন সাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। ইসলামে তাঁর অবদান অত্যন্ত ব্যাপক। হিজরতের মুহূর্তে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় রেখে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'আলী (রা) পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালন করে কুবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে মদীনা শরীফে পৌছেন।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা শরীফে সাহল ইবন সা'দ নামক আনসার সাহাবীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে দেন।[৫]

---

১. 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, 'আবকারিয়্যাতুল ইমাম 'আলী, পৃ. ৪৩।

২. বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১ম খ. পৃ. ১১৪।

৩.আবূ জা'ফর আত-তাবারী, যাখাইরুল-'উকবা ফী মানাকিবি যাওয়িল কুরবা, ১ম খ. ২৭ পৃ।

৪. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়াননিহায়াঃ, ৩য় খ. পৃ. ১৯৭।

৫. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৩য় খ. পৃ.২২।

Dhaka University Institutional Repository

২য় হিজরী সনের ১৭ ই রমযান অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধে আলী (রা) অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের প্রথমেই তিনি প্রতিপক্ষের যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং সর্বাত্মক যুদ্ধে মুশরিকদেরকে পরাস্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে একটি লৌহ বর্ম, একটি উট ও "যুল-ফিকার" তলোয়ার প্রদান করেন।[১]

৩য় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত উহুদের যুদ্ধেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বি যোদ্ধাকে পরাস্ত করেন এবং বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ যুদ্ধে 'আলী (রা) -এর ডান বাহু মারাত্মক ভাবে রক্তাক্ত হয়েছিল। তিনি পতাকাবাহীও ছিলেন। সেদিন তিনি বিপুল বিক্রমে বহু মুশরিক নিধন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র মুখন্ডলের রক্ত মুবারক স্বীয় জিহ্বা দিয়ে চুষেছিলেন।[২]

৫ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) -এর নেতৃত্বে একশত সৈন্য প্রেরণ করেন অবাধ্য বানু সা'দকে শায়েস্তা করারা উদ্দেশ্যে। 'আলী (রা) তাদেরকে পরাস্ত করে প্রচুর গণীমত সহ প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছরই খন্দকের যুদ্ধে 'আলী (রা)-এর যুদ্ধ কুশলতা এবং শৌর্য বীর্য অনন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছিল।[৩]

৬ষ্ঠ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নির্দেশে 'আলী (রা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৪]

৭ম হিজরী সনে খায়বার স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নির্দেশক্রমে 'আলী (রা) অবাধ্য য়াহূদীদের অহংকারকে ধূলিসাত করে দেন। তিনি প্রথমেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের

---

১. ইব্ন কাসীর , আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৩য় খ. পৃ.২৭২-৭৪ এবং ইব্ন হিশাম, সীরাত, ১ম খ. পৃ. ৪৪৩।

২. ইব্ন হিশাম, আস-সীরাত, ১ম খ. পৃ. ৫৭৫।

৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬।

৪.ইব্ন কাসীর , আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪র্থ খ. পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত বীরকে হত্যা করেন এবং অভূতপূর্ব সাহসিকতায় খায়বার এর দূর্ভেদ্য 'কামূস' দুর্গ জয় করেন। [১] এক য়াহুদীর আঘাতে 'আলী (রা) -এর ঢাল পড়ে গেলে, তিনি তখন দুর্গের একটি দরজাকেই ঢাল হিসেবে তুলে নেন। আল্লাহ খায়বারের বিজয় দান করা পর্যন্ত ঢালটি তাঁর হাতেই ছিল। যুদ্ধ শেষ হলে, আটজন সাহাবী মিলে দরজাটি সরাতে চেয়েও ব্যর্থ হন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি প্রদান করেন। [২]

৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের প্রক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নির্দেশে গুপ্ত চিঠি বহন কারীনীকে 'রওযাতু খাখ' নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দরবারে উপস্থিত করেন।[৩] বায়তুল্লাহ শরীফে স্থাপিত একটি পিতলের মূর্তি ভাঙ্গবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) কে স্বীয় পবিত্র কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বর্ণনা করেছেন,

انطلقت أنا والنبي عليه السلام حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله

আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হলাম। আমরা কা'বা শরীফে পৌছলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, اجلس وصعد على منكبي!

তুমি বস এবং আমার কাঁধে আরোহণ কর। 'আলী (রা) বলেন,

فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله وقال لي

আমি তাঁর উপর উঠতে চেষ্টা করে পারছিলাম না, দেখে তিনি (সা) ঝুঁকলেন এবং আমার উঠার সুবিধার্থে বসলেন। তারপর বললেন, اصعد على منكبي, আমার কাঁধে উঠ। এরপরের ঘটনা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেন,

---

১. ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, ১ম খ . পৃ. ৭৬২।

২. আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ২২৫।

৩.ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

فصعدت على منكبيه قال فنهض بي فإنه ليخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه قال لي رسول الله

আমি তারপর তাঁর কাঁধে আরোহণ করলাম। আমার তখন মনে হল, আমি যদি ইচ্ছা করি, আকাশকেও ধরতে পারব। আমি এরপর কা'বাঘরের চূড়ায় উঠলাম। সেখানে হলুদ রংয়ের এবং পিতলের মূর্তি ছিল। আমি সেগুলোকে তাঁর ডানে এবং বামে সামনে, পিছনে নিক্ষেপ করতে লাগলাম। এমনকি একসময় আমি সেসবগুলো ফেলে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, اقذف به এগুলোতে আঘাত কর।

'আলী (রা) বলেন,

فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

আমি আঘাত করলে এগুলো এমনিভাবে ভেঙ্গে গেল, যেমনিভাবে কাঁচ ভেঙ্গে যায়। তারপর আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করলাম। [১]

৯ম হিজরী সনে তাবূকের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) কে মদীনা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। সেবছরই আবূ বকর (রা) -এর পর 'আলী (রা) কে বিশেষ নির্দেশিকা সহ মক্কা শরীফে হজ্জের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তখন অবতারিত আল-কুরআনের সূরা তাওবাঃ -এর আয়াতে কারীমাগুলো প্রচারের দায়িত্ব প্রদান করেন।

১০ম হিজরী সনের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) কে য়ামানে বিচারক ও প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। 'আলী (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

بعثني رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء ـ

---

১. আবুল ফারাজ, সাফওয়াতুস-সাফাওয়া, ১ম খ. পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) য়ামান অভিমুখে প্রেরণ করার সময়ে আমি ছিলাম কম বয়সের। তাই আমি তাঁর নিকট নিবেদন করলাম, আপনি আমাকে এমন সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাচ্ছেন, তাদের সেখানে নানা ঘটনা ঘটবে, আমি তো বিচার কার্য সম্পর্কে অবহিত নই, কিভাবে ফয়সালা করব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك

"আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমার জিহ্বাকে সুপথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার অন্তরকে দৃঢ় রাখবেন।" - এরপর 'আলী (রা) বর্ণনা করেছেন,

فما شككت في قضاء بين اثنين بعد - "তখন থেকে দু'জনের কোন বিষয়ে ফায়সালা করতে আমি কখনও কোনরূপ সংশয়ে পতিত হইনি।" [১]

বিদায় হজ্জে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে মিলিত হন। হাজ্জ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) একশটি উট কুরবানী করার জন্য আনয়ন করেন। তন্মধ্যে ৬৩ টি তিনি নিজে কুরবানী করেন এবং অবশিষ্টগুলো 'আলী (রা) কে কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। [২]

হাজ্জ শেষে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী 'গাদীরেখুম' নামক স্থানে ভাষণ প্রদান কালে 'আলী (রা) -এর সম্পর্কে বলেন, من كنت له مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه - "আমি যার অভিভাবক, 'আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ! যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে, আপনিও তার বন্ধু হোন এবং যে তার সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আপনিও তার শত্রু হোন।" [৩] - এতে বুঝা যায় আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 'আলী (রা) কত অধিক প্রিয় ছিলেন।

---

১. বুখারী, আস-সহীহ, আল-মানাকিব/৩৪৩০।

২. বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, পৃ. ৮২৬।

৩. আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪র্থ খ. পৃ. ৪১৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাতের পূর্বে অসুস্থাবস্থায় 'আলী (রা) ও 'আব্বাস (রা) -এর কাঁধে ভর করে মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের জন্য গিয়েছিলেন। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর 'আলী (রা) তাঁকে গোসল প্রদান করেন এবং রওযা মুবারককে দাফন করেছিলেন। [২]

এমনিভাবে 'আলী (রা)-এর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে 'আলী (রা) প্রথমে ফাতিমাঃ বিনতু রাসূলিল্লাহ (সা) কে প্রথমে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্যন্ত প্রিয় দৌহিত্র, জান্নাতে যুবকগণের সর্দার, হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) তাঁরই সন্তান। যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا [৩]

" নিশ্চয়ই হাসান ও হুসায়ন তারা উভয়ে দুনিয়াতে আমার সুঘ্রাণ স্বরূপ। "

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের ৬ মাস পর ফাতিমাঃ (রা) ইন্তেকাল করেন। তারপর 'আলী আরো কয়েকজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সর্বমোট ১৪ জন ছেলে এবং ১৯ জন মেয়ে ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ-

হাসান, হুসায়ন, যায়নাব আল-কুবরা, উম্মু কুলসূম আল-কুবরা, উবায়দুল্লাহ, আবূ বকর মুহাম্মাদ আল-আকবার-ইবনুল-হানাফিয়্যাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। 'আব্বাস আল-আকবার, 'উসমান, জা'ফার, 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ আল-আসগার, য়াহয়া, 'আওন, 'উমার আল-আকবার রুকায়্যা, মুহাম্মাদ আল-আওসাত, উম্মুল হাসান, রামলাঃ আল-কুবরা, উম্মু হানী', মায়মূনা, যায়নাব আস-সুগরা, রামলাঃ

---

১. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল আযান/ ৬৪৬।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) -এর চাচাতো ভাই ফদ্বল ইবন 'আব্বাস এবং পালকপুত্র যায়দ তনয় উসামাঃ (রা) 'আলী (রা) এর সাথেঅংশ্রগহণ করেছিলেন। আবূ দাউদ, আস- সুনান, কিতাবুল-জানাইয/২৭৯৪।

৩. তিরমিযী , আস-সুনান, মানাকিব/ ৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আস-সুগরা, উম্মু কুলসূম আস-সুগরা, ফাতিমা, উমামাহ, খাদীজা, উম্মুল কিরাম, উম্মু সালমা, উম্মু জা'ফর, জুমানা, নাফীসা (রা) এবং অপর এক ছোট এক মেয়ে, যিনি শৈশবে ইন্তেকাল করেন।[১]

পারিবারিক জীবনে 'আলী (রা) অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আরবের সেরা বীরপুরুষ, সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী এবং ধনসম্পদ সংগ্রহের বিশেষ সুযোগ পেয়েও 'আলী (রা) সহজ-সরল ও অনাড়ম্বরভাবে দিন কাটাতেন। উত্তম কোন খাদ্য এমনকি, লবন, খেজুর, দুধ এবং গোশতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর পসন্দনীয় খাবার ছিল যবের শুকনো রুটি। তিনি মোটা সুতীর জামা এবং অনুরূপ আবা ও পাগড়ী পরিধান করতেন। কিন্তু অধীনস্থ চাকর-বাকর ও কর্মচারীদেরকে উত্তম পোষাক পরিধান করাইতেন। দাস-দাসী কিনে স্বাধীন করে দিতেন। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, কুয়া খনন, পানি উঠানো, ফসল দেখাশুনা এবং অন্যান্য পরিশ্রমের কাজ করতেন। তিনি বাজারে যেতেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতেন। তিনি অনর্থক ভিক্ষাবৃত্তিকে মোটেই পন্দ করতেন না। একবার জনৈক ভিক্ষুককে আরাফার মাঠে হাজ্জের সময়ে ভিক্ষা করতে দেখে তিনি তাকে ধমক দেন এবং বলেন, "আফসোস! আজকের পবিত্র দিনে তুমি আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের নিকট হাত পাতলে? " অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সাথে তিনি উঠাবসা করতেন এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।[২]

'উমর ইব্ন আব্দিল 'আযীয (র. মৃ.১০১ হি.) -এর মতে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ যাহিদ হলেন, 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রা)।[৩]

---

১. আবুল ফারাজ, সাফওয়াতুস-সাফাওয়া, ১ম খ. পৃ. ৩০৪।

২. আবূ 'আমর আহমাদ আল-কুরতবী, আল-ইকদুল-ফারীদ, ১ম খ. পৃ. ২৫৭।

৩. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৮ম খ. পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) সম্পর্কে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

يا أيها الناس أوصيكم بحب أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فانه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ـ [১]

"ওহে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আমার ভাই এবং চাচার ছেলে 'আলী (রা) কে ভালবাসার। কেননা, মুমিন ছাড়া অন্যরা তাকে ভালবাসবে না। আর মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে না।"

'আলী (রা) স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,

أنا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ ـ [২]

আমি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল (সা) -এর ভাই, আমি সদা সত্যবাদী, মিথ্যাবাদীরা ছাড়া কেউ আমার নামে কোন অপবাদ দিবে না। আমি অন্যান্য মানুষের আগে, সাত বছর বয়স হতে সালাত আদায় করেছি।

আল-কুরআন ও আল-হাদীস ছিল 'আলী (রা) -এর নিত্যসাথী। এপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'আলী (রা) একদা মিম্বারের উপর আরোহন পূর্বক বললেন,

وَاللهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةٌ بِسَيْفِهِ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ [৩]

আল্লাহর শপথ! আমাদের কাছে তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করার আল্লাহর কিতাব এবং এই ছোট বইটি আছে। এটি ছিল তাঁর তরবারীর সাথে ঝুলন্ত। তিনি আরো বলেন, আমি এটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি।

---

১. যাখাইরুল 'উকবা' ফী মানাকিবি যাভিল কুরবা', ১ম খ. পৃ. ৯১।

২. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, মুকাদ্দিমাঃ / ১১৭।

৩. আহমাদ, মুসনাদ, মানাকিব/৭৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) ছিলেন অনেকগুলো গুণের অধিকারী। যা আর কারো মাঝে পাওয়া যায় না। রাসূলে করীম (সা) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনার ব্যাপারে যে কয়জন সাহাবী (রা) এর নাম উল্লেখ রয়েছে, তন্মধ্যে ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত অভিমত হল, 'আলী (রা) ই বালকগণের মধ্যে প্রথম ঈমান আনয়ন করেন।[১]

তিনি শৈশব কাল থেকেই মক্কা শরীফে রাসূলে আকরাম (সা) এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতেও তিনি যেহেতু নবী করীম (সা) এর কাছেই সর্বক্ষণ থাকতেন, তাই পরামর্শ সভা, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাপনা, কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত, বিতর্ক বৈঠক, নানাগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নুবুওওয়াত প্রকাশের পূর্বে প্রাথমিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত, আল্লাহর ইবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষভাবে 'আলী (রা) অবলোকন করেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই নবী করীম (সা) এর সর্বাধিক স্নেহ এবং একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত আর কারো মাঝে পাওয়া যায় না। নবী করীম (সা) এর সাথে তিনি অনেক সময় ইবাদাতেও অংশগ্রহণ করতেন।[২]

নুবুওয়্যাত প্রকাশের পরও রাসূলুল্লাহ (সা) তিন বৎসর প্রকাশ্যে দাওয়াত কার্য শুরু করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকাশ্যে দীন প্রচারের নির্দেশ প্রাপ্ত হলে, সাফা পর্বতে আরোহন পূর্বক স্বীয় গোত্রের বিপুল জনতার নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। প্রায় চল্লিশ জন লোক এতে যোগদান করেছিল। কুরায়শ বংশের প্রভাবশালী প্রায় সব ক'জন সর্দার উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম (সা) এর ভাষণ শেষে সর্বপ্রথম 'আলী (রা) এর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠে। তিনি বলতে থাকেন, "বয়সে আমি ছোট। আমার দৈহিক অক্ষমতাও বর্ণনাতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি

১. বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, ১ম খ. পৃ. ১১৪।

২. তিরমিযী, আস-সুনান, মানাকিব/৩৬৬১।

Dhaka University Institutional Repository

এই মহান কাজে আপনার সঙ্গী, চির সহচর ও প্রাণ-পণ সাহায্যকারী হয়ে থাকব।" এই কথা শুনে রাসলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।[১]

হিজরতের প্রাক্কালে কাফির নেতাদের পরামর্শক্রমে প্রত্যেক গোত্র হতে বাছাইকৃত শক্তিশালী ১০০ যুবক রাসলুল্লাহ (সা) এর ঘরকে ঘেরাও করে রইল। তারা নাঙ্গা তরবারী নিয়ে তাঁর বাইরে আসার অপেক্ষা করতেছিল। এদিকে আলী (রা) কে স্বীয় শয্যায় রেখে তিনি সকলের চোখের সামনে দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা তা দেখেতে পায়নি। এটাও ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মু'জিযাঃ। প্রত্যুষে একযোগে তাঁর ঘরে তারা প্রবেশ করে বিছানায় শায়িত দেখল, 'আলী (রা) কে। তাঁকে দেখে সকলেই বিস্মিত হল এবং তাদের মিশন ব্যর্থতার যাতনায় হতাশ হল। তাদের মিশন ব্যর্থ হওয়ায় তারা মর্মাহত ও হতাশ হল। এ ভয়াবহ মুহূর্তেও তিনি একান্ত অবিচল ছিলেন।[২] হিজরতের পরও 'আলী (রা) মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর নির্মান সহ ইসলামের প্রত্যেকটি কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আলী (রা) অসাধারণ যুহদ, কৃচ্ছতা এবং পরহেজগারী ও দীনী কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে রূঢ়তা, রুক্ষতা, অপ্রসন্নতা ও বদমেজাজীর কোন স্থান ছিল না। বরং তিনি ছিলেন, দয়ার্দ্র ও সুপ্রসন্ন চিত্ত, মানুষের সাথে উত্তম আচরণকারী। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়, "তিনি ছিলেন, সুদর্শন ও সুস্মিত এবং কোমল পদক্ষেপে মাটিতে চলাচলকারী।"[৩]

---

১. আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল-'আশারাঃ / ১৩০০।

ও আবুল হাসান 'আলী, হযরত 'আলী, পৃ. ২১০-২১১।

২. আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদু বানী হাশিম /৩০৮১।

৩. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ. পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী 'আলী (রা) কে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি প্রদান করেন। আবার সুবিচারের জন্য তিনি 'শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' মর্যাদায়ও ভূষিত করেন। সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। 'আলী (রা) জিহাদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের সাথে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর থেকে মারিফাত রচনার দ্বার উন্মোচন করেন তিনি। তাসাউউফের তরীকাসমূহের মূল উৎস 'আলী। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তিনি অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার সরাসরি লাভ করেছিলেন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং আল্লাহর প্রেমে কখনো কখনো সংজ্ঞা হারাতেন। আল-কুরআন নাযিলের ক্রমধারা অনুসারে তিনি আয়াতসমূহ সংকলন করেছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের পর খলীফাগণের সময়ে 'আলী (রা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। তাঁদের সময়ে মজলিশে শূরা'র তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। খলীফা'গণ (রা) তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিশেষত, বিচার ও শাসন ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। 'উসমান (রা) -এর শাহাদাতের পর, 'আলী (রা) নিভৃত জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীগণের একান্ত অনুরোধে 'আলী (রা)'খলীফার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন।[২]

'উসমান (রা) ৩৫ হিজরী সনের যিল হাজ্জ মাসের ৪ তারিখ জুম'আর দিন শাহাদাত লাভের পর 'আলী (রা) ইসলামের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি , ন্যায়পরায়ণতা ও গভীর প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ. পৃ. ৬০।

২. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল, ৪ বছর ৯ মাস এবং কয়েক দিন।[১]

অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে 'আলী (রা) খিলাফত পরিচালনা করেন এবং উদ্ভূত ভয়াবহ অবস্থার মুকাবিলা করতে থাকেন। 'আলী (রা) কূফা শহরকে তাঁর খিলাফতের কেন্দ্র ও রাজধানীরূপে নির্বাচিত করেন। কূফাকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় সামরিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক কর্মকান্ড এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন হত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রিয় হিজরতভূমিকে সামরিক সংঘাত ও আত্মকলহ হতে পবিত্র রাখার জন্য এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি মদীনাতুর রাসূল (সা) হতে রাজধানীকে কূফায় স্থানান্তরিত করেন। বিদগ্ধ গবেষক 'আব্বাস[২] অবশ্য এর পিছনে ভৌগলিক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে 'আলী (রা) তৎকালীন বিশ্ব নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কূফাকে রাজধানী মনোনীত করে বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, কূফা ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র ও তৎকালীন সকল জাতির মিলন ক্ষেত্র। ভারত, পারস্য, য়ামান, ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে ব্যবসা বাণিজ্যের সেতুবন্ধন ছিল কূফা। আবার এ এলাকটি ছিল আরবীয় সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র। যেখানে ভাষা, সাহিত্য, কিরাআত, বংশবিদ্যা, বিভিন্ন ধারার কাব্যচর্চা এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। তাই শাসন পরিচালনা ও জ্ঞান প্রসারের সুবিধার্থে কূফাকে কেন্দ্র নির্বাচন করা ছিল যথাযথ।[৩]

খিলাফতের দায়িত্ব পেয়েও 'আলী (রা) নবী করীম (সা) এর পবিত্র বাণীর ই পূর্ণ অনুসরণ করে চলতেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবন রাজীন (রা) বর্ণনা করেন,

---

১. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ. ৬০ পৃ।

২.'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত। রাসূলুল্লাহ (সা) ও বিশিষ্ট সাহাবীগণের জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সমালোচনা সাহিত্যেও তাঁর অবদান ব্যাপক।

৩. 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ , আল-আবকারিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৯৫২।

Dhaka University Institutional Repository

একবার আমরা 'আলী (রা) -এর নিকট গমন করি। তিনি আমাদের সামনে 'খাযবারা' নামক সাধারণ কিছু নাস্তা পেশ করলেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। সুস্বাদু কোন খাদ্যের ব্যবস্থা করলে ভাল হত। কেননা, আল্লাহ তো প্রাচুর্য দান করেছেন। তিনি বললেন, হে ইবন রাযীন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

لا يحل للخليفة من مال الله الا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين الناس -

" খলীফার জন্য বায়তুল মাল হতে দু'টি পেয়ালার অধিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। একটিতে তিনি ও তার পরিবার আহার করবেন আর অপরটি আপ্যায়নের জন্য মানুষের সামনে পেশ করবেন। " – দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত সাধাসিদা চালচলন কে তিনি পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, একবার 'আলী (রা) একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। আবার এ পোষাকেও তালি ছিল। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, " আমি এ দু'টি পোষাক এ জন্য পরিধান করি, যাতে আমি নিজকে অহংকার হতে দূরে রাখতে পারি, সালাতের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে পারি এবং মু'মিনগণের জন্য যাতে আদর্শ হতে পারি। " - একবার খলীফা 'আলী (রা) তাঁর তরবারী নিয়ে বাজারে গেলেন এবং আওয়াজ করলেন, আমার এ তরবারীখানা কে কিনবে? লুঙ্গি কেনার মত চারটি দিরহাম থাকলে আমি এই তরবারীটি বিক্রয় করতাম না।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর ইসলামের ইতিহাসে যে ক'জন মহান ব্যক্তিত্ব বিগত হয়েছেন, তাদের অনুভূতি, মনোভাব, প্রবণতা, স্বভাব-প্রকৃতি ও যোগ্যতার পূর্ণ প্রতিফলন যাই কিছু পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'আলী (রা) এর সম্পর্কিত বিবরণেরই

---

১. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৮ম খ. পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধ্যান্য প্রতিভাত হয়। আলী (রা) ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী, বিচক্ষণ দূরদর্শী ও একনিষ্ঠ মুত্তাকী।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে ধর্ম বিষয়ক বিতর্কের জন্য যারা আসত, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) এর কাছে পাঠাতেন। তিনি ধৈর্য্য না হারিয়ে ইসলাম সম্পর্কে নানারূপ উক্তি শুনতেন এবং যুক্তি দিয়ে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করতেন। একাবার এক নাস্তিক তাঁর সাথে তর্ক করতে আসে । কিছুতেই সে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করছিল না। আলী (রা) তার অজ্ঞতা বুঝতে পারলেন এবং সহজ করে বললেন, " তোমার কথামত যদি আখিরাত, হিসাব, প্রতিদান এগুলো নাও মানা হয়, কিন্তু আমি যে নামায, রোযা, ইবাদাত আদায় করি, তাতে আমার তো কোন অসুবিধা হয় না। আমি আর তুমি সকলেই তো মরে যাব। ইবাদতের কারণে আমার তো কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যুক্তির খাতিরে তুমি যদি মান যে আখিরাত আছে, হিসাব - নিকাশ , প্রতিদান আছে। তুমি যদি ধর্ম না মান, তাহলে তোমার সেদিন কি অবস্থা হবে ? তাহলে তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? " - নাস্তিকটি তখন আর কোন কথা বলতে পারল না।[২]

ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনে খলীফা জনগণের খাদিম। যে খিলাফত জনগণের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না, সে সরকার ইসলামী সরকার হতে পারে না। আলী (রা) এর জীবনযাত্রায় জনগণের শান্তির বিষয়টিই প্রাধ্যান্য পেয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর চেয়ে তাঁর ভৃত্যের অনেক বেশী আড়ম্বর ছিল। নিজকে দরিদ্রদের মত পোষাক পরিধানে এবং সাধারণ খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত করেছিলেন।[৩]

---

১. আবুল হাসান আলী, হযরত আলী, পৃ. ২১১ ।

২. আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশিদা, পৃ. ৫২২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪-৫১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আবূ নাঈম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যাকে 'আলী (রা) 'আকবরা' নামক অঞ্চলের গভর্ণরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একদা আলী (রা)তাকে যোহরের সময় আসতে বললেন। তারপর তিনি যথাসময়ে এসে দেখলেন, সেখানে কোন দারোয়ান নেই। 'আলী তখন বসাবস্থায় আর তাঁর সামনে একটি পেয়ালা এবং পানির মশক ছিল। তিনি একটি মোহরাংকিত থলে আনালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়ত কোন হীরা জহরতের থলে হবে। তিনি থলের মোহর ভাঙ্গলে দেখা গেলে, এতে ছাতু রয়েছে। তারপর ছাতু ঢেলে তিনি পেয়ালায় রাখলেন এবং পানি মিশিয়ে শরবত বানিয়ে নিজেও পান করলেন এবং আমাকেও পান করতে দিলেন। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি তাঁকে বললাম, ইরাকে তো খাবারের কোন অভাব নেই। হে আমীরুল মু'মিনীন, কেন আপনি এরূপ কৃচ্ছতা অবলম্বন করছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! কৃপণতা বশত আমি এতে মোহরাংকিত করিনি। তবে আমি আমার প্রয়োজন মত খরিদ করে থাকি। এখন আমার আশংকা হয় যে, এটা শেষ হয়ে গেলে অন্য কিছু দিয়ে খাবার বানানো হবে। আমার সাবধানতার একটা কারণ হল, হালাল ছাড়া অন্য কোন খাবার আমার উদরে প্রবেশ করুক, এটা আমি চাইনা।[১]

সম্পদে ও পানাহারে কৃচ্ছতা অবলম্বনের চেয়ে কঠিন কাজ হল, শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ক্ষমতার বিন্দুমাত্র প্রদর্শন না করা। একজন সাধারণ অমুসলমান বাদীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিচারকের বিচার এবং শরীয়তের ফায়সালা অম্লান বদনে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় আলী (রা) এর আলোচ্যগুণ ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে ঃ-

---

১. হুলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খ, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) একটি বর্ম হারিয়ে গেল।[১] তারপর সেটি এক খৃষ্টানের কাছে পাওয়া গেল। খলীফা আলী (রা) তার বর্ম পাওয়ার জন্য বিচারকের দ্বারস্থ হলেন। বিচারক ছিলেন, শুরায়হ নামক ব্যক্তি। আলী (রা) পক্ষে তাঁর ছেলে হাসান (রা) এবং আযাদকৃত দাস কম্বর সাক্ষ্য প্রদান করলেন। কাযী শুরায়হ বললেন, পিতার ব্যাপারে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, এটি আমি আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। এদিকে আলী (রা) আর সাক্ষ্য আনলেন না। বরং বিচার মেনে চলে যাচ্ছিলেন। তা দেখে খৃষ্টান লোকটি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মু'মিনীন আপনি সত্যই বলেছেন। এ বর্মটির প্রকৃত মালিক আপনিই। আপনি অবশ্যই সত্যবাদী। আপনার এক উটের পিঠ হতে পড়ে গিয়েছিল, আর আমি তা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। ইসলামের বিচার ব্যবস্থা এতই সুন্দর! তারপর সে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর আলী (রা) এ বর্ম টি উক্ত নওমুসলিমকে দান করলেন এবং অতিরিক্ত সাতশত দিরহাম তাকে প্রদান করলেন।[২]

খিলাফত লাভের পর 'আলী (রা) এর নিকট মুসলিমগণ বায়'আত গ্রহণ করছিলেন, তখন 'আবদুর রহমান ইবন মুলজিম নামক এক পাপিষ্ঠ আগমন করলে, তিনি তাকে পরপর দু'বার ফিরিয়ে দেন। যেহেতু তিনি জানতেন, সেই তাঁকে শহীদ করবে। এরপর সে আবার আসলে, তিনি (স্বীয় দাঁড়ির প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, সবচেয়ে অধমকে এটি রঞ্জিত করতে কে বাধা দিল। অর্থাৎ এ ব্যক্তি তাঁকে শহীদ

---

১. ৩৮ হি সনে জামাল যুদ্ধের দিন এ ঘটনাটি ঘটেছিল।

২. আলাউদ্দীন আল-মুত্তকী, কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খ, পৃ. ৬।

এই নও মুসলিম আলী (রা) এর সাথেই ছিলেন এবং ৪০ হি. সনে অনুষ্ঠিত সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

করবে। এরপর তিনি দু' টো শ্লোক আবৃত্তি করেন। তা হল,

أشدد حيازيمك للموت

فإن الموت آتيك ۔

ولا تجزع من القتل

إذا حل بواديك ۔ [১]

মৃত্যুর কামনায় জীবিতাবস্থার কঠোর ব্যক্তি অগ্রসর হচ্ছে, তাই তোমার মরণ অবশ্যই আসবে। হত্যাতে এত ভীত হয়ে পড়ো না, যেহেতু (শাহাদাতের মাধ্যমে) তোমার শেষ গন্তব্যে তুমি অবতরণ করবে।

'আলী (রা)-এর নিকট শত্রুর আনাগোনা অব্যাহত ছিল। সন্তর্পণে তারা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। একদা তাঁকে শুভাকাংখীগণের পক্ষ হতে জানানো হল, মারাদ হতে কিছু লোক এসেছে, তারা আপনাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। 'আলী (রা) বললেন,

"প্রত্যেক লোকের সাথে দু'জন করে ফেরেশ্‌তা রয়েছেন, তারা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাই শত্রু তার কার্যসিদ্ধির সুযোগ পায় না। তারপর যখন নির্ধারিত মৃত্যু এসে পড়ে, তখন তাঁদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর মরণ সে তো সংরক্ষিত জান্নাতেরই নামান্তর।" [২]

'আলী (রা) কে খিলাফতের বেশিরভাগ সময় অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বিশৃঙ্খলা দমন ও প্রতিপক্ষ মুকাবিলা করতে হয়। পাপিষ্ঠ 'আবদুর রহমান ইবন মুলজিম ৪০ হিজরী সনের রমযান মাসের ১৭ তারিখ জুম'আ বার ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত

---

১. আহমাদ, মাসাইলুল-ইমাম আহমাদ, ১ম খ, ৪৬ পৃ।

২. আবুল -ফারাজ, সাফওয়াতুস সাফাওয়াহ, ১ম খ, পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

করলে, তিনি সেদিন ও পরদিন আহত অবস্থায় কাটিয়ে রোববার দিন শাহাদাত বরণ করেন।[১]

অসাধারণ শৌর্যবীর্য, বিরল যুদ্ধ প্রতিভা ও ভাবগাম্ভীর্য সত্ত্বেও আলী (রা) ছিলেন অতি কোমলপ্রাণ মানুষ। প্রীতিময় মানবিক অনুভূতি তথা দয়া-মায়া ও সংবেদনশীলতার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তি চরিত্রে, আপন হত্যাকারীর সাথে তিনি যে মহৎ আচরণ করেছিলেন সেটাই এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে।

তাঁর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবন মুলজিমকে তিনি চিনতেন। পরিচয় লাভের পরও কেন তাকে ধরা হচ্ছে না? এর জবাবে তিনি বলেন, প্রথমত, সে আমাকে এখনও হত্যা করেনি, অগ্রিম শাস্তি দেওয়া আইনত, অবৈধ। আবার, আমার হত্যাকারীকে আমি কেমন করে হত্যা করব? উত্তম ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক তিনি নিজের হত্যাকারীর পরিচয় পেয়েও তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেননি। পরিশেষে, আলী (রা) ঐ পাপিষ্ঠ কর্তৃক আহত হওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি সফল। তাঁর পবিত্র প্রাণবায়ু বের হওয়ার পূর্বক্ষণে আততায়ীকে তাঁর সামনে আনা হলে তিনি বলেছিলেন, "তার শৃঙ্খল যেন শিথিল করে দেওয়া হয় এবং সে যেন কষ্ট না পায়।" - এ দ্বারা তাঁর ব্যাপক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, ইবন মুলজিম যখন তাঁকে বিষমাখা তরবারী দ্বারা আঘাত করেছিল, তখন তিনি পুত্র হাসানকে এ ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন,

"দেখ হে হাসান, যদি আমি তার এই আঘাতে মৃত্যুলাভ করি, তাহলে তুমিও একটি আঘাতের বদলে একটি আঘাতই করবে।"[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাপিষ্ঠটি তার কৃত কর্মের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার তথ্য জানিয়েছিল।[১]

বিশুদ্ধ মতে তখন শাহাদাতকালে 'আলী (রা)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর এবং তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল, ৪ বছর ৯ মাস এবং কয়েক দিন।[২]

শাহাদাতের পর 'আলী (রা) কে স্বীয় দু'পুত্র হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) গোসল করান। গভীর রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত হাসান (রা) তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতী করেন। গভীর রাতে তৎকালীন কুফাস্থ আমীরের সরকারী বাসভবনে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।[৩] তৎকালীন কূফা এবং বর্তমান ইরাকে নজ্‌ফ এলাকায় 'আলী (রা) -এর মাজার বিদ্যমান।

'আলী (রা) -এর শাহাদাতের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর যুগের অবসান ঘটে। এরপর তাঁদের থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান তথ্যাদি মানুষের কল্যাণে প্রচারিত হয়। তাঁদের উন্নত অবস্থান ও নিষ্কলুষ জীবন অমুসলিমদেরকেও প্রভাবিত করে।

'আলী (রা) সম্পর্কে অমুসলিমদের পক্ষ থেকেও নানা প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন,

পি. কে. হিট্টি তাঁকে মুসলিম সাহিত্য ও শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

---

১. ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ২৩০।

২. আহমাদ, মাসাইলুস ইমাম আহমাদ, ১ম খ. পৃ. ৬০।

৩. ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৭ম খ. পৃ. ৩৩০-৩৩১।

৪. P.K. Hitti, History of The Arabs , P. 152 .

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) -এর সাহিত্য সাধনা

'আলী (রা) সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর মধ্যে তাঁর থেকেই সর্বাধিক সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। 'আলী (রা) আল-কুরআনের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছ থেকে তিনি ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন,

أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب [১]

"আমি জ্ঞানের শহর, 'আলী এর দরজা। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে, সে যেন দরজার কাছে আগমন করে।"

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

انا دار الحكمة و علي بابها - [২]

"আমি বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঘর, আর 'আলী তার দ্বার"।

এ দু'টি হাদীস তাঁর জ্ঞান গভীরতার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে থেকে 'আলী (রা) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর প্রকৃত পক্ষেই তিনি ছিলেন জ্ঞানের উৎস। তাঁর জীবনের গোটা সময়ই তিনি জ্ঞান আহরণে ও বিতরনে অতিবাহিত করেছেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞানসাগরের উন্মোচক।

---

১. জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, আল-জামি'উস-সাগীর /২৭০৫।

২. তিরমিযী, আস-সাহীহ, ২য় খ. পৃ. ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পবিত্র ভাষণ, বাণী, উপদেশ, কবিতা, চিঠিপত্র ইত্যাদি আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

هو امام الخطباء من العرب على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم [১]

"রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর তিনি সাধারণত, আরব বাগ্মীদের ইমাম বলে খ্যাত।"

তাঁর মত বিজ্ঞ বক্তা আরবে আর দ্বিতীয় দেখা যায় নি। কবিতার মাধ্যমেও তাঁর সাহিত্য-প্রভা প্রতিভাত হয়েছে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন। সম্পর্কে 'আলী (রা) নিজেই বলেছেন, الشعر ميزان القوم أو ميزان القول - [২]

"কবিতা হল একটি জাতির পরিমাপক অথবা কথার পরিমাপক।"

সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর সফল বিচরণের ব্যাপক প্রমাণ ও নিদর্শন বিদ্যমান। তিনি ছিলেন অতুলনীয় বাগ্মী, বিখ্যাত কবি এবং ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রবাদ পুরুষ।

'আলী (রা) নিজেই পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, আল-কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের ক্রমধারা অনুসারে তিনি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। [৩] এছাড়া বহু হাদীস বিচারকার্যের সমাধানমূলক রায়' শর'ঈ বিধান ইত্যাদিও তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও লিপিকার নাম হল,

কিতাবুল ফারাইদ, কিতাবু ফী যাকাতিন নি'আম, কিতাবু ফী আবওয়াবিল ফিক্হ, রিসালাতুল-জামি'আঃ, কিতাবুল -যুফার, কিতাবু ইলা মালিক ইবনিল-আশতার, ওয়াসিয়্যাতু লি মুহাম্মাদ ইবনিল হানাফিয়্যাঃ, এছাড়া 'আলী (রা) হতে প্রাপ্ত হাদীসগুলোকে 'মুসনাদু 'আলী' নামেও প্রকাশ করা হয়। [৪]

---

১. শরীফ আল-মুরতাদা, নাহ্জুল-বালাগাঃ, মুকাদ্দিমা।

২. ইব্নু রাশীক, কিতাবুল 'উমদাঃ, ১ম খ. পৃ. ১১।

৩. ইব্ন নাদীম,আল-ফিহরিস্ত,পৃ. ৪১,আবূ 'আবদিল্লাহ আয-যুরজানী, তারীখুল-কুরআন,পৃ. ৬৯।

৪. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ. পৃ. ৬০, ই. ফা. বা. ১৯৮৭খৃ.। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রা) মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসগুলো সংকলন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) হতে যে পরিমাণ বক্তব্য ও চিঠিপত্র পাওয়া যায় এবং সাহিত্যিকগণ যে পরিমাণে এগুলো সংগ্রহ করেছেন, এরূপ আর কারো ব্যাপারে হয়েছে বলে জানা যায় না। নানা ভাষায় বিভিন্ন বহু দেশে 'আলী (রা) -এর এসব সাহিত্য কর্ম সংগৃহীত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর বাণীগুলোকে নানা নামে সংকলন করেছেন। যেমন,

ক. নাহজুল -বালাগাঃ ঃ- গ্রন্থটি 'আলী (রা)-এর সাহিত্য সাধনার অন্যতম স্মরণীয় স্মৃতি স্বরূপ। এর দ্বারা পরিস্ফুটিত হয় যে, অনন্য বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন 'আলী (রা)। জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন, তার সংকলন গ্রন্থ বিখ্যাত 'নাহজুল বালাগাঃ '। এতে তাঁর ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, জীবনবোধ ও আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন ও ভাষার লালিত্যে এ এক অতুলনীয় সাহিত্য- কর্ম। আরবী ভাষার অমূল্য সম্পদ হিসেবে এ গ্রন্থ স্বীকৃত, সম্মানিত। পবিত্র কুরআনের শাশ্বত সার্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন, কালোত্তীর্ণ ভাব ও অলংকরণ, গদ্য ধারায় ছান্দিক কুশলতা ও শিল্প- শোভনতা নাহজুল বালাগাঃ -এর মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে। অন্যান্য জ্ঞানের পাশাপাশি নভোমন্ডল সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আলী (রা) উল্লেখ করেছেন, তা আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'আলী (রা) -এর এরূপ অনলবর্ষী ভাষণের মূলেও রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দু'আ। যেমন এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সূরা আত-তাওবাঃ -এর বিধান প্রচারের জন্য পাঠানোর সময়ে 'আলী (রা) বলেছিলেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا بِالْخَطِيبِ

হে আল্লাহর নবী (সা)! আমি তো উত্তম বাক্যালাপ কারী বা বক্তা কোনটিই নই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

مَا بُدٌّ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ تَذْهَبَ بِهَا أَنْتَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَسَأَذْهَبُ أَنَا

এব্যাপারে আমার নিজের অথবা তোমার যাওয়া উচিত। তোমার যদি একান্তই অপারগতা হয়, তাহলে আমি যাব। এরপর তিনি (সা) আরো বলেন,

فَانْطَلِقْ فَإِنَّ اللَّهَ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ

"তুমি রওয়ানা হও। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার ভাষাকে দৃঢ় করবেন এবং তোমার অন্তরকে সুপথে রাখবেন।" 'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তারপর তাঁর পবিত্র হাতকে তাঁর মুখে রাখলেন।[১] রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দু'আয় 'আলী (রা) অত্যন্ত উত্তম বক্তায় পরিণত হন। এরই প্রমাণ তাঁর বক্তব্যে বিদ্যমান।

তাঁর পবিত্র বাণী সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক "নাহজুল-বালাগাঃ" গ্রন্থটির সংকলক সায়্যিদ আশ-শারীফ আর-রাদী আবুল -হাসান মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন আল-মুসাবী (র. মৃ. ৪০৬/১০১৫)। এ গ্রন্থটি 'আলী (রা) -এর অন্যতম পরিচিতি বহন করে। এতে 'আলী (রা) -এর ২৩৬ টি খুতবাঃ, ৭১ টি পত্র এবং ৪৮০ টি বাণী সংকলিত হয়েছে। তিনি 'আলী (রা) এর জীবনী লিখার পর তাঁর সাহিত্য মালা সংকলন শুরু করেছিলেন। এতে এমনই আধিক্য লাভ হয় যে, এটি একটি পৃথক গ্রন্থে পরিণত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'আরবী ,ফারসী, উর্দূ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থটির অসংখ্য অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু গ্রন্থটির টীকা ও ভাষ্যগুলোর উপরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল ঃ-

১. আবূ হামিদ ইয্যুদ্দীন 'আবদুল হামীদ (মৃ. ৬৫৫/১২৫৮) এর ভাষ্যগ্রন্থ।

২. মিসরের প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আবদুহু (র)[২] -এর আকর্ষণীয়

---

১. আহমাদ , আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ/ ১২২০।

২. শায়খ মুফতী মুহাম্মাদ 'আবদুহু (র. ১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) মিসরের সংস্কার ও সংশোধনবাদের প্রবক্তা ও প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। যিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ "আল-ওকাই'উল-মিসরিয়্যাঃ" পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। কায়রো হতে তা প্রকাশিত হয়।

৩. শারহু সাল-সাবীল-ই ফাসাহাত নামে নাহজুল বালাগাঃ -এর ভাষ্যগ্রন্থ জা'ফর মাহদী গহর ও মুহাম্মাদ সাদিক উর্দূ ভাষায় রচনা করেন। লক্ষ্মৌ হতে তা মুদ্রিত হয়।

৪. মাসাদিরু নাহজিল বালাগাঃ ওয়া আসানিদুহু নামে ইরাকের আবদুয-যাহরা আল-হাসানী একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

৫. আর-রা'ঈ ওয়ার রা'ইয়াতু নামে তাওফীক আল-ফারুকী এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি নাহজুল বালাগাঃ গ্রন্থের পত্রসমূহের আইনগত ও রাজনৈতিক ধারাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করেছেন। ১৯৬২ সালে তা বাগদাদ হতে মুদ্রিত হয়।

এমনিভাবে " নাহজুল-বালাগাঃ " গ্রন্থটি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খ. দীওয়ানু আমীরিল মু'মিনীন 'আলী (রা) ঃ- "দীওয়ান" অর্থাৎ কবিতা সংকলন। এককভাবে কোন কবির কাব্য-সমষ্টিকে বা একই গোত্রের কয়েকজনের কাব্য সংগ্রহকে 'দীওয়ান' বলা হয়।[১] দীওয়ানু 'আলী দ্বারা আলী (রা) এর কাব্য সংকলনকে বুঝানো হয়। গ্রন্থটির ফারসী, উর্দূ ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। পবিত্র হাদীস ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতেও তাঁর বহু কবিতা পাওয়া যায়। এটা ছাড়াও তাঁর কবিতার বিভিন্ন সংকলনও হয়েছে।

দীওয়ান-ই- 'আলী (রা) বিশ্ববিখ্যাত কাব্য সংকলন। মুসলিম বিশ্ব তো বটেই, তার বাইরেও এ গ্রন্থের সমাদর রয়েছে। সার্বজনীন কালোত্তীর্ণ বাণী ও শিল্প সৌন্দর্যে এ গ্রন্থ কালজয়ী। ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়,

---

১. R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, P. 130.

Dhaka University Institutional Repository

মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায়, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙ্গে চিরন্তন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরী মা'বূদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম আকৃতি-সমৃদ্ধ দীওয়ান-ই-'আলী একই সাথে তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্পান্বেষী মানুষের জন্য এক মূল্যবান উপহার। এর গতিময়তা যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, শতকের পর শতক পেরিয়ে অবিচল রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, 'দীওয়ান-ই-'আলী (রা)' -এর মত সার্বজনীন মানবতাবাদী বিশ্বসাহিত্যের যথাযোগ্য মূল্যায়ন ঘটেনি। খিলাফতের প্রতি বৈরী আঘাত থেকে এ সাহিত্যকর্মও রেহাই পায়নি। কারণ, এর কবি আলী (রা), খুলাফা রাশিদূনের শেষ খলীফা ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর গ্রন্থটি মাযলূম মানুষের মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ এবং এর আবেদন আগামীর আবহমান মানুষের মিছিলে থাকবে।

দীওয়ানের শ্লোকসংখ্যা ১৪০০।[১] এ কাব্য সংকলনের তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ততা সম্পর্কে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২] তবে এ মতটিও সপক্ষে প্রমাণ নেই। বরং কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত বহু নাম দ্বারাও প্রমাণিত হয় 'আলী (রা) ই এ কবিতা গুলোর রচয়িতা। ঐতিহাসিক ইবনে কুতায়বাও দীওয়ানু 'আলী গ্রন্থটি 'আলী (রা) এর কবিতা সমৃদ্ধ বলেই উল্লেখ করেছেন।[৩] নেতিবাচক মন্তব্য ও প্রচার সত্ত্বেও প্রাচীন কাল হতে দেশে দেশে বোদ্ধা ও কাব্যরসিক মহলে দীওয়ান তাঁর অমর সৃষ্টি হিসেবেই সমাদৃত, নন্দিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে।

---

১. 'উমর ফাররূখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী , ১ম খ. পৃ. ৩ ও ৭ ।

২. ব্রুকালম্যান, হিস্ট্রী, পৃ . ১৭৫-১৭৬ ।

৩. ইব্‌ন কুতায়বাঃ , 'উয়ূনুল আখবার , ৩য় খ. পৃ. ৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার শুরুর পর হতেই এই গুরুত্বপূর্ণ দীওয়ান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রিত ও অনূদিত হয়েছে। ৮৭৩/১৪৬৮ সালে এর ফারসী অনুবাদ করা হয়। মাতবা' বুলাক[১] এ ১২৫১ হি. এবং কায়রোয় ১২৭৬, ১৩০১ ও ১৩১১ সনে এটি মুদ্রিত হয়েছে। বেলায়েত হুসায়ন (মৃ ১৩৪০/ ১৯২২)-এর ফারসী অনুবাদসহ ১৩১১ সালে কানপুরে তা ছাপা হয়। কানপুরের কায়্যুমী ছাপাখানা হতে ১৩৩১ হিজরীর রজব মাসে ছাপা হয় ও মুঃ কামারুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খৃ. -এ 'আবদুল কাদির দীওয়ানু 'আলী (রা) -এর ফারসী অনুবাদ করেন। লক্ষ্ণৌ- এ ছাপা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ আবদুল করীম -এর প্রান্ত-ছত্র ফারসী অনুবাদসহ লক্ষ্ণৌ -এ ২য় বার ছাপা হয়। ১৩২৭ সনে বৈরূতের বিখ্যাত আল-মাহলিয়া প্রেসে তা মুদ্রিত হয়। ১৯৪৭ সালে দামেশক হতে তা ছাপা হয়।

আবার বিক্ষিপ্তভাবে এর কোন কোন কবিতা অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা তাবায় দীওয়ান -ই - আলী (রা) -এর অনুবাদক মুহাম্মদ হাসান রহমতী। কাব্যকার, আবদুল মুকীত চৌধুরী এবং সম্পাদক, ফজলুর রহমান। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা হতে ফেব্রুয়ারী ২০০২ খৃ. সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

এমনিভাবে দীওয়ানু 'আলী (রা) গ্রন্থটি বিশ্বসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

গ. গুরারুল-হিকাম ওয়াদ-দুরারুল কালিম ঃ- 'আবদুল ওয়াহিদ তামীমী (র. মৃ. ৫১০ হি.) কৃত। ১২৮০ হি. সালে বোম্বাই হতে তা মুদ্রিত হয়। এছাড়া লাইডেন, মিসর ও ইরান হতেও গ্রন্থটির বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল আরবী ছাড়া শুধুমাত্র এর অনুবাদমূলক গ্রন্থ লাহোর হতে ১৯১৪ খৃ. প্রকাশিত হয়।

---

১. বুলাক কায়রোর একটি মহল্লা। ১৭৯৮ সালে এখানে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। তৎকালীন শাসক নেপোলিয়ানের সরকারী অর্থায়নে তা পরিচালিত হত।

লূস মা'লূফ, আল-মুন্জাদ, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দাসতূরু মা'আলিমিল হিকামি ওয়া মা'সূরু মাকারিমিশ-শিয়াম ঃ- এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাঃ সংকলন করেন। কায়রো হতে ১৩৩২ হি. সনে প্রকাশিত।

ঙ. আল্ফ কালিমাঃ শরহু নাহজুল-বালাগাঃ ঃ- গ্রন্থটি নাহজুল বালাগাঃ -এর ভাষ্যগ্রন্থ। ইব্ন আবীল হাদীদ নামক বিজ্ঞ ব্যক্তি তা প্রণয়ন করেন। ১৩২৯ হি. সনে কায়রো হতে প্রকাশিত।

চ. আয়াত-ই-জালী ঃ- মাতান কালিমাত-ই-কিসার নামে ফারসী কাব্যানুবাদ গ্রন্থটি 'আবদুর রহমান আল-জামী (মৃ.৮১৩ হি.) কর্তৃক সংকলিত ও রচিত।

ছ. কালিমাত-ই-কিসার ঃ- আহমাদ আলী সিপহার, ফারসী ও ফরাসী অনুবাদসহ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ১৯৬১ সালে লাহোর হতে প্রকাশিত।

জ. আস-সহীফাতুল-'আলাভিয়্যাঃ ওয়াত-তুহফাতুল-মুরতাদাবিয়্যাঃ ঃ- আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ ইব্ন জুমু'আঃ কর্তৃক সংকলিত।

ঝ. 'আজাইবু আহকাম ওয়া কাদায়া ওয়া মাসাইলি আমীরিল-মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ঃ- সায়্যিদ মুহসিন আমীন (মৃ. ১৩৭১/১৯৫২) কর্তৃক তা সংকলিত হয়। ১৯৬৪ সালে তা তেহরান হতে প্রকাশিত।

ঞ. সহীফা--ই -'আলাভিয়্যা ঃ- এটি 'আলী (রা) -এর বর্ণিত দু'আ সংকলন। অন্তত ১৬১টি দু'আ এতে বিদ্যমান। ১৩০৫/১৮৮৭ সালে বোম্বাই এবং পরবর্তীতে লুধিয়ানা হতে গ্রন্থটি প্রকাশিত। এছাড়া ইরাক ও লক্ষ্ণৌ হতেও তা প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির অনুবাদও করা হয়েছে।

ট. আস-সাহীফাতুল-আলাভিয়্যাতুস-সানিয়াঃ – গ্রন্থটি পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই বর্ধিত রূপ। মুহাম্মাদ ইব্ন তাকী (মৃ. ১৩২০/১৯০২) গ্রন্থটি সংকলন ও বিশ্লেষণ করেন। ১৩১২ হি. সনে ইরান হতে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. আনওয়ারুল 'উকূল মিন আশআরী ওয়াসিইয়্যী রাসূল (সা) (রাসূল প্রতিনিধির কবিতাবলী 'জ্ঞানপ্রদীপ') ঃ- এ গ্রন্থে 'আলী (রা) সাহাবীগণের বিশেষ কবিতা সংকলন করেন। এটি আরবী কাব্যক্ষেত্রে 'আলী (রা) -এর অমর অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'আলী (রা) এর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুধীমহল কম-বেশী অবহিত। 'আলী (রা) ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞা, অতি উচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ ও সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষার অধিকারী। তাঁর মত সুন্দর বর্ণনার ভাষা আরবী সাহিত্যে বিরল। রাসূলুল্লাহ (সা) এরপর আলী (রা) -এর চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী এবং বক্তৃতা পারদর্শী আর কারো কথা ঐতিহাসিকগণ জানাতে পারেননি। তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান, যার বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ হতে প্রজ্ঞা উৎসারিত হত। আবার তিনি ছিলেন আদর্শ বক্তা, যার জিহ্বা হতে ভাষা অলংকারের যেন ফুলকি ঝরত। তিনি ছিলেন সফল উপদেশদাতা, যাঁর উপদেশ কর্ণকুহরকে আচ্ছন্ন করত এবং হৃদয়কে আলোড়িত করত। তিনি এমন পত্র লিখক ছিলেন, যার লিপিকার প্রতিটি ছত্রে অতলান্ত যুক্তির প্রভা বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন এমন আলোচক, যে কোন বিষয়ে তিনি প্রামাণ্য আলোচনা রাখতে এবং সহজে বোঝাতে ছিলেন পারদর্শী। সর্বসম্মতভাবেই তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ বক্তা এবং সৃজনশীলদের শিরোমণি। [১]

'আলী (রা) হতে যে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাণী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এমন অপূর্ব রীতি ও রচনাশৈলী মন্ডিত যে , প্রচলিত প্রবাদ ও সুপ্রকাশিত ভাষা অনুসরণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নত কোন রীতি ও শৈলীর নিদর্শন খুবই বিরল। তাই হতবাক হয়ে ভাবতে হয়, তাঁর বাণীর কোন দিকটি অপেক্ষাকৃত অধিক সুষম ও উৎকৃষ্ট। ভাবনিষ্ঠা না প্রকাশ আলংকারিকতা নাকি শিল্পকুশলতা।

---

১. হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) এর বেশ কিছু অমর কীর্তি রয়েছে, যেগুলোর জন্য তিনি অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। কোন কোন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষত, আরবী ভাষা ও তার ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এমন অনন্য অবদান রেখে গেছেন , যা কোন দিন বিস্মৃত হওয়ার মত নয়। তাঁর এর অন্যতম সাহিত্য কীর্তি আরবী ব্যাকরণের প্রবর্তন। তিনি ছিলেন এ গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের জনক। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ বিদ আবুল আসওয়াদ যলম ইব্‌ন 'আমর আদ-দুয়েলী (র. মৃ.৬৯/৬৮৮) হতে বর্ণিত, একদা আমি খলীফা 'আলী (রা) এর খিদমাতে হাজির হয়ে তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমীরুল মু'মিনীন, কি বিষয়ে চিন্তা করছেন? আলী (রা) উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের এ শহরে ব্যাকরণ গত কিছু ত্রুটির ব্যবহার লক্ষ্য করলাম। তাই আরবী ভাষার মৌলিক নিয়মাবলী সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করার ইচ্ছা করেছি।[১] আমি বললাম, আপনি যদি এমন করেন, তাহলে তা হবে আমাদের নব জীবনের মত , যার প্রভাবে আরবী ভাষা চিরদিন বেঁচে থাকবে। এর তিনদিন পর আমি তাঁর কাছে গমন করলে তিনি আরবী ব্যাকরণের মৌলিক নিয়ম সম্বলিত একটি পুস্তিকা আমাকে প্রদান করলেন। [২]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণনা করা যায় যে, আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আলী (রা) এর চেয়ে বেশী অবদান আর কারো ছিল না। আরবী ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তা হল, আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়েলী একবার তাঁর নিকট আরবী ভাষার ব্যবহারিক বিচ্যুতি সম্পর্কে 'আলী (রা) এর কাছে অভিযোগ করেন। 'আলী (রা) তখন বললেন, আমি তোমাকে যা বলি লিখে নাও। তারপর ব্যাকরণের কতিপয় মূল নিয়ম তিনি লিখে দিলেন এবং আবুল আসওয়াদ (র)

---

১. নিকলসন, হিষ্ট্রি অব দা আরবস, পৃ. ৪৩২।

২. সুয়ূতী, তারীখুল-খুলাফা, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কে বললেন,

أنحم هذا النحو يا أبا الأسود -

হে আবুল আসওয়াদ! এই নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করো। "

তাই 'আলী (রা) কে 'আরবী ব্যাকরণের জনক' আখ্যায়িত করা হয়। সেই থেকে আরবী ব্যাকরণের মূলনীতি লিখিত হলো এবং নাম দেওয়া হল, النحو বা আরবী বাক্য প্রকলন শাস্ত্র।[১] বর্ণনান্তরে আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়েলী (র) বসরার একব্যক্তিকে সূরা আত-তাওবার আয়াতাংশ ,

ان الله بري من المشركين ورسوله -[২]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। "

আয়াতাংশে রাসূলুহূ এর স্থলে রাসূলিহী পাঠ করতে শোনেন। এতে অর্থ উল্টা হয়ে যায়। (আল্লাহ মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রাসূল থেকে নিঃসম্পর্ক হয়েছেন) এরপর তিনি আরবী ব্যাকরণ রচনার ব্যাপারে খলীফা 'আলী (রা) শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং 'আলী (রা) তাঁকে সহজে এর গুরুত্বপূর্ণ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর বসরায় আরবী ব্যাকরণের সর্বপ্রথম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। [৩]

এমনিভাবে 'আলী (রা) প্রত্যক্ষ ভাবে আরবী সাহিত্যের সাধনা করেছেন এবং সাধনার পথে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'আলী (রা) হতে প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শন তথা ভাষণ, নীতি কথা, উপদেশ বাণী ও প্রবাদ বাক্য সমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো নির্ভুল চিন্তা, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং জীবন ও মানব স্বভাবের সুগভীর

---

১. আবুল হাসান নাদভী, হযরত 'আলী, পৃ. ১৯৬।

২. সূরা আত-তাওবাঃ ঃ ৩ ।

৩. হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরবী, উর্দূ অনুবাদ, পৃ. ৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও নিবিষ্ট অধ্যয়নের সারনির্যাসরূপে পেশ করা হয়েছে। যা হৃদয়ের গভীরে এবং জীবনের অতলান্তে প্রবেশের মাধ্যমেই করা সম্ভব।[১]

সাহিত্য সাধক হিসেবে 'আলী (রা) বিশ্ববরেণ্য। তাঁর অবস্থান সকলের নিকট সাদরে সমাদৃত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, " 'আলী (রা) কে আমরা অনেকেই একজন ন্যায়দর্শী এবং আদর্শ প্রশাসক ও সম্মানিত সাহাবী (রা) হিসেবে জানি। কিন্তু তিনি একজন উঁচুদরের কবি, সাহিত্যিক এবং জ্ঞানের সাধকও ছিলেন, এ কথা আমরা অনেকে জানি না। 'আলী (রা) কেবল মাত্র কবি ছিলেন না, তিনি আরবী গদ্যের জনক হিসেবেও পরিচিত। তাঁর হাতেই আরবী গদ্য রচনা ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। 'আলী (রা) যে সর্বকালীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতর অলংকার ও বাগ্মীতার অধিকারী ছিলেন, এ উভয় উপাদানে তিনি সাহিত্যের রূপ কাঠামোতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রে ও আলী (রা) বিশ্ব সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের দাবীদার।[২]

তাই বলা যায়, 'আলী (রা) ছিলেন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত সুপথের দিশা লাভ করছে।

---

১. আবুল হাসান নাদভী, হযরত 'আলী, পৃ. ২০২।

২. সামসুল আলম, ইসলামী প্রবন্ধমালা, জ্ঞানসাধক আলী (রা) শিরোনাম, পৃ. ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) -এর ব্যাপক সাহিত্য ভান্ডারের কিঞ্চিত উদাহরণ এখানে উপস্থাপিত হলঃ-

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর 'আলী (রা) যে ভাষণ প্রদান করেন, তা হল,

أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر ان الله حرم حرما مجهولة وفضل حرمة المسلم عل الحرم كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة والخاصة فان الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدو بكم فتخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهم اتقوا الله عباده في عباده وبلاده فإنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم ثم أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه .[১]

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনার পর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই হেদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি এতে ভাল ও মন্দ কে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই তোমরা ভালকে গ্রহণ করো আর মন্দকে পরিহার করো। মন্দ কাজকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন। সবার উপর আল্লাহ মুসলিমের সম্মান দিয়েছেন। একনিষ্ঠতা ও একত্ববাদের মাধ্যমে মুসলিমের অধিকারগুলো স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃত মুসলিম সেই, যার কথা ও কাজ হতে মুসলিম নিরাপদ, শুধুমাত্র অধিকারের ভিত্তি ছাড়া। এক মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়, শুধুমাত্র অপরিহার্য পাওনার ক্ষেত্র ব্যতীত । সাধারণ ও বিশেষ পর্যায়ের লোকদের

---

১. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ, পৃ. ২২৭-২২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে সতর্ক থাক। লোকজন তোমাদের সামনে আছে আবার কিয়ামত তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে। তোমাদের কর্মক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই তোমরা সরলতা অবলম্বন করো, তাহলে সফলতা লাভ করবে। অতি আশা নিয়ে লোকজনের প্রতি তাদের উত্তরসূরীরা তাকিয়ে আছে। দেশের অধিবাসী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা দেশ ও দেশের প্রাণীদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবে।

অতঃপর, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না। তোমরা ভাল কিছু দেখলে, তা গ্রহণ করো আর মন্দ কিছু দেখলে তা বর্জন করো ।

তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون - [১]

তোমরা সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, লোকজন হঠাৎ তোমাদের উপর চড়াও হওয়ার ভয় করতে, তারপর তিনিই তোমাদেরকে হেফাযত করেছেন এবং তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন আর তিনিই তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা প্রদান করেছেন, যাতে তোমরা শোকরিয়া আদায় করতে পার।"[২]

তাঁর বক্তব্যে অলংকারিক ব্যঞ্জনা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন,

بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر অংশে 'জিনাস' এবং আল-কুরআনের উদ্ধৃতির কারণে 'ইকতিবাস' অলংকার এখানে পাওয়া যায়।

---

১. সূরা আল-আনফাল ঃ ২৬।

২. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ, পৃ. ২২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুতবাঃ পাওয়া যায়। এগুলো উন্নত সাহিত্যের নিদর্শন। এগুলোর বিষয়বস্তু ইসলামকেন্দ্রিক ও ইসলামের প্রতি সদা আহ্বানকারী। যেমন, একদা তিনি উল্লেখ করেন,

الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لااله إلا الله وحده لا شريك لـه وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح بـه علتكم وليوقظ بـه غفلتكم واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقفون على أعمالكم ومجزيون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أهوالها ولن يسلم من شرها نزالها بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور أحوال مختلفة وتارات متصرفة العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور .[১]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য আমি তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখি, তাঁর উপর নির্ভর করি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। হযরত মুহাম্মাদ (সা) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। তাঁকে আল্লাহ হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের ত্রুটিগুলো দূরীভূত করতে পারেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের গাফলতির নিদ্রা ভেঙ্গে দিতে পারেন। তোমরা জেনে রাখ, তোমরা অবশ্যই মৃত হবে, মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত হবে, তোমাদের কৃতকর্ম নিয়ে দাঁড়াবে এবং

---

১. শরীফ আর-রাদী, নাহজুল-বালাগাঃ, ১ম খ. পৃ. ৮৯,

এবং আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান, সফওয়াতুস সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সেই আমলের ভিত্তিতে বিনিময় প্রাপ্ত হবে। তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবন যেন প্রবঞ্চনায় না ফেলে। কেননা, তা তো এমন, যে জীবন বিপদাপদ দ্বারা বেষ্টিত, ধ্বংস অনিষ্ট ও প্রতারণার গুণে গুণান্বিত। তার প্রতিটি বস্তু ধ্বংসের দিকে ধাবমান। এর অধিবাসীদের সাথে ঘুর্ণিয়মান ও কম-বেশী অবস্থানে দোদুল্যমান। তার এ ভীতিকর অবস্থা সার্বক্ষণিক নয় এবং তার অনিষ্ট হতেও কখনই নিরাপদ থাকা যায় না, তার অধিবাসীরা আনন্দ-ফুর্তিতে থেকেও হঠাৎ করে বিপদে ও মুসীবতে পতিত হয়। তার নানা অবস্থা বিদ্যমান। কখনও কখনও বিভিন্ন আসবাবপত্রের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা নিন্দনীয়ই হয়ে থাকে। এখানকার স্বাচ্ছন্দও অস্থায়ী। দুনিয়ামুখী অধিবাসীদেরকে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে, তাদের প্রতি সে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে থাকে, তার উত্তপ্ত আকর্ষণে লালায়িত করে তুলে। এখানকার ধ্বংসময় পরিণতি নির্ধারিত, ধ্বংসের অংশ এখানে পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান।

এরপর আলী (রা) বলেন,

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار في القبور التي قد بنى على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى وأظلتهم الجنادل والثرى .[১]

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা জেনে রাখ, তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য নও যে, ইচ্ছামত তোমরা তার সৌরভে বিভোর হবে। তোমাদের চেয়ে যারা আরো বেশী হায়াত পেত, তাদেরকেও এখান থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তারা তোমাদের চেয়ে আক্রমণে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল, আরো শান-শওকতের আবাস তারা নির্মাণ করেছিল, তাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের সম্পদ সমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তাদের শরীরগুলো মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে, তাদের বাড়ী-ঘর শূন্য হয়ে আছে, তাদের নিদর্শনগুলো অবশিষ্ট আছে। তাদের দৃঢ় অট্টালিকাগুলো বদলে গেছে, মাটির উপর কবরগুলোতে শিলা ও পাথর ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। মাটির সাথে সেগুলোর ভিত্তি মিশে গেছে। এগুলোর স্থানগুলো পড়ে রয়েছে, কিন্তু এর অধিবাসীরা অট্টালিকাবাসীদের থেকে হারিয়ে গেছে, অপরিচিত হয়ে গেছে, তাদের কথা অন্যরা ভুলে গেছে, অট্টালিকার মাধ্যমে তারা কোন আনন্দ অনুভব করতে পারছে না। আবার তারা প্রতিবেশী ও ভ্রাতাদের মত আপন হিসেবে কোন সংসর্গ লাভ করতে পারে না। তাহলে কিভাবে তারা ধুলাচ্ছন্ন পুরীতে বিভৎস স্থানে তাদের মিলন হতে পারে? প্রাচীনত্ব তার বক্ষ দিয়ে তাদেরকে পিষে ফেলেছে এবং পাথর ও সিক্ত মাটি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তারপর 'আলী (রা) বলেন,

فأصبحوا الحياة أمواتا وبعد غضارة العيش رفاتا فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب وظعنوا فليس لهم اياب هيهات هيهات كلا انها كلمة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار المثوى وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت القلوب

Dhaka University Institutional Repository

لإشفاقها من سالف الذنوب وهتكت عنكم الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار هنالك تجزى كل نفس بما كسبت إن الله عز وجل يقول [১]

তাই জীবতরা মৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তার আগে তারা ছিল প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাদের বন্ধুরা এখন তাদের কথা মনে করতেও ভয় পায়। তারা এখন মাটিতেই বাস করে, সেখানে তারা বিভৎস হয়ে আছে। তাদের প্রত্যাবর্তনের কোনই আশা নেই। আফসোস ! আফসোস! তারা কখনই আসতে পারবে না। নিশ্চয়ই এটি যথার্থ কথা। তাদের পশ্চাতে রয়েছে 'বারযাখ' [২]। এখানে তারা পুনরুত্থান পর্যন্ত থাকবে। এখানেই তোমরা তাদের মত ধ্বংস হবে এবং একাকীত্ব হবে। অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও যেতে হবে। তোমরা তাদেরকে শয়নের স্থানে শুইয়ে দিয়েছ। সেই বিদায়ই তোমাদের প্রাণ জুড়ে আছে। তাহলে এ ব্যাপারটি কেমন হবে, যদি ব্যাপারগুলো বিপরীত হয়, কবরগুলো হতে পুণর্জীবিত হয়। অন্তরের খবরগুলো অবহিত হওয়া যাবে এবং প্রকাশ পাবে। মহা শক্তিশালী একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর সামনে তোমরা বিনিময় লাভের জন্য নীত হবে। পূর্বের কৃত পাপের কারণে তখন অন্তরগুলো বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে এবং তোমাদের মাঝে আড়াল ও প্রাচীরের অবসান ঘটবে। তোমাদের দোষ ও গোপন কথাগুলো প্রকাশিত হবে। সেখানেই প্রতিটি অন্তর তার কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে। মহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন,

ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى [৩]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. বারযাখ অর্থ সময় বা স্থান। মৃত্যু হতে শুরু করে পুণরুত্থান পর্যন্ত যে জগতে রূহ অবস্থান করে, তাকে আলামু বারযাখ বলা হয়। তা দুনিয়ার জীবন ও হাশরের উপস্থিতির মধ্যবর্তী সময়।

৩. সূরা নাজম ঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

যারা মন্দ কর্ম করে, তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا - [১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, আর উপস্থিত করা হবে 'আমল নামা' এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে কারণে আপনি (হে রাসূল সা.) অপরাধিদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ, এ তো ছোট বড় কোন কিছুর হিসাব বাদ দেয় না; বরং তা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে, আপনার প্রতিপালক কারো উপর যুলুম করেন না।
সবশেষে 'আলী (রা) উল্লেখ করেন,

جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد - [২]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে তাঁর কিতাব অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করার তাওফীক দান করুন, তাঁর বন্ধুদেরকে অনুসরণের তাওফীক দান করুন এবং তাঁর নিজ দয়ায় স্থায়ী শান্তির আবাসে আমাদেরকে বাস করার ব্যবস্থা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠসম্মানের অধিকারী।

---

১. সূরা কাহফ ঃ ৪৯।

২. শরীফ আর-রাদী, নাহজুল-বালাগাঃ, ১ম খ. পৃ. ৯০ ও আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান, সফওয়াতুস সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আলী (রা) -এর এ ভাষণে তাঁর পান্ডিত্যের বহিপ্রকাশ ঘটেছে। এ ভাষণের ভাষা অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সুমধুর। অনেক স্থানে তিনি ছান্দিক গদ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষণে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও অতি উন্নত ও মানুষের জন্য খুবই উপকারী। এগুলো তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। এখানের প্রত্যেকটি কথা শ্রোতাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ভাষাগত কারুকার্য ও অলংকারিত্বের ক্ষেত্রেও এগুলো অতুলনীয়। যেমন,

بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة

বাক্যাংশে 'মুবতাদা' ও 'খবর' -এর ব্যবহার পরিস্ফুটিত হয়েছে।

كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا

বাক্যাংশে أعمارًا : ديارًا : آثارًا শব্দগুলোতে ছন্দমিল 'সাজা' পরিলক্ষিত হয়।

فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب

বাক্যাংশে 'রূপক' শব্দের ব্যবহার এবং আল-কুরআনের উদ্ধৃতির কারণে এখানে 'ইকতিবাস' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

এভাবে ভাষাগতভাবে 'আলী (রা) -এর থেকে ব্যাপক অলংকারিকত্ব পাওয়া যায়। এগুলো আরবী সাহিত্যের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রয়োজনে 'আলী (রা) বহু চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। এগুলোতেও তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতার প্রমাণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মিসরের মুসলিমগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিটি হল,

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فاني أحمد الله كثيرا الذي لا إله إلا هو أما بعد فان الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله ويعث به الرسل إلى عباده وخص به من انتخب من خلقه فكان مما أكرم الله به هذه الأمة وخصهم به من الفضيلة أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة لكيما يهتدوا وجمعهم لكيما يتفرقوا وزكاهم لكي يتطهروا ووفقهم لكيلا يجوروا فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه صلوات الله وسلامه عليه وبركاته ورحمته ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين عملا الكتاب وأحسنا السيره ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله ثم ولى بعدهما وال أحدث احداثا فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا ثم نقموا عليه فغيروا ثم جاءوني فبايعوني فأستهدى الله بهداه وأستعينه على التقوى ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله والقيام عليكم بحقه والنصح لكم بالغيبوالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل ـ [১]

---

১. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ, পৃ. ২৫১-২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর দাস আমীরুল-মু'মিনীন 'আলী এর পক্ষ হতে, মু'মিন ও মুসলিমগণের মধ্য থেকে যে উপস্থিত আছে, তাদের প্রতি। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এমন আল্লাহর প্রশংসা আমি অধিক করছি, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই।

অতঃপর (বিবরণ হল), আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টি, পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনায় ইসলামকে দীন হিসেবে, তাঁর নিজের জন্য, স্বীয় ফেরেশতাগণের জন্য, তাঁর রাসূলগণের জন্য মনোনীত করেছেন। ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি রাসূলগণ (আ) কে প্রেরণ করেছেন। এ কাজে তাঁকেই বাছাই করেছেন, যাঁকে সৃষ্টিকূলের মাঝে সর্বোত্তম করেছেন, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ এ জাতিকে সম্মানিত করেছেন, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে কিতাব, প্রজ্ঞা, ফরযকার্যাদি ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন, যাতে তারা সুপথ লাভ করতে পারে। তিনি তাদেরকে একতাবদ্ধ করবেন, যাতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। তাদেরকে তিনি পবিত্র করবেন, যাতে তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে। তিনি তাদের অনুকূলে কাজ করেছেন, যাতে তারা নির্যাতিত না হয়। তারপর যখন তিনি (সা) তাঁর উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত, শান্তি, বরকত ও রহমত বর্ষিত হোক। এরপর মুসলিমগণ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এমন সৎ দু'জন কে নেতা নির্বাচিত করলেন, যাঁরা আল-কুরআন অনুসারে কর্ম সম্পাদন করেছেন, জীবনকে সুন্দররূপে গঠন করেছেন, কখনই তাঁরা নবী করীম (সা) এর সুন্নাত হতে সামান্যও বিচ্যুত হননি। এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন। এরপর খিলাফতের দায়িত্ব নিয়েছেন এমন দায়িত্ববান ব্যক্তি, যিনি

Dhaka University Institutional Repository

নতুনভাবে কয়েকটি কাজ সংস্কার করেছেন, এ কারণে জাতির অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি করেছে। তারা অতিরিক্ত কিছু কাজ করে ফেলেছে এবং তাঁর উপর আক্রমণ করেবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তারপর লোকজন আমার কাছে এসেছে এবং আমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে। তাই, আল্লাহর নিকট আমি তাঁর সুপথ লাভের প্রার্থনা করছি। তাকওয়ার জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। সাবধান ! আমাদের জন্য কর্তব্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করা এবং তার (আল-কুরআনের) ন্যায়- নীতিকে তোমাদের নিকট প্রতিষ্ঠা করা, অনুপস্থিত অবস্থায় তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা আমাদের দায়িত্ব , আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থনাস্থল। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক।"

'আলী (রা) আরো উল্লেখ করেন,

وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينوه على الحق وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم وهو ممن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته أسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا وثوابا جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [১]

কায়স[২] ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাকে আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি, তাকে তোমরা নেতা হিসেবে গ্রহণ করো, তাকে আপন মনে করো এবং সত্যের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করো। তাকে আমি ইহসান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছি। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনাকারী, তোমাদের মধ্যকার সন্দেহ পোষণকারীর ব্যাপারে আমি

---

১. ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭ম খ, পৃ. ২৫২ ।

২. কায়স ইবন সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাঃ (রা) বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ আব্দিল মালিক,মাতার নাম ফাকীহাঃ বিনতু 'উবায়দ (রা)। তিনি বহু যুদ্ধে বীরত্বের সাক্ষর রাখেন এবং 'আলী (রা) -এর সময়ে গভর্ণর ছিলেন। ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবাঃ, ৭ম খ. পৃ. ২৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কঠোরতা আরোপকারী, সাধারণ ও বিশেষ জনগণের জন্য কোমলতা পোষণকারী। আমার প্রেরিত ব্যক্তিটি সৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার সুষ্ঠু ও যথাযথ পদক্ষেপের ব্যাপারে আমি আশাবাদী, আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য পবিত্র কাজের, অফুরন্ত প্রতিদানের, ব্যাপক দয়ার প্রার্থনা করছি। তোমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত শান্তি, দয়া ও বরকত বর্ষিত হোক।"

উল্লিখিত চিঠিতে সাবলীল ভাষায়, সহজ পদ্ধতিতে ইসলাম, নবী করীম (সা) - এর মিশন, পূর্ববর্তী খলীফাগণের (রা) অবস্থান, তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা বিদ্যমান। এছাড়াও আলোচ্যাংশে তাঁর প্রতিনিধি সম্পর্কে সুবিন্যস্তভাবে পরিচিতি মূলক কিছু তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মাধ্যমে তাঁর উন্নত ও অলংকারপূর্ণ ভাষা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতে তিনি আল-কুরআনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তাকে অনুসরণ করে চলার প্রতিগুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং নবী করীম (সা) এর সুন্নাত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে চলার বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তাছাড়া وأرجو صلاحه ونصيحته বাক্যাংশে 'তিবাক' অলংকার পরিদৃষ্ট হয় এবং عملا زاكيا وثوابا جزيلا ورحمة واسعة বাক্যাংশে 'মাওসূফ ও সিফাত' এর বারংবার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সাহাবীগণও প্রত্যক্ষভাবে 'আলী (রা) -এর অবদানের কথা স্মরণ করতেন। যেমন, বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস [১] (রা) বলেছেন,

ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب فانه كتب إلي

---

১. তিনি নবী করীম (সা) -এর চাচাতো ভাই ছিলেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে ৬২০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করেছেন। আল-কুরআনুল-কারীমের তাফসীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ৬৮ হি. সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইবন হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, ৫ম খ. পৃ. ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর 'আলী (রা)-এর বাণীর মাধ্যমে আমি যেমন উপকৃত হয়েছি, এমন আর কারো কথায় আমি উপকৃত হইনি।"

'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) আমাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখেন। তা হল,

اما بعد فان المر ء يسو ءه فوت ما لم يكن ليدركه ويسره درك ما لم يكن ليفوته فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا وليكن همك فيما بعد الموت ـ [১]

" আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনার পর – কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে নিশ্চয়ই মানুষ ব্যথা অনুভব করে, যতক্ষণ না সে তা ফেরত পায়। আর কিছু লাভ করলে, তা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আনন্দ অনুভব করে। তাই, তোমার আনন্দকে তুমি শুধুমাত্র আখিরাতের কাজের যা করতে পার, তাতেই সীমিত রাখ। আর আখিরাতের কাজে যা তুমি ছেড়ে দিয়েছ, সে ব্যাপারে তোমার আফসোস অবশিষ্ট রাখ। দুনিয়ায় যা তুমি লাভ করেছ, তাতে তুমি বেশী উৎফুল্ল হয়ো না। এখানে যা কিছু তুমি হারিয়ে ফেলেছ, সে জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না বা দুঃখ কর না। তোমার সব চিন্তাই আখিরাত কেন্দ্রিক হোক।"

এখানে আল-কুরআনুল-কারীমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ চিঠিতে সংক্ষিপ্তাকারে পার্থিব কর্মকাণ্ডের নীতি ও আখিরাতের ব্যাপারে একান্ত আগ্রহী হওয়ার শিক্ষা বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত অলংকারিক ব্যঞ্জনাও এখানে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, يسوءه এবং ويسره , ليدركه এবং ليفوته , آخرتك এবং دنياك শব্দগুলোতে 'তিবাক' অলংকার পরিদৃষ্ট হয়।

---

১. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান, সফওয়াতুস সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) নানা ব্যাপারে মূল্যবান বহু উপদেশ প্রদান করেছেন। সেগুলোর মাধ্যমে সহজেই উপকৃত হওয়া যায়। আবার তাঁর জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। এখানে তাঁর কয়েকটি উপদেশ বাণী উল্লেখ করা হল,

يأيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو ركبتم المطي حتى تنضوها ما أصبتم مثلها لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحيي إذا لم يعلم أن يتعلم ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس له .[১]

ওহে লোকসকল , তোমরা আমার থেকে ঐ বাক্যগুলো গ্রহণ করে নাও তোমরা উত্তম বাহনের মাধ্যমে তা অর্জন করলেও এর অনুরূপ সমতুল্য হবে না। কোন বান্দা তার রবের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কোন কিছুরই প্রত্যাশা করবে না। সে তার পাপকে ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় করবে না। কখনও সে লজ্জাহীন হবে না , শুধুমাত্র কোন কিছু জানা না থাকলে তা জেনে নিতে কোন লজ্জা করবে না। কোন কিছু না জানা থাকলে, আমি জানি না বলতেও কোন লজ্জা বোধ করবে না। মনে রেখ, ঈমানের ক্ষেত্রে সবর বা ধৈর্যধারণ করা এমনই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন শরীরে মাথা গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেহেরই মঙ্গল থাকে না, যদি এতে মাথা না থাকে।

এখানে কাজের প্রকৃত বিনিময় আল্লাহর নিকট কামনা করার, স্বীয় পাপের কারণে শাস্তির ভয় রাখার, জ্ঞানার্জনের পথে সংকীর্ণতা ও লজ্জাবোধ না রাখার, ঈমানের দৃঢ়তায় ধৈর্য্যধারণ করার উপদেশ রয়েছে। উপদেশবাণীর ভাষায় "তায়" বা ভাঁজ করে সাজিয়ে বহু জিনিসকে স্বল্প স্থানে রাখার নীতি পরিদৃষ্ট হয় । আবার ভাষার ছান্দিক কারুকার্যও আলী (রা) এর পান্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে।

---

১. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেছেন,

ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل ما يتقبل [১]

"তোমার সম্পদ ও সন্তানাদি বেশী হওয়াতে কোন মঙ্গল নাই। বরং, তোমার (সৎ) কাজ বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তোমার ধৈর্য্য অধিক হওয়াতে প্রকৃত মঙ্গল নিহিত রয়েছে। শুধুমাত্র দু' প্রকারের লোক ছাড়া দুনিয়াতে অন্যদের কোনই মঙ্গল নেই, প্রথমত, যে লোক পাপ অধিক, তবে তাওবার মাধ্যমে সে ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যে লোক শুধু মাত্র নেক করতে দ্রুত চেষ্টা করে এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে তার কাজ কম হয় না। আল্লাহ যে কাজ কবূল করেন, তা হ্রাস পায় না।"

এখানে পার্থিব সম্পদের তুলনায় পরকালীন সম্পদের প্রতি অধিক সচেতন থাকার, পাপের পরই তাওবা করার, তাকওয়া অবলম্বন করার এবং ক্রমাগত পরকলের কল্যাণের জন্য সৎকাজ করতে থাকার শিক্ষা রয়েছে। ভাষাগত ভাবে এতে বাহ্যিকভাবে কিছু প্রশ্ন করে উত্তর দিয়ে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে 'আলী (রা) বলেছেন,

الدنيا تغر وتضر وتمر، إن الله تعالى لم يرض فيها ثوابا لأوليائه، ولا عقابا لأعدائه، وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلول إذ صاح بهم صائحهم فارتحلوا [২]

---

১ .আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি 'আলী ইবন আবী তালিব (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"দুনিয়া প্রতারিত করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং গত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের জন্য এখানে প্রকৃত মঙ্গল অবশিষ্ঠ রাখেননি। আবার তাঁর শত্রুদের জন্যও পরিপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। দুনিয়ার লোকজনের উদাহরণ যেন এমন কতিপয় আরোহীর মত, যারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করছে, তাদেরকে যখন ঘোষক (মৃত্যু) ডাকবে, তারা ফিরে যাবে।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দ্বারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করার, দুনিয়াকে ক্ষণিকের বিশ্রামাগারের চেয়ে অধিক কিছু মনে না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবার 'তাশবীহ' বা উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিষয়টিকে আলী (রা) সহজে জানিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের দুর্বল গঠন সম্পর্কে উল্লেখপূর্বক তিনি উপদেশ দিয়েছেন,

ما لا بن آدم والفجر؟ أوله نُطفة وآخره جيفة، لا يَرْزُقُ نفسَه ولا يَدْفع حتفه. [১]

আদম সন্তানের অহংকার করার সুযোগ নেই। তার ও ক্রমোত্তরণের মাঝে কি আছে ? তার প্রথম অবস্থা ছিল বীর্য, আর শেষ অবস্থা হল পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত লাশ হওয়া। সে তার নিজেকে নিজে রিযক দিতে পারে না আবার চূড়ান্তভাবে সর্বশান্ত হওয়া (মৃত্যুকে) থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে পারে না। অর্থাৎ, নিঃস্ব হয়ে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়াকে ফিরাতে পারে না।

মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা ও পরিণতি সম্পর্কে এখানে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এবং অহংকার করার মত ক্ষমতা যে প্রকৃতপক্ষে মানুষের নেই, এ শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রশ্নের উল্লেখ করার পর উত্তর দেওয়া এবং স্বল্প কথায় স্পষ্ট বিষয় অনুধাবন করিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও এখানে পাওয়া যায়। প্রথমে মূল বিষয়টির উন্মেষ ঘটিয়ে

---

১. আবুল-ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

পরে ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার এখানে বিদ্যমান। এ বাক্যটি আরবী অলংকার শাস্ত্রের ইলমুল বায়ান (বর্ণনা প্রসঙ্গের জ্ঞান)-এর একটি উদাহরণ এবং অলংকার মন্ডিত ভাষার নিদর্শনস্বরূপ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্নেহধন্য প্রিয় দৌহিত্র, হযরত হাসান[১] (রা) বর্ণনা করেছেন, স্বীয় পিতা 'আলী (রা) তাঁকে একদা বলেছেন,

طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه الناس عرفـه الله برضـوان أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنـهم كـل فتنـة مظلمـة سيدخلهم الله فـي رحمـة منـه ليسـوا بالمذاييع البذر ولا الجفاة المرائين ـ [২]

এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য সৌভাগ্য, যে মানুষের দৃষ্টিতে অবহেলিত, ঘুমন্ত। মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টিতে তাদের সাথে পরিচিত। তাঁরা হিদায়াতের বাতি স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নিকট প্রত্যেক আঁধার ফিতনা উদ্ভাসিত করে দেন। অচিরেই আল্লাহ তাঁদেরকে স্বীয় একান্ত রহমতে তাঁদেরকে প্রবেশ করাবেন। তাঁরা নিজেদের কর্মকান্ডের ভালদিক শুনতে আগ্রহী নন এবং মানুষকে দেখানোর মত কাজ করে পংকিলময়ও নন।

এখানে মানুষের মাঝে অপরিচিত অথচ আল্লাহর কাছে বিশেষ সম্মানের অধিকারী উত্তম শ্রেণীর পরিচয় 'আলী (রা) সহজে তুলে ধরেছেন। অলংকারিক দৃষ্টিকোণে এখানে বায়ান এর সুন্দর রীতি এবং মাওসূফ-সিফাতের মাধ্যমে সহজ উপস্থাপনা লক্ষ্যনীয়।

---

১. হযরত 'আলী ও খাতুনে জান্নাত ফাতিমা বিনতু রাসূলিল্লাহ (সা) -এর তিনি প্রথম সন্তান। তাঁকে এবং তাঁর অনুজ হুসায়ন (রা) কে নবীজী স্বীয় সুগন্ধি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা জান্নাতের যুবকগণের সর্দার। ৫০ হিজরী সনের ৫ই রবিউল আউয়াল ৪৭ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। ইবন কাসীর আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৮ম খ. পৃ. ৪২ ও আহমাদ, আল- মুসনাদ / ২০৯১৮।

২. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান, সফওয়াতুস সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপনের পথে অনিষ্টকর বিষয়াদি থেকে নিজকে মুক্ত রাখা সম্পর্কে 'আলী (রা) উপদেশ দিয়েছেন,

ان أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطـول الأمل فأما اتباع الـهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الأخرة ألا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة ألا وإن الأخرة قـد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونـوا من أبنـاء الأخـرة ولا تكونـوا مـن أبنـاء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل – [১]

সর্বাধিক ভীতিকর যে বস্তুটি, তা হল, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং দীর্ঘ আশা পোষণ করা। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয় আর দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় । সাবধান ! দুনিয়া পশ্চাতমুখী ধাবমান, আর সাবধান! আখিরাত সম্মুখে আগোয়ান। আর এতদুভয়েরই সন্তানাদি আছে। তোমরা আখিরাতের (জন্য প্রস্তুতিগ্রহণকারী) সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। নিশ্চয়ই আজ তো (ইহকালে) আমল করার সুযোগ আছে, হিসাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আবার আগামীকাল (পরকালে) হিসাব দিতে হবে কিন্তু আমল করার সুযোগ থাকবে না।

আলোচ্যাংশে কুপ্রবৃত্তি হতে মুক্ত থাকার, দুনিয়ার কারণে আখিরাতের কাজ পরিত্যাগ না করার শিক্ষা বিদ্যমান। বাক্যাংশে সাবধানবাণী প্রয়োগ করে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং জীবনযাপনের জন্য সহজতর নীতি প্রদর্শন করেও 'আলী (রা) বহু উপদেশ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, দুনিয়া ও আখিরাতের বিপরীতধর্মী অবস্থাকে উল্লেখপূর্বক সহজে মূল আলোচনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা অলংকার শাস্ত্রের 'তিবাক' নীতিরই উদাহরণ স্বরূপ হয়েছে।

---

১. আবুল-ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ ও জনসাধারণের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও 'আলী (রা) উপদেশের মাধ্যমে অবহিত করিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا خير في قراءة لا تدبر فيها [১]

"সে ব্যক্তিই প্রকৃত ফকীহ, (দীনের ব্যাপারে পান্ডিত্য লাভকারী) যিনি জনসাধারণকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করেন না। আবার তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতেও নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেন না। তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীতে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন না। অন্যদিকে আগ্রহ প্রকাশ করে আল-কুরআনকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না। এমন 'ইবাদতে মঙ্গল নেই, যে 'ইবাদাতের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, আর অনুধাবন ছাড়া শুধু জ্ঞানচর্চা করেও কোন কল্যাণ নেই। চিন্তা ভাবনা ছাড়া শুধু তিলাওয়াতেও প্রকৃত মঙ্গল নেই।"

ইসলামী জ্ঞান যথাযথ ভাবে অর্জন করে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা এবং আল-কুরআনের বিধানকে সর্বোতভাবে মেনে চলার শিক্ষা এখানে বিদ্যমান। ভাষাগতভাবে নাহী বা নিষেধজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে সহজে উপস্থাপনার নীতি এবং আলংকারিক ব্যঞ্জনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। এছাড়া ولا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه বাক্যাংশে علم ও فهم 'জিনাস' অলংকারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

---

১. আবুল- ফারাজ 'আবদুর রহমান ইবন 'আলী, সাফওয়াতুস-সাফওয়াঃ, ১ম খ, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। তার শেষাংশ হল,

يا بني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

"ওহে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা মুসলিমগণের রক্তকে প্রবাহিত করো না। তোমরা এমন বলো নাযে, আমীরুল-মু'মিনীনকে শহীদ করা হল। সাবধান! আমাকে শুধু একজনই আঘাত করেছে। তোমরা খেয়াল করো, এ আঘাতের কারণে যদি আমি মারা যাই, তাহলে এর বদলে এমন আঘাতই তাকে করো। তাকে হাত পা কেটে 'মুসলা' [১] করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলতে শুনেছি, [২]

اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور -

তোমরা মুসলা করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যদি পাগলা কুকুরও হয়, তবুও।" [৩]

এখানে 'আলী (রা)-এর অন্তিম লগ্নে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়। এতে মানুষের প্রতি তাঁর একান্ত ভালবাসা প্রকাশ পায়। আবার ভয়াবহ শত্রুকেও অতিরিক্ত যাতনা না দেওয়ার নসীহাত বিদ্যমান। স্বীয় কথার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র বাণী উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যা 'ইকতিবাস' অলংকার সমৃদ্ধ হয়েছে।

---

১. একটি একটি করে অঙ্গ হানি করে যাতনা দিয়ে হত্যা করাকে মুসলা বলা হয়।

২. মুসলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল-কূফিয়্যীন/১৭৯৯৩ , বুখারী, কিতাবুল-মাযালিম ওয়াল-গাদাব/২২৯৪ এবং কিতাবুয-যাবাইহি ওয়াস-সায়দ/৫০৯২ -এ উল্লেখ রয়েছে।

৩. আবূ জা'ফর আত-তাবারী, যাখাইরুল 'উকবা' ফী মানাকিবি যাভিল কুরবা' ১ম খ. পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা) মানুষের উপকারের জন্য সংক্ষিপ্তাকারের বহু নীতিবাক্য বলেছেন। যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপদেশমূলক। আবুল-ফদল আল-মায়দানী স্বীয় মাজমা'উল-আমসাল গ্রন্থে তাঁর বহু বাণী উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ-

أنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها.

তোমাদের (মুমিনদের) নিজেদের বিনিময় জান্নাত ছাড়া কিছু নয়, তাই তোমরা নিজেদেরকে জান্নাত ছাড়া আর কিছুর জন্য বিক্রয় করো না।

من طلب شيئا ناله أو بعضه.

যে ব্যক্তি কোন কিছু অন্বেষণ করে, সে তা প্রাপ্ত হয় অথবা তার কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, মানুষের চেষ্টা কখনও বিফলে যায় না। চেষ্টার জন্য কিছু না কিছু ফলাফল সে পায়ই।

من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه.

যে ব্যক্তি মানুষের ত্রুটি দেখে তা অপছন্দ করে, তারপর নিজের ব্যাপারে তা পছন্দ করে, সে প্রত্যক্ষভাবেই আহমাক।

من أطال الامل أساء العمل.

যে ব্যক্তি তার আশাকে দীর্ঘায়িত করে, সে তার আমলকে খারাপ করে ফেলে।

من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه . [১]

যে লোক তার নিজের প্রবৃত্তির ব্যাপারে খুশী হয়ে যায়, তার প্রতি অনেক লোক অসন্তোষ প্রকাশ করে।

১ .আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ ।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ.

ঝগড়ার ক্ষেত্রে কেউ সীমাতিক্রম করলে সে পাপ করে, আর কেউ কম করলে, সে অত্যাচারিত হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে ঝগড়ায় নমনীয়তা প্রদর্শনকে মানুষ অবমূল্যায়ন করে এবং ঝগড়াটে লোকের পক্ষ অবলম্বন করে।

من عظّم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها .

যে লোক ছোট বিপদগুলোকে বড় ভাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর চেয়ে বড় বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

خير البلاد ما حملك.

উত্তম দেশ সেটিই, যে দেশ তোমাকে বহন করে। অর্থাৎ, যে কোন দেশেই কারো জন্ম হোক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সে দেশকে ভালবাসার, তার কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য কাজ করার উৎসাহ এখানে বিদ্যমান।

رُبَّ مفتون يحسن القول فيه.

কতই না বিপদগ্রস্ত লোক রয়েছে, যারা দুঃসময়েও সুন্দর কথা বলতে পারে। অর্থাৎ, বিপদাপদেও তারা নিজেদেরকে সংযত রেখে বিপদকে অতিক্রম করে চলতে পারেন।

القلب مصحف البصر.

অন্তর দৃষ্টির গ্রন্থনা। অর্থাৎ মানুষ যা দেখে, তারই প্রভাব অন্তরে বিকশিত হয়। কেননা অন্তর প্রতিবিম্ব স্বরূপ, তাই চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখার প্রয়োজনীয়তা ও এখানে সহজে বুঝা যায়।

التّقي رئيسُ الأخلاق.[১]

চরিত্রগঠনের প্রধান উপকরণ হল তাকওয়া। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ভয়ই মানুষকে উত্তম স্বভাবে বিকশিত করতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে মানুষ প্রকৃত চরিত্রবান হতে পারে না।

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ما أحسن تواضع الأغنياء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله.

আল্লাহর কাছে যা আছে তার উদ্দেশ্যে ধনীদের নম্রতা অবলম্বন কতই না ভাল, আর তার চেয়েও উত্তম হল, আল্লাহর উপর নির্ভর করে, ধনীদের সংশ্রব থেকে দরিদ্রদের দূরে থাকা।

كل مقتصر عليه كاف.

সংক্ষিপ্ত অবলম্বনকারী প্রত্যেকের পর্যাপ্ততা আছে। অর্থাৎ বাহুল্য পরিহার করেও পর্যাপ্ততা লাভ সম্ভব।

من لم يعط قا عدا لم يعط قائما.

যে উপবিষ্টকে দেয় না, সে দাঁড়ানো লোককেও দেয় না। অর্থাৎ, যার স্বভাব না দেওয়া ও বঞ্চিত করা, কোন অবস্থাতেই তার কাছে অন্যেরা উপকৃত হয় না।

الدهر يومان: يوم لك، ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وان كان عليك فلا تضجر.

যুগ দু' রকমের। তোমার অনুকূলের দিন আর তোমার প্রতিকূলের দিন। তোমার অনুকূলের দিনকে হেলা-ফেলায় শেষ করো না এবং তোমার প্রতিকূলের দিনকে মারাত্মক ভেবো না। অর্থাৎ, সুসময়ে সুন্দরভাবে কর্তব্য পালন করা এবং দুঃসময়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

والبخل جامع لمساوىء الأخلاق.

কৃপণতা সকল মন্দ চরিত্রের একত্রকারী। অর্থাৎ কৃপণতা মানুষের চরিত্র নষ্ট করে ও মন্দ চরিত্রের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

من كثرت نعمة الله عنده كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يحب عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم عرضها للزوال والفناء. ১

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যার নিকট আল্লাহর নি'আমত বৃদ্ধি পায়, তার কাছে মানুষদের বিভিন্ন প্রয়োজন দেখা দেয়। যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর পছন্দনীয় খাতে নি'আমত ব্যয় করাতে মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা তা স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক করে দেন। আর যে ঐরূপ উপকারে দন্ডায়মান হয় না, আল্লাহ তা'আলা তার নি'আমতকে ক্রমহ্রাসমান ও নিঃশেষ করে দেন।

من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.

যে জানে, তার কথাও আমলের অন্তর্ভুক্ত। তার অহেতুক কথাবার্তা কমে যায়। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি নিজকে খারাপ কথায় আর জড়িত করে না।

العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى.

মানুষের কাছে না চাওয়া দরিদ্র লোকের অলংকারস্বরূপ এবং শোকর গুযার করা ধনী লোকের অলংকারস্বরূপ। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীরই উত্তম স্বভাবের হওয়া বাঞ্ছনীয়। দরিদ্ররা ধনীদের অহেতুক পীড়াপীড়ি করবে না। আবার ধনীরাও সম্পদের লোভে না থেকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه -

মু'মিনের উৎফুল্লতা থাকে তার অবয়বে, আর দুঃখ থাকে তার অন্তরে। অর্থাৎ, প্রকৃত মু'মিন যাতনাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে তার সবকিছু প্রকাশ পায় না। এমনকি ভীষণ দুঃখকেও মু'মিন বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে না। কেননা, তার অন্তরের গোপন স্থানেই সে বেদনাকে আবদ্ধ রাখে।

الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، والعالم المتعسف شبيه بالجاهل. [১]

শিক্ষার্থী মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানী সদৃশ। আর জ্ঞানান্ধ বিজ্ঞ মূর্খ সদৃশ। অর্থাৎ, জ্ঞানস্পৃহা মূর্খকেও জ্ঞানীতে রূপান্তরিত করে। পক্ষান্তরে, জ্ঞানকে যে যথাযথ মূল্যায়ন না করে, অসংযত হয়, সে মূর্খের মতই কাজ করে।

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك.

তোমার প্রতিনিধি তোমার বুদ্ধিরই প্রকাশ ঘটায়। আর তোমার লিপিকা তোমার ভাষাকেই চূড়ান্ত ভাবে বুঝায়। কাউকে প্রতিনিধি নির্বাচন করলে, তার ব্যাপারে জেনে নেওয়া এবং কিছু লিখলে, তা বুঝে-শুনে সুন্দর করার শিক্ষা এখানে বিদ্যমান।

لا تجارة كالعمل الصالح، ولا ربح كالثواب، ولا فائدة كالتوفيق، ولا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا قربة كحسن الخلق، ولا عبادة كأداء الفرض، ولا عقل كالتدبير، ولا وحدة أوحش من العجب.

নেক আমলের মত উত্তম ব্যবসা নেই, পুণ্যের মত লাভ নেই, কাজ করার সুবিধার (তাওফীক) মত উপকার নেই। বিনয়ীর মত উত্তম মর্যাদা নেই, জ্ঞানের মত উত্তম খ্যাতি নেই, সন্দেহকালে অবস্থান ঠিক রাখার মত উত্তম দীনদারী নেই, সচ্চরিত্রের মত নিকটজন নেই, ফরয আদায়ের মত উত্তম 'ইবাদাত নেই, গভীর চিন্তার মত বুদ্ধির কাজ নেই এবং নিজকে নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার চেয়ে হিংস্রত্ব একাকীত্বে নেই। অর্থাৎ, নিজকে নিয়ে গর্ববোধ করা, নিজের কাজে প্রীত ও উৎফুল্ল হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, এ স্বভাব আত্মঘাতী। তাই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করাই শ্রেয়।

إذا تم العقل نقص الكلام.

জ্ঞান যখন পূর্ণ হয়, কথাবার্তা তখন কমে যায়। অর্থাৎ, প্রয়োজন ব্যতীত অহেতুক কথা বলা জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয় নয়। বরং কম কথা বলাই জ্ঞানীর পরিচয়।

قدر الرجل على قدر همته -[১]

মানুষের কাজের পরিমাপ নিহিত তার হিম্মতে। এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা মানুষকে আগাতে শেখায়। কাপুরুষতা মানুষকে পিছু হটিয়ে দেয়।

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

قيمة كلّ امرىء ما لا يُحْسِنه ـ

প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা ঐ পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে সে আর সুন্দর করতে পারে না। অর্থাৎ, যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ তার কাজ করে থাকে। কাজ দ্বারাই তার জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়।

المال مادة الشهوات ـ

সম্পদ প্রবৃত্তির মূল উপকরণ। অর্থাৎ, ধন-সম্পদ মানুষের মাঝে লোভের উদ্রেক করে এবং তাকে কেন্দ্র করে নানা পাপ সংঘটিত হয়। তাই সীমিত পর্যায়ে ও যথাযথ পরিমাণে তা গ্রহণ করা শ্রেয়।

الحرمانُ خيرٌ من الامتنان ـ

খোঁটা লাভের চেয়ে বঞ্চিত থাকা উত্তম। অর্থাৎ, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ যা প্রদান করে, তার চেয়ে বেশী অধিকার পেতে সচেষ্ট থাকে। সে সময় খোঁটা না পেয়ে, সে সাহায্য লাভ থেকে মুক্ত থাকা ভাল।

الناسُ أعداء ما جهلوا ـ [১]

মানুষ যা জানে না, তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মানুষের সবকিছু জানা অসম্ভব। তবে জানার প্রতি তার আগ্রহ থাকার ভাল। কিন্তু অজানার প্রতি মনে একপ্রকার বিরূপ ভাব আসে। সে অনীহাকে কাটিয়ে জানতে চেষ্টা করা শ্রেয়।

'আলী (রা) এর বাণী গুলোর মাধ্যমে এমনিভাবে চরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর থেকে অন্যত্র আরো বর্ণিত হয়েছে,

الناس نيام ، إذا متوا انتبهوا ـ [২]

মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন। যখন মৃত্যু হবে, তখন জাগ্রত হবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে প্রকৃত করণীয় কি ছিল তা তখন বুঝবে।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. আবুল হাসান, হযরত আলী, পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

العجز آفة ، والصبر شجاعة ، والزهد ثروة ، والورع جنة ـ

অক্ষমতা একটি বিপদ, ধৈর্যধারণ করা সাহসিকতা, নির্মোহ থাকা অমূল্য সম্পদ এবং ধর্মানুরাগ জান্নাত লাভের মাধ্যম। - এখানে স্বল্পকথায় মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপদেশ বিদ্যমান।

احذر صولة الكريم إذا جاع ، وصولة اللئيم إذا شبع ـ

অভিজাত লোকের হামলা থেকে সতর্ক থাক, যখন সে ক্ষুধার্ত থাকে। আর ইতর প্রকৃতি লোকের হামলা থেকে সতর্ক হও, যখন সে পরিতৃপ্ত হয়।

اياك والاتكال على المنى فإنها بدائع النوكى ـ

স্বপ্ন আর আকাঙ্খার উপর নির্ভর করে থেকো না, কেননা, এটা হল মূর্খ মানুষের পুঁজি। অর্থাৎ, পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। অহেতুক দুরাশা না করার শিক্ষা এখানে বিদ্যমান।

رب كلمة سلبت نعمة ـ

কখনো কখনো একটি মাত্র শব্দ (কথা) বিরাট বঞ্চনার কারণ হয়। অর্থাৎ, অসাবধানতায় কোন কোন স্থানের একটি কথাও মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

الفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلده ـ

অভাব বিচক্ষণ লোককেও যুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাক করে দেয়। অভাবী নিজের সামনে সব থাকতেও জেনে ভিনদেশী। অর্থাৎ, দুঃসময়ে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অনাকাঙ্খিত দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়।

ما أضمر أحد شيئا الا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه . ১

যে যাই গোপন করে, তার জিহ্বার সঞ্চালনে হঠাৎ বেরিয়ে যায় এবং তার মুখমন্ডলের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে। অর্থাৎ, অন্যায় কাজকে মানুষ ধামাচাপা দিয়ে রাখতে

---

১. আবুল হাসান, হযরত আলী, পৃ. ২০২ -২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে সামর্থ রাখে না। তার অন্তরের অভিব্যক্তি তখন তার বিরুদ্ধে কাজ করে।

'আলী (রা) সুসময় সম্পর্কে বলেছেন,

إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره

وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ـ [১]

দুনিয়া যখন কারো প্রতি প্রাচুর্য নিয়ে এগিয়ে আসে, তখন অন্যের গুণাবলীও তাকে ধার দেয়া হয়। আর যখন তার প্রতি অপ্রসন্ন হয় (দুঃসময় আসে) তখন তার নিজস্ব গুণাবলীও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, সুসময়ে বন্ধুর অভাব হয় না।

এমনিভাবে তাঁর থেকে মূল্যবান বহু নীতিবাক্য পাওয়া যায়।

'আলী (রা) -এর উক্তিও প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

যেমন, তিনি বলেছেন,

رَأْيُ الشَّيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الغُلَامِ. [২]

অল্পবয়স্ক বালকের প্রত্যক্ষ করা বিষয় হতে, বয়স্ক (প্রজ্ঞাবান) লোকের অভিমতই উত্তম। 'আলী (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে এই উক্তি করেছিলেন।

أحرزَ امرا أجلُه. [৩]

মৃত্যু ব্যক্তিকে দমিয়ে দিয়েছে। 'আলী (রা) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, أتلقى عدوك حاسرا ؟ আপনি কি আপনার শত্রুকে কখনও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছেন? এ কথার উত্তরে 'আলী (রা) তা বলেছিলেন।

---

১. আবুল হাসান, হযরত আলী, পৃ. ২০৩।

২. আবুল-ফদল আল-মায়দানী, মাজমা'উল-আমসাল, মিন কালামি 'আলী ইবন আবী তালিব (রা), ২য় খ, ৩০ তম পরিচ্ছেদ, প্রবাদ নং- ১৫৪৭।

৩. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং-১১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

أُرِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي.[১]

আমি তার বন্ধুত্ব চাই আর সে আমার হত্যা কামনা করে। 'আলী (রা) কে ইব্‌নমুলজিম নামক পাপিষ্ঠ আঘাত করার পর তিনি তার উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছিলেন। এটিও প্রবাদে পরিণত হয়।

'আলী (রা) হতে কাব্যাকারেও কিছু নীতিবাক্য পাওয়া যায়। যেগুলো তাঁর প্রজ্ঞা প্রসূত বিচক্ষণতা ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী[২] গ্রন্থে এরূপ বহু কবিতার উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলিত প্রথম বাক্যটি হল,

إذا ما رأسُ أهلِ البيتِ ولّى   بدا لهم من الناس الجفاءُ.[২]

" যখন গৃহের প্রধান ব্যক্তি (শাসন করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন মানুষের মাঝে মুর্খতা প্রকাশিত হয়। " - পিতার কর্তৃত্ব ও শাসনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

বংশ কৌলিণ্য সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

ما للفتى حسبٌ إلا إذا كملتْ   أخلاقه وحوى الآدابَ والحسبا
فاطلبْ فديتكَ علماً واكتسبْ أدباً   تظفرْ يداكَ به واستعجل الطلبا
هل المروءةُ إلا ما تقومُ به   من الذمام وحفظِ الجار عتبا
من لم يؤدّبْهُ دينُ المصطفى أدباً   محضاً تحيرَ في الأحوال واضطربا[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, প্রবাদ নং-১৬৩৩।

২. মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী গ্রন্থটি ০১-০১-১৯৭৯ ইং তারিখে দামিশক হতে প্রকাশিত হয়। আরবী বর্ণ ভিত্তিক সাজানো বিষয়মালাতে মোট ২৮ টি পরিচ্ছেদে বইটি সংকলিত হয়েছে। এতে 'আলী (রা) -এর উক্তিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আহমাদ কাবস নামক প্রখ্যাত সাহিত্যিক গ্রন্থটি সংকলন করেন।

৩. আহমাদ কাবস, মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী, হামযাহ পরিচ্ছেদ, আল-আবু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

" কোন যুবকের জন্য তখনই উচ্চ মর্যাদা হতে পারে, যখন সে তার চরিত্রকে পূর্ণ করে, সে শিষ্টাচার ও কৌলিন্যতাকে ধারণ করে।

তুমি তোমাকে জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে অনুসন্ধান করো, তুমি শিষ্টাচার শিক্ষা করো, এর মাধ্যমে তোমার দু'হাতকে পূর্ণ করো, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করো।

তুমি যে অবস্থানে রয়েছ, তোমার যা নিন্দনীয় কাজ আছে, আর তোমার প্রতিবেশী তোমার ব্যাপারে যা মনে রেখেছে,তা ছাড়া বেশী ব্যক্তিত্ব কি তুমি প্রদর্শন করতে পারবে?

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীন শিষ্টাচারে যাকে মনোনিবেশ করতে পারে না, শুধুমাত্র নানা অবস্থাতে সে হয়রান হয়ে পড়ে আর দোদুল্যমান অবস্থাতে অকর্মণ্য হয়ে থাকে।"

'আলী (রা) -এর এ কবিতার প্রতিটি বাক্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

সাহিত্যিকদের ব্যাপারে ও মানুষের অবস্থান সম্পর্কে 'আলী (রা) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। যেমন,

إن الأديب إذا زلّتْ به قدم يَهْوي إلى فُرُش الديباج والسُّرُر.

الناسُ اثنان ذو علمٍ ومُستمعٍ واعٍ وسائرُ هُمْ كاللغو والعكر. [২]

শিষ্টাচার সম্পন্ন লোকের যদি পদস্খলন ঘটে, তাহলে সে তুলতুলে বিছানা আর পালঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। মানুষ দু'প্রকারের হয়ে থাকে, জ্ঞানের অধিকারী ও মেধাবী শ্রোতা। এছাড়া অন্যান্যরা অহেতুক এবং তুষ সদৃশ হয়ে থাকে।

---

১. আহমাদ কাবস, মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী, হা পরিচ্ছেদ, আল-হাসাবু ওয়ান-নাসাবু অংশ।

২. প্রাগুক্ত, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আল-আদাবু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সৌন্দর্য লাভ করা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

إن الجمالَ جمالُ العقل والأدبِ ليس الجمالُ بأثوابٍ تزيّننا [১]

যে কাপড় আমরা পরিধান করি সেই কাপড় প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ করে না। প্রকৃত সৌন্দর্য হল জ্ঞান ও শিষ্টাচারের সৌন্দর্য।

দানশীলতা ও বদান্যতার ব্যাপারে 'আলী (রা) বলেছেন,

إذا جادتِ الدنيا عليكَ فجُدْ بها

على الناس طرا إنها تتقلّبُ

فلا الجودُ يفنيها إذا هي أقبلتْ

ولا البخلُ يُبْقيها إذا هي تذهَبُ - [২]

তোমার প্রতি দুনিয়া যদি ভালভাবে (প্রাচুর্য নিয়ে) এগিয়ে আসে তুমিও তখন তদ্দারা মানুষের প্রতি দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দাও। কেননা, তোমার এ অবস্থা স্থায়ী নয়, পরিবর্তিত হবে। যখন (দারিদ্রতা) এগিয়ে আসবে, তখনও দয়াদ্রচিত্ত দূরীভূত হবে না আবার তা (দারিদ্রতা) চলে গেলেও কৃপণতা অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ দানের মাধ্যমে দাতার উভয় অবস্থাতেই সমতা পরিদৃষ্ট হয়।

দানশীলতার সুফল ও কৃপণতার কুফল সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

ما أحسنَ الجودَ في الدنيا وفي الدين

وأقبحَ البخلَ فيمن صيغَ من طين

ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا

لا بارك الله في الدنيا بلا دين - [৩]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, জীম পরিচ্ছেদ, আল-জুদু ওয়াস-সাখাই অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া ও দীনে দানশীলতার অবস্থান কতই না উত্তম। আর সে লোকের কৃপণতা কতই না মন্দ, যে মাটি দ্বারা তৈরী হয়েছে। যখন দীন ও দুনিয়া একই সাথে কারো মাঝে মিলিত হয়, তখন কতই না সুন্দর হয়। আল্লাহ তা'আলা দীন ছাড়া শুধু দুনিয়াতে কোনই বরকত দান করেন না।

বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্বের অসারতা এবং মানুষের প্রকৃত মর্যাদার বিষয় সম্পর্কে 'আলী (রা) কাব্যাকারে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন। যেমন,

أيها المفاخرُ جهلاً بالنسبْ

إنما الناسُ لأمٍ ولأبْ

هل تراهمْ خُلقوا من فضةٍ

أم حديدٍ أم نُحاسٍ أم ذهبْ

بل تراهمْ خُلقوا من طينةٍ

هل سوى لحمٍ وعظمٍ وعصبْ

إنما الفخرُ لعقلٍ ثابتٍ

وحياءٍ وعفافٍ وأدبْ ـ [১]

ওহে অজ্ঞতাবশত বংশমর্যাদা নিয়ে গৌরব কারী, জেনে রাখ, মানুষতো এক পিতা আর এক মাতা হতেই জন্ম লাভ করে থাকে। তুমি কি তাদেরকে দেখেছ, তারা কিসের তৈরী? রূপা, নাকি লোহা, নাকি হীরা, নাকি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী? বরং তারা তো মাটি থেকেই সৃজিত। তারা কি গোস্ত, হাড্ডি ও চামড়া ছাড়া অন্য কিছু? গর্ব হতে পারে শুধুমাত্র, দৃঢ় জ্ঞান, লজ্জাবোধ, ক্ষমা আর শিষ্টাচার নিয়ে। এছাড়া অন্য কিছু নিয়ে গর্ব করার কোন উপকরণ নেই।

মূর্খকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা সম্পর্কে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

ولا تصحبِ الجاهلَ　　　　وإياكَ وإياه

فكم من جاهلٍ أردى　　　　حليماً حينَ آخاه

---

১. প্রাগুক্ত, ২য় পরিচ্ছেদ, আল-হাসাবি ওয়ান-নাসাবি অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

يقاسُ المرءُ بالمرءِ　　إذا ما هوَ ما شاه

وللقلبِ على القلبِ　　دليلٌ حين يلقاه ـ [১]

তুমি কোন মূর্খকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তুমি তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ আর তাকেও তোমার থেকে দূরে রাখ। আর কতই না মূর্খ রয়েছে, বন্ধুত্ব করার সময়ে যে ধৈর্যশীলকেও কলুষিত করেছে। অন্য মানুষকে নিজের সাথে মিলিয়ে মানুষ ধারণা করে। সে যেমন, অন্যদেরকেও তদ্রূপ মনে করে। যেহেতু তাকেও দেখতে তারই অনুরূপ মনে হয়। সাক্ষাতকালে একটি অন্তরের জন্য আরেকটি অন্তর প্রমাণ হয়। অর্থাৎ, মূর্খ লোক বন্ধুকেও প্রকৃতভাবে মূল্যায়ন করতে জানে না। বরং সে তার মূর্খতার কারণে, নিজের অজান্তেই বন্ধুদেরকেও বিপদে ফেলতে পারে।

দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা পরিহার প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

دعِ الحرصَ على الدنيا

وفي العيشِ فلا تطمعْ

ولا تجمعْ من المالِ

فلا تدري لمن تجمعْ ـ [২]

দুনিয়ার প্রতি লোভ করাকে তুমি ছেড়ে দাও। আর জীবন যাপনের ব্যাপারে তুমি কোনই আকাঙ্খা করো না। আর তুমি সম্পদকে জমা করতে থেকো না, কেননা, তুমি জাননা যে, কার জন্য এ সম্পদকে তুমি জমা করে যাচ্ছ।

অর্থাৎ, বিপুল সম্পদের মোহে যারা উন্মাদ প্রায় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তারা এ বিষয়েও অবহিত নয় যে, জমানো সম্পদ ভোগ করার মত হায়াত তার বাকী আছে কি না।

---

১. প্রাগুক্ত, জীম পরিচ্ছেদ, আল-জাহ্‌ল অংশ।

২. প্রাগুক্ত, হা পরিচ্ছেদ, আল-হিরস অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) আরো বলেছেন,

للناس حرص على الدنيا بتدبير

وصفوها لك ممزوج بتكدير

كم من ملح عليها لا تساعده

وعاجز نال دنياه بتقصير

لم يرزقوها بعقل حينما رزقوا

لكنما رزقوها بالمقادير - [১]

দুনিয়ার প্রতি মানুষের কতই না মোহজড়িত লোভ থাকে, দুনিয়াকে তারা তোমার জন্য কতই না রূপ-সাজ দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলে।

দুনিয়ার কতই না সেবক রয়েছে, যাকে সে কোনই পাত্তা দেয় না। আর অপারগ লোক দুনিয়াকে শুধুই স্বল্প পরিসরে লাভ করে।

তাদেরকে যা রিযৃক দেওয়া হয়, তা তাদের জ্ঞানের ফসল নয়। বরং তাদেরকে পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাকদীরের বরাদ্দ অনুযায়ীই রিযৃক প্রদান করা হয়।

অর্থাৎ, ধন-সম্পদের পরিমাণ দিয়ে জ্ঞান পরিমাপ করা যায় না। দুনিয়ার প্রতি যারা বেশী আগ্রহী, তারা মূলত শান্তির পথে নেই। বরং, আল্লাহর উপর নির্ভর করে, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর প্রদর্শিত পথেই দুনিয়ার জীবন কাটানো উচিত।

এখানেও 'আলী (রা) অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দুনিয়ার অবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন। যা তাঁর ব্যাপক জ্ঞানেরই বহিপ্রকাশ। এমনিভাবে তাঁর কবিতায় শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান এবং বহু কবিতা মূল্যবান ও উপদেশমূলক প্রবাদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে।

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ ও অন্যতম কবি ছিলেন, 'আলী (রা)। তিনি ছিলেন স্বভাবগত কবি। তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের পরিচিতির পাশাপাশি কাব্যিক প্রতিভার পরিচয়ও ছিল সর্বজন বিদিত। অনায়াসে তিনি পরিপাটি ছন্দে কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর কবিতাসমূহ মূল্যবান বাণীসমৃদ্ধ এবং এগুলো কাব্যিক শিল্প সৌন্দর্যে কালোত্তীর্ণ।

আরবী কাব্য সাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে 'দীওয়ান-ই -'আলী' -এর মূল্যায়নে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায়, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙ্গে চিরন্তন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরি আল্লাহর সাথে বান্দাদের সম্পর্কের এবং নৈকট্যের জন্য অনুপম আকুতি ও প্রতিক্রিয়াশীল আগ্রহের ব্যাপক ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ তাঁর কাব্যমালা। তৎসঙ্গে 'আলী (রা) -এর কাব্য চর্চা করলে, এতে তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্প রসিক মানুষের জন্য মূল্যবান উপকরণ মেলে। এর আবেদন ও গতিময়তা কাল থেকে কালান্তরে, যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে শতক-সহস্রাব্দ ধরে বিদ্যমান ও নতুনত্ব বহন করে আছে।

'আলী (রা) -এর কাব্যিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এগুলো মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আবার তাঁর কবিতাগুলোতে ইসলামেরই কোন না কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্রধর্মী। দুনিয়ার প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষা, প্রিয় নবী (সা) -এর সাহচর্যের সুফল, আল্লাহর প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতার গুরুত্ব, তাকদীরের বিশ্বাস, তাকওয়া অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহার, যুদ্ধের বিবরণ, ধৈর্যের সুফল, বিপদে ধৈর্য, সুসময়ে শোকরিয়া জ্ঞাপন, মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি গ্রহণ, মূর্খতা পরিত্যাগ করা, পরোপকারী হওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ের সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য উপস্থাপনায়

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলো সুশোভিত হয়েছে। তদ্রূপ কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল ঃ-

পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

إنما الدنيا فناء   ليس للدنيا ثبوت
إنما الدنيا كبيت   نسجته العنكبوت
ولقد يكفيك منها   أيها الطالب قوت
ولعمري عن قليل   كل من فيها يموت [১]

নিশ্চয়ই দুনিয়া ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই ।
দুনিয়া এমনই ,যেন মাকড়সার বুনা কোন ঘর।
ওহে অন্বেষণকারী! এখানে তোমার জন্য সামান্য খাদ্যদানাই যথেষ্ট।
আমার জীবনের শপথ! এখানে যে রয়েছে , সে অবশ্যই মরবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন,

إنما الدنيا كظل زائل   أو كضيف بات ليلا فارتحل
أو كطيف قد يراه نائم   أو كبرق لاح في أفق الأمل - [২]

দুনিয়া তো কোন এক পথিকের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার স্থান
নয়তো কোন অতিথির রাত যাপনের ক্ষণিকের অবস্থান।
অথবা কোন মৃদু ঝিমানো তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকের মত,
নয়তো গগণ পাণে দেখা বজ্রপাতের ঝিলিকের মত।

অর্থাৎ, দুনিয়ায় স্থায়ীত্ব খুবই সামান্য। এর উপর বড় আশা করাও তেমনই অস্থায়ী। যাতে স্থায়ী কিছু আশা করা বৃথা।

---

১. হযরত 'আলী, দীওয়ানু 'আলী, ১ম খ. পৃ. ১১৪।

২. আহমাদ কাবস, মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী, দাল পরিচ্ছেদ, আদ-দুন্য়া অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ায় থাকাকালে মৃত্যুরআগেই তৈরী হওয়া সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

يا من بدنياهُ اشتغلْ   وغرّهُ طولُ الأملْ

الموتُ يأتي بغتةً   والقبرُ صندوقُ العملْ ـ ١

ওহে, যে তার পৃথিবীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে,

বড় বাসনা আর আকাঙ্খা যাকে ছেয়ে ফেলেছে ।

মরণ তো অকস্মাৎ এসে পড়বে তোমার কাছে,

আগের কাজেরই জমানো সিন্দুক কবর, আছে ।

আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা তথা তাকওয়া অবলম্বন করা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

فعليكَ تقوى الله فالزمْها تفزْ   إن التقيَّ هو البهيُّ الأهيبُ

واعملْ لطاعتهِ تنلْ منه الرضا   إن المطيعَ لربه لمقربُ. ٢

তোমার কর্তব্য, তাকওয়াকে অন্তরে স্থান দেওয়া, তাহলে তুমি বিজয়ী হবে,

নিশ্চয়ই তাকওয়া সম্পন্ন লোকই হল, প্রাচুর্যতা আর পর্যাপ্ততায় থাকবে।

তুমি আল্লাহরই অনুগত হয়ে কাজ কর, তুমি তাঁর থেকে সন্তুষ্টি পাবে,

নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগত বান্দাই তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারবে।

নম্রতা অবলম্বন সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

حقيقٌ بالتواضعِ من يموتُ   ويكفي المرءَ من دنياهُ قوتُ

ـ فيا هذا سترحلُ عن قريبٍ   إلى قومٍ كلامُهمْ سكوتُ ـ ٣

প্রকৃত নম্রতার উদাহরণ তার কাছে আছে, যে মারা গেছে,

দুনিয়াতে কোন লোকের তাই যথেষ্ট, সামান্য খাদ্য যার রয়েছে।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, তা পরিচ্ছেদ, তাকওয়া অংশ।

৩. প্রাগুক্ত, তাওয়াদু' অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ওহে কাছের তুমি, খুব সহসা তুমি পাড়ি জমাবে হায়,

এমন জাতির কাছে, নিরবতাই থাকে যাদের ভাষায়।

অর্থাৎ, কবর বাসীদের থেকে নিরবতা ও নম্রতা শিক্ষনীয় রয়েছে। কেউই আর তাঁদের দ্বারা কষ্ট পান না। তাই দুনিয়ায় অবস্থানকালে নম্রতা অবলম্বনই শ্রেয়।

মানুষের মূল অবস্থা সম্পর্কে এবং তার অহমিকার অসারতা প্রমাণে 'আলী (রা) খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন,

الناس من جهة التمثال اكفاء ابو هم أدم والأم حـواء

فان يكن لهم من اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء - ১

মানুষের আকৃতি-গঠনে একই রূপ, তাদের আদি পিতা আদম ও মাতা হাওয়া ,

সৃষ্টিমূলে তাদের গর্ব করার কিছু কি আছে? কাদামাটি ও পানির সৃজিত হওয়া।

নিছক বংশ মর্যাদার উপর বড়াই করা বোকামি। বংশের উৎসের দিক থেকে মানুষ সমান। সে জন্য বংশের অহমিকা অর্থহীন। আদম (আ) -এর পবিত্র দেহ চারটি উপাদানে গড়া ছিল। কিন্তু মাটি ও পানির অংশ বেশী থাকায় এখানে দুটি উপাদানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের দেহের গতি নিম্নমুখী হওয়ার কারণ এটি।

শিষ্টাচার অর্জন করাও আত্মসচেতন হওয়া সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

كن ابنَ من شئتَ واكتسبْ أدباً يغنيكَ محمودُه عن النسبِ

- إنَ الفتى من يقولُ: ها أنذا ليس الفتى من يقولُ كان أبي - ২

যে কারোরই তুমি সন্তান হও, অসুবিধা নেই, শিষ্টাচার শিখে নাও,

বংশের কৌলিন্যতায় যারা প্রশংসিত, তোমায় মান্য করবে তারাও ।

---

১. হযরত 'আলী, দীওয়ানু 'আলী, ১ম খ. পৃ. ২৯।

২. আহমাদ কাবস, মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আদাব অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সকল যুবক তো সেই, যে বলে, এই তো আমি এমন,

প্রকৃত যুবক সে নয়, যে বলে, আমার বাবা ছিলেন এমন ।

জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

وافضل قسم الله للمرء عقله   فليس من الخيرات شيء يقاربه

اذا اكمن الرحمن للمرء عقله   فقد كملت اخلاقه ومأربه

يعيش الفتى فى الناس بالعقل انه   على العقل يجرى علمه وتجاربه

تزين الفتى فى الناس صحة عقله   وان كان محظورا عليه مكاسبه

يشين الفتى فى الناس قلة عقله   وان كرمت اعراقه ومناسبه

ومن كان غلابا بعقل ونجدة   فذو الجد فى امر المعيشة غالبه - [১]

আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান,

উত্তম কোন বস্তু হয় না তার তুল্যমান।

মানুষের বুদ্ধি পূর্ণ করে দিলে আল্লাহ দয়াময়,

তখনি সচ্চরিত্র ও কাঙ্খিত লক্ষ্য পূর্ণ হয়।

বুদ্ধি বলে মানুষের মানব সমাজে পরিচয়,

যেহেতু বুদ্ধির পর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা হয়।

যদিও উপার্জনের দ্বার রুদ্ধ হয়,

বুদ্ধির পূর্ণতা করে মানুষকে সৌন্দর্যময়।

যদিও সে বড় হয় বংশ মর্যাদায়,

কলংকিত হয়ে যায় বুদ্ধিহীনতায়।

বুদ্ধি বাহাদুরী দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিজয় এলো যার,

তার উর্ধে বিজয়ী সে, যে-ই ভাগ্যবান জীবিকার।

জ্ঞানের উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে 'আলী (রা) এখানে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন।

---

১. হযরত 'আলী, দীওয়ানু 'আলী, ১ম খ. পৃ. ৬৪-৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পাপ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

ذنوبي ان فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي اوسع

فما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله اطمع

فان يك غفران فذاك برحمة وان تكن الاخرى فما كنت اصنع - [১]

চিন্তা করে দেখি, পাপ আমার অধিক অপার,
আমার প্রভূর কৃপা তারো চেয়ে বিপুল বিস্তার।
ভরসা আমার নাই, যা করেছি কোন নেক আমল,
আল্লাহর রহমতের আশা ভরসা প্রবল।
যদি আমি ক্ষমা পাই, তবে তা অনুগ্রহ তাঁর,
কি করতে পারি আমি অন্যরূপ ঘটলে আমার।

গোপনভেদ যত্রতত্র প্রকাশ না করার এবং পিতার উপদেশ মেনে চলা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

وإذاائتمنت على السرائر فاخفها واستر عيوب اخيك حين تطلع

لاتجز عن الحوادث إنما خرق الرجال على الحوادث يجزع

واطلع أباك بكل ما أوصى به إن المطيع أباه لا يتضعضع - [২]

গোপন কিছু তোমার কাছে অর্পিত হলে, তুমি তা গোপন করে রাখ,
তোমার ভাইয়ের কেন গোপনীয়তা দেখলে তুমি গোপন রাখ।
নতুনত্ব দর্শনে তুমি হন্তদন্ত হয়ে পড়ো না।
নানা ঘটনার শিকার হয়েছে পুরুষ কতই না।
মেনে চল: তোমাকে তোমার পিতা যা উপদেশ দিয়েছেন:
পিতার অনুগত ব্যক্তির আসে না কখনও পদস্খলন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

২. আহমাদ কাবস, মাজমাউল-হিকামি ওয়াল আমসালি, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আবু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার নানা পরিবর্তন সম্পর্কে 'আলী (রা) সতর্ক করে বলেছেন,

رأيت الدهر مختلفا يدور   فلا حزن يدوم ولا سرور
وقد بنت الملوك به قصورا   فم تبق الملوك ولا القصور
إن الليالي للأنام مناهل   تطوى وتنشر دونها الأعمار
فقصارهن مع الهموم طويلة   وطوالهن مع السرور قصار -[১]

আমি যুগকে দেখলাম, নানা পরিবর্তনে আবর্তিত হয়,
কোনরূপ দুশ্চিন্তা ও আনন্দ এখানে চিরস্থায়ী নয়।
কত রাজারাই এখানে তাদের অট্টালিকা বানিয়েছে,
কিন্তু সেই রাজারা ও তাদের সুরম্য প্রসাদগুলো নেই।
রাতগুলো সৃষ্টিজগতে কতই না কম্পন সৃষ্টি করে,
সংকীর্ণ এবং দীর্ঘ হয়, এ ঘূর্ণিয়নে কত সাম্রাজ্য নিঃশেষ হয়েছে।
তাদের অট্টালিকাগুলো নানা চিন্তার আড়ালে উঁচু মনে হয়,
অথচ এসব দীর্ঘ অভিপ্রায়ের আড়ালে কতই না সংকীর্ণতা রয়।

দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري   اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر
فكم من صحيح مات من غير علة   وكم من عليل عاش دهرا الى دهر -[২]

তুমি দুনিয়া নিয়ে এতই চিন্তা ভাবনা কর, অথচ বুঝতে পারছ না তুমি,
যখন রাত ঘনীভূত হয়, তুমি ফজর পর্যন্ত এখানে থাকতে পারবে কি?
কতই না সুস্থ ব্যক্তি কোন রোগ ছাড়াই এ দুনিয়া ছেড়ে গেছেন,
আবার কতই না রুগ্ন ব্যক্তি বহু যুগ যুগ যাবত বেঁচেছিলেন।

---

১. প্রাগুক্ত, বা (ب) পরিচ্ছেদ, বু'স (بؤس / হতাশা) অংশ।

২. প্রাগুক্ত, দাল পরিচ্ছেদ, দুন্য়া অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে 'আলী (রা) আরো বলেছেন,

. وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا

وقد نسجت كفانه وهو لا يدري

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض

على الماء خانته فروج الأصابع - [১]

আর কতই যুবক সন্ধ্যা-সকাল আয়েশে কাটিয়েছে,

অথচ, সে জানেনি, তার কাফনের কাপড় বুনা হচ্ছে,

যে দুনিয়াকে সাথী মনে করেছে, সে যেন অঙ্গুলীতে পানি নিয়েছে,

পানিতে পূর্ণ করে, কিন্তু আঙ্গুলগুলোর ফাঁক সব পানি ফেলে দিয়েছে।

দুনিয়ার প্রাপ্য ও তার জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

فلو كانت الدنيا تنال بفطنة

وفضل وعقل نلت أعلى المراتب

ولكنما الأرزاق حظ وقسمة

بفضل مليك لا بحيلة طالب - [২]

যদি দুনিয়াকে পরিশ্রম, মর্যাদা ও জ্ঞান দিয়ে পাওয়া যেত,

তাহলে আমি অন্যতম উঁচু স্থান পেয়ে যেতাম।

কিন্তু রিযিকগুলো মহান অধিপতি করুণাতেই নির্ধারিত ও বন্টিত,

কোন অন্বেষণকারীর কৌশলেই তা পরিবর্তিত হয় না।

অর্থাৎ, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, দুনিয়াতে সম্পদ লাভের বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, হা পরিচ্ছেদ, আল-হায্যু ওয়াল-জাদ্দু (.الحظ والجد -) অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে 'আলী (রা) কাজের প্রতি ও দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হতে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, তাঁর কবিতা,

إذا هبت رياحك فاغتنمها
فعقبى كل خافقة سكون
- وإن درت نياقك فاحتلبها
فما تدري الفصيل لمن يكون
- ولا تغفل عن الإحسان فيها
فما تدري السكون متى يكون ـ

যখন বায়ু অনুকূলে বইতে থাকে, তখন তাকে তুমি গণীমত মনে কর,
কেননা, প্রতিটি পদচারণাই অসার হবে, তখন আর কাজ করতে পারবে না।
যখন তুমি তোমার উটের পাশে যাবে, তখন তুমি তা দোহন কর,
কেননা, আরেকবার দোহনের সময় কে তার মালিক হবে, তা তুমি জান না,
তুমি দয়া প্রদর্শন করার ব্যাপারে কোন গাফলতী প্রদর্শন করো না,
কেননা, কখন তোমার অন্তিম অবস্থা এসে পড়বে, তুমি তা জান না?

পরিশ্রমের সুযোগকেও মূল্যায়ন করা সম্পর্কে 'আলী (রা) উপদেশমূলক বলেছেন,

من لم يكن جده مساعده
فحقه أن تجع في الحركة
- فقل لمن حاله مولية
لا تعرضن بالحراك للهلكة ـ [১]

যার প্রচেষ্টা তাকে সাধনার দিকে এগিয়ে নিতে পারে না,
নানা স্থানে ঘুরাফিরায় তার সর্বশান্ত হওয়া খুবই সন্নিকটে।
যার অবস্থা অলসতায় নিবদ্ধ, তাকে উপদেশ দাও,
তুমি নিজেকে ধ্বংস করার জন্যই কি কাজ বন্ধ করেছ?

---

১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণিকের জীবনের ব্যাপারে 'আলী (রা) সতর্ক করে বলেছেন,

حياتك أنفاس تعد فكلما مضى

نفس منها انتقصت به جزاءا

- فتصبح في نفس وتمسي بغيرها

ومالك من عقل تحس به رزءا -[১]

তোমার জীবনতো কয়েকটি নিঃশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়, যেগুলো সীমিত প্রদত্ত।

নির্ধারিত অংশ থেকে একটি কমিয়ে দিচ্ছে যতবারই নিঃশ্বাস হয় অতিক্রান্ত।

বিকালে তোমার নিশ্বাস না ও থাকতে পারে, সকালে নিশ্বাস নিয়ে আছ,

তোমার জ্ঞানও তখন থাকবে না, যাকে তুমি মূল্যবান মনে করে রয়েছ।

প্রকৃত আবাসস্থল এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কার্যকলাপ সম্পর্কে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها

إلا التي كان قبل الموت يبنيها

- فإن بناها بخير طاب مسكنها

وإن بناها بشر خاب بانيها

- لكل نفس وإن كانت على

وجل من المنية امال تقويها

- فالمرء يبسطها والدهر يقبضها

والنفس تنشرها والموت يطويها -[২]

মানুষের প্রকৃত ঘর সেটি যাতে বসবাস করবে,

এটা তো তাই, যা সে মৃত্যুর আগে বানিয়ে নেবে।

---

১. প্রাগুক্ত, হা, পরিচ্ছেদ, আল-হায়াত অংশ।

২. প্রাগুক্ত, দাল পরিচ্ছেদ, দুনয়া অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

যদি সে ভাল করে ঘরটি গড়ে, তার জন্য তা অতি উত্তম হবে,
আর যদি মন্দ বানায়, তাহলে নির্মাতার জন্যই তা খারাপ হবে।
প্রতিটি লোকেরই বিপদ মুহূর্তেও নানা আকাঙ্খা থাকে,
যদিও কঠিন সময়েও সে আকাঙ্খায় নিবিষ্ট থাকে।
মানুষ তার আশার পরিধি বাড়ায়, কিন্তু সময় তা কমিয়ে দেয়,
প্রাণ থাকতে শুধু আশা ছড়ায়, কিন্ত মৃত্যু তাকে ঘুটিয়ে দেয়।

দুনিয়ার চাহিদার শেষ নেই। তবে এর প্রাপ্তি সামান্যই। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) কবিতায় উল্লেখ করেছেন,

أفٍ على الدنيا وأسبابها
فإنها للحزن مخلوقة
همومها ما تنقضي ساعةً
عن مَلِكٍ فيها وعن سُوقة ۱

দুনিয়া ও তার উপকরণাদির জন্য আফসোস রয়েছে,
কেননা শুধুই ব্যস্ততার জন্য এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে।
তার পেরেশানী কিছু সময়ের জন্য বিরাম দেয় না,
কোন রাজাকেও এর যাতনা থেকে রেহাই দেয় না।

সুন্দর চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

وكلُّ جراحةٍ فلها دواءٌ
وسوءُ الخلق ليس له دواءُ
وليس بدائمٍ أبدا نعيمٌ
كذاكَ البؤسُ ليس له بقاءُ ـ ۲

---

১. প্রাগুক্ত, বা (ب) পরিচ্ছেদ, বু'স (بـؤ س / হতাশা) অংশ।

২. প্রাগুক্ত, খা ' পরিচ্ছেদ, আল-খুলুক অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি যখমীরই চিকিৎসায় ঔষধ রয়েছে,

কিন্তু খারাপ চরিত্রের কোনই ঔষধ নেই।

কোন নি'আমতের সার্বক্ষণিক অবস্থান নেই,

যেমনিভাবে বুদবুদের কোন স্থায়ীত্ব নেই।

সন্তানদের উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রসঙ্গে 'আলী (রা) মূল্যবান বহু উপদেশ প্রদান করেছেন। যেমন, তিনি কবিতা রচনা করেছেন,

حَرِّضْ بَنِيكَ على الآدابِ في الصِّغَرِ

كيما تقرَّ بهم عيناك في الكبَرِ.

وإنما مثلُ الآدابِ تجمعُها في

عنفوان الصِّبا كالنقش في الحَجَرِ.

هيَ الكنوزُ التي تنمو ذخائرُها

ولا يخافُ عليها حادثُ الغيَرِ. [১]

তোমার সন্তানকে উৎসাহিত করো ছোটকালে যেন শিষ্ঠাচারে অভ্যস্ত হয়,

যাতে তারা বড় হলে তাদের মাধ্যমে তোমার দু'চোখ জুড়িয়ে যায়।

শিষ্ঠাচার, তুমি জমিয়ে দাও শৈশবে শিশুদের সরল মনে,

তারা গ্রহণ করে সে স্বভাব, যেন লিখে কোন পাথরে পানে।

তা এমন সঞ্চিত ধন রাশি, যে ধন ভান্ডার সদা বৃদ্ধি পায়,

এ ভান্ডার কেউ আক্রমণ করে ছিনিয়ে নেওয়ার থাকে না ভয়।

বন্ধুদেরকেও চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করা, তাদের ক্রটি মার্জনা করা এবং বোকাদের দেয়া অহেতুক যাতনায় ধৈর্যধারন করা প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

البسْ أخاكَ على عيوبهِ

واسترْ وغطِّ على ذنوبهِ

১. প্রাগুক্ত, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আল-আবু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

واصبِرْ على ظلم السفيهِ
وللزمان على خُطوبهْ
ودَعِ الجوابَ تفضُّلا
وكل الظلومَ إلى حسيبهْ ـ ১

তোমার বন্ধুকে তার ত্রুটির উপর (সংশোধনের) পোষাক পরিয়ে দাও।
তার পাপরাশি থেকে নিজকে মুক্ত রাখ এবং তুমি তাকে পাপ থেকে ফেরাও
বোকার অত্যাচারে তুমি ধৈর্য ধারন করে থাক, বিচলিত হয়ো না,
সময়েই তার সমুচিত জবাবদাতা প্রকাশ পাবে, সে রেহাই পাবে না,
অহেতুক যে কোন কথার উত্তর দেয়া পরিহার করে চল,
আর প্রতিটি অন্যায়কারীই চূড়ান্ত হিসাব দেওয়ার দিকে এগুচ্ছে।

মূর্খতা পরিহার করা এবং জ্ঞানার্জন করা প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

وفي الجهل قبلَ الموتِ موتٌ لأهله
وأجسادُهم قبلَ القبور قبورُ
وإن امرأ لم يحيى بالعلم صدرهُ
فليس له حتى النشور نشورُ
خاطرْ بنفسك لا تقعدْ بمعجزةٍ
فليس حرٌ على عجز بمعذور ـ ২

মূর্খতায় পতিত ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই মৃত্যুস্বাদ পেয়ে যায়,
তাদের শরীরগুলো কবরের আগেই কবরে পরিণত হয়।
যদি কোন লোক স্বীয় অন্তরকে জ্ঞান দ্বারা জীবিত না করে,
তখন কিছু করার নেই, যা প্রকাশ পাবার প্রকাশ হয়ে পড়ে।
তুমি নিজকে কর্মমুখী কর, অপারগতা নিয়ে বসে থেকো না।
অপারগতার আপত্তি নিয়ে যে থাকে, সে লোক স্বাধীন না।

১. প্রাগুক্ত, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আল-আখু অংশ।

২. প্রাগুক্ত, জীম পরিচ্ছেদ, আল-জাহ্‌ল অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদে ধৈর্যধারন করা সম্পর্কে 'আলী (রা) মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন। যেমন, তিনি কবিতা রচনা করেছেন,

ألا فاصبرْ على الحدثِ الجليل
وداو جوك بالصبْرِ الجميل
و لا تيأسْ فإن اليأسَ كفرٌ
لعل الله يُغْني من قليل
وإن العسرَ يتبعُه يسارٌ
وقولُ اللهِ أصدقُ كل قيل
فلو أن العقولَ تجرُّ رزقًا
لكان الرزقُ عندَ ذوي العقول - ১

দ্রুত আপতিত ভয়াবহ বিপদে তুমি ধৈর্য ধারণ কর,

তোমার পরিবেশকে উত্তম ধৈর্যের ঔষধ দাও।

নিরাশ হওয়া কুফুরী, তাই তুমি নিরাশ হয়ো না,

আল্লাহ তোমাকে হয়ত অল্প পরেই বিপদমুক্ত করে দিবেন।

নিশ্চয়ই কঠিনের সাথে সহজও চলতে থাকে,

যত কথা আছে, আল্লাহর কথাই অত্যধিক সত্য সব থেকে

যদি জ্ঞান দ্বারা রিয্‌ককে ছিনিয়ে আনা যেত,

তাহলে রিয্‌ক শুধু জ্ঞানধারীদের কাছেই থাকত।

ধৈর্য সম্পর্কে 'আলী (রা) নিজের কথাও প্রকাশ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

فإن تسأليني كيف أنتَ فإنني
صبورٌ على ريْبِ الزمان صعيبُ
حريصٌ على أن لا يُرى بي كآبة
فيشمتَ عادٍ أو يساءَ حبيبُ - ২

যদি তুমি আমাকে বল, কেমন আপনি? আমি তো ধৈর্য শীল রয়েছি,

যুগের ঘূর্ণিয়মান সংশয়ে, কঠিন অবস্থায় কালাতিপাত করছি।

১. প্রাগুক্ত, মীম পরিচ্ছেদ, আল-মুসীবাত ওয়াল মিহনাতু অংশ।

২. প্রাগুক্ত, সোয়াদ পরিচ্ছেদ, আস-সাবর অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

এ কামনা করি, আমার মাঝে যেন পেরেশানী প্রকাশ না পায় এমন,

শত্রু করবে বিদ্রূপ, আর বন্ধু করবে খারাপ ধারণা পোষণ।

বিপদকালে সামান্য ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

اصبرْ قليلا فبعد العُسْر تيسيرُ
وكلُّ أمرٍ له وقتٌ وتدبيرُ
وللميمن في حالاتنا نظرٌ
وفوقَ تقديرنا للهِ تقديرُ ـ ١

তুমি অল্প কিছু সময় ধৈর্য্য ধর, কঠিন অবস্থার পরই সহজ অবস্থা রয়েছে,

প্রতিটি কাজেরই একটি সময়সীমা আর পরিক্রমা আছে।

আর আমাদের এ অবস্থায় সৌভাগ্যের চিন্তা করার বিষয় আছে,

আমাদের পরিমাপের উপর, মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর রয়েছে।

বংশের গৌরব পরিহার করা, তাকওয়া অবলম্বন করা, ইসলামকে আঁকড়ে থাকার সুফল ও এর বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে উপদেশমূলক তিনি বলেছেন,

لعمْرك ما اللانسانُ إلا بدينه
فلا تترك التقوى اتكالا على النسب
ـ فقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس
وقد وضعَ الشرْكُ الشريفَ ابا لهبْ ـ ٢

তোমার জীবনের শপথ! মানুষ দীনদারীর পরিচিতি ছাড়া আর কিছুই বহন করে না,

তোমার বংশ কৌলিণ্যতায় নির্ভর করে তাকওয়া অবলম্বনকে তুমি ছেড়ে দিও না।

পারস্যের সালমান (রা) কে ইসলাম উন্নত শিখরে উত্তোলিত করেছে,

অথচ ভাল বংশের আবূ লাহাবকে শিরকের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছে।

অর্থাৎ, বংশমর্যাদায় প্রকৃত মর্যাদা নিহিত নয়, ইসলামকে অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃত মর্যাদা লাভ করা যায়।

---

১. প্রাগুক্ত, সোয়াদ পরিচ্ছেদ, আস-সাবর অংশ।

২. প্রাগুক্ত, দাল পরিচ্ছেদ, আদ-দীন অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

———-পরিশ্রম করাকে ইসলাম সম্মানিত কাজ হিসেবে নিরূপণ করেছে। অন্যের নিকট হাতপাতার অভ্যাস যথাসম্ভব পরিহার করার শিক্ষা দিয়েছে। ঋণ করলে যাতনায় ভুগতে হয়। তাই এসব থেকে মুক্ত থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে আয়-রোজগার করার জন্য 'আলী (রা) অনুপ্রাণিত করেছেন। যেমন, তাঁর ছন্দময় পবিত্র বাণী,

لنقلُ الصَّخر من قُلل الجبال
أحبُّ إليَّ من مِنن الرجال
يقولُ الناسُ لي في الكسبِ عارٌ
فقلتُ العارُ في ذُلّ السؤال
بلوتُ الناسَ قرنا بعد قرنٍ
ولم أرَ مثل مختالٍ بمال
وذقتُ مرارةَ الأشياءِ طرا
فما طعمٌ أمرُّ من السؤال
ولم أرَ في الخُطوبِ أشدَّ هولاً
وأصعبُ من مقالاتِ الرجال . [১]

পাহাড়ের উঁচু টিলাগুলো থেকে ছোট ছোট শিলা নিয়ে স্থানান্তর করা,
লোকজনের খোঁটা লাভ থেকে আমার কাছে অত্যধিক প্রিয় মনে হয়।
পরিশ্রম করে উপার্জন করলে লোকজন আমাকে 'কুলি-মজুর' বলবে,
আমি বলব, অন্যের কাছে ভিক্ষার অপদস্থতায় লজ্জা নিহিত, কাজে নয়।
যুগ যুগ ধরে আমি মানুষকে যাচাই করে দেখলাম,
সম্পদ নিয়ে গর্ব কারীর মত অনিষ্ট আর কারো মাঝে দেখিনি।
অত্যধিক তিক্ত নানা বস্তু আমি আস্বাদন করে দেখেছি,
কিন্তু মানুষের কাছে ভিক্ষা করার মত . —এত তিক্ত সেসব নয়।
কারো কর্তাবার্তায় ভীতিকর এমন কিছু আমি দেখিনি,
যেমন ভয়াবহতা থাকে পাওনাদারদের কথাবার্তার কাঠিন্যতায়।

---

১. প্রাগুক্ত, মীম পরিচ্ছেদ, আল-মান্নু ওয়াল মিন্নাতু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক দের সম্পর্কে 'আলী (রা) বহু বাণী প্রদান করেছেন। যেমন, তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

كَمْ مِن أديبٍ فطنٍ عالمٍ
مستكمِلِ العقلِ مقِلٍّ عديمْ
ومن جهولٍ مكثرٍ مالَه
ذلك تقديرُ العزيزِ العليمْ - ১

কতই না বিজ্ঞ পন্ডিত সাহিত্যিক আছেন,
জ্ঞানে পূর্ণ, কিন্তু তাদের সরঞ্জাম খুবই কম।
অথচ কতই না মূর্খ আছে, বাড়িয়েছে তার ধন,
ঐটিও পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহরই নির্ধারণ।[১]

অর্থাৎ, জ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। বরং প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সম্পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম থাকে।

দুনিয়ার আয়েশ পরিহার প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

تجوع فان الجوع من عمل التقى
وان الطويل الجوع يوما ستشبع
وجانب صغار الذنب لا تركبنها
فان صغار الذنب يوما ستجمع - ২

ভুখা থেকো, কেননা, তা মুত্তাকীর চিন,
অধিক উপোসকারী পরিতৃপ্ত হবে একদিন।
ছোট ছোট পাপ থেকে দূরে থাকো, কখনো হবে না লিপ্ত তাতে,
এগুলোই একত্রিত হবে রোজ কিয়ামতে।

১. প্রাগুক্ত, হামযাঃ পরিচ্ছেদ, আল-আদাবু অংশ।

২. হাসান রহমতী, দীওয়ানু 'আলী (বাংলা), পৃ. ২৫৮-২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমের জন্য ও কর্মসংস্থানে প্রয়োজনে দূরদেশে গমনের ব্যাপারে 'আলী (রা) বলেছেন,

وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة
وخشيت فيها أن يضيق لا مكسب
فارحل فارض الله واسعة الفضا
طولا وعرضا شرقها المغرب .১

যদি তুমি কোন শহরে খাদ্যের অপ্রতুলতা লক্ষ্য কর,

সেখানে ক্ষীণ হয়, তোমার উপার্জনের আশাও

আল্লাহর জমি দৈর্ঘ্যে-প্রস্তে প্রাচ্য- পাশ্চাত্য ব্যাপী

তার পরিধি বিশাল, তাই অন্যত্র চলে যাও।

চিন্তায় ক্লিষ্ট না হয়ে ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য এগিয়ে যেতে 'আলী (রা) উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

فما نوب الحوادث باقيات
ولا البوسى تدوم ولا النعيم
كما يمضي سرور وهو جم
كذالك ما يسوءك لا يدوم
فلا تهلك على ما فات وجدا
ولا تفردك بالاسف الهموم .২

কোন বিপদের ঘটনাই বাকী নেই, দুর্ভাগ্য ও চিরদিন লেগে থাকেনি,

আবার নি'আমতও কারো নিকট স্থায়ী হয়নি।

যেমন আনন্দঘন লগ্ন একসময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়,

তেমনিভাবে তোমাকে যা দুঃখে ফেলে, তাও স্থায়ী নয়।

তাই তুমি হারানো কিছু পেতে নিজেকে ধ্বংস করো না

এবং আফসোস-দুশ্চিন্তায় নিজেকে একাকীত্বে ফেলে রেখো না।

---

১. প্রাগুক্ত, রা পরিচ্ছেদ, রিয্‌ক অংশ।

২. প্রাগুক্ত, বা (ب) পরিচ্ছেদ, বু'স (بؤس / হতাশা) অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

স্নেহ-মমতার পরশ যদি কলুষিত হয়, তখন যে ব্যথা অন্তরে অনুভূত হয়, সে প্রসঙ্গে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

تغيرت المودة والإخاء   وقل وانقطع الرجاء

ورب أخ وفيت له بحق   ولكن لا يدوم له وفاء

أخلاء إذا استغنيت عنهم   وأعداء إذا نزل البلاء

يدمنون المودة ما راعني   ويبقى الود ما بقي اللقاء

وإن غيبت عن أحد قلاني   وعاقبني بما فيه اكتفاء

سيغنيني الذي أغناه عني   فلا فقر يدوم ولا ثراء

وكل مودة لله تصفو   ولا يصفو مع الفسق الإخاء .[১]

মমতা ও ভ্রাতৃত্বের চিত্র পাল্টে গেছে,

আশা করা মত কাজ কমে গেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

স্বল্প বন্ধুই আছে, যাদের ব্যাপারে আমি হক আদায় করেছি,

কিন্তু সর্বদাই তার অঙ্গীকার পূর্ণ করাই উচিত ছিল।

আমি তাদের থেকে কিছু পেতে না চাইলে, তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়।

আর বিপদাপদ দেখা দিলে, তারা শত্রু হয়ে দূরে সরে যায়।

আমাকে যতক্ষণ সামনে দেখে ততক্ষণই মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

আর ভালবাসা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ সাক্ষাত লাভ হয়।

আমি যখন কারো সাক্ষাতে অনুপস্থিত থাকি, সেও আমার সাক্ষাত কমিয়ে দেয়।

আর তার চেয়ে কম সাক্ষাতের জন্য আমাকে দোষারোপ শুরু করে।

আমাকে তারা যা দেয় না, তা ছাড়াই আমাকে চলার সামর্থ আল্লাহ করে দিবেন,

দারিদ্রতা এবং অর্থাধিক্য কোনটিই চিরস্থায়ী হয় না।

প্রতিটি ভালবাসা শুধুমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে, সুফল আসে,

আর পাপাচারি মনে বন্ধুত্ব রাখলে তা মূলত কোনই ফলদায়ক হয় না।

---

১. প্রাগুক্ত, ওয়াও পরিচ্ছেদ , আল-ভিদাদ (الوداد) অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের মূল্যায়ন করার জন্য 'আলী (রা) গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

إذا كنت في نعمة فارعها
فإن المعاصي تزيل النعم
- وحافظ عليها بتقوى الإله
فإن الإله سريع النقم - [১]

তুমি যখন কোন নি'আমত লাভ কর, তখন তা পরিচর্যা কর।

কেননা, পাপাচারিতা নি'আমতকে দূরীভূত করে।

আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে নি'আমতকে হিফাযত কর।

কেননা আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত অপমান আনয়নকারী। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন নিমিশেই অপমানিত করতে পারেন।

বিপদে বন্ধুর পরিচয়। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) কবিতায় উল্লেখ করেছেন,

ولا خير في ود امرئ متلون
إذا الريح مالت مال حيث تميل
- جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله
وعند احتمال الفقر عنك بخيل
- فما أكثر الإخوان حين تعدهم
ولكنهم في النائبات قليل - [২]

সুযুগসন্ধানী, রং বদলানো লোকের মমতায় কোন মঙ্গল নিহিত নেই।

যখন বায়ু অনুকূলে যাবে, তখন যেদিকে সুবিধা পাবে সেদিকেই সে কেটে পড়বে।

তার সম্পদের কোন প্রয়োজন যখন তোমার নেই, তখন সে অকাতরে দিতে চাইবে,

আর তোমার বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে সে কৃপণতা অবলম্বন করবে।

তাদেরকে তুমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে দেখবে, তোমার ভ্রাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তোমার প্রতিনিধিত্ব করে উপকারের সময়ে দেখবে সংখ্যায় তারা খুবই কমে যাচ্ছে।

---

১. প্রাগুক্ত, নূন পরিচ্ছেদ, আন-নি'মাতু অংশ।

২. প্রাগুক্ত, ওয়াও পরিচ্ছেদ, আল-ভিদাদ (الوداد) অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) সতর্ক করে বলেছেন,

لا تأمن الأنثى زمانك كله
يوما ولو حلفت يمينا تكذب
تغري بطيب حديثها وكلامها
وإذا سطت فهي الثقيل الأشطب
وتوق من غدر النساء خيانة
فجميعهن مكائد لك تنصب ۔ ১

তোমার পূর্ণ হায়াতের একদিনও সে (দুশ্চরিত্রা) নিরাপদে রাখতে পারে না,
যদিও সে কসম করে শপথ করে, সে মিথ্যা বলবে।
সে তার ঘটনাবলী আর কথা দিয়ে তোমাকে প্রতারিত করে দেবে,
আর যখনই সে বাস্তবতার মুখোমুখী হবে, তখন খুব কঠিন হৃদয়ের হয়ে যাবে।
তুমি নিজেকে মহিলাদের খেয়ানত মূলক প্রতারণা থেকে মুক্ত রাখ,
কেননা, তারা সকলেই তোমার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকেই দাঁড় করাচ্ছে।

মানুষের মাঝে অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রণতা লক্ষ্য করে 'আলী (রা) বলেছেন,

مات الوفاءُ فلا رفدٌ ولا طمعٌ
في الناس لم يبق إلا اليأسُ والجزعُ
- فاصبرْ على ثقةٍ باللهِ وارضَ به
فاللهُ أكرمُ من يُرجى ويتّبعُ ۔ ২

কথামত পাওয়া এবং আশা করা বৃথা, অঙ্গীকার পূর্ণ করার যেন মৃত্যু হয়েছে,
মানুষের মাঝে শুধুমাত্র হতাশা আর ভীতি এখন অবশিষ্ঠ রয়েছে।
তাই তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর এবং তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট হও,
আল্লাহই সর্বোত্তম যাঁর কাছে আশা করা যায় ও আশানুরূপ পাওয়া যায়।

---

১. প্রাগুক্ত, হা পরিচ্ছেদ, আল-হাসনা' আল-গানিয়াঃ অংশ।

২. প্রাগুক্ত, ওয়াও পরিচ্ছেদ, আল-ওয়াফা' অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবন ও প্রিয়জন সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

شيئان لو بكت الدماء عليهما   عيناي حتى تأذنا بذهاب

لن تبلغ المعشار من حقيهما   فقد الشباب وفرقة الأحباب ۔ [১]

দু'টি বস্তু এমন আছে, যদি ধরে রাখতে অশ্রুও প্রবাহিত হয়,

তবুও বিদায়ের জন্য, চলে যেতে অনুমতি দিতে হয়।

দলবল মিলেও এ দু'টিকে ধরে রাখতে কখনই সক্ষম নয়,

তার একটি হল যৌবন হারানো আর অপরটি হল প্রিয়জনদের বিরহ।

লোভ মুক্ত জীবন গড়তে 'আলী (রা) শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

لا تحرصَنْ فا لحرْصُ ليس بزائدِ   في الرزق بل يشقي الحَريصَ ويتعبُ

ويظلُّ ملهوفا يرومُ تحيلا   والرزقُ ليس بحيلةٍ يُستَجلبُ

كم عاجزٍ في الناس يُوتى رزقَه   رَغداً ويُحْرَمُ كيسٌ ويَخيبُ ۔ [২]

তুমি লোভ করো না, কেননা, লোভের মাধ্যমে রিয্‌ক বাড়ে না, বরং লোভী ব্যক্তি দুর্ভাগা ও নিন্দনীয় হয়ে থাকে। সে শুধু হয়রান হয়ে হাঁপাতে থাকে, অথচ রিয্‌ক এমন নয় যে, আক্রমণ করে কিছু ছিনিয়ে আনবে। কতই অক্ষম আছে, যে অফুরন্ত রিয্‌ক পেয়েছে, সচেতন এমন লোকও রয়েছে, যে বঞ্চিত ও অপদস্ত হয়েছে।

'আলী (রা) তাঁর কবিতায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে দু'আও করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

لك الحمد اما على نعمة   واما على نقمة تدفع

تشاء وتفعل ما شئته   وتسمع من حيث لا تسمع ۔ [৩]

নি'আমত ও সংকটে শোকর তোমার , কারণ তুমিই বিপদ কর দূর।

তুমিই যা চাও তা বাস্তবে ঘটাও, যেখানে যায় না শোনা, সেখান থেকেও শুনে নাও।

এমনিভাবে 'আলী (রা) হতে অত্যন্ত মূল্যবান কবিতা পাওয়া যায়।

---

১. প্রাগুক্ত, হা পরিচ্ছেদ, আল-হাসনা' আল-গানিয়াঃ অংশ।

২. প্রাগুক্ত, শীন পরিচ্ছেদ, আশ-শাবাব অংশ।

৩. হাসান রহমতী, দীওয়ান 'আলী (বাংলা) , পৃ ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা)- এর বহু হাদীস 'আলী (রা) বর্ণনা করেছেন এবং বহু হাদীসের বিশ্লেষণও করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছ থেকে তিনি সর্ববিষয় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সার্বক্ষণিক সাথী। তাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর কার্যকলাপ সম্পন্ন হত। আবার ইসলামের প্রথম অবস্থা হতে শুরু করে আজীবন তিনি ইসলামকে উত্তমরূপে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর থেকে হাদীস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদীস বেত্তা ও বিশ্লেষক। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর হাদীসকে তিনি নিজে সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে সংকলন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُم عَنْهم كَانَ يَأمُرُ بِالْأمْرِ فَيُؤتَى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وكَذَا فَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ -

'আলী (রা) -এর কাছে কোন বিষয় উপস্থাপিত হলে, বলা হত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে এরূপ- এরূপ কাজ করতাম। তিনি তখন বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন। এরপর 'আলী (রা) এর উদ্দেশ্যে বলা হল,

إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আপনি যে কথা বলছেন, এতে তো মানুষের মাঝে আপনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অঙ্গিকার উপলব্ধি করা যায় না। 'আলী (রা) তখন বললেন,

مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي [১]

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ/ ৯১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অন্যান্য মানুষ ছাড়া বিশেষভাবে কোন অঙ্গীকারের কথা বলেন নাই। শুধুমাত্র আমার তরবারীর অগ্রভাগে তাঁর থেকে প্রাপ্ত কিছু বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি একথা বলতে বলতে তাঁর সংরক্ষিত 'সহীফা' টি বের করে দেখালেন। তাতে লিখা ছিল,

من أحدث حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

যে ব্যক্তি (দীনের ব্যাপারে) কোন কিছু নতুনভাবে আনয়ন করবে অথবা কোন নতুনত্ব আনয়নকারীকে আশ্রয় প্রদান করবে, তার উপর আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন ব্যয়কে, ন্যায়নীতিকে কবূল করা হবে না।

এতে আরো লিখা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন,

إن ابراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال -

নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আ) মক্কাকে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছি। তার দু'প্রান্তের মাঝে যা আছে, তা পবিত্র, তার সবকিছুই সংরক্ষিত থাকবে, তার শূন্যতাকে নষ্ট করা যাবে না, সেখানকার শিকার করা যায় এমন প্রাণীকে তাড়ানো যাবে না। প্রকৃত লোককে প্রদানের উদ্দেশ্য ছাড়া সেখানকার হারানো সম্পদ অন্য কেউ হস্তগত করতে পারবে না। কোন লোক স্বীয় উটকে খাওয়াবে এ ছাড়া সেখানকার কোন গাছকে কেটে ফেলা যাবে না। যুদ্ধের জন্য সেখানে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من

سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ـ ১

সেখানে মু'মিনগণ রক্তপাত ঘটাবে না, তাদের রক্তপণ নিয়ে মু'মিন ছাড়া অন্যদের কাছে প্রচেষ্টা চালাবে না। কোন কাফিরের বদলে মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না এবং কোন অঙ্গীকারবদ্ধ লোককে অঙ্গীকারের মেয়াদ থাকাকালে হত্যা করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে 'আলী (রা) কাযীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

بعثني رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني

وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) য়ামানের কাযী হিসেবে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি তখন বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি অল্প বয়সের। বিচার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى

تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

" আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করবেন, তিনি তোমার ভাষাকে দৃঢ় করবেন। তোমার সামনে যখন পরস্পর বিরোধী দু'জন উপস্থিত হয়, তুমি প্রথম ব্যক্তির কাছে যেমনিভাবে শুনেছ, তেমনিভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শুনে বিচার

---

১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ/ ৯১৩, বুখারী, আল-জামি' , আল 'ইলম/ ১০৮, আল-হাজ্জ/ ১৭৩৭, আল-ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি/ ৬৭৫৭, মুসলিম, আস-সহীহ, হাজ্জ/ ২৪৩৩, তিরমিযী, আস-সুনান, আল ওয়ালা' ওয়াল হিবাতি/ ২০৫৩, নাসাঈ, আস-সুনান, আদ দাহায়া/ ৪৩৪৬, আবূ দাউদ,আস-সুনান, আল-মানাসিক/১৭৩৯, দারামী, আস-সুনান, আদ দিয়াত/ ২২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

করবে না। কেননা, এটা নিশ্চয়ই তোমার বিচার কার্যকে সুস্পষ্ট করার যথাযথ পদক্ষেপ।" 'আলী (রা) এরপর নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলেন,

فما زلتُ قاضياً ما شككتُ في قضاءٍ بعدُ

আমি এ নির্দেশিকা পাওয়ার পর একাধারে কাযী ছিলাম, আমি কখনও তারপর কোন বিচার কার্যে সংশয়ের মুখোমুখি হইনি।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা) কে কুরআন মাজীদ শিখানোর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

لمّا نزلتْ عشرُ آياتٍ من براءة على النبيّ صلى اللهم عليه وسلم دعا النبيُّ صلى اللهم عليه وسلم أبا بكر رضي اللهم عنهم فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة ثمّ دعاني النبيُّ صلى اللهم عليه وسلم فقال لي

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উপর বারাআঃ (তাওবাঃ সূরা) -এর দশটি আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলে, তিনি আবূ বকর (রা) কে ডাকলেন এবং মক্কাবাসীগণের নিকট তা পড়তে বললেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন,

أدرك أبا بكر رضي اللهم عنهم فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم

তুমি আবূ বকর (রা)-এর সাথে যাও। তাঁকে যেখানে পাও তাঁর থেকে আল-কুরআনের লিপিকা গ্রহন কর এবং তা নিয়ে মক্কাবাসীদের কাছে পড়ে শোনাও।

'আলী (রা) বলেন,

فلحقتُه بالجُحفة فأخذتُ الكتاب منه ورَجَعَ أبو بكر رضي اللهم عنهم إلى النبيّ صلى اللهم عليه وسلم

---

১. আবূ দাউদ, আস-সুনান,কিতাবুল আকদিয়াহ/ ৩১১১, তিরমিযী, আস-সুনান, আল-আহকাম/১২৫২, আহমাদ, মুসনাদুল-আশারাঃ/১০৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর আমি জুহফাঃ নামক স্থানে তাঁর সাক্ষাত লাভ করি। তারপর তাঁর থেকে লিপিকা গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে আবূ বকর (রা) পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তন করে আরয করেন,

يا رسول الله نزل في شيء

হে রাসূলুল্লাহ (সা) ! আমার ব্যাপারে কি কোন নির্দেশ অবতারিত হয়েছে?

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

قال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك [১]

না। বরং জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেছেন, তুমি একা করে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তাই, একজনকে তোমার সহযোগিতা করতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, হামাদান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেন, যেদিন আবূ বকর (রা) কে একদল সাহাবী (রা) সহ হজ্জ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ৭ম হিজরী সনে প্রেরণ করেন, তখন আলী ও তাঁর সাথে এসেছিলেন এবং প্রতিনিধিত্ব করেন। তখন আলী (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى اللهم عليه وسلم مع أبي بكر رضي اللهم عنهم في الحجة

আপনি কোন জিনিস নিয়ে এসেছেন? আলী (রা) উত্তরের বলেছিলেন,

بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى اللهم عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ـ [২]

---

১. আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ/ ১২৩০।

২. প্রাগুক্ত / ৫৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আমি চারটি জিনিস নিয়ে এসেছি। প্রথমত, মুমিন প্রাণ ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, কা'বা ঘরের পাশে আর কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করবে না। তৃতীয়ত, যার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোন চুক্তি বা সন্ধি রয়েছে, তা একটি নির্ধারিত সময় অবধি ঠিক থাকবে। চতুর্থত, এ বৎসরের পর মুশরিক আর মুসলিম একসাথে আর কখনো কা'বা ঘরের হজ্জ করতে আসবে না।

অনন্য গুণের অধিকারী হয়েও 'আলী (রা) নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। যেমন, 'আলী (রা) -এর সন্তান মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একদা তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন,

أيُّ النَّاس خيْرٌ بَعْدَ رَسُول الله صلى اللهم عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর কোন মানুষ সবচেয়ে উত্তম। তিনি (আলী রা) উত্তরে বললেন, আবূ বকর (রা)। আমি বললাম, তাঁর পরে কে সবচেয়ে উত্তম লোক ? তিনি উত্তরে বললেন, 'উমর (রা)। আমি ভয় করছিলাম যে, তিনি 'উসমান (রা) এর নাম বলে ফেলবেন। তারপর আমি বললাম, উমর (রা) এর পরেই হয়ত, আপনি সর্বোত্তম লোক। তিনি বললেন,

ما أنا إلّا رَجُلٌ من المُسْلِمِين [১]

আমি তো একজন সাধারণ মুসলিম ছাড়া কেউ নই।

'আলী (রা) -এর অভিমতও হাদীস হিসেবে গৃহীত। তাঁর মূল্যবান বাণী মানুষকে সত্যের পথে ধাবিত করেছে। জ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে 'আলী (রা) বলেছেন,

تعلّموا العلم فإذا علمتموه فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب [২]

আলী (রা) বলেছেন, তোমরা জ্ঞানান্বেষণ কর। তোমরা জ্ঞানার্জন করলে তারচর্চা অব্যাহত রাখ। তাকে হাসি-ঠাট্টা আর খেলা-তামাশা দিয়ে একাকার করে ফেল না।

---

১. বুখারী, আস-সহীহ, মানাকিব/৩৩৯৫।

২. দারিমী, আস-সুনান, মানাকিব/৫৮১।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে অন্তর বোধহারা হয়ে যায়।

জ্ঞানে ব্যুতপত্তি লাভ সম্পর্কে আলী (রা) বলেছেন,

الفقيهُ حَقُّ الفقيهِ الذي لا يُقنّط النّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ولا يُؤمّنُهُمْ مِنْ عَذابِ اللهِ ولا يُرَخّصُ لهُمْ فِي مَعاصِي اللهِ إنّهُ لا خيْرَ فِي عِبادَةٍ لا عِلْمَ فِيها ولا خيْرَ فِي عِلْمٍ لا فَهْمَ فِيهِ ولا خيْرَ فِي قِراءَةٍ لا تدبُّرَ فِيها ـ [১]

সঠিক ফকীহ হল সে ব্যক্তি, যে লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করে দেয় না। আবার আল্লাহর সাজা হতে তাদেরকে নিরাপদও মনে করিয়ে দেয় না। তাদের মাঝে আল্লাহর নাফরমানি করার কোন সুযোগও তারা দেয় না। সেরূপ ইবাদাতে কোন মঙ্গল নেই, যে ইবাদাতের ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। আবার গভীর বোধ (ফাহম) ছাড়াও শুধু জ্ঞানার্জনেও কোন উপকার নেই। আবার চিন্তা ভাবনা ছাড়া শুধু পড়াতেও কোন উপকার নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা)- এর দু'আর পরশ আলী (রা) আজীবন বিশেষভাবে লাভ করে ধন্য হন। যেমন, বর্ণিত হয়েছে,

كانَ يَلْبَسُ ثِيابَ الصّيْفِ فِي الشّتاءِ وثِيابَ الشّتاءِ فِي الصّيْفِ

আলী (রা) গ্রীষ্মকালে শীতের কাপড় আবার শীতকালে গ্রীষ্মের কাপড় পরিধান করতে পারতেন। এতে আশ্চর্যবোধ করে তাঁর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে খায়বারের দিনে বিশেষভাবে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করলেন। আমি বললাম,

" يا رَسُولَ اللهِ إنّي أرْمَدُ العَيْنِ فتفلَ فِي عَيْنِي ـ

---

১. প্রাগুক্ত/৩০০।

Dhaka University Institutional Repository

হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি তো চোখে রুগ্নতা অনুভব করছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার চোখে থু থু মুবারক দিলেন। এরপর বললেন,

اللهم أذهب عنه الحر والبرد ·

"হে আল্লাহ! তার থেকে উত্তাপ ও শীতলতা দূর করে দাও।"

'আলী (রা) বলেন,

فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ ·

সেদিন থেকে আমি আর কখনো গরম বা ঠান্ডা অনুভব করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিন আরো বলেছিলেন,

وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار ـ [১]

"আজ অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের দায়িত্বে পাঠাব, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। তিনি কখনই পলায়ন করেন না। তারপর লোকজন উঁকি দিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আলী (রা)কেই সেদিন পতাকা প্রদান করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে 'আলী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোন কোন হাদীসের মাধ্যমে খুলাফা রাশিদুন (রা) -এর উল্লেখ বিদ্যমান। যেমন, তিনি বর্ণনা করছেন, রাসূলুলাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني الى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان تستحييه

---

১. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, কিতাবুল মুকাদ্দিমাহ/ ১১৪ , আহমাদ, মুসনাদ, মুসনাদুল আশারাঃ / ৭৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

المَلائِكَةُ رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ [১]

আল্লাহ দয়া করুন আবূ বকর (রা) -এর উপর। তিনি তাঁর মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সাথে আরোহী করে হিজরতের দ্বারে (মদীনা শরীফে) এসেছেন এবং তাঁর নিজের সম্পদ দ্বারা বিলাল [২] (রা) কে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ দয়া করুন 'উমর (রা) -এর উপর। তিনি তিক্ত হলেও সত্য কথা বলেন। তিনি সত্যের উপর অধিষ্ঠিত এবং তাঁর সম্পদ সত্যই তাঁর। আল্লাহ দয়া করুন 'উসমান (রা) -এর প্রতি। তাঁর থেকে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেন। আল্লাহ দয়া করুন 'আলী (রা) -এর উপর। হে আল্লাহ যে দিকে 'আলী যায়, আপনি হককে সেপথে রাখুন।

'আলী (রা) ছিলেন, ওহী লিখক। আল-কুরআনের হাফিয ও পূর্ণ কুরআনের জ্ঞান সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর থেকে সরাসরি তিনি তাফসীরও শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর থেকে তাফসীর সম্পর্কিত বহু রিওয়ায়াত বিদ্যমান। এখানে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল, শিক্ষালাভকারী। আল-কুরআনের জ্ঞানে 'আলী (রা) যে কত বেশী পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন, তা তাঁর নিজের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, একদা 'আলী (রা) ভাষণ প্রদানকালে বলেন,

---

১. তিরমিযী, আস-জামি' . 'কিতাবুল মানাকিব/ ৩৬৪৭

২. রাসূলুল্লাহ (সা) -এর বিশিষ্ট খাদিম সাহাবী বিলাল (রা)। তাঁর পিতার নাম রিবাহ এবং মাতার নাম হামামাঃ। তিনি ছিলেন হাবসী বংশীয়। বিলাল (রা) মক্কার কাফির উমায়্যাঃ ইবন খালফ-এর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রথম অবস্থায় মুসলিম হন। এতে তাঁর উপর নানা নির্যাতন নেমে আসে। আবূ বকর (রা) তাঁকে মুক্ত করেন। তিনি ইসলামের প্রথম মুআযযিন। ২০ হি. সনে ষাটোর্ধ্ব বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আহমাদ, সফওয়াতুস-সাফাওয়াঃ, ১ম খ. পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل - [১]

"তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে, এমন যে কোন বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। আমি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করব। তোমরা আমাকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহর শপথ! যে কোন আয়াতের ব্যাপারে আমি অধিক অবহিত, আয়াতে কারীমাটি কি রাতে নাযিল হয়েছে, নাকি দিনে নাযিল হয়েছে। আবার আয়াতে কারীমাটি কি সমতল স্থানে নাযিল হয়েছে, নাকি পাহাড়ী স্থানে নাযিল হয়েছে।"

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'আলী (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাফসীরবিশারদ।

তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মাধ্যমে এবং সরাসরি বহু তাফসীর সংগৃহীত হয়েছে। যেমন, সালাত সম্পর্কে 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الحديث أصل في أيجاب التكبير والتسليم [২]

সালাতের চাবিকাঠি পবিত্রতা , এর তাহরীম (অন্য কাজ নিষিদ্ধ) হল তাকবীর বলার মাধ্যমে এবং তাহলীল (পুণরায় অন্য কাজ বৈধ) হল সালাম বলার মাধ্যমে।

বিসমিল্লাহ এর তাফসীরে 'আলী (রা) উল্লেখ করেছেন,

بسم الله إنه شفاء من كل داء وعون على كل دواء وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به وهو اسم لم يسم به غيره وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا - [৩]

بسم الله হল প্রত্যেক রোগের জন্য চিকিৎসা স্বরূপ। প্রত্যেক ঔষধের জন্য কার্যকারিতা

---

১. কুরতবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১ম খ. পৃ. ৩৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

৩. কুরতবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১ম খ. পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ। 'রাহমান' পরম করুণাময় আল্লাহ। তাঁর উপর যে ঈমান এনেছে, তার জন্য এ পবিত্র নাম স্মরণ বিশেষ সাহায্য লাভের কারণ। এ নাম ইতিপূর্বে আর কারো ছিল না। 'রাহীম' অসীম দয়ালু আল্লাহ। তাঁর অবারিত দয়া রয়েছে, যে তাওবাঃ করে, ঈমান আনে, এবং সৎকাজ করে তার জন্য নির্ধারিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে 'আলী (রা) বলেছেন,

لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه

রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের পর তাঁর গৃহে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। এমন আগন্তুক আগমন করলেন, যাঁর উপস্থিতি সকলে অনুভব করলেন, কথা শুনলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি বলতেছিলেন,

السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فأرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . [১]

ওহে আহলে বায়ত, আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যু স্বাদ আস্বাদন করবে। আপনারা সকলে আপনাদের পূর্ণ প্রতিদান কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হবেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্ত পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক ধ্বংস হতে বদল রয়েছে, প্রত্যেক নিঃশেষ অবস্থার আশ্রয় রয়েছে। তাই আপনারা আল্লাহর উপরই নির্ভর করুন, তাঁর কাছেই আশা করে থাকুন। কেননা প্রকৃত বিপদাক্রান্ত সে, যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। আপনাদের উপর সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক।

'এখানে 'আলী (রা) হতে বিশেষ মুহূর্তের পরিস্থিতি ও অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। যা সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

---

১. ইব্ন কাসীর, তাফসীরুল-কুরআনিল 'আযীম, ১ম খ. পৃ. ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদকালীন সালাত আদায়ের বিধান সম্পর্কে 'আলী (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে ব্যবসায়ী কয়েকজন সাহাবী এসে আরয করলেন, يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমরাতো পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করি, আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ـ [১]

এরপর কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ ছিল। পরবর্তী বছর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ করছিলেন, মাঠে যুহরের সালাত আদায় করছিলেন, তখন মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল, মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীরা তোমাদেরকে বিজয়লাভের একটি সুযোগ করে দিয়েছে, তা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। সালাতের সময় তোমরা কেন তাদের উপর চড়াও হচ্ছ না? তখন আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের মাঝে নাযিল করলেন,

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ـ [২]

এভাবে 'আলী (রা) সুন্দররূপে আল-কুরআনের তাফসীরও করেছেন এবং তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন।[৩] বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, 'আলী (রা) সাহিত্যের অন্যতম সাধক। তাঁর বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা ও সাহিত্যকীর্তি আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আছে।

---

১. সূরা নিসা ঃ ১০১।

২. সূরা নিসা ঃ ১০২।

৩. ইবন জারীর, জামি'উল বয়ান, ৫ম খ. পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর সাহিত্যের প্রভাব

সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। প্রাচীন আরবে সাহিত্য বলতে কবিতা বুঝানো হত। আর তাদের কবিতাতে তাদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে তাদের চরিত্র গুণ, যথা -- পৌরুষ, আত্মসম্মানবোধ, বন্ধুপ্রীতি, স্বজন-বাৎসল্য, প্রতিজ্ঞা পালন, প্রতিশোধ গ্রহণ, আতিথেয়তা, সবলে প্রতিরোধ, যুদ্ধে শৌর্যবীর্য, দুঃখ-দৈন্য ও বিপদে-আপদে ধৈর্য ইত্যাদি।[১] এগুলো তাদের সৎগুণ। তবে তাদের জীবনের মন্দ দিকটাও তাদের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, তাদের অহংকার, অন্যায়ভাবে গোত্রপ্রীতি, জীবিকা উপার্জনে অবৈধ উপায় অবলম্বন, এমনকি লুটতরাজ, চুরি এসবের উল্লেখও রয়েছে। তাদের কবিতায় নিঃসংকোচে তারা এসব কীর্তির উল্লেখ করেছে। প্রেম-প্রীতির কথাও তারা সুন্দরভাবে কবিতায় প্রতিফলিত করেছে। যেমন, কাসীদায় সর্বপ্রথমেই প্রেমের বর্ণনা রয়েছে। তবে তারা প্রেম বলতে সাধারনত, স্ত্রীর সাথে ভালবাসার উল্লেখ করেছেন। তবে অন্য মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্কের কথা ইমরুল কায়সের কবিতায় পাওয়া যায়। আবার কবি যুহায়র স্বীয় স্ত্রী উম্মু আওফার সাথে প্রেম সম্পর্কে সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। পরের কুৎসা রটনাতেও তারা ছিলেন দক্ষ। সেগুলো 'হিজা' নামে অভিহিত হত। 'হিজা' কবিতাকে তাদের অনেকেই ভয়ের দৃষ্টিতে দেখত। একবার কারো কুৎসা কবিতায় রচিত হলে, তা সারাদেশে প্রচারিত হয়ে যেত। ফলে কুৎসাকৃত লোক সম্পর্কে সারা দেশে জানাজানি হত এবং সে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। তবে ইসলামের আগমনের ফলে আরবী সাহিত্যে ব্যাপক

---

১. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন ঘটে। শুধুমাত্র উপকারী বিবরণগুলো সাহিত্যাকারে সংগৃহীত হতে থাকে। আল-কুরআন ও আল-হাদীসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে, এরই অনুকূলে সাহিত্য রচনা করা হয়। খুলাফা' রাশিদূন (রা) সে নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকে দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পন্ন করেছেন। এসময়েই তাঁদের থেকে প্রাপ্ত নানা তথ্য আরবী সাহিত্যেরই মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হতে থাকে। খুলাফা' রাশিদূনের সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাঁদের কথা, উপদেশ, চিঠিপত্র, নির্দেশিকা ইত্যাদি সাহিত্য নিদর্শন দ্বারা পরবর্তীকালের সাহিত্য বিশেষত, উমায়্যা ও আব্বাসী যুগের সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

সাহিত্য চর্চাকে খুলাফা' রাশিদূন (রা) উৎসাহিত করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সুন্দর উপস্থাপনাকে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র হিসেবেও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। যেমন, 'উমর (রা) খলীফা হিসেবে প্রদত্ত নির্দেশিকায় বসরার গভর্ণর আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্যে লিখে পাঠান ঃ-

مر من قبلك يتعلم الشعر فانه يدل على معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الانساب .[১]

তুমি তোমার কর্মচারীকে কবিতা শিখতে বল। কেননা, তা উন্নত চরিত্র, সঠিক বিবেচনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং আরবের বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানায়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আরবগণের নানা কীর্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের নিয়ে উচ্চারিত কবিতার মাধ্যমে সঠিকভাবে জানা যায়।

সুন্দর সাহিত্যিক নিদর্শন পেলে খুলাফা' রাশিদূন (রা) আনন্দিত হতেন এবং সাগ্রহে নিজেদের মতামত উল্লেখ করতেন। যেমন হযরত 'উমর (রা) বিশুদ্ধ ভাষা উচ্চারণে অভিভূত হতেন। তিনি একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, " হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি কত শুদ্ধভাষী; আমি কোন ব্যক্তিকে আপনার চেয়ে সুন্দর

---

১ ইমাম সুয়ূতী, হুসনুস-সাহাবাহ, ১ম খণ্ড পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ও মধুর কথা বলতে দেখিনি।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ঠিক বলেছ, এ যে আমার অধিকার, কারণ, কুরআন আরবী মুবীন ভাষায় আমার উপর নাযিল হয়েছে।" [১]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি সাধনে রাসূলুল্লাহ (সা)- এর অবদান নিঃসন্দেহে অতি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। বাগ্মীতাকে আরব গোত্রের অথবা বিশেষ এলাকার প্রশংসা ও গৌবিরগাঁথা বর্ণনার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা) - বাগ্মীতাকে এ সংকীর্ণতা হতে মুক্তি দান করেছেন। বাগ্মিতা মানুষের একটি গুণ, একে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। ইসলামের প্রথম যুগে কবিতার তুলনায় বাগ্মিতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় বেশি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তৎকালীন আরবের অদ্বিতীয় বাগ্মী ছিলেন। [২] খুলাফা' রাশিদূন (রা) ছিলেন তাঁরই পূর্ণ অনুসারী। তাঁদের বক্তৃতায় এ প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তাঁরা বাগ্মীতায় পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে আলী (রা) বাগ্মী হিসেবে সকলের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন। 'আলী (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وهو امام الخطباء من العرب على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . [৩]

অর্থাৎ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর সাধারণত আরব বাগ্মীদের ইমাম বলে খ্যাত। কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গিতে বাগ্মিতার বীজ সুপ্ত রয়েছে। মুসলমান বাগ্মীরা কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ইসলাম প্রচারের জন্য বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়েছেন। মুসলিম সেনাপতিরা মুজাহিদদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের বহু গ্রন্থে তাঁদের অনেক ভাষণ সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁদের সকল কাজের

---

১. ইমাম সুয়ূতী, আল-মুযহির, মিসর, ১৩৭৮ হি. ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৯।

২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪৮ -১৪৯।

৩. শরীফ মুরতাদা , নাহজুল বালাগাহ, ভূমিকা, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ছিল কুরআন। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা বক্তৃতা প্রদানকালে কুরআনের আয়াত হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য জোরদার ও সুন্দর করতেন। খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর বক্তৃতায় এ প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁদের বক্তৃতায় কুরআনের শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য যুক্ত করেছেন এবং কুরআনের ভাব নিজেদের রচনায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। তাই বক্তারা তাঁদের বক্তব্য জোড়ালো করার জন্য কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। - কুরআনের আয়াত বর্জিত বক্তৃতাকে 'আল-বতরা' (পুচ্ছবিহীন) অথবা 'আশ-শওহা' (বিকৃত) বলা হত।[১] তাঁরা কুরআন ও হাদীস পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) হাদীস কম বলার উপদেশ দিতেন, যাতে লোকেরা কুরআন পরিত্যাগ না করে, আবার হাদীসের প্রতিই অনুরক্ত হয়ে পড়ে, কিংবা কুরআনের সাথে ভুলবশত, হাদীসকে মিলিয়ে প্রভেদ নির্ণয় করতে না পারে। হযরত 'উমর (রা) খলীফা থাকাকালে কূফাগামী একদল সাহাবীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা বিভিন্ন স্থানে গমন করবেন। তথাকার লোক অত্যধিক ভক্তি ও অনুরাগের সাথে কুরআন পাঠ করে থাকেন। আপনাদের আগমনে তারা খুবই আনন্দিত হবেন। তারা আপনাদের কাছে হাদীস শরীফ শুনতে উৎসুক হবেন। আপনারা তাদের কাছে অধিক হাদীস বর্ণনা করবেন না।[২]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা) এর সময়েই বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ শুরু হয়। তখন গ্রন্থ আকারে হাদীস বিন্যস্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় না। এছাড়া হযরত 'উসমান (রা) এর খিলাফতের শেষ সময়ে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং অশান্তির যে স্রোত চালু হয়, তা প্রায় হিজরী সনের প্রথম শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত থাকে। কিন্তু

---

১. জুরজী যায়দান, অরীখ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৭।

২. আয-যাহাবী, তযকিরাতুল হুফ্ফায, তরজমাতু 'উমর।

Dhaka University Institutional Repository

এই অশান্তির মধ্যেও আল-কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি চলতে থাকে।[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সময়ে আল-কুরআনুল-মাজীদ সংকলন করা হয়। এ মহান গ্রন্থ লিপিকাকারে সন্নিবেশিত প্রথম ক্ল্যাসিকাল আরবী গ্রন্থ। এ ছাড়া ছিল রাষ্ট্রীয় কাজকারবারের প্রয়োজনে লিখিত দলীল-পত্র, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও চিঠিপত্র ইত্যাদি। 'উমর (রা) রাষ্ট্রীয় আয় মুসলিমদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্ত 'দীওয়ান' লেখার প্রচলন করেন।[২]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) এর সময়ে বাগ্মিতার দিগন্ত যেমনিভাবে প্রসারিত হয়েছে তেমনি দলীল -দস্তাবেজ-চিঠিপত্র লেখার প্রচলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন বিজিত দেশসমূহে সে সবদেশের ভাষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালিত হত। আরব পন্ডিতরা তখন পর্যন্ত স্মৃতি শক্তির উপর বেশির ভাগ নির্ভর করতেন।[৩] তখনকার লেখন পদ্ধতি ও বাচন ভঙ্গির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ছিল ঃ-

১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই লেখা হত না।

২. অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তি যথাসম্ভব বর্জন করা হত।

৩. চিঠিপত্র লেখক ও প্রাপক উভয়েই আরব হলে কঠিন শব্দ ও অলংকারপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা হত, অন্যথায় ব্যবহৃত হত সহজ সরল বর্ণনাপদ্ধতি।

৪. বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হত।

৫. প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে কোন বৈচিত্রের অবতারণা করা হত না।

---

১. ইব্রাহীম খাঁ ও আহছান উল্লাহ, ইছলাম সোপান, পৃ. ৩২০, ই. ফা. বা. ১৯৮৮ খৃ. ২য় সং।

২. P. K. Hitti, History of the Arabs, P. 172.

৩. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাধারণত একবচনে বক্তব্য পেশ করা হত, যথা 'আনা' (আমি) 'লী' (আমাকে) ইত্যাদি, তেমনি প্রাপক একজন হলে তাঁর জন্যও একবচন ব্যবহার করা হত। লেখার এ পদ্ধতি উমায়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদিল মালিক (৭০৫-৭১৫) পর্যন্ত বর্তমান ছিল।[১]

খলীফা 'উমর (রা) কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মকতব স্থাপন করেছিলেন।[২] তাঁর নির্দেশ অনুসারে কূফায় আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা. মৃ. ৩৪ হি.) বসরায় মা'কাল ইব্ন য়াসার (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল ও 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) এবং শামে আবূ দারদাহ (মৃ. ৩২ হি.) ও 'উবাদাহ ইব্ন সামিত (মৃ.৩৪ হি.) হাদীস শিক্ষা দান করতে গমন করেছিলেন।[৩] খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর সময়ে মদীনার বাইরে মুসলিম রাষ্ট্রের নানা প্রান্তে সাহাবীগণ চলে যান। তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই হাদীস শিক্ষাদানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে বড় শিক্ষা কেন্দ্র কয়েকটির সংখ্যা হল, মক্কায়, ২৬টি, কূফায় ৫১ টি, বসরায় ৩৫ টি, শামের বিভিন্ন শহরে ৩৪ টি, মিসরে ১৬টি, খুরাসানে ৬টি ও জাযীরায় ৩টি।[৪]

হযরত আবূ বকর (রা) এর দুই বছর খিলাফতকালে আরবদের বিদ্রোহদমন ও সিরিয়া অভিযান পরিচালিত হয়। কাজেই হাদীসের আলোচনা বা হাদীস লিপিবদ্ধকরার সুযোগ তখন ঘটেনি। হযরত 'উমর (রা) -এর খিলাফতকালে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্ন থাকলেও নানা কারণে তিনি হাদীস প্রচারের বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। সে সময় সাহাবীগণের অনেকেই খুবই কম হাদীস

---

১. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও মুস্তাফা 'আনানী, আল-ওসীত, মিসর ১৯২৮ খৃ. পৃ. ১২৯।

২. মুঈনুদ্দীন, তারীখ, ১ম খ, পৃ. ২১৫।

৩. যায়দান, তারীখ, ১ম খ. পৃ. ২৪৫।

৪. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বলতেন। তাঁরা হাদীস বলতে বিশেষ ভয় পেতেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) মত হুবহু বলতে না পারেন, তাহলে পাপ হবে, এই ভয়ে তাঁদের শরীর অনেক সময় রোমাঞ্চিত হত। এমন কি কোন কোন সময় তাঁদের চেহারা পরিবর্তিত হত।

লেখার কাজে হযরত 'উসমান (রা) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংক্ষিপ্তাকারে কথা বলাকে তিনি পছন্দ করতেন। কুরআন মাজীদকে তিনি নিত্যদিনের একান্ত সহচর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে অতিবাহিত করতেন। তিনি পূর্ণ কুরআনের হাফিযও ছিলেন। প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি ওহী লেখক ছিলেন। কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁর অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল।[১] কুরআন ও শরীআতের বিধান খুঁজে বের করায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হতে কুরআন মজীদকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারেও তাঁর অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের থেকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)- এর থেকে তিনি স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সফল ও সার্থক ব্যবসায়ী ছিলেন বলে হিসাব রক্ষণের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এই কারণে 'ইলমুল-ফারাইদ' বা উত্তরাধিকার বন্টন বিদ্যায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল সর্বজন স্বীকৃত।[২]

হযরত 'উমর (রা) যখন মুসলিম জাহানের খলীফা, তখন হাদীস শরীফকে সম্মিলিতভাবে লিখে রাখার জন্য সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। প্রত্যেকেই তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। হযরত 'উমর (রা) তবুও এ ব্যাপারে শংকিত ছিলেন, না জানি আল-কুরআনের সাথে হাদীস শরীফ মিশ্রিত হয়ে যায়। তাই

---

১. আহমাদ, সাফওয়াতুস-সাফওয়া, ১ম খ. পৃ. ৩০৪।

২. আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সাহায্য চেয়ে গোটা এক মাস আল্লাহর দরবারে ইস্তিখারা (বিশেষ মুনাজাত) করেন। তারপর জানান যে, আমি প্রিয়নবী (সা) এর হাদীসের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন ক্ষেত্র আমি বানাবো না। তাই, তিনি আল-কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন এবং হৃদয়ঙ্গমের গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আল-কুরআনকে মূল রেখে তাফসীর হিসেবে হাদীস শরীফ চর্চার ক্ষেত্রেকে তিনি উন্মুক্ত করে দেন। আবার কুরআনের সাথে একত্রিত হওয়ার আশংকাও এভাবে দূরীভূত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে হাদীস শরীফও মুসলিমগণের মাঝে সংকলিত আকারে প্রকাশিত হয়। যার সুদূরপ্রসারী চিন্তা 'উমর (রা) আগেই করেছিলেন।[১]

খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর আমলে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হত। এ যুগেও কবিতা চর্চায় তেমন কোন ভাটা পড়েনি। খুলাফা' রাশিদূন (রা) সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাহাবীগণ শো অনেক সময় মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর জমাতেন।[২]

হযরত আবূ বকর (রা) নিজেও একজন কাব্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে তাঁকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন এবং বলতেন, তার কবিতা শিল্পকুশলতাও ছন্দমাধুর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশী সাবলীল।[৩]

দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা) সম্পর্কে কবিতাপ্রীতির প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। কোন

---

১. আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত আলী (রা) জীবন ও খিলাফত, পৃ. ১৭৮।

২. শাওকী দায়ফ, তারীখ ২য় খ. পৃ. ৪৫।

৩. ড. 'আবদুল মুন'ইম খাফাজী, মুকাদ্দিমাহ- নাকদুশ্‌শির -২৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আগমন করলে, তিনি তাদের কাছে তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত এবং নিজেও কোন কোন সময় সে সব কতির কিছু কিছু আবৃত্তি করতেন।[১]

কবিতার গুরুত্ব বর্ণনায় 'উমর (রা) বলেছেন,

الشعر جزل من كلام العرب يسكن به الغلظ وتطفأ به الثائرة ويتبلغ به القوم فى ناديهم ويعطى به السائل [২]

" কবিতা আরবদের সবচেয়ে ভাল ও বিশুদ্ধ কথা। এর দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়, উত্তেজনা দমিত হয়, কোন সম্প্রদায় তাদের মজলিস-মাহফিলে যথাযথ আসন করে নিতে পারে এবং কোন প্রার্থী কিছু পেতে পারে।" 'উমর (রা) বিশেষ কোন কারণ বা ঘটনার সম্মুখীন হলে, সে সম্পর্কে কবিতার দু' একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।[৩]

আরবী সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে হযরত 'উমর (রা) কে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি শুধু রুচির ভিত্তিতে কারো সমালোচনা না করে, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ একটি বাণী হল,

كان لا يعاظل ، وكان يتجنب و حشى الكلام ، و لم يمدح أحدا إلا بما فيه [৪]

তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলী ও অশোভন কথাও

---

১. শাওকী দায়ফ, তারীখ ২য় খ. পৃ. ৪৫।

২. ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহি, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ ম খ. পৃ. ২৮১।

৩. জাহিয, আল-বয়ান ওয়াত-তাবয়ীন, ১ম খ. পৃ. ২৪১।

৪. আল-বাকিল্লানী, ই'জাযুল-কুরআন, ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এড়িয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। কোন রকম অতিরঞ্জিত করেন নি। সাহিত্যিক 'আয়েশী বলেন, 'উমর (রা) ছিলেন কবিতা সম্পর্কে সকলের থেকে বিজ্ঞ।[১]

আবূ বকর (রা) সুন্দর কবিতা গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করতেন। যেমন তিনি বলেছেন,

ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة.[২]

"অনেক ক্ষেত্রে কবিগণ প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উচ্চারণ করেন।" অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান কবির কবিতাকে তিনি পছন্দ করতেন।

খলীফাদের কয়েকজনের ব্যাপারে বিখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেছেন,

كان أبو بكر شاعرا ، و عمر شاعرا ، وعلى أشعر الثلاثة —[৩]

" আবূ বকর (রা) কবি ছিলেন 'উমর (রা) কবি ছিলেন। আর 'আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। "

'আলী (রা) ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবল মাত্র সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি তিনি জাহিলী যুগের কবি ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন।[৪]

---

১. জাহিয, আল-বয়ান ওয়াত-তবয়ীন, ১ম খ. পৃ. ১৩৯।

২. 'আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, বাবুস সিদ্দীক, /৮৯৩২।

৩. ইবন 'আব্দি রাব্বিহি, আল-'ইকদুল ফারীদ, ৫ ম খ. পৃ. ২৮৩।

৪. কুদামাঃ নাকদুশ শির, আল-মুকাদ্দিমা, ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা) ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার। সমসাময়িক যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। "দিওয়ানে 'আলী" নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থটি তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলছে। তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী। "নাহজুল-বালাগাঃ" তাঁর অন্যতম বক্তৃতা সংকলন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের মূল সূত্র উদ্ভাবন করেন এবং আরবী শব্দরাজিকে ইসম, ফে'ল এবং হরফ - এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন।[১] এভাবে প্রতিটি অঙ্গণেই খুলাফা রাশিদূন (রা) আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রায় ৫০ জন সাহাবী হাদীস শরীফ লিখে রাখতেন। 'উমর (রা) যখন মুসলিম জাহানের খলীফা, তখন হাদীস শরীফকে সম্মিলিতভাবে লিখে রাখার জন্য সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। প্রত্যেকেই তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। 'উমর (রা) তবুও এ ব্যাপারে সংকিত ছিলেন, না জানি আল-কুরআনের সাথে হাদীস শরীফ মিশ্রিত হয়ে যায়। তাই আল্লাহর সাহায্য চেয়ে গোটা এক মাস আল্লাহর দরবারে ইস্তিখারা (বিশেষ মুনাজাত) করেন। তারপর জানান যে, আমি প্রিয়নবী (সা) এর হাদীসের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ দেব না। তাই, তিনি আল-কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন এবং হৃদয়ঙ্গমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আল-কুরআনের তাফসীর হিসেবে হাদীস শরীফ চর্চার ক্ষেত্রকে তিনি উন্মুক্ত করে দেন। ফলে আল-কুরআনের সাথে একত্রিত হওয়ার আশংকাও এভাবে দূরীভূত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে হাদীস শরীফও মুসলিমগণের মাঝে চর্চা হতে থকে। যার সুদূরপ্রসারী চিন্তা 'উমর (রা) আগেই করেছিলেন এবং ইসলামী

---

১. ড. মুহাম্মাদ শাতির, আল-মু'জায ফী নাশআতিন-নাহবি, ১৪।

২. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ যথাযথ উপকৃত হয়েছিল।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য কর্ম দ্বারা আরবী সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আরবী সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটেছিল। তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষা আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁদের এ প্রভাব অটুট ছিল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল ঃ-

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর ভাষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন,

ক. ভাষণের প্রারম্ভে তাঁরা আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)- এর প্রতি দরূদ শরীফ উল্লেখ করতেন। তারপর উপস্থিত মুসলিমদের পরকালীন সফলতার কথা মনে করিয়ে দিতেন।

খ. উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

গ. এরপর পর্যায়ক্রমে আলোচ্য বিষয় তুলে ধরতেন এবং তার সমর্থনে আল-কুরআনুল-মাজীদের আয়াতে কারীমা অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পবিত্র বাণী উল্লেখ করতেন।

ঘ. তাঁরা তাঁদের কথাকে খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজনে কোন কথাকে তিনবার উল্লেখ করে সুস্পষ্ট করে দিতেন।

ঙ. সবশেষে তাঁরা পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত কোন বাক্য উল্লেখ করতেন।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) - এর চিঠিপত্র আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। পরবর্তীতে চিঠি লিখন পদ্ধতির উপর এর প্রভাব পড়েছে। তাঁদের চিঠির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ-

ক. 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে চিঠি শুরু করতেন।

খ. কে লিখছেন এবং কার উদ্দেশ্যে লিখছেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. চিঠির বক্তব্য হত খুবই সংক্ষিপ্ত।

ঘ. সরকারী কর্মচারীদের কাছে লিখিত চিঠিতে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে দিতেন।

ঙ. বিশেষ কোন নির্দেশিকা ও প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতেন এবং সবশেষে সালাম উল্লেখ করতেন।

তাঁদের থেকে প্রাপ্ত ভাষণ ও চিঠির এ নীতি পরবর্তী কালেও উমায়্যাদের মাঝে প্রচলিত থাকে।

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর কবিতায়ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন ,

ক. উপদেশ মূলক কোন বিষয়ের উল্লেখ।

খ. সহজবোধ্য শব্দমালার ব্যবহার।

গ. উৎকৃষ্ট অনুপম উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ।

ঘ. চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার ।

ঙ.ছন্দ, অন্তমিল ও স্বর সাদৃশ্যের আশ্চর্য রকমের সৌন্দর্য প্রকাশ।

চ. ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার।

ছ. অতিরঞ্জন ও অতিকথন মুক্ত।

এ ছাড়া খুলাফা' রাশিদূন (রা) থেকে প্রাপ্ত নসীহাত, অসীয়্যাত, নীতিবাক্য ইত্যাদি ছিল ইসলামেরই কোন না কোন বিধানের বিশ্লেষণ স্বরূপ। যা দ্বারা মানুষ সুপথে পরিচালিত হতে পারে। তাঁরা ইসলামের বিধানকে বাস্তবায়নের নিরিখে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস রত অমুসলিম নাগরিকদের বিচার সংক্রান্ত স্বাধিকার প্রদান করেছিলেন। তারা স্বাধিকার ভোগ করেছিল দেওয়ানী, ফৌজদারী, ব্যক্তি আইন প্রভৃতি সকল বিষয়ে। তাঁরা তাদের জন্যও লিখিত নীতিমালা তৈরী করেছিলেন।[১]

১. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিচালনা আরবী সাহিত্যের পরিধিকে দিক-দিগান্তরে সহজে ছড়িয়ে দিয়েছিল। নানা শহরে এর চর্চায় জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন, বসরা ও কূফা শহর। ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে এ দুটি শহর প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। খলীফা উমর (রা) এর খিলাফতকালে ১৭ হিজরীতে বসরা শহর আবাদ করা হয়। এ শহর দুটি ইরাকে অবস্থিত। কূফা ছিল খলীফা আলী (রা) -এর রাজধানী। এ শহরে পানি সরবরাহের জন্য প্রায় এক লাখ বিশ হাজার জলধারা খনন করা হয়েছিল।[১] এখানে সাহিত্য চর্চার জন্য 'উকায মেলার অনুকরণে বাজার স্থাপিত হয়েছিল। বসরার একটি প্রসিদ্ধ বাজারের নাম ছিল 'মিরবাদ'। এটি শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এখানে কবিরা একত্রিত হতেন, সাহিত্য মজলিস বসত এবং জ্ঞানের বিষয় আলোচনা হত। তেমনি কূফা শহর ও তার আশে পাশে এ ধরণের সাহিত্য সম্মেলন হত।[২]

বসরা ও কূফায় ভাষা ও সাহিত্যের উপর গবেষণা কার্য চলতে থাকে। আরবের প্রসিদ্ধ কবি ও বাগ্মীরা এ দু'শহরে এসে একত্রিত হন। বসরায় আরবী ব্যাকরণ রচনার কাজ শুরু হয়। কবিতা রচনার ব্যাপারে অগ্রগতি হয় কূফায়।[৩] এ সবই খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যকর্মের এবং ভাষা ও সাহিত্যের জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপের সুফল।

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর পন্থাকে অনুসরণ করে প্রসিদ্ধ উমায়্যা খলীফা 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (মৃ. ১০১ হি.) ৯৯ হি. সনে হাদীস সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস সংগ্রহের জন্য

---

১. P. K. Hitti, History of the Arabs, P. 241.

২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৭৩।

৩. যায়দান, তারীখ, ১ম খ. পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ফরমান পাঠান। তখন ব্যাপকভাবে হাদীস শরীফ সংগ্রহ করা হয় এবং সংকলিত হয়।[১] খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের প্রভাবে উমায়্যা ও 'আব্বাসী যুগের সাহিত্যিকগণ প্রভাবান্বিত হন। উমায়্যা যুগে গদ্য সাহিত্যের অধিক সম্প্রসারণ ঘটেনি। আব্বাসী যুগে গদ্য বাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত হয়। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অঞ্চলে এ গদ্য সাহিত্য প্রচলিত ছিল এবং তখন এর পঠন ও পাঠনের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। অতীত ইতিহাসকে সংগ্রহ করার ব্যাপারে তখন ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। খলীফা মামূন (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) 'বায়তুল হিকমাহ' নামে জ্ঞান - গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। আব্বাসী যুগে (১৩২/৭৫০-৬৫৬/১২৫৮) আরবীর ভাষার সাথে অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে এবং ইরানী, গ্রীক, রোমক এমনকি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।[২]

খুলাফা' রাশিদূন (রা) আরবী সাহিত্যের অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মাধ্যমে বহু সাহিত্য রচিত হয়। আবার তাঁদেরকে কেন্দ্র করেও বহু কবিতা ও সাহিত্য রচিত হয়। সেগুলোতে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের প্রসিদ্ধ কবি সাহাবী হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)[৩] কে কাফিরদের কবিতার জবাবে, কবিতা রচনার নির্দেশ দেন এবং আবূ বকর (রা)

---

১. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৯৯।

২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৯২।

৩. হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী কবি। তাঁর উপাধি 'শা'ইরু রাসূলিল্লাহ (সা), উপনাম আবুল-ওয়ালিদ, হিজরাতের প্রায় ৬০ বছর আগে য়াসরিবে ৫৬৩ খৃ, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৫৪/৬৭৪ সালে ১২০ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর কবিতার আঘাতে কাফিররা যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারীর আঘাতের চেয়েও বেশী যন্ত্রণা অনুভব করত।
ইব্‌ন হাজার, আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস-সাহাবাহ্, ১ম খ. পৃ.৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

এর থেকে বংশসূত্র সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ করতে বলেন। কেননা, আবূ বকর (রা) এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها - [১]

আবূ বকর কুরয়াশদের নসবনামা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী অবহিত।

একবার খলীফা 'উমর (রা) মসজিদে নববীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, হাসসান (রা) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছেন। 'উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মসজিদে কবিতা পাঠ করছ? হাসসান (রা) উত্তরে বললেন, 'উমর , আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখানে কবিতা আবৃত্তি করেছি। 'উমর (রা) বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। - এ কথা বলে 'উমর (রা) তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করতে উৎসাহিত করলেন। [২]

'উসমান ও 'আলী (রা) সম্পর্কে হাস্‌সান (রা) বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। যেমন 'উসমান (রা) বিদ্রোহীদের কর্তৃক শাহাদাত লাভ করার পর তিনি উল্লেখ করেন,

يا ليت شعرى ولست الطير تخبرنى   ما كان شأن على وابن عفانا
ضحوا بأشماط عنوان السجود به   يقطع الليل تسبيحا و قرآنا
لتسمعن وشيكا فى ديارهم   الله اكبر ، يا ثارات عثمانا- [৩]

" হায়, আমি যদি জানতে পারতাম, 'আলী ও ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) -এর ব্যাপারটি কি ছিল? আর তা কেমন করে জানব? তুমি তো কোন পাখী নও যে আমাকে

---

১. মুসলিম, আস-সহীহ, ফাদাইলুস সাহাবাঃ/৪৫৪৫।

২. আহমাদ, মুসনাদু আহমাদ, ৫ম খ. পৃ.২২২.২২৩।

৩. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিয়্যাঃ, আল-মাজমা' আস-সাকাফী, হাস-সান ইব্‌ন সাবিত অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

অবহিত করবে। তারা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করল, যাঁর মাঝে ছিল সিজদার চিহ্ন, ছিল বিদ্যমান। যিনি রাতকে তাসবীহ্ পাঠে ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। তুমি অবশ্যই তাদের আবাসস্থল সমূহের নিকট থেকে শুনতে পাবে ঃ আল্লাহু আকবার, হায়, 'উসমানের রক্তের প্রতিশোধ।"

আবুল আতাহিয়্যাঃ (৭৪৮-৮২৬খৃ.) খুলাফা' রাশিদূন (রা) সম্পর্কে যে শ্লোক উল্লেখ করেছেন, তার অংশবিশেষ হল,

ما يحذر الله إلا الراشدون وقد   ينجى الراشد من المحذورة الحذ ر [১]

আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করার শিক্ষার উল্লেখ করেছেন খুলাফা' রাশিদূন (রা)। আল্লাহকে ভয় করে সুপথলাভকারী ভীতিময় অবস্থান থেকে নিস্কৃতি পেয়ে থাকেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন,

أعدد أبا بكر الصديق أولهم   وناد من بعده فى الفضل يا عمر
وعد من بعد عثمان أبا حسن   فإن فضلهما يروى ويذكر . [২]

নবীগণের (আ) পর সকলের মাঝে প্রধান সম্মানিত হলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা), তাঁর পর সম্মানের ক্ষেত্রে আপনারই নাম স্মরণীয়, হে 'উমর (রা), তাঁদের পর দু'জন রয়েছেন, 'উসমান ও আবুল হাসান ('আলী) (রা)। কেননা, তাঁদের উভয়ের সম্মান সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁরা মানব সমাজে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

তিনি 'আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন,

يا ابن عم للنبي خير البرية   إنما أنت رحمة للرعية

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিয়্যাঃ, আল-মাজমা' আস-সাকাফী, আবুল 'আতাহিয়্যা অংশ।

২. আহমাদ কাবস, মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল আমসালি ফিস-সি'রিল-'আরাবী, খা পরিচ্ছেদ, খালীফাঃ অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

لا إمام الهدى الأمين للمصطفى يا لباب الخلافة الهاشمية

لك نفس أمارة لك بالخير وكف بالمكرمات ندية

إن نفسا تحملت منك ما حملت للمسلمين نفس قوية ـ [১]

ওহে সৃষ্টিজগাতের শ্রেষ্ঠ নবী (সা) -এর চাচাতো ভাই, আপনি তো প্রজাসাধরণের জন্য বিশেষ রহমত। আপনি শুধুমাত্র মুসতাফা আল-আমীন (সা) -এর প্রদর্শিত পথের নেতাই নন, আপনি হাশিমী বংশীয় খিলাফাতের ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। আপনার জন্য অন্তর বাধাহীন ব্যাকুল অথচ আপনার সম্মানের নানা স্মরণীয় বিষয়ের মাঝে সে হতবিহ্বল। প্রাণ আপনার ব্যাপারে এমনই লালায়িত, যেমনিভাবে আপনি মুসলিমগণকে শক্তিশালী প্রাণে পরিণত করেছেন।

কবি জারীর (৬৫০-৭২৮ খৃ.) ও খুলাফা' রাশিদূন (রা) সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নীতিতে আবূ বকর ও 'উমর (রা) এর অটল থাকা এবং ইসলামের শত্রুদের কার্যক্রমে খুশী না থাকা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

ما كان يرضى رسول الله دينهم والطيبان أبو بكر ولا عمر ـ [২]

ইসলামের শত্রু কাফিরদের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কোনরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন না, আবার পবিত্রতম দু' ব্যক্তি আবূ বকর ও 'উমর (রা) ও সন্তুষ্ট ছিলেন না।

ফারাযদাক (৭১০-৭৭৮খৃ.) থেকেও এ প্রসঙ্গে বহু কবিতা পাওয়া যায়। যেমন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -এর জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন,

فإن الذى نادى وكيعا فناوله تناول صديق النبي أبا بكر ـ [৩]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিয়্যাঃ, আল-মাজমা' আস-সাকাফী, আবূল 'আতাহিয়্যা অংশ।

২. প্রাগুক্ত, জারীর অংশ।

৩. প্রাগুক্ত, ফারাযদাক অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকী' কে যে ডাকে, তার সাহচর্য তুমি গ্রহণ কর। তিনি জ্ঞানার্জনের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- এর প্রতি একান্ত বিশ্বাস পোষণকারী, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -এর কাছ থেকে।

কবি যূ রুম্মাঃ (৬৯৫-৭৩৫ খৃ.) খুলাফা রাশিদূন (রা) কে মুসলিম গৌরবের বিষয় হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

نبي الهدى منا وكل خليفة فهل مثل هذا فى البرية مفخر ـ [১]

আমাদের আছেন সুপথের নবী (সা) ও তাঁর খলীফা (রা), তাই স্থলভাগে আমাদের মত গৌরবের বিষয় কি আর কারো আছে?

ইমাম শাফি'ঈ (র. ৭৬৭-৮২০ খৃ.) খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

وإن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص
وأشهد ربى أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص
أئمة قوم يهتدى بهداهم لحى الله من إياهم يتنقص. ২

নিশ্চয়ই আবূ বকর (রা) হলেন, তাঁর প্রভুর (নির্বাচিত) খলীফা। আর আবূ হাফস 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে শাসন প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন। আমি আমার প্রভুর কাছে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'উসমান (রা) নিশ্চয়ই মর্যাদার অধিকারী এবং 'আলী (রা) ছিলেন বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদান্বিত। তাঁরা ছিলেন জাতির নেতৃবৃন্দ, তাদের দেখানো পথে সুপথ নিহিত। আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যে তাঁদের পথে নিজকে বিলীন করে।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিয়াঃ, আল-মাজমা' আস-সাকাফী, যূ রুম্মাঃ অংশ।

২. প্রাগুক্ত, শাফি'ঈ অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা 'উসমান (রা) -এর বক্তৃতা সম্পর্কে আবূ তাম্মাম (৮০৪-৮৪৬খৃ.) উল্লেখ করেছেন,

وقل للمرء عثمان مقالا   يضيق بلفظه التلد الفضاء .[১]

মানুষের ব্যাপারে 'উসমান (রা) খুবই কম কথা বলেছেন। তাঁর বাক্য সম্ভার স্বল্প হলেও তার প্রভাব ছিল প্রবহমান।

আব্বাসী কবি আবূ তাম্মাম খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর স্মরণে বলেছেন,

قد كان خطب عاثر فأقاله   رأى الخليفة كوكب الخلفاء .[২]

বিদ্রোহী বক্তার বক্তব্য তিনি প্রদান করে, খলীফাগণের তারকা সদৃশ খলীফা হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আবুল-ফিরাস আল-হামাদানী (৯৩২-৯৬৮ খৃ.) হযরত 'উসমান (রা) - এর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

لنا فى خلاف الناس عثمان أسوة   وقد جرت البلوى عليه الجرائر
وسار إلى دار الخلافة عنوة   فحرقها والجيش بالدار دائر .[৩]

মানুষদের বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে 'উসমান (রা) বাস্তব দৃষ্টান্ত। নানা প্রকার বিপদ তাঁর উপর চলমান ছিল। খিলাফতের দায়িত্ব তিনি বাধাহীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থানকে শত্রুপক্ষ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তারা তাঁর অবস্থান স্থল কে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর ঘরকে তারা ঘেরাও করে রেখেছিল।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওস্'আতুশ-শি'রিয়্যাঃ, আবূ তাম্মাম অংশ।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, আবুল ফিরাস আল-হামাদানী অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ আশ-শারীফ আর-রাদী আবুল -হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন (৯৬৯-১০১৫ খৃ.) 'আলী (রা) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

فجد نبي ثم جد خليفة   فما بعد جدينا علي و احمد

وما افتخرت بعد النبي بغيره   يد صفقت يوم البياع على يد . [১]

নবী করীম (সা) কতই না সুন্দর করেছেন, এরপর খলীফা (রা) কত সুন্দর করেছেন, আমাদের কাছে 'আলী ও আহমদ এর উত্তম নিদর্শন রয়েছে। নবী করীম (সা) এর পর তাঁকে ছাড়া এমন গৌরবের কাজ আর কেউ করেননি। বায়'আতের দিন যাঁর হাত তাঁর হাতের সাথে লেগে গিয়েছিল।

সিবত ইব্‌নুত-তা'আযী (১১১৫-১১৮৭ খৃ.) স্বীয় কবিতায় উল্লেখ করেছেন,

. خدمت بها الآداب خمسين حجة   واجهدتها فى خدمة الخلفاء . [২]

আরবীর অতীত ঐতিহ্যকে ধারণ করে আমি ৫০ টি বছর সাহিত্যের সেবা করেছি। আমি তাকে খলীফাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি মাত্র।

বাহাউদ্দীন যুহায়র (১১৮৬-১২৫৮ খৃ.) উসমান (রা) -এর স্মরণে কবিতা রচনা করেছেন,

عليك سلام الله يا قبر عثمان   وحياك عنى كل روح وريحان . [৩]

ওহে 'উসমান (রা)-এর কবর! তোমার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত শান্তি বর্ষিত হোক। আমার কাছ থেকে সকল প্রাণ ও ফুলের সুবাস হতে সৌজন্যতা প্রকাশ করি।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিয়্যাঃ, শারীফ রাদী অংশ।

২. প্রাগুক্ত, সিবত ইব্‌নুত-তা'আযী অংশ।

৩. প্রাগুক্ত, বাহাউদ্দীন যুহায়র অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা রাশিদূন (রা) সম্পর্কে এমনিভাবে প্রখ্যাত কবিগণ সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। বিশেষত, হযরত উসমান (রা) -এর শাহাদাত, হযরত 'আলী (রা) -এর খিলাফতকালীন পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে কবিদের কবিতায় মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। খুলাফা রাশিদূন (রা)-এর সাহিত্যের প্রভাবে পরবর্তীতে উমায়্যাদের শাসকগণ (৪১-১৩২ হি./ ৬৬১-৭৫০খৃ.) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরবীয় করতে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল মালিকের রাজত্বকালে (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) আরবী ভাষাকে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়।[১] সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম আরবীতে সম্পন্ন হত। এমনিভাবে আরবী ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে এর ব্যবহার চালু হয়। খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের প্রভাব আব্বাসী যুগ ও পরবর্তী যুগের সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়।

খুলাফা রাশিদূন (রা)-এর সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, اقرأ باسم ربك الذى خلق .[২]

পড়ো, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। –

সেই আয়াতের মর্মবাণী অনুযায়ী আল্লাহর নামে পড়া এবং আল্লাহর নামে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাঁরা তাঁদের যাবতীয় কর্ম দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁদের সাহিত্য কল্যাণ ও প্রগতির সাহিত্য। যুগ যুগ ধরে মানুষ এ সাহিত্য দ্বারা মুক্তি ও শান্তির পথের দিশা পাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই পথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১. P. K. Hitti, History of the Arabs, P. 217.

২. সূরা আল-'আলাক ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর সাহিত্য সাধনা" - অভিসন্দর্ভটিকে ৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক শিরোনামে বিষয়গুলো সবিস্তারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক সূত্র হতে এবং পরবর্তীকালের বিশ্বস্ত গ্রন্থগুলো হতে উপস্থাপিত তথ্যগুলোর সূত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় তথ্যসূত্র বর্ণিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির ৬টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

প্রথম অধ্যায়ে খুলাফা রাশিদূন (রা) - এর পরিচিতি, সাহিত্য সম্পর্কিত তথ্য এবং খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা) - এর পরিচিতি ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত 'উমর (রা) - এর পরিচিতি ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে হযরত 'উসমান (রা) - এর পরিচিতি ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে হযরত 'আলী (রা) এর পরিচিতি ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা বিদ্যমান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরবী সাহিত্যে খুলাফা রাশিদূন (রা)- এর সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ওফাতের পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদের উপর নির্মিত হয়েছিল খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর ইমারত। আরব উপদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছিল তাঁদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনার বিশেষ অংশ সাহিত্যাঙ্গণে তাঁদের কীর্তি চির উজ্জ্বল ও শিক্ষনীয় হিসেবে বিদ্যমান। ইসলামী নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মকান্ডেরই প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের সাহিত্যকর্মে। সাহিত্যের প্রতি তাঁরা ছিলেন আগ্রহী, তাই তাঁরা সাহিত্যের সাধনা করেছেন।

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য ভান্ডারের পরিধি ব্যাপক। কেননা, আল-কুরআনকে কেন্দ্র করে তাঁদের সাহিত্য। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা হাদীস শরীফের মাধ্যমে আল-কুরআনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁদের সকল কাজের একমাত্র আদর্শ এবং সকল আশা আকাঙ্খার মূল লক্ষ্য। তাই তাঁরাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, তাঁর সত্যিকার প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের যেসব কর্মকান্ড ইতিহাসের নিরিখে আমরা পেয়ে থাকি, সেসবের একটি বড় অংশই সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ প্রদত্ত ওহীভিত্তিক যে শরী'আত রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর ওফাতের পর ওহী বন্ধ হলে সেই নীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছিল খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সময়ে। তাঁরাই রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আদর্শকে স্থায়ীভাবে উম্মতের মাঝে বিদ্যমান রাখার অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। কঠিন হতে কঠিনতর পরিস্থিতিতে, ভুলবুঝাবুঝি ও অনৈক্যের ক্রান্তিলগ্নে কিভাবে সুন্নাতভিত্তিক জীবন যাপন করা যায়, তার শিক্ষাও তাঁরা প্রদান করেছেন। তাঁদের সময়ে ইসলামের আলো বহির্বিশ্বে ক্রমবর্ধমানভাবে ছড়ানোর ফলে নানা জাতির মাঝে ইসলামের বিধান সমূহ তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। " ইজমা " সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত - পন্থার

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তন করেছিলেন। যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের নীতি কেমন হবে, কোন পরিস্থিতিতে কিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, তার পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দরতম পন্থা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর কাজকর্মসমূহের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাঁদের সাহিত্যে। তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে, আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, তাঁরা ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তথা ইসলামের আলোকে স্থায়ীভাবে দিগ-বিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করেছেন প্রচার করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, শিক্ষক নিযুক্ত করে জনসাধারণকে এগুলো শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ প্রয়োজনে তাঁরা কথা বলেছেন ও লিখেছেন এবং এ সবই তাঁদের সাহিত্যের পরিচয় বহন করে। জনসাধারণের কল্যাণই ছিল তাঁদের সকল পদক্ষেপের লক্ষ্য। আর সাহিত্যের মূল পরিচিতিই হল মানুষের কল্যাণে সম্পাদিত কার্যাদি।

ইসলামকে জানা বুঝা ও আমল করার জন্য খুলাফা' রাশিদূন (রা)-এর সাহিত্য ও রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এবং তাঁর খলীফাগণের নির্দেশিত পথে চলার জন্য উম্মতকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত, আল-কুরআনের প্রচারের প্রয়োজনে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আদর্শের বাস্তবায়নে তাঁদের সাহিত্যের ধারা ছিল চলমান। খুলাফা' রাশিদূন (রা) আল-কুরআন ও আল-হাদীসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে, সে নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকে দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পন্ন করেছেন। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের পাশাপাশি প্রাচীন আরবের উন্নত কাব্যগাথা ও প্রবাদগুলো সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল। তাঁদের প্রাত্যহিক কথা-বার্তা, প্রয়োজনে উপদেশ, নসীহাত প্রদান, শিক্ষাপ্রদান ছাড়াও খিলাফতের দায়িত্ব পালনকালে প্রদত্ত ভাষণ, চিঠিপত্র, নির্দেশনামা, চুক্তিপত্র ইত্যাদিতে তাঁদের সাহিত্য ভান্ডার পরিস্ফুটিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলোতে মানুষের জন্য কল্যাণের বাণী ও উপকারী বিষয়াদি বিদ্যমান। খুলাফা' রাশিদূন (রা) থেকে শুধুমাত্র উপকারী বিবরণগুলো সাহিত্যাকারে সংগৃহীত হতে থাকে। তাঁদের থেকে প্রাপ্ত নানা তথ্য আরবী সাহিত্যেরই মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হতে থাকে। তাঁদের বাণীও 'আল-হাদীস' হিসেবে পরিচিত। ক্রমান্বয়ে আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সেগুলো সুবিন্যস্ত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সুন্নাত বা কার্যপ্রণালী মেনে চলার জন্য উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এখন সময়ের দাবী। প্রতিটি দেশেই তাঁদের মূল্যবান সাহিত্য শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ আদর্শ শিক্ষা অধুনাযুগে আমাদের দেশে খুবই স্বল্প পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। অথচ বর্তমান অস্থির বিশ্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত এবং তাঁর খলীফাগণের সুন্নাত ভিত্তিক জীবন যাপনই শান্তির নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে পারে। তাই, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফা' রাশিদূনের সাহিত্যকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো অত্যাবশ্যক।

খুলাফা' রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য নানা বিষয়ে বিভক্ত। যার সার্বিক জরীপ করা সুকঠিন। তবে তাঁদের সাহিত্যের যতটুকু সম্পর্কে অনুধাবন করতে পেরেছি, এর দ্বারা আমরা একটি ধারণা লাভ করতে পারি। খুলাফা' রাশিদূনের সাহিত্যের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাঁদের কথা, উপদেশ, চিঠিপত্র, কবিতা, প্রবাদ, ওসীয়্যাত, ইত্যাদি পরবর্তীকালের সাহিত্যে বিশেষত, উমায়্যা ও আব্বাসী যুগের সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

খুলাফা' রাশিদূন (রা)- এর স্মৃতি বিজড়িত সংরক্ষিত সাহিত্য সর্বকালের সবদেশের মানুষের জন্য সৎকর্মের প্রেরণার উৎস। কেননা, সর্বোতভাবে মানুষের কল্যাণ ও পারলৌকিক উন্নতির স্বার্থে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজেদের ভাষা, সাহিত্য,চিন্তা-ভাবনা, ও ধর্মীয় জ্ঞান দ্বারা -

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁদের খুতবাঃ ও চিঠিপত্রগুলো আরবী সাহিত্যের উত্তম নির্দশন।[১]

সাহিত্য চর্চা বা সাধনা তাঁদের সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। মানব জীবনকে সুন্দর ও সুখী করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে প্রচারের প্রয়োজন। তাঁদের সাহিত্য সে প্রচারের কাজ করেছে। তাঁদের থেকে প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শনসমূহ এত সুন্দর ও চমৎকার যে, শুধু সে কালের নয়, যে কোন কালের যে কোন মানদন্ডে বিচার করা হলেও এগুলো উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের দ্বারা এগুলো বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হয়েছে। যে সাহিত্য সর্বযুগের জন্য কল্যাণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে সক্ষম হয়, সে সাহিত্যই বিশ্বজনীন (Universal) সাহিত্য। এর উপকারিতা কোন বিশেষ দেশ ও সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যে কোন লোক এগুলো থেকে নিজের জন্য উত্তম জিনিসের সন্ধান করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব সাহিত্যের কদর আছে। তারা এগুলো পড়েন ও এগুলোর উপর গবেষণা করেন এবং এগুলো থেকে নিজের বাস্তব জীবনের কিছু উপদেশ গ্রহণেরও ইচ্ছা রাখেন। বাস্তব জীবনেও তাই ঘটেছে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য অন্তর্ভূক্ত হওয়া আবশ্যিক বলে আমরা মনে করি। "দীওয়ানু 'আলী (রা)" অনেক জায়গায় পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পঠিত হচ্ছে। তদ্রূপ তাঁদের ভাষণ, চিঠিপত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন জরুরী বলে আমরা মনে করি। এসব বিষয় চিন্তা করে আমরা খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্যের উপর কিছু গবেষণামূলক কাজ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, 'আরাবিয়্যা প্রবন্ধ, ২য় খ. পৃ. ৫০৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা রাশিদূন (রা) -এর সাহিত্য কর্মগুলো ' মাগাযী ' ও ' তাবাকাত ' গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো উদ্ধার করার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের কাজের পরিধিকে অধিক বিস্তৃত করার সুযোগ নেই। আমরা একটি পথনির্দেশ হিসেবে এ কাজটি সম্পন্ন করেছি এবং আশা করছি আমাদের পরে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করবেন, তাঁরা আমাদের যথকিঞ্চিত প্রচেষ্টা দ্বারা উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

সর্বোপরি, আল্লাহ আমাদেরকে 'আস-সিরাতুল-মুস্তাকীম' -প্রদর্শন করুন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় রাসূল (সা) এর প্রদর্শিত ' সুন্নাত ' ও তাঁর খলীফাগণের ' সুন্নাত ' অনুযায়ী জীবন গড়ার এবং সকল মু'মিনকে এর উপর অটল থাকাবস্থায় আখিরাতে উপনীত করুন।

সর্বশেষে, আমাদের এ কাজের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল জীবনের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি। হয়ত আমরা নিশ্চিতভাবে সফলতা অর্জন করতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করুন। আমীন ॥

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুরআনুল-কারীম

গ্রন্থকার	*গ্রন্থ*	*প্রকাশনার স্থান ও সন*
১. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.)	আল-জামি' আস-সাহীহ	রিয়াদ, ১৪১৩/১৯৯৭, দিল্লী, ১৩২২ হি. এবং দারুল-কলম, বৈরূত,১৯৮৭ খৃ.
২. আবুল হাসান মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (২০৪-২৬১ হি.)	আস-সাহীহ	আল-মাতবা'আতুল-আমিরাঃ, ১৩৩০ হি. এবং দারু ইহ্য়াত-তুরাসিল-আরাবী, বৈরূত, ১৩৮৪ হি.
৩. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.)	আল-জামি'/ আস-সুনান	দারু ইহ্য়াত-তুরাসিল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি. এবং আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৯৮৩ খৃ.
৪. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নিল-আশ'আসআস-সিজিসতানী(২০২-২৭৫হি.)	আস-সুনান	কুতুবখানা রহীমিয়্যা, ভারত, তা.বি এবং মাতবা' আল-মাজীদী, কানপুর, ১৯৫৫ খৃ.
৫. আহমাদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.)	আস-সুনান	আল-মাতবা' মুজতাবাঈ, করাচী, তা. বি. এবং দারু ইহ্য়াত-তুরাসিল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.
৬. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ ইবন মাজাঃ (২০৯-২৭৩ হি.)	আস-সুনান	দারু ইহ্য়াত-তুরাসিল-আরাবী, বৈরূত, ১৩৯৫/১৯৭৫
৭. মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আবি 'আমির (৯৩-১৭৯ হি.)	আল-মুওয়াত্তা	দারু ইহয়াইল-'উলূম, বৈরূত, ১৯৮৮ খৃ.
৮. আলাউদ্দীন 'আলী ইবন হুসসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃ. ৯৫৭ হি.)	কানযুল-'উম্মাল	মুআস-সাসাতুর-রিসালাঃ, বৈরূত, ৫ম সং, ১৯৮৬ খৃ.
৯. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল ইবন আসাদ(১৬৪-২৪১ হি.)	আল-মুসনাদ	মাতবা'আতুল-মায়মানিয়্যা, কায়রো ১৩১৩ হি., রিয়াদ ১৪১৯/১৯৯৮ ও দারুল-মা'আরিফ, মিসর, ১৯৮০ খৃ.
১০. ,,	ফাদাইলুস-সাহাবাঃ	মুআসসাসাতুর-রিসালাঃ, বৈরূত, ১৯৮৩ খৃ.
১১. ,, তাহকীক, ডঃ ফযলুর রহমান দীন মুহাম্মাদ	মাসাইলুল ইমাম আহমাদ	দারুল-'ইলমিয়্যাঃ, দিল্লী, ১৯৮৮ খৃ.
১২. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান ইব্নিল ফদল ইবন বাহরাম আদ-দারিমী (১৮১-২৫০ হি.)	আস-সুনান	দারুল-কিতাবিল-'আরাবী, বৈরূত, ১৯৮৭ খৃ.
১৩.মুহয়িস-সুন্নাহ আল-বাগাভী (মৃ.৫১৬ হি.) বাংলা অনুবাদ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী	মিশকাতুল মাসাবীহ ,,	কুতুবখানা রশীদিয়্যা, দিল্লী, ১৩৪৪হি. এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ৩য় সং, ১৯৯৫খৃ.
১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ	হযরত রাসূলে করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা	ই. ফা.বা. ঢাকা, ১৪১৮/১৯৯৭
১৫. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম ইবন আয়্যুব (মৃ. ২১৩ হি.)	আস-সীরাতুন-নাবাভিয়্যাঃ লিবনি হিশাম	কায়রো, ১ম সং ১৪০৮/১৯৮৭, দারুল-জায়ল, বৈরূত , ১৯১১ খৃ.
১৬.আবূ'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবী বকর আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.)	আল-জামি' লি আহকামিল-কুরআন	দারু ইহ্য়াত-তুরাসিল-আরাবী, বৈরূত, ১৪০৫হি. ও দারুশ-শা'ব, কায়রো, ১৩৭২ হি.
১৭. 'আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদূন আল-খাদরামী (মৃ. ৮০৮ হি.)	আল-মুকাদ্দিমাঃ (ফী ফাদলি ইলমিত-তারীখ)	আল-মাকতাবাতুল-বাহিয়্যা, বৈরূত, ১৯৮৯ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. আবুল ফিদা' ইসমাঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর আল-কারশী (মৃ.৭৭৪হি.)	আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ	বৈরূত, ১৯৬৬ খৃ. ও দারুর-রায়্যান লিত্-তুরাস, কায়রো, ২য় সং. ১৯৮৮ খৃ.
১৯. ,,	তাফসীরুল-কুরআনিল-'আযীম	দারুল-ফিক্র, বৈরূত, ১৪০১ হি. এবং দারুল-মা'রিফাঃ, বৈরূত, ১৪০৩ হি.
২০. ,, তাহকীক, মুহাম্মাদ আল-ঈদ আল-খাতরাৰী	আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, আল-ফুসূলু ফী ইখতিসারি সীরাতির-রাসূলি (সা),	বৈরূত, ১৯৮৯ খৃ. ও দারুল-কালাম, বৈরূত, ১৩৯৯ হি.
২১.আবুল-ফাদল আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)	তাহযীবুত-তাহযীব	আবদুত-তাওয়্যাব একাডেমী, মুলতান, পকিস্তান,তা.বি.
২২. ,,	আল-ইসাবাঃ ফী তাময়ীযিস-সাহাবাঃ	মাতবা'আতুস-সা'আদা, মিসর, ১৩২৮/১৯১০ এবং দারুল-জায়ল, বৈরূত,১৪১২/১৯৯২
২৩. ,,	তাকরীবুত-তাহযীব	ইউ. পি. ভারত, ১৯৮৮
২৪. ইসমাঈল আল-হাক্কী	তাফসীরু রূহুল বায়ান	আল-মাকতাবুতুল-ইসলামিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৩৩০ হি.
২৫.আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.)	আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল-মুসতাফা' (সা)	ফরীদ বুক ষ্টল, লাহোর, পাকিস্তান, তা. বি.
২৬. আস-সায়্যিদ আমীমুল-ইহসান	কাওয়াইদুল-ফিকহ	সুজনাতুন-নাকাবা' ওয়ান-নাসর, ঢাকা,১৯৬১খৃ.
২৭. য়াহয়া' ইব্ন আবদিল ওয়াহহাব	মা'রিফাতু আসামিয়্যি আরদাফিন্নাবিয়্যি (সা)	আল-মাদীনা লিত-তাওযি', বৈরূত, ১৪১০ হি.
২৮.আবূ 'উবায়দ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল 'আযীয আল- বাকরী (মৃ. ৪৮৭ হি.)	মু'জামু মাসতা'জামামিন আসমাইল-বিলাদি ওয়াল-মাওয়াদি'	'আলামুল-কুতুবি, বৈরূত, ১৪০৩ হি.
২৯.আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তাবারী (৬১৫-৬৯৪ হি.)	আর-রিয়াদুন-নাদিরাঃ ফী মানাকিবিল-'আশারাঃ	দারুল-গারবিল-ইসলামী, বৈরূত, ১৯৯৬ খৃ.
৩০. ,,	তারীখুল-উমামি ওয়াল-মুলূক	দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৪০৭ হি. , লাইডেন, ১৮৯৮ খৃ. এবং কায়রো, ১৩২৩ খৃ.
৩১. ,,	জামি'উল-বায়ান 'আন তা'বীলি আয়ি'ল-কুরআন	দারুল-ফিকর, বৈরূত, ১৪০৫ হি.
৩২. আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদি রাব্বিহী আল-কুরতবী আল-উনদুলুসী (মৃ. ৩২৮ হি.)	আল-'ইকদুল -ফারীদ	লুজনাতুত-তা'লীফ ওয়াত-তারজামাঃ, কায়রো, ৩য় সং. ১৯৬৮ খৃ.
৩৩. য়ূসুফ ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল বার আন-নামরী (৩৬৮-৪৬৩হি.)	আদ-দুরারু ফী ইখতিসারি মাগাযিয়ি ওয়াস-সিয়ার	দারুল-মা'আরিফ, কায়রো, ১৪০৩ হি. এবং কায়রো, ১৪১৫/১৯৯৪
৩৪. ,,	আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল-আসহাব	দারুল-জায়ল, বৈরূত, ১৪১২ হি. এবং মাতবা'আতুস-সা'আদা, মিসর, ১৩৩৮ হি.
৩৫. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী' আল-বসরী আয-যুহরী (১৬৮-২৩০ হি.),	আত-তাবাকাতুল-কুবরা'	দারু সাদির, বৈরূত, ১৩৭৭/১৯৫৭
৩৬. ,,	আত-তাবাকাতুল কুবরা', (আল-কিসমুল-মুতাম্মাম লি তাবি'ঈ আহলিল-মাদীনাঃ ওয়া মিম বা'দিহিম,	মাকতাবাতুল-'উলূমি ওয়াল-হিকামি,আল -মাদীনাতুল-মুনাওওয়ারাঃ, ১৪০৮ হি.
৩৭. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.) তাহকীক, ডঃ মুহাম্মাদ রাওয়াস	সাফাওয়াতুস-সাফাওয়াঃ	দারুল-মা'রিফাঃ , বৈরূত, ১৩৯৯/১৯৭৯ খৃ. এবং হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৫ হি.
৩৮. ইব্ন কুতায়বাঃ	'উয়ূনুল-আখবার	দারুল কুতুব, কায়রো, ১৯৩০ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. আবূ যাকারিয়া য়াহয়া' ইব্ন আবদিল ওয়াহ্হাব (৪৩৪-৫১১ হি.)	মা'রিফাতু আসামিয়্যি আরদাফিন-নাবিয়্যি (সা)	আল-মাদীনাঃ লিত-তাওযী', বৈরূত, ১৪১০ হি.
৪০. ,,	আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল-মাগাযিয়ি ওয়াস-সিয়ার	দারুল-মা'আরিফ, কায়রো, ১৪০৩ হি.
৪১. আব্দুল হায়্যি আল-কাতানী আল-হাসানী	আত-তারাতীবুল-ইদারিয়্যাঃ নিযামুল-হুকুমাঃ আন-নাবাবিয়্যাঃ	দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, তা. বি.
৪২. য়ূসুফ আল-কানধালুভী	হায়াতুস-সাহাবাঃ	দারুল-কালাম, দিমাশক, ২য় সং. ১৯৮৩ খৃ.
৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহয়া' ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আল-উনদুলূসী (৬৭৪-৭৪১ হি.) তাহকীক, ডঃ মুহাম্মাদ য়ূসুফ যায়দ	আত-তামহীদ ওয়াল-বায়ান ফী মাকতালিশ-শাহীদ 'উসমান (রা)	দারুস-সাকাফাঃ, দোহা, কাতার, ১৪০৫ হি.
৪৪. 'আবদুল বাসিত ইব্ন খালীল ইব্ন শাহীন,	গায়াতুস-সুআলি ফী সীরাতির-রাসূলি (সা),	'আলামুল-কিতাবি, বৈরূত, ১৯৮৮ খৃ.
৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন য়াসা'র (৮৫-১৫১ হি.),	আল-মাবতাদা' ওয়াল-মাব'আস ওয়াল-মাগাযী, সীরাতু ইব্ন ইসহাক	মা'হাদুদ-দিরাসাতি ওয়াল-আবহাসি লিত-তা'রীবি, তা. বি.
৪৬. আবূ 'উমর খালীফাঃ ইব্ন খায়্যাত আল-লায়সী (১৬০-২৪০ হি.)	তারীখু খালীফাঃ ইব্ন খায়্যাত	মুআস-সাসাসাতুর-রিসালাঃ, বৈরূত, ১৩৯৭ হি.
৪৭. আবুর-রাবী' সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-উন্দুলূসী (৫৬৫-৬৩৪ হি.)	আল-ইকতিফা' বিমা তাদাম্মানাহু মিন মাগাযিয়ি রাসূলিল্লাহ (সা) ওয়াস-সালাসাতিল-খুলাফা',	'আলামুল-কিতাব, বৈরূত, ১৯৯৭ খৃ.
৪৮. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর, (মৃ.৩৬৯ হি.)	আখলাকুন্নাবিয়্যি (সা) ওয়া আদাবিহী	দারুল মুসলিম, রিয়াদ ,১৯৯৮ খৃ.
৪৯. সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস 'উমর ইব্ন 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আনসারী (৭২৩-৮০৪ হি.)	গায়াতুস-সুআল ফী খাসাইসির-রাসূল (সা)	দারুল-বাশাইরিল-ইসলামিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৯৯৩ খৃ.
৫০. আবুল -'আব্বাস আহমাদ ইব্ন আহমাদ আল-খাতীব (মৃ. ৮১০ হি.)	ওয়াসীলাতুল-ইসলামি বিন্নাবিয়্যি 'আলায়হিস-সালাতু ওয়াস-সালাম	দারুল-গারবিল-ইসলামী, বৈরূত, ১৯৮৪ খৃ.
৫১. হাফিয মুহিব্বুদ-দীন আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ বনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তাবারী (৬১৫-৬৯৪ হি.)	আর-রিয়াদুন-নাদিরাঃ ফী মানাকিবিল-'আশারাঃ	দারুল-গারবিল-ইসলামী, বৈরূত, ১৯৯৬ খৃ. ও মিসর ১৩১৭ হি.
৫২. ,,	যাখাইরুল-'উকবা' ফী মানাকিবি যাভিল-কুরবা'	দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাঃ, তা. বি.
৫৩. আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মাহমূদ আল-খাযা'য়ী (৭০৯-৭৮৯ হি.)	তাখরীজুদ-দালালাতিস-সাম'ইয়্যাতি 'আলা মা কানা ফী 'আহদি রাসূলিল্লাহি (সা)	দারুল-গারবিল ইসলামী, বৈরূত, ১৪০৫ হি.
৫৪. আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন দিহাক আশ-শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি)	আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী	দারুর-রায়া' , রিয়াদ, ১৪১১/১৯৯১খৃ.
৫৫. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল-'ইযাদ	শাযারাতুয-যাহব ফী আখবারি মান যাহব	দারুল-মাসীরাঃ, বৈরূত, তা. বি.

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাহাদুর ইব্‌ন আবদিল্লাহ আয-যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪ হি.), তাহকীক, মুহাম্মাদ আবুল ফদল ইবরাহীম	আল-বুরহান ফী 'উলূমিল-কুরআন	দারুল-মা'রিফাঃ, বৈরূত, ১৩৯১ হি.
৫৭. জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি.)	আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন	দারু ইহয়াইল-'উলূম, বৈরূত, লেবানন, ১৪০৭/১৯৮৭
৫৮. ,,	কিফায়াতুত-তালিবিল-লাবীব ফী খাসাইসিল-হাবীব (সা) (আল-খাসাইসুল-কুবরা)	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর, পাকিস্তান, তা. বি. ও দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৯৮৫ খৃ.
৫৯. ,,	তারীখুল-খুলাফা'	মাজীদী প্রেস, কানপুর, ১৯১৮খৃ.
৬০. ,,	আল-মুযহির ফী 'উলূমিল-লুঘাঃ ওয়া আনওয়া'ইহা	দারু ইহয়াইল-কুতুবিল-আরাবিয়্যা, মিসর, তা. বি.
৬১. ,, সম্পা. মুহাম্মাদ আহমাদ	আল-মুযহির	মিসর, ১৩৭৮ হি.
৬২. মুহাম্মাদ আবদুল-আযীম আয-যুরকানী,	মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল-কুরআন	দারু ইহয়াইল-কুতুবিল-'আরাবিয়্যাঃ, কায়রো, ১৯৮০খৃ.
৬৩. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন তায়্যিব আল-বাকিল্লানী	ই'জাযুল-কুরআন	দারুল-মা'আরিফ, কায়রো, তা. বি.
৬৪. মুসতাফা ইব্‌ন আবদিল্লাহ আর-রূমী আল-হানাফী (১০১৭-১০৬৭ হি.)	কাশফুল-যুনূন 'আন আসামিয়িল-কুতুবি ওয়াল-ফুনূন	দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়া, বৈরূত, ১৪১৩/১৯৯২
৬৫. আবূ 'উবায়দ আল-বাগদাদী	কিতাবুল-আমওয়াল	দারুশ-শুরূক, বৈরূত, ১৩৮৮হি.
৬৬. শারীফ আর-রাদী	নাহ্‌জুল-বালাগাঃ	গোলাম আলী এন্ড সন্স,লাহোর,তা.বি.
৬৭. আবুল ফদল মাহমূদ আল-আলূসী (মৃ. ১২৭০ হি.)	রূহুল-মা'আনী ফী তাফসীরিল-কুরআনিল-'আযীমি ওয়াস-সাব'ইল-মাসানী	দারু ইহয়াইত-তুরাসিল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি.
৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.)	ফাতহুল-কাদীর আল-জামি' বায়না ফান্নায়ির-রিওয়ায়াতি ওয়াদ-দিরায়াতি মিন 'ইলমিত-তাফসীর	দারুল-ফিকর, বৈরূত, তা.বি.
৬৯. শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ আদ-দিহলাভী	হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাঃ	দারুল-মা'রিফাঃ, বৈরূত, তা. বি.
৭০. আবুল-ফাদল আল-মায়দানী	মাজমা'উল-আমসাল	মুআস-সাসাতু মাদরাসাঃ, ওয়াশিংটন, ডি. সি. http: // www.muhaddith. com আল-ইসদার ১.০৭
৭১. আহমাদ কাব্বাস	মাজমা'উল-হিকামি ওয়াল-আমসালি ফিশ-শি'রিল-'আরাবী	,, আল-ইসদার ১.০৩ (এবং দামিস্ক, ১৯৭৯ খৃ.)
৭২. আবুল-কাশিম হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-আস্ফাহানী (মৃ. ৫০২ হি.)	মুফরাদাতু আলফাযিল-কুরআন	,, আল-ইসদার ১.০৪
৭৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়া'কূব আল-ফীরূযাবাদী (মৃ. ৮১৭)	আল-কামূসুল-মুহীত	,, আল-ইসদার ১.০৫
৭৪. ইয্‌যুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনিল-আসীর আল-জাযারী (মৃ.৬৩০ হি.)	আন-নিহায়াঃ ফী গারীবিল-হাদীসি ওয়াল-আসার	,, আল-ইসদার ১.১১
৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন আবদিল কাদির আর-রাযী (মৃ. ৭২১ হি.) তাহকীক, মাহমূদ খাতির	মুখতারুস-সিহাহ	মাকতাবাতু লিবনান নাশিরূন, বৈরূত, ১৪১৫/১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ও ৩য় খ.	ই.ফা.বা. ১৪০৭/১৯৮৭
৭৭. ,,	,, ২য় খ.	ই.ফা.বা. ১৪০৮/১৯৮৮
৭৮. ,,	,, ৫ম খ.	ই.ফা.বা. ১৪০৯/১৯৮৮
৭৯. কুদামা ইবন জা'ফর, সম্পা. আবদুল মুন'ইম খাফাযী	নাকদুশ-শি'র	দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.
৮০. মাহমূদ ইবন 'উমর আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.)	আল-ফাইক ফী গারীবিল-হাদীস	দারুল মা'রিফাঃ, লেবানন, তা. বি.-
৮১. জুরজী যায়দান	তারীখুল আদাবিল লুগাতিল-আরাবিয়্যাঃ	দারুল হিলাল, মিশর, তা. বি. এবং মিশর, ১৯৫৭ খৃ.
৮২. আহমাদ আল-হাশিমী	জাওয়াহিরুল আদাব	দারুল-ফিকর, বৈরূত, ৩০ তম মুদ্রণ, তা. বি.
৮৩. ড: আবদুল হালিম আল-নাজ্জার	তারীখুল আদাবিল আরাবী	দারুল-মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৮৩ খৃ.
৮৪. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত	তারীখুল আদাবিল আরাবী	দারু নাহদাতি মিসর লিত-তাব'ই ওয়ান-নাশরি, কায়রো, তা. বি. এবং মিসর, ১৯৩৫ খৃ.
৮৫. আহমাদ যাকী সাফওয়াত	জামহারাতু রাসাইলিল-আরব	দারুল-মাকতাবাতিল-'আরাবিয়্যাঃ,১৩৫৬/১৯৩৭
৮৬. ড: মুহাম্মাদ আশ-শাকির	আল-মু'জাম ফী নাশআতিন-নাহবি	আল-জামি'আতুল-ইসলামিয়্যা, মদীনা মুনাওয়ারাঃ, ১৯৭৮ খৃ.
৮৭. মুহাম্মাদ ইবন মুকাররাম ইবন মানযূর আল-আফ্রীকী (৬৩০-৭১১ হি.)	লিসানুল 'আরব	দারু সাদির,বৈরূত,তা. বি. এবং দারুল-মা'আরিফ, মিসর, তা. বি.
৮৮. ড: সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বাকির আল-হুজ্জাতী	আল-মু'জামুল-ওয়াসীত	দারুল-মা'আরিফ, মিসর, ১৯৮০ খৃ.
৮৯. লুইস মা'লূফ	আল-মুনজিদ	দারুল মাশরিক, বৈরূত, ৩য় সং. ১৯৭৩খৃ.
৯০. জুবরান মাস'উদ	আর-রাইদ	দারুল-ইলম , বৈরূত, ১৯৯০ খৃ.
৯১. ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী	তাবাকাতুশ-শু'আরা	দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাঃ, বৈরূত, ১৯৮০ খৃ.
৯২. 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ	আসরুল-আরব ফিল-হাদারাতিল-উরূবিয়্যাঃ	মিসর, ১৯৪৬ খৃ.
৯৩. মু'ঈনুদ্দীন আহমাদ নাদভী	তারীখে ইসলাম	আযমগড়, ভারত, ১৩৬৭ হি. এবং এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, ১৯৮৩ খৃ.
৯৪. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	ই.ফা.বা. ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪/২০০৩
৯৫. ড: মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ অনুবাদ, মুহাম্মদ লুৎফুল হক	ইসলাম পরিচয়	ই. ফা. বা. ২য় সং. ১৪২৪/২০০৪
৯৬. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	ই.ফা.বা. ১৯৮০ খৃ.
৯৭. ,,	খিলাফতে রাশিদা	খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ২০০৪ খৃ.
৯৮. ,,	ইসলামের অর্থনীতি	খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮
৯৯. নূর মোহাম্মদ আজমী	হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস	ঢাকা, ১৯৬৬ খৃ.
১০০. আলাউদ্দীন আল-আযহারী	আরবী-বাংলা অভিধান	ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ.
১০১. আ. ন. ম. শামসুল আলম	ইসলামী প্রবন্ধমালা	ই. ফা. বা. ১৯৮৮ খৃ. ২য় সং.

Dhaka University Institutional Repository

১০২. ডঃ কাজী দীন মুহাম্মাদ	সাহিত্য শিল্প	ঢাকা, ১৯৬১ খৃ.
১০৩. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা	আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩ খৃ.
১০৪. ফরীদুদ্দীন মাসউদ	রাওয়াই'উ মিন আশ'আরিস-সাহাবাঃ	ঢাকা, ১৪১৯ হি.
১০৫. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনুঃ, মাওলানা আবূ তাহের মেসবাহ	হযরত আলী রা. জীবন ও খিলাফত	ই.ফা.বা. ১৪২৫/২০০৪
১০৬. হাফেজ মোঃ ওসমান গণি	হিযাহ ছিত্তার রাবী পরিচিতি	চট্টগ্রাম, ১৪১৯/১৯৯৮
১০৭. As-sayyid Abul Hasan Ar-radi,Trans. by, Syed Ali Raza	Nahj Al-Balaghah	W O F I S, Tehran, Iran, 1399/1979
১০৮. R.A. Nicholson	A Literary History of the Arabs	Cambridge University Press, 1969.
১০৯. P. K. Hitti	History of the Arabs	London, 1949
১১০. Syed Ameer Ali	A Short History of the Serasen	London, 1953
১১১. ,,	The Spirit of Islam	Methon d co. Ltd. London, 1965
১১২. H. A. R. Gibb	An Introduction-Arabic Literature	London, 1926
১১৩. Sir William Muir	The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall	Beirut, 1963
১১৪. Editors	Encarta Encyclopedia	Microsoft ® 2004. America.
১১৫. Editors,	Encyclopedia Britanica.	Deluxe Edition, England, 2004.
১১৬. মুআল্লিফূন (সম্পাদনা পরিষদ)	আল-মাওসূ'আতু-শি'রিয়্যাঃ Poetry Encyclopedia	আল-মাজমা' আস-সাকাফী, আবূধাবী, cultural @. org.ae
১১৭. মুআল্লিফূন	মাকতাবাতুস-সীরাতিন-নাবাবিয়্যাঃ	আম্মান, জর্দান, ১৪১৯/১৯৯৯ www.turath.com
১১৮. মুআল্লিফূন	মাকতাবাতুত-তাফসীর ওয়া উলূমিল-কুরআন	আম্মান, জর্দান, ১৪১৯/১৯৯৯ www.turath.com
১১৯. শারীফ আর-রাদী, ভাষ্যকার, তাওফীক আল-ফাকী	নাহজুল বালাগাঃ (আর-রা'ই ওয়ার রা'ইয়াতু)	বাগদাদ, ১৯৬২ খৃ.
১২০. ফার্সী অনুবাদ, বেলায়েত হুসায়ন	দীওয়ানু 'আলী	কানপুর, ভারত, ১৩১১ হি.
১২১. বাংলা অনুবাদ, মুহাম্মদ হাসান রহমতী। কাব্যকার, আবদুল মুকীত চৌধুরী	দীওয়ানু 'আলী	র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২ খৃ.
১২২. মোঃ কামরুল হাসান	নাশআতুল-আদব- তাফসীরিল-কুরআনিল-কারীম ওয়া তাতাওওয়ারুহু	এম.এ. থিসিস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬ খৃ.
১২৩. ,,	আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ঃ বিশেষত, মা'আলিমুত-তানযীল ও আদ-দুররুল-মানছূর-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	এম.ফিল. থিসিস, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ খৃ.

تمّت